জাতক

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

সন - 1332

শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনূদিত

তৃতীয় খণ্ড

Vol - III

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা ৯

পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮৫

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ হালুই

ত্রিশ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন পরে জাতকের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। মুদ্রাকরের অবহেলাই বিলম্বের প্রধান কারণ। চতুর্থ খণ্ডও যন্ত্রস্থ হইয়াছে; কিন্তু কতদিনে যে উহার মুদ্রণ শেষ হইবে, তাহা বলিতে পারি না।

জাতক-সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় মোটামুটি বলিয়াছি। তৃতীয় খণ্ডে নূতন কিছু বলিবার নাই; এ জন্য ইহাতে উপক্রমণিকা সংযোজিত হইল না। জাতক আলোচনা করিয়া আর যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ-খণ্ডের উপক্রমণিকায় প্রদত্ত হইবে।

কলিকাতা,
বিজয়া দশমী
১১ আশ্বিন, ১৩৩২
1332

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

পরমারাধ্য ৺চন্দ্রকিশোর ঘোষ পিতৃদেবের উদ্দেশে

উৎসর্গ-পত্র।

পিতৃদেব,

আজ ষাট বৎসব হইল, আপনি যে কত আশা কবিযা আমাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশে পাঠাইযাছিলেন, তাহা এখনও হৃদযে জাগরূক আছে। নিয়তিব নিষ্ঠুর বিধানে আমাব পঠদ্দশাব প্রাবম্ভেই আপনি স্বর্গাবোহণ কবিলেন, আমি আপনাব সেই আশাব অণুমাত্র পূবণ কবিতে পাবিলাম কি না, তাহা দেখিযা যাইবার অবসব পাইলেন না।

বাগ্‌দেবীব সেবাব জন্য আপনাব নিকটেই দীক্ষা লাভ কবিয়াছিলাম; কিন্তু নিষ্ঠাব অভাবে তাহাতে সিদ্ধি লাভ কবিতে পাবি নাই। তথাপি সে মহামন্ত্র যে একেবাবে ভুলি নাই, তাহাব নিদর্শনস্বরূপ আমাব শেষ বয়সেব বহুশ্রম-সম্পাদিত জাতকেব এই তৃতীয খণ্ড আপনাব পবিত্র নামে উৎসর্গ কবিলাম। ভগবান্ করুন, অধম সন্তানেব এই ভক্তিদত্তোপহাব পাইযা আপনাব স্বর্গীয আত্মাব যেন কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধিত হয।

সূচীপত্র।

৩০১—খুল্লকলিঙ্গ-জাতক ১
কোন রাজা যুদ্ধকণ্ডূয়ণবশতঃ অপর এক রাজার সহিত বিবাদের ছল পাইয়াছিলেন, কিন্তু শক্রের মিথ্যাশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া পরাভূত হইয়াছিলেন।

৩০২—মহাশ্বারোহ-জাতক ৫
কোন রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নকালে এক জনপদবাসীর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে অর্দ্ধরাজ্য দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৩০৩—একরাজ-জাতক ৮
রাজা বন্দী হইয়াছিলেন, বিজেতা তাঁহার পীড়ন করিলেও তিনি সহিষ্ণুতার বলে শত্রুকে বশীভূত ও অনুতপ্ত করিয়াছিলেন।

৩০৪—দর্দ্দর-জাতক ১০
দুই রাজকুমার পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া এবং বিদেশে গিয়া লোকের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন।

৩০৫—শীলমীমাংসা-জাতক ১১
কোন আচার্য্য শিষ্যদিগের চরিত্রপরীক্ষার্থ তাহাদিগকে চুরি করিবার জন্য লোভ দেখাইয়াছিলেন। কেবল একটী ছাত্র ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং আচার্য্য তাহাকে নিজের কন্যা দান করিয়াছিলেন।

৩০৬—সুজাতা-জাতক ১৩
এক ফল-বিক্রেতার কন্যা রাজার রাণী হইয়াছিল এবং শেষে গর্ব্বিত হইয়া রাজার কাছে তিরস্কার পাইয়াছিল।

৩০৭—পলাশ-জাতক ১৫
কোন ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষ দেবতাকে পূজা করিয়া গুপ্তধন লাভ করিয়াছিল।

৩০৮—জবশকুন-জাতক ১৬
কাষ্ঠকুট্টক ও অকৃতজ্ঞ সিংহের কথা।

৩০৯—শবক-জাতক ১৮
এক রাজা পুরোহিতকে নিম্নাসনে বসাইয়া মন্ত্র শিখিতেছিলেন। এক চণ্ডাল আম চুরি করিতে গিয়া ইহা দেখিয়া রাজাকে নিন্দা করিয়াছিল।

৩১০—সহ্য-জাতক ১৯
রাজার পুরোহিত হইবেন, এই প্রলোভন পাইয়াও এক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা ত্যাগ করেন নাই।

৩১১—পিচুমন্দ-জাতক ২১

এক দস্যু একটা নিম্ব বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, বৃক্ষটী কাটা যাইবে এই আশঙ্কায় বৃক্ষদেবতা তাহাকে ভয় দেখাইয়া দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

৩১২—কাশ্যপমান্দ্য-জাতক ২৩

পিতা পুত্রে পথ চলিবার সময়ে বিবাদ করেন; বৃদ্ধ অযথা রাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

৩১৩—ক্ষান্তিবাদি-জাতক ২৫

এক নিষ্ঠুর রাজা এক তপস্বীর প্রতি কঠোর অত্যাচার করিয়াছিলেন; তপস্বী শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা হারান নাই; অত্যাচারী রাজা নরকে গিয়াছিলেন।

৩১৪—লৌহকুম্ভী-জাতক ২৮

রাজা অর্দ্ধরাত্রিকালে ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন; পুরোহিতেরা পশুবলি দ্বারা স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এক ব্রাহ্মণকুমারের অনুরোধে বোধিসত্ত্ব আর্ত্তনাদের কারণ বুঝাইয়া দিয়া পশুযজ্ঞ রহিত করিয়াছিলেন।

৩১৫—মাংস-জাতক ৩১

চারিজন শ্রেষ্ঠিপুত্র এক ব্যাধের নিকট হইতে মাংস লইবার চেষ্টা করিয়াছিল; যে মিষ্টবাক্যে সম্বোধন করিয়াছিল, সেই মাংস পাইয়াছিল।

৩১৬—শশ-জাতক ৩৩

এক শশক অতিথিকে অন্য খাদ্য দিতে না পারিয়া নিজের দেহ দান করে এবং সেই পুণ্যবলে চন্দ্রের অঙ্কে স্থান পায়।

৩১৭—মৃতরোদন-জাতক ৩৬

এক যুবকের ভ্রাতা মরিলে সে রোদন করে নাই, সকলকে বুঝাইয়াছিল যে মৃতের জন্য রোদন করা মূর্খতার কাজ।

৩১৮—কণবের-জাতক ৩৭

এক গণিকা নিজের প্রণয়ীর জীবনের পরিবর্ত্তে এক দস্যুর জীবন রক্ষা করিয়াছিল এবং শেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত দণ্ড পাইয়াছিল।

৩১৯—তিত্তির-জাতক ৪০

একটা পোষা তিত্তির অন্য তিত্তিরদিগকে লোভ দেখাইয়া ফাঁদে আবদ্ধ করিতে গিয়া নিজের কার্য্যের অনৌচিত্য বুঝিয়াছিল।

৩২০—সুত্যাগ-জাতক ৪২

এক রাজকুমার তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর অনাদর করিতেন; বোধিসত্ত্ব সদুপদেশ দিয়া তাঁহার মতি ফিরাইয়াছিলেন।

৩২১—কূটীদূষক-জাতক ৪৭

একটা মর্কট ঈর্ষ্যাবশতঃ একটা পক্ষীব কুলায় নষ্ট করিয়াছিল।

৩২২—দদ্দভ-জাতক ৪৭

এক ভীরু শশকের এবং অন্যান্য জন্তুর অহেতুক ভয়ে পলায়নেব কথা।

৩২৩—ব্রহ্মদত্ত-জাতক ৪৯

এক তপস্বী বাব বৎসরেব মধ্যে বাজাব নিকট সামান্য যাচ্ঞা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই।

৩২৪—চর্ম্মশাটক-জাতক ৫১

এক নির্ব্বোধ ভিক্ষুব কথা। সে মনে করিয়াছিল যে, একটা মেষ তাহাকে প্রণাম করিবাব জন্য আসিতেছে; কিন্তু সেই মেষেব শৃঙ্গাঘাতে তাহাব মৃত্যু হইয়াছিল।

৩২৫—গোধা-জাতক ৫২

এক গোধা নিজের বুদ্ধিবলে এক কূটতপস্বীর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছিল।

৩২৬—কক্কারু-জাতক ৫৩

এক পুরোহিত নিজের যে গুণ নাই তাহাই আছে বলিয়া দিব্য পুষ্পমালা ধাবণ কবিয়াছিল; এইজন্য দেবতারা তাহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন।

৩২৭—কাকবতী-জাতক ৫৫

সুপর্ণ-বাজ কোন বাজার মহিষীকে হবণ কবিয়াছিলেন; শেষে রাজার মন্ত্রী সুপর্ণরাজেব চক্ষে ধূলি দিয়া মহিষীকে রাজাব নিকট আনিয়াছিলেন।

৩২৮—অননুশোচনীয়-জাতক ৫৭

এক ব্যক্তি সুবর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাদৃশী রূপবতী ভার্য্যা লাভ কবিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে ঐ ভার্য্যাব মৃত্যু হইলেও শোকাভিভূত হন নাই।

৩২৯—কালবাহু-জাতক ৫৯

শুকপক্ষী ও কৃষ্ণবর্ণ মর্কটেব কথা, রাজবাটীতে মর্কটের অনাদর হইয়াছিল এবং শুকেবা আদব পাইয় ছিল।

৩৩০—শীলমীমাংসা-জাতক ৬০

এক ব্যক্তি ধর্ম্মেব বল পবীক্ষা কবিয়াছিল। এক শ্যেন পক্ষী মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া এবং এক দাসী তাহাব জাবেব আগমন-সম্বন্ধে নিবাশ হইয়া যে শান্তি ভোগ কবিয়াছিল, তদ্দর্শনে ঐ ব্যক্তিব শিক্ষালাভ।

৩৩১—কোকালিক-জাতক ৬২

একটা পক্ষিশাবক অকালে কুহুধ্বনি কবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা এক বাচাল বাজাকে উপদেশদান।

৩৩২—রথলট্‌ঠি-জাতক ৬৩

উভয় পক্ষেব কথা না শুনিয়া বিচাব কবা অন্যায়।

৩৩৩—গোধা-জাতক ৬৪

শৃগপক গোধার পলায়নবৃত্তান্ত ; এক রাজা তাঁহার স্ত্রীর নিকট উপকার পাইয়াও অকৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন।

৩৩৪—রাজাববাদ-জাতক ৬৬

রাজা সুশাসক হইলে বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হয় ; কিন্তু রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে সেই ফলই তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া থাকে।

৩৩৫—জম্বুক-জাতক ৬৮

সিংহের মত চলিতে গিয়া শৃগালের মৃত্যু।

৩৩৬—বৃহচ্ছত্র-জাতক ৬৯

এক রাজপুত্র মন্ত্রবলে গুপ্তধন পাইয়াছিলেন।

৩৩৭—পীঠ-জাতক ৭১

তপস্বী ও শ্রেষ্ঠীর কথা, অতিথি সৎকার অবশ্যকর্ত্তব্য।

৩৩৮—তুষ-জাতক ৭৩

রাজার পুত্র তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা আসন্নকালে একটা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

৩৩৯—বাবেরু জাতক ৭৫

বাবেরুবাসীরা যখন ময়ূর দেখিতে পাইয়াছিল, তখন আর কাকের আদর করে নাই।

৩৪০—বিষহ্য-জাতক ৭৭

এক ধনী শ্রেষ্ঠী দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াও দানশীলতা ত্যাগ করেন নাই।

৩৪১—কন্দরী-জাতক ৭৯

কুণাল-জাতক (৫২৩) দ্রষ্টব্য।

৩৪২—বানর-জাতক ৭৯

বানর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে কুম্ভীরের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

৩৪৩—কুন্টনি-জাতক ৮০

এক ক্রৌঞ্চী নিজের শাবকহন্তাদিগকে ব্যাঘ্র দ্বারা নিহত করাইয়াছিল।

৩৪৪—আম্রচোর-জাতক ৮১

এক ভণ্ড তপস্বী শ্রেষ্ঠিকন্যাদিগকে আম্রচোর মনে করিয়া তাহাদিগের দ্বারা শপথ করাইয়াছিল এবং শেষে নিজেই শক্রকর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল।

৩৪৫—গজকুম্ভ-জাতক ৮৩

বোধিসত্ত্ব এক অলস রাজার চরিত্রসংশোধনের জন্য তাঁহাকে গজকুম্ভ নামক এক অতিমন্দগামী প্রাণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

৩৪৬—কেশব-জাতক ৮৪

এক তপস্বী পীড়িত হইয়া রাজার সেবাশুশ্রূষাতেও আরোগ্য লাভ করেন

নাই; কিন্তু প্রিয়শিষ্যপ্রদত্ত অবলণ সিদ্ধপত্র খাইয়াই সুস্থ হইয়াছিলেন। প্রীতিযুক্ত সামান্য খাদ্যও প্রীতিহীন মধুর খাদ্য অপেক্ষা উপাদেয়।

৩৪৭—অযঃকূট-জাতক ৮৭

পশুবলি নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া যক্ষেরা বোধিসত্ত্বকে জ্বলন্ত লৌহখণ্ডের আঘাতে বধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শক্র তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩৪৮—অরণ্য-জাতক ৮৮

ঋষিকুমার কোন কামিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া জনপদে যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পিতার উপদেশে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল .

৩৪৯—সন্ধিভেদ-জাতক ৮৯

শৃগালের চক্রান্তে সিংহ ও বৃষের বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; তাহারা বিবাদ করিয়া পরস্পরের প্রাণবধ করিয়াছিল।

৩৫০—দেবতাপ্রশ্ন-জাতক ৯০

মহাউন্মার্গ-জাতক (৫৪৬) দ্রষ্টব্য।

৩৫১—মণিকুণ্ডল-জাতক ৯১

যুদ্ধে পরাজিত বোধিসত্ত্ব সর্ব্বস্ব হারাইয়াও শোক করেন নাই; ইহা দেখিয়া কোশলরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন।

৩৫২—সুজাত-জাতক ৯২

বোধিসত্ত্ব একটা মৃত গোকে তৃণ খাওইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার পিতৃশোক-কাতর পিতাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

৩৫৩—ধোনসাখ-জাতক ৯৩

এক রাজা তাঁহার পুরোহিতের পরামর্শে জম্বুদ্বীপের সহস্র রাজার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে নিজেও এই দুষ্কৃতির ফল পাইয়াছিলেন।

৩৫৪—উরগ-জাতক ৯৬

সর্পাঘাতে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলেও বোধিসত্ত্ব কিংবা তাঁহার স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি পরিজনগণের কেহই শোক করেন নাই।

৩৫৫—ঘট-জাতক ১০০

বারাণসীরাজ ঘট বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের চক্রান্তে কোশলরাজ বঙ্ককর্তৃক পরাস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অসীম বীর্য্যবলে আততায়ীকে মুগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য পাইয়াছিলেন।

৩৫৬—কারণ্ডিক-জাতক ১০১

আচার্য্য পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলকে শীলপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই চেষ্টা যে বিফল, কারণ্ডিক নামক তদীয় শিষ্য কৌশলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৩৫৭—লট্‌বকা-জাতক ১০৩

এক কাক, এক নীল মক্ষিকা ও এক মণ্ডুকের সাহায্যে কোন লট্‌বকা একটা দুষ্ট হস্তীর প্রাণনাশ করিয়াছিল।

৩৫৮—খুল্লধর্ম্মপাল-জাতক ১০৫

নিষ্ঠুর পিতা ঈর্ষ্যাবশতঃ পুত্ররূপী বোধিসত্ত্বের প্রাণবধ করিয়া সেই পাপে তন্মুহূর্ত্তেই নরকে পতিত হইয়াছিলেন।

৩৫৯ সুবর্ণমৃগ-জাতক ১০৮

এক পতিপরায়ণা মৃগীকর্ত্তৃক সুবর্ণমৃগরূপী বোধিসত্ত্বের পাশমোচন; ব্যাধের পুরস্কার-প্রাপ্তি।

৩৬০—সুশ্রোণি-জাতক ১১১

নাগদ্বীপবাসী সুপর্ণরূপী বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজমহিষী সুশ্রোণিকে হরণ করিয়াছিলেন; স্বর্গ-নামক গন্ধর্ব্ব সুশ্রোণির উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৩৬১—বর্ণারোহ-জাতক ১১৪

এক শৃগাল কোন সিংহের সহিত কোন ব্যাঘ্রের বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

৩৬২—শীলমীমাংসা-জাতক ১১৫

শীল বড়, কি বিদ্যা বড় ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ রাজার ধন অপহরণ করিয়াছিলেন এবং দণ্ড পাইয়া শীলের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

৩৬৩—হ্রী-জাতক ১১৬

প্রথম খণ্ডের অকৃতজ্ঞ-জাতকের (৯০) অনুরূপ।

৩৬৪—খদ্যোতপ্রাণক-জাতক ১১৭

ইহা মহা উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৩৬৫—অহিতুণ্ডিক-জাতক ১১৭

এক অহিতুণ্ডিক উন্মত্ত অবস্থায় পোষা বানরকে প্রহার করিয়াছিল এবং বানরটা গাছে উঠিলে তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

৩৬৬—গুল্মিক-জাতক ১১৯

গুল্মিকনামক যক্ষ বিষমিশ্রিত মধু খাওয়াইয়া পথিকদিগের প্রাণ সংহার করিত। বোধিসত্ত্বের অনুচরদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া এই মধুসেবনে মারা গিয়াছিল।

৩৬৭—শারিক-জাতক ১২০

এক বৈদ্য বালকদিগকে শালিকের ছানার লোভ দেখাইয়া সর্পদষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু বোধিসত্ত্বের বুদ্ধিবলে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং সে নিজেই সর্পদংশনে মারা গিয়াছিল।

৩৬৮—ত্বক্সার-জাতক ১২১

শাবিক জাতকেব অনুরূপ; বাজা বোধিসত্ত্ব ও তাঁহাব অনুচরদিগকে নির্দোষ জানিয়া মুক্তি দিলেন এবং তাঁহাদেব চবিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত কবিলেন।

৩৬৯—মিত্রবিন্দ-জাতক ১২২

মিত্রবিন্দনামক এক দুরাকাঙ্ক্ষ যুবকেব শোচনীয় পরিণাম।

৩৭০—পলাশ-জাতক ১২২

একটা বটাঙ্কুর পলাশতরুতে মূল বদ্ধ কবিয়া ক্রমে তাহাব সংহাব করিয়াছিল।

৩৭১—দীঘিতিকোশল-জাতক ১২৪

মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ কবিয়া কোশলরাজ দীর্ঘায়ুঃকুমার পিতৃহন্তাকে বন্দী করিয়াও তাঁহার প্রাণবধ করেন নাই।

৩৭২—মৃগপোতক-জাতক ১২৫

এক তপস্বী একটা মৃগশাবককে পুত্রস্থানীয় করিয়া তাহাব শোকে কাতর হইয়াছিলেন, শক্র তাঁহাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

৩৭৩—মূষিক-জাতক ১২৬

বাবাণসীবাজ যব আচার্য্যপ্রদত্ত তিনটী গাথা আবৃত্তি কবিয়া জিঘাংসু পুত্রের হস্ত হইতে আত্মবক্ষা কবিয়াছিলেন।

৩৭৪—খুল্লধনুর্গ্রহ-জাতক ১২৮

এক অসতী বমণীব সাহায্যে দস্যু তাহাব পতিব প্রাণনাশ কবিয়াছিল; শেষে তাহাবও ধন অপহবণ কবিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। অনন্তর হৃতমাংস শৃগালরূপী শক্রেব সহিত এই রমণীর কথোপকথন।

৩৭৫—কপোত-জাতক ১৩১

এক লোভী কাকের দুর্দ্দশা; সে কপোতরূপী বোধিসত্ত্বের সংসর্গে থাকিয়াও লোভ সংবরণ করিতে পাবে নাই।

৩৭৬—অবার্য্য-জাতক ১৩৪

অবার্য্যপিতা নামে এক মূর্খ পাটনিকে উপদেশ দিতে গিয়া বোধিসত্ত্বেব লাঞ্ছনা।

৩৭৭—শ্বেতকেতু-জাতক ১৩৬

জাত্যভিমানী শ্বেতকেতুনামক ব্রাহ্মণবালকেব দুর্দ্দশাব কথা।

৩৭৮—দরীমুখ-জাতক ১৩৯

বাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমাব ও পুরোহিতপুত্র দরীমুখেব কথা। ব্রহ্মদত্তকুমারের কাশীর রাজপদপ্রাপ্তি এবং দবীমুখেব প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্তি।

৩৭৯—মেরু-জাতক ১৪২

মেরুব আভায় সকল প্রাণীই হেমবর্ণ দেখাইত। ইহাতে উত্তমাধম বিচার

করা যায় না দেখিয়া হংসরূপী বোধিসত্ত্ব সোদরসহ অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন।

৩৮০—আশঙ্কা-জাতক ১৪৪

এক রাজা কোন ঋষিকন্যার নাম বলিতে পারিলে তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন এই কথা হইয়াছিল। কন্যাটীর নাম ছিল 'আশঙ্কা'; এই নাম জানিতে রাজা তিন বৎসর মহাদুঃখ পাইয়াছিলেন।

৩৮১—মৃগালোপ-জাতক ১৪৮

এক গৃধ্র পিতার আদেশ না মানিয়া অতি ঊর্দ্ধে গিয়া মারা গিয়াছিল।

৩৮২—শ্রীকালকর্ণী-জাতক ১৪৯

লোকে কি করিলে লক্ষ্মীবান্ এবং কি করিলে লক্ষ্মীছাড়া হয়, সেই কথা।

৩৮৩—কুক্কুট-জাতক ১৫২

কুক্কুট বিড়ালীর প্রলোভনে ভুলে নাই।

৩৮৪—ধর্ম্মধ্বজ-জাতক ১৫৪

একটা কাক ধার্ম্মিকের বেশ ধরিয়া পক্ষিশাবক খাইত; কিন্তু শেষে ধরা পড়িয়া মারা গিয়াছিল।

৩৮৫—নন্দিকমৃগ-জাতক ১৫৫

নন্দিক-নামক এক পিতৃভক্ত মৃগ মাতাপিতার প্রাণরক্ষার জন্য নিজে বন্দী হইয়াছিল; তাহার শীলপ্রভাবে রাজা তাহাকে বধ করিতে পারেন নাই; পরন্তু সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

৩৮৬—খরপুত্র-জাতক ১৫৮

নাগরাজের নিকট সেনকের মন্ত্রলাভ; ঐ মন্ত্রের প্রভাবে তিনি ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু নিয়ম ছিল, উহা প্রকাশ করিলেই তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া মরিতে হইবে। রাণী ঐ মন্ত্র জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন; সেনক স্ত্রৈণতাবশতঃ রাণীকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই, শেষে অজরূপী শক্রের উপদেশ পাইয়া তিনি মহিষীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

৩৮৭—সূচী জাতক ১৬২

কর্ম্মকাররূপী বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য।

৩৮৮—তুণ্ডিল-জাতক ১৬৫

মহাতুণ্ডিল ও খুল্লতুণ্ডিল নামক দুই শূকরশাবকের কথা। মহাতুণ্ডিলের উপদেশে খুল্লতুণ্ডিলের প্রাণরক্ষা।

৩৮৯—সুবর্ণকর্কট-জাতক ১৬৮

এক সুবর্ণকর্কটের সাহায্যে বোধিসত্ত্বের প্রাণরক্ষা। কর্কট তাঁহার আততায়ী সর্প ও কাকের প্রাণসংহার করিয়াছিল।

৩৯০—মদীয়ক-জাতক … … ১৭১

এক ব্যক্তি অর্থলোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণনাশ করিয়াছিল। যাহারা 'আমার' 'আমার' বলিয়া সঞ্চিতধন অপরকে ভোগ করিতে দেয় না, নিজেরাও ভোগ করে না, তাহাদের দুরদৃষ্টের কথা।

৩৯১—ধ্বজ-বিহেঠ-জাতক … … ১৭৩

এক রাজা বুঝিতে না পারিয়া শ্রমণদিগের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; কিন্তু শক্র তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছিলেন।

৩৯২—বিসপুষ্প-জাতক … … ১৭৬

এক ভিক্ষু পদ্মের আঘ্রাণ লইয়াছিলেন বলিয়া বনদেবতাকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন।

৩৯৩—বিঘস-জাতক … … ১৭৮

যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণাদির সেবা করিয়া অবশিষ্ট অন্ন খায়, সেই প্রকৃত বিঘসাদ।

৩৯৪—বর্ত্তক-জাতক … … ১৭৯

বর্ত্তক তৃণবীজ খাইয়াও স্থূলদেহ, কাক প্রচুর গলিতমাংস খাইয়াও শীর্ণকায়।

৩৯৫—কাক জাতক … … ১৮০

৩৯৪-সংখ্যক জাতকের অনুরূপ।

৩৯৬—কুক্কু-জাতক … … ১৮২

প্রকৃতি-পুঞ্জ সন্তুষ্ট থাকিলেই রাজার মঙ্গল।

৩৯৭—মনোজ-জাতক … … ১৮৪

এক সিংহ শৃগালের সংসর্গে থাকিয়া অতি লোভী হইয়াছিল এবং সেই জন্য প্রাণ হারাইয়াছিল।

৩৯৮—সুতনু-জাতক … … ১৮৬

এক ব্যক্তি মাতার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থপ্রাপ্তির আশায় যক্ষের কবলে গিয়াছিল এবং বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা ও যক্ষের দমন করিয়াছিল।

৩৯৯—গৃধ্র-জাতক … … ১৮৯

এক মাতৃপোষক গৃধ্র নিজের প্রজ্ঞাবলে ব্যাধের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

৪০০—দর্ভপুষ্প-জাতক … … ১৯০

এক শৃগাল বিবদমান উদ্‌বিড়ালদ্বয়ের মাছ ভাগ করিতে গিয়া নিজেই তাহার উত্তমাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিল।

৪০১—দশার্ণ-জাতক … … ১৯২

এক রাজা দান করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; শেষে এক ব্যক্তিকে তরবারি গিলিতে দেখিয়া এবং পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।

৪০২—শক্তুভস্ত্রা-জাতক ১৯৫

এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অসতী পত্নীর পরামর্শে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার শক্তুর ভস্ত্রায় কৃষ্ণসর্প প্রবেশ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন; তাঁহার পত্নীকে এবং তাহার জারকেও দণ্ড দেন।

৪০৩—অস্থিসেন-জাতক ২০১

তপস্বী অস্থিসেন কোন রাজার নিকট বহুদিন বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন দান গ্রহণ করাইতে পারেন নাই।

৪০৪—কপি-জাতক ২০৩

কপিরা রাজপুরোহিতের মস্তকে মল উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কোপভাজন হইয়াছিল। পুরোহিত কপির বসায় হস্তীর দাহজনিত ক্ষতের চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা দিয়া কপিবধের উপায় করিয়াছিলেন।

৪০৫—বকব্রহ্ম-জাতক ২০৪

শাস্তা আভাস্বর ব্রহ্মলোকে গিয়া বকের মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিয়াছিলেন।

৪০৬—গান্ধার-জাতক ২০৭

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র দেখিয়া গান্ধাররাজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু বিদেহরাজও প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। অনন্তর, প্রব্রাজকের পক্ষে সঞ্চয়শীল হওয়া অকর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া উভয়ের কথোপকথন।

৪০৭—মহাকপি-জাতক ২১১

এক বানররাজ নিজের প্রাণ দিয়াও অনুচরদিগকে গঙ্গাপারে কোন নিরাপদ্ স্থানে লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

৪০৮—কুম্ভকার-জাতক ২১৪

অকিঞ্চনতাদির গুণ দেখিয়া কলিঙ্গ, গান্ধার, মিথিলা ও পঞ্চাল দেশের রাজাদিগের প্রত্যেকবুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি। ইহা দেখিয়া কুম্ভকাররূপী বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার পত্নীর প্রব্রজ্যাগ্রহণ।

৪০৯—দৃঢ়ধর্ম্ম-জাতক ২১৯

রাজা দৃঢ়ধর্ম্মা ও তাঁহার উষ্ট্রীর কথা। উষ্ট্রী জরাকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া রাজা তাহার আদর যত্ন করিতেন না, কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে অকৃতজ্ঞতার কুফল বুঝাইয়া দিলে তিনি পুনর্ব্বার তাহার আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

৪১০—সোমদত্ত-জাতক ২২২

কোন তপস্বী পুত্ররূপে কল্পিত হস্তিশাবকের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন; শক্রের উপদেশে তিনি সান্ত্বনা পাইলেন।

৪১১—সুসীম-জাতক ২২৩

সুসীমকুমার অনুরুদ্ধ হইয়া কোন বিধবা রাজপত্নীকে বিবাহ করিয়া রাজপদ

লাভ করেন, কিন্তু শেষে জীবনেব অনিত্যতা দেখিয়া তিনি বিষয়ে অনাসক্ত হন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

৪১২—কোটিশাল্মলি-জাতক ২২৬

একটা বিশাল শাল্মলি বৃক্ষ মহাভার বহন কবিয়াও কাতব হয় নাই; কিন্তু একটা ক্ষুদ্র পক্ষী তাহার শাখায় উপবেশন করিলে ভয়ে কাঁপিয়াছিল—পাছে তন্নিক্ষিপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শেষে তাহার প্রাণান্ত ঘটায়।

৪১৩—ধূমকারি-জাতক ২২৮

এক অজপাল ব্রাহ্মণ শবভমৃগেব রূপে মুগ্ধ হইয়া অজদিগেব যত্ন কবিত না; ইহাতে অজগুলি মারা গিয়াছিল; শবভেরাও বর্ষার অবসানে প্রস্থান করিয়াছিল। মূর্খ ব্রাহ্মণ মহাদুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

৪১৪ – জাগ্রজ্জাতক ২২৯

এক ঋষি সমস্ত বাত্রি চঙ্ক্রমণ করিতেন। তাঁহাব ঈর্য্যাপথ দেখিয়া এক দেবতা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

৪১৫—কুল্মাষপিণ্ড-জাতক ২৩১

এক দবিদ্র চারি জন প্রত্যেকবুদ্ধকে চাবিটী কুল্মাষপিণ্ড মাত্র দান করিয়া তাহার ফলে জন্মান্তবে বারাণসীর বাজা হইয়াছিল।

৪১৬—পরন্তপ-জাতক ২৩৬

রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁহার পুত্রের উপর বিমুখ হইয়া তাঁহার প্রাণনাশেব চেষ্টা কবিয়াছিলেন, শেষে শত্রুভয়ে বাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। পরন্তপ-নামক এক দাসেব সহিত তাহার মহিষী ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন, পবন্তপ ব্রহ্মদত্তেব প্রাণনাশ কবিয়াছিল, কিন্তু শেষে বাজাব দ্বিতীয় পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার দুষ্কৃতিব জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিল।

৪১৭—কাত্যায়নী-জাতক ২৪০

পুত্রবধূর উত্তেজনায় পুত্র কাত্যায়নীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই ভাবিয়া কাত্যায়নী শ্মশানে গিয়া ধর্ম্মকে পিণ্ড দিবাব আয়োজন কবিয়াছিল। শক্রেব প্রভাববলে শেষে পুত্র ও পুত্রবধূ তাহাব অনুগত হইয়াছিল।

৪১৮—অষ্টশব্দ-জাতক ২৪৩

বারাণসীবাজ রাত্রিকালে আটটা শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অমঙ্গলের ভয় দেখাইয়া বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন কবিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব শব্দগুলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার ভয়াপনোদন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞ বন্ধ করিয়া বহু প্রাণীর প্রাণ রক্ষা কবিয়াছিলেন।

৪১৯—সুলসা-জাতক ২৪৭

এক দস্যু সুলসানাম্নী বারবনিতার প্রাণবধপূর্ব্বক তাহাব অলঙ্কার আত্মসাৎ করিবাব ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু সুলসা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেব প্রভাবে দস্যুবই প্রাণান্ত কবিয়াছিল।

৪২০—সুমঙ্গল-জাতক ২৫০

বারাণসীরাজের উদ্যানপাল সুমঙ্গল না জানিয়া এক প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণসংহার করিয়াছিল, এবং রাজার ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। রাজার মনে যতদিন ক্রোধ ছিল, ততদিন সুমঙ্গল চেষ্টা করিয়াও তাহার দর্শন লাভ করে নাই; শেষে রাজার ক্রোধের বিরাম হইলে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪২১—গঙ্গমাল-জাতক ২৫২

এক দরিদ্র অর্দ্ধপোষধ মাত্র পালন করিয়া মৃত্যুর পর রাজপদ পাইয়াছিল। তখন তাহার নাম হইয়াছিল উদয়। উদয় এক দরিদ্রের সহিত আলাপে তুষ্ট হইয়া তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে একদা তাঁহার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু শেষে অনুতপ্ত হইয়া আত্মদোষ খ্যাপনপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। উদয়ের গঙ্গমাল-নামক এক নাপিত পোষধপালনের ফলশ্রবণে প্রব্রজ্যা লইয়াছিল এবং প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছিল। হীনজাতীয় হইলেও অতঃপর সে রাজার পূজ্য হইয়াছিল।

৪২২—চেদি-জাতক ২৫৮

সত্যযুগে রাজা উপচর সর্ব্বপ্রথমে মিথ্যা কথা বলিয়া নরকে গিয়াছিলেন।

৪২৩—ইন্দ্রিয়-জাতক ২৬৩

নারদনামক এক ঋষি এক কামিনীর রূপে মোহিত হইয়া তপোবল হারাইয়াছিলেন; শেষে শাস্তা শরভঙ্গের উপদেশে প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন।

৪২৪—আদীপ্ত-জাতক ২৬৭

সৌবীর দেশের রাজা ভক্তিসহকারে প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে পুষ্পমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; ঐ পুষ্পগুলি হিমালয়ে প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকটে গিয়াছিল; তাঁহারা রাজার নিকটে গিয়া বহু দান পাইয়াছিলেন এবং রাজাকে নানা সদুপদেশ দিয়াছিলেন।

৪২৫—অস্থান-জাতক ২৬৯

এক বারাঙ্গনা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উপকার পাইয়াও তাঁহার অপমান করিয়াছিল, শেষে আবার তাঁহার সহিত সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

৪২৬—দ্বিপি-জাতক ২৭১

একটা দ্বিপী নানা ছল অবলম্বন করিয়া এক ছাগীর প্রাণসংহার করিয়াছিল।

৪২৭—গৃধ্র-জাতক ২৭৪

একটা গৃধ্র পিতার উপদেশ না শুনিয়া অতি উর্দ্ধে উড়িয়া মারা গিয়াছিল।

৪২৮—কৌশাম্বী-জাতক ২৭৬

সঙ্ঘভেদের দোষ।

৪২৯—মহাশুক-জাতক ২৭৮

কৃতজ্ঞ শুক নিজের আশ্রয়তরু শুষ্ক হইলেও উহা ত্যাগ করে নাই; শক্র সন্তুষ্ট হইয়া ঐ তরু নবপত্রপল্লবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

৪৩০—খুল্লশুক-জাতক ২৮০

মহাশুক জাতকের সদৃশ।

৪৩১—হারিত-জাতক ২৮২

কাম রিপুর প্রভাব; বোধিসত্ত্ব তপস্বী হইয়াও কামবশে তপোভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

৪৩২—পদকুশলমাণব-জাতক ২৮৪

এক ব্রাহ্মণের পুত্র যক্ষিণীর নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া জলে, স্থলে ও আকাশে লোকের পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারিত।

৪৩৩—লোমশকাশ্যপ-জাতক ২৯২

কামবশে লোমশকাশ্যপের মতিভ্রংশ হইয়াছিল; কিন্তু শেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ধ্যানবল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৪৩৪—চক্রবাক-জাতক ২৯৫

এক অতিলোভী কাকের কথা; সে কিছুতেই গলিত মাংসের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

৪৩৫—হরিদ্রারাগ-জাতক ২৯৭

এক ঋষিকুমার কোন রমণীর প্রলোভনে পড়িয়া জনপদে যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পিতার উপদেশে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল।

৪৩৬—সমুদ্গ-জাতক ২৯৯

এক রাক্ষস কোন রমণীকে নিজের উদরের মধ্যে রাখিয়াও তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই।

৪৩৭—পূতিমাংস-জাতক ৩০১

এক শৃগাল নানা রূপ কৌশল প্রয়োগ করিয়াও এক বুদ্ধিমতী ছাগীর প্রাণ বধ করিতে পারে নাই।

৪৩৮—তিত্তির-জাতক ৩০৪

এক ভবঘুরে কোন আতিথেয় ও সুপণ্ডিত তিত্তিরের প্রাণনাশ করিয়া তাহার মাংসে উদরপূর্ণ করিয়াছিল; কিন্তু শেষে ধরা পড়িয়া তিত্তিরের বন্ধু ব্যাঘ্রকর্তৃক নিহত হইয়াছিল।

ক্রোড়পত্র।

১১শ হইতে ১৩শ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মুদ্রিত শীলমীমাংসা-জাতক জাতকমালার ব্রাহ্মণ জাতকেব মূল। ইহাব প্রথম দুইটী গাথার সহিত জাতকমালার নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটী তুলনীয় :—

নাস্তি লোকে বহো নাম পাপং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বতঃ।
অদৃশ্যানি হি পশ্যন্তি ননু ভূতানি মানুষান্॥
অহং পুন র্নপশ্যামি শূন্যং কচন কিঞ্চন।
যত্রাপ্যন্যং ন পশ্যামি নবশূন্যং মষ্যৈব তৎ॥
পবেণ যচ্চ দৃশ্যেত দুষ্কৃতং স্বয়মেব বা।
সুদৃষ্টতবমেতস্মাদ্দৃশ্যতে স্বয়মেব যৎ॥

৩৩শ হইতে ৩৫শ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মুদ্রিত শশ-জাতকের অনুরূপ একটী আখ্যায়িকা পঞ্চতন্ত্রে (কাকোলূকীয় তন্ত্রে) দেখা যায়। একটা কপোত কোন ব্যাধের ক্ষুধানাশের জন্য নিজেব শরীব দান করিয়াছিল।

---

১৭৮ পৃষ্ঠে 'বিঘাস' শব্দটী পালি; সংস্কৃত ভাষায় 'বিঘস' লেখা হয়।

জন্ম ঃ ১৮৫৮ মৃত্যু ঃ ১৯৩৫

জাতক

চতুর্নিপাত।

৩০১ খুল্লকালিঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চারিজন পরিব্রাজিকার প্রব্রজ্যাগ্রহণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে সাত হাজার সাত শ সাত জন লিচ্ছবি বাস করিতেন এবং তাঁহারা সকলেই তর্কবিতর্ক ভাল বাসিতেন।

একদা পঞ্চশত বাদে ব্যুৎপন্ন এক নিগ্রন্থ বৈশালীতে উপস্থিত হইলে লিচ্ছবিরাজেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে উক্তরূপ ব্যুৎপন্না এক নিগ্রন্থীও বৈশালীতে গমন করিলেন এবং লিচ্ছবিরাজেরা এই দুইজনকে পরস্পরের সহিত তর্কবিতর্কে প্রবর্তিত করিলেন। বিচারে উভয়েই তুল্য পটুতা প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া লিচ্ছবিরা ভাবিলেন, 'এই দুই জনের সংসর্গজাত পুত্র নিঃসংশয় মহাপণ্ডিত হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা ঐ দুইজনকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া একত্র বাস করাইলেন।

কালে এই দম্পতীর চারি কন্যা ও এক পুত্র জন্মিল। তাঁহারা কন্যাদিগের যথাক্রমে সত্যা, লোলা, অববাদিকা ও পটাচারা এবং পুত্রটীর সত্যক এই নাম রাখিলেন। যখন ইহাদের বুদ্ধিবিকাশ হইল, তখন ইহারা প্রত্যেকে মাতার নিকট পঞ্চশত এবং পিতার নিকট পঞ্চশত, এই সহস্র বাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করিল। মাতাপিতা উভয়েই কন্যাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, "যদি কোন গৃহী তোমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমরা তাহার পাদচারিকা হইয়া থাকিবে; আর যদি কোন প্রব্রাজক তোমাদিগকে পরাস্ত করেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।"

অনন্তর মাতা পিতা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; নিগ্রন্থ সত্যক পৈতৃক স্তম্ভাসনে থাকিয়া লিচ্ছবিদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভগিনীরা জম্বুশাখা হস্তে লইয়া বিচারার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নগরদ্বারে জম্বুশাখা রোপণপূর্বক উপস্থিত বালকদিগকে বলিলেন, "গৃহী হউন, বা পরিব্রাজক হউন, যিনি আমাদের সহিত বিচারে সমর্থ হইবেন, তিনি যেন পদাঘাতে এই পাংশুস্তূপ বিকীর্ণ এবং এই জম্বুশাখা মর্দ্দিত করেন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে, আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র, যে যে স্থান সম্মার্জ্জন করা হয় নাই, সেই সেই স্থান সম্মার্জ্জন করিয়া, শূন্য ঘটগুলিতে জল পূরিয়া, এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা করিয়া একটু বেলা হইলে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই জম্বুশাখা দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন, উহা কি উদ্দেশ্যে রোপিত হইয়াছে, তখন তিনি বালকদিগের দ্বারা উহা উৎপাটিত ও মর্দ্দিত করাইয়া বলিয়া গেলেন, "যাহারা এই শাখা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন আহারান্তেই জেতবন-দ্বারকোষ্ঠকে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন।" অনন্তর তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া আহার সমাধা করিলেন এবং বিহারদ্বার-কোষ্ঠকে বসিয়া রহিলেন।

পরিব্রাজিকারা ভিক্ষাচর্য্যান্তে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে, জম্বুশাখা মর্দ্দিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই শাখা মর্দ্দিত করিয়াছেন?" বালকেরা বলিল, "স্থবির সারিপুত্র। তাঁহার সহিত বিচার করিতে যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিহারদ্বার-কোষ্ঠকে যান।" ইহা শুনিয়া পরিব্রাজিকারা পুনর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল; তাঁহারা বিহারদ্বারকোষ্ঠকে গিয়া সারিপুত্রকে নিজেদের সহস্রবাদের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির একে একে সেগুলির সমাধান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের আর কিছু জানা আছে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না, প্রভু আমরা আর কিছু জানি না।" তখন সারিপুত্র বলিলেন, "আমি এখন তোমাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।" "জিজ্ঞাসা করুন, প্রভু; যদি জানি, তবে উত্তর দিব।"

সারিপুত্র তাঁহাদিগকে একটী মাত্র প্রশ্ন করিলেন; এবং তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে নিজেই উহা বলিয়া দিলেন। তখন পরিব্রাজিকারা বলিলেন, 'প্রভু, আজ আমাদের পরাজয় এবং আপনার জয় হইল।" "এখন তোমরা কি করিবে?" "আমাদের মাতা পিতা এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে কোন গৃহী আমাদের বাদ খণ্ডন করিলে আমরা তাঁহার পত্নী হইব; আর কোন প্রব্রাজকের নিকট পরাস্ত হইলে আমরা তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। অতএব আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।" সারিপুত্র বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি স্থবিরা উৎপলবর্ণার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর তাঁহারা অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন ধর্ম্মসভায় এই বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র এই পরিব্রাজিকা চারিজনকে আশ্রয় দিয়া ইঁহাদের সকলকেই অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেখ ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও সারিপুত্র ইঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এ জন্মে তিনি ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যায় অভিষিক্ত করিয়াছেন; পূর্ব্বে তিনি ইঁহাদিগকে রাজমহিষীর পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যে * দন্তপুর নগরে যখন কালিঙ্গ-নামক এক রাজা ছিলেন, তখন অশ্বক রাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। কালিঙ্গের বহু বল ও বাহন ছিল; তিনি নিজেও হস্তীর ন্যায় বলবান্ ছিলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, কুত্রাপি এমন কোন লোক দেখিতে পাইতেন না। একদা তিনি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অথচ আমার সমকক্ষ কোন যোদ্ধা দেখিতে পাইতেছি না; বলুন ত আমার কর্ত্তব্য কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইহার এক উপায় আছে। আপনার কন্যা চারিটী পরমসুন্দরী। আপনি তাঁহাদিগকে বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত করিয়া এবং আবৃত যানে আরোহণ করাইয়া সৈন্যসামন্তসহ গ্রাম, নিগম † ও রাজধানীসমূহে প্রেরণ করুন। যে রাজা তাঁহাদিগকে নিজের অন্তঃপুরে লইতে চাহিবেন, আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

কলিঙ্গরাজ এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু তাঁহার কন্যারা যে যে অঞ্চলে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের রাজারা ভয়ে তাঁহাদিগকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না; উপঢৌকন পাঠাইয়া নগরের বাহিরেই তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে রাজকন্যারা সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে অশ্বকরাজ্যস্থ পোতলি নগরে উপনীত হইলেন। অশ্বকরাজও নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন।

অশ্বকের নন্দিসেন নামে এক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল অমাত্য ছিলেন। নন্দিসেন ভাবিলেন, 'এই রাজকন্যারা নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পান নাই। যদি তাহাই হয়, তবে জম্বুদ্বীপের পক্ষে বড় কলঙ্কের কথা। অতএব আমি কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নগরদ্বারে গমন করিলেন এবং দৌবারিককে আহ্বান করিয়া দ্বার খোলাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

---

* কলিঙ্গরাজ্য চোলমণ্ডল উপকূলে মহানদী ও গোদাবরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধদেবের চারিটী শ্বাদন্তের ('দাঠা'র) একটী স্বর্গে, একটী নাগলোকে, একটী গান্ধারে ও একটী কলিঙ্গদেশে যায়। এই জন্যই কলিঙ্গের রাজধানী 'দন্তপুর' আখ্যা পাইয়াছিল। কলিঙ্গের দন্তটী এখন সিংহলদেশে কাণ্ডীনগরে রক্ষিত আছে। অশ্বকরাজ্য কোথায় ছিল নিশ্চয় বলা যায় না। মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ অধ্যায়ে) অশ্বকরাজ্যের নাম দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় ২৷৷৴০ চিহ্নিত পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† নিগম শব্দটী ইংরাজী town বা market-town শব্দের স্থানীয়। ইহাতে গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর, অথচ নগর বা রাজধানী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান বুঝাইবে।

খোল দ্বার, ভয় নাই, রাজকন্যাগণ অবাধে নগরমধ্যে করুন গমন।
অমাত্য পুরুষসিংহ নন্দিসেন যাঁর রণশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শঙ্কা কি তাঁহার?
অরুণ রাজার* পুরী আছে সুরক্ষিত, কি সাধ্য করিতে কার ইঁহার অহিত?

ইহা বলিয়া নন্দিসেন দ্বার খোলাইলেন, রাজকন্যাদিগকে লইয়া অশ্বকরাজকে দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ; যদি যুদ্ধ ঘটে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। এই রাজকন্যাগণ পরমরূপবতী; আপনি ইঁহাদিগকে নিজের মহিষী করিয়া লউন।" অনন্তর তিনি রাজকন্যাদিগকে মহিষীপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের অনুচরদিগকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "যাও, তোমাদের রাজাকে গিয়া বল, অশ্বকরাজ তোমাদের রাজনন্দিনীদিগকে নিজের মহিষীপদে বরণ করিয়াছেন।"

কলিঙ্গরাজকন্যাগণের অনুচরেরা স্বদেশে ফিরিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। কলিঙ্গরাজ বলিলেন, "সে নিশ্চয় আমার বল জানে না।" অনন্তর তিনি মহতী সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নন্দিসেন লিখিয়া পাঠাইলেন, "কলিঙ্গরাজ যেন নিজ রাজ্যের সীমার মধ্যেই থাকেন এবং আমাদের রাজ্যে প্রবেশ না করেন। যেখানে উভয় রাজ্যের সীমা মিশিয়াছে, সেই খানে যুদ্ধ হইবে।" কালিঙ্গ এই পত্র পাইয়া নিজরাজ্যের সীমায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অশ্বকরাজও নিজ রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক উক্ত রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে এক পর্ণশালায় বাস করিতেন। কালিঙ্গ বিবেচনা করিলেন, "শ্রমণেরা না কি অনেক বিষয় জানেন। কে বলিতে পারে, আমাদের মধ্যে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে? এ সম্বন্ধে একবার এই তাপসকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।" এই সঙ্কল্পে তিনি অজ্ঞাতবেশে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন, তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন এবং অভিভাষণ করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, কালিঙ্গ ও অশ্বক যুদ্ধোদ্যত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যসীমায় অবস্থিতি করিতেছেন। বলুন ত, ইঁহাদের মধ্যে কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহাভাগ, কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইহা আমি জানি না। তবে, দেবরাজ শক্র এখানে আগমন করিবেন। আপনি যদি কাল আসেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, কালিঙ্গের জয় ও অশ্বকের পরাজয় ঘটিবে। এ জন্য অগ্রেই অমুক অমুক নিমিত্ত লক্ষিত হইবে।"

পরদিন কালিঙ্গ আশ্রমে গিয়া বোধিসত্ত্বকে আবার সেই প্রশ্ন করিলেন; এবং বোধিসত্ত্ব যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা জানাইলেন। পূর্ব্বে কি কি নিমিত্ত দেখা যাইবে, এ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না; যুদ্ধে তাঁহার জয় হইবে এই আশাতেই অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর এই বৃত্তান্ত চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহা শুনিয়া অশ্বক নন্দিসেনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কালিঙ্গের না কি জয় এবং আমার পরাজয় হইবে? এখন কর্ত্তব্য কি বলুন ত?" নন্দিসেন উত্তর দিলেন, "সে কথা, মহারাজ, কে জানিতে পারে? কে জিতিবে, কে হারিবে, আপনার তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই।"

রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া নন্দিসেন বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন এবং একান্তে

* অশ্বকরাজের প্রকৃত নাম অরুণ। রাজ্যের নাম হইতে তাঁহাকে অশ্বকও বলা হইয়াছে।

আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, দয়া করিয়া বলুন ত কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কালিঙ্গ জয়ী এবং অশ্বক পরাজিত হইবেন।" "যিনি জিতিবেন, তিনি পূর্ব্বে কি নিমিত্ত দেখিতে পাইবেন, আর যাঁহার পরাজয় ঘটিবে, তিনিই বা অগ্রে কি দেখিতে পাইবেন?" "মহাভাগ, যিনি জিতিবেন, একটা সর্ব্বশ্বেত বৃষ তাঁহার রক্ষিকা দেবতারূপে দেখা দিবে; আর যিনি হারিবেন, তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইবে একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃষ। এই রক্ষিকা দেবতাদ্বয় পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং একটী জয়ী ও অন্যটী পরাজিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া নন্দিসেন সেখান হইতে উঠিয়া শিবিরে ফিরিলেন এবং যে এক সহস্র মহাযোদ্ধা অশ্বকের সহায় হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ একটা পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি আমাদের রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমরা প্রাণ দিতে পারি।" "যদি তাহা পারেন, তবে এই ভৃগুদেশ হইতে পতিত হউন।" কিন্তু মহাযোদ্ধারা যখন পতনের উপক্রম করিলেন, তখন নন্দিসেন তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "পড়িয়া কাজ নাই; আপনারা আমাদের রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন এবং পশ্চাৎপদ না হইয়া যুদ্ধ করিবেন; ইহাই যথেষ্ট হইবে।" মহাযোদ্ধারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিলেন।

ইহার পর যখন যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন কালিঙ্গ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, আমিই জিতিব; তাঁহার সৈন্যসামন্তেরাও ভাবিল, আমাদের জয় হইবে। তাহারা যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইল এবং যে দলের যেখানে ইচ্ছা অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজেই যখন বীর্য্যপ্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের কেহই বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারিল না।

উভয় রাজাই যুদ্ধার্থী হইয়া অশ্বারোহণে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাদের রক্ষিকা দেবতারা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন একটী সর্ব্বশ্বেত বৃষ এবং অশ্বকের রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন একটী সর্ব্বকৃষ্ণ বৃষ। পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে ইঁহারাও যে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

বৃষ দুইটী কেবল রাজাদিগেরই দৃষ্টিগোচর হইল; অন্য কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। নন্দিসেন অশ্বককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, রক্ষিকা দেবতাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন কি?" অশ্বক বলিলেন, হাঁ, দেখিতে পাইতেছি।" "তাঁহারা কি আকারে দেখা দিয়াছেন?" "কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা সর্ব্বশ্বেত বৃষ; আমাদের রক্ষিকা দেবতা সর্ব্বকৃষ্ণ বৃষ, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" "মহারাজ, আপনি ভয় পাইবেন না। আমরাই জিতিব এবং কলিঙ্গরাজ হারিবেন। আপনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এই শক্তি গ্রহণ করুন। আপনার সুশিক্ষিত সৈন্ধব ঘোটকের উদরপার্শ্বে বামহস্ত দ্বারা আঘাত করুন, এই সহস্র যোদ্ধা লইয়া সবেগে অগ্রসর হউন এবং শক্তিপ্রহারে কলিঙ্গরাজের রক্ষিকা দেবতাকে ভূতলে পাতিত করুন। তখন আমাদের এই সহস্র যোদ্ধাও শক্তিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এইরূপে কলিঙ্গরাজের রক্ষিকা দেবতা বিনষ্ট হইবেন। তাহা হইলে কলিঙ্গরাজের পরাজয় ঘটিবে এবং আমরা বিজয়ী হইব।"

অশ্বক, "বেশ বলিয়াছেন" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং নন্দিসেন সঙ্কেত করিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া শক্তি প্রহার করিলেন। তাহার পর অমাত্যেরাও শক্তি প্রহার করিতে লাগিলেন; কালিঙ্গের

রক্ষিকা দেবতা তখনই বিনষ্ট হইলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে কালিঙ্গও পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই সহস্র অমাত্য "কালিঙ্গ পলাইতেছেন" বলিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন।

মরণভয়ে ভীত কলিঙ্গরাজ পলায়ন করিবার সময়ে তাপসকে ভর্ৎসনা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

দুর্জ্জয় কলিঙ্গরাজ জিতিবে নিশ্চয়, অশ্বকের এই যুদ্ধে হবে পরাজয়—
সাধু হ'য়ে হেন মিথ্যা বলিলে কেমনে? সাধু সত্যসেবী সদা কায়ে, বাক্যে, মনে।

কলিঙ্গরাজ তাপসকে এইরূপ ভৎসনা করিয়া পলায়নপূর্ব্বক নিজের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, পশ্চাতের দিকে একবার মুখ পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেখিবার সাহস পাইলেন না। ইহার কিয়দ্দিন পরে শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

মিথ্যা হ'তে মুক্ত সদা জানি দেবগণ; সত্য সদা তাঁহাদের আদরের ধন।
তবে কেন মিথ্যা বলি ছলিলে আমায়? না পারি দেখাতে মুখ আমি যে লজ্জায়।

ইহা শুনিয়া শক্র নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথাটী বলিলেন :—

শুন নাই কভু কিহে, তুমি বিপ্রবর দেবতার প্রিয়পাত্র পরাক্রান্ত নর।
একাগ্রচিত্তেতে করে সংযম অভ্যাস, অব্যগ্র যুদ্ধের কালে, অরাতির ত্রাস,
দৃঢ়বীর্য্য, পরাক্রান্ত—এসব কারণে অশ্বক বিজয়লাভ ক'রল এ রণে।

কলিঙ্গরাজ পলায়ন করিলে অশ্বক তাঁহার শিবিকাদি লুণ্ঠন করিয়া * নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর নন্দিসেন কালিঙ্গকে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনি অবিলম্বে রাজকন্যাচতুষ্টয়ের প্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়া দিবেন; না দিলে কি কর্ত্তব্য তাহা আমাদের জানিতে বিলম্ব হইবে না।" এই আদেশ শুনিয়া কলিঙ্গরাজ ভয়ে ভয়ে কন্যাদিগের প্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর উভয় রাজাই মিত্রভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন এই তরুণী ভিক্ষুণীরা ছিলেন কলিঙ্গরাজের সেই কন্যাগণ, সারিপুত্র ছিলেন নন্দিসেন; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩০২—মহাশ্বারোহ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে স্থবির আনন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে †। "প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরাও নিজেদের উপকারী লোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ করিয়াছিলেন" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন, দানশীল ছিলেন এবং শীলরক্ষা করিয়া চলিতেন। "প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে" ইহা বলিয়া একদা তিনি বলবাহনপরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে ত্রিশ জন রাজভক্ত প্রজা বাস করিত। তাহারা প্রাতঃকালে গ্রামমধ্যে সমবেত হইয়া গ্রামকৃত্য ‡ নির্ব্বাহ করিতেছিল, এমন সময়ে নানাভরণে সুসজ্জিত রাজা বর্ম্মাবৃত অশ্বে আরোহণ করিয়া গ্রামদ্বার দিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। "এ আবার

* মূলে 'বিলোপ গ্রহণ করিয়া—এইরূপ আছে। বিলোপ=লোপ্ত্র=লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য (booty)।

† গুণ-জাতক (১৫৭) দ্রষ্টব্য।

‡ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পল্লীসমিতি ছিল। গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য নিজেরাই সম্পাদন করিত। ২য় খণ্ডের উপক্রমণিকার ৩/০ পৃষ্ঠে 'পল্লীসমিতি'-শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

কে আসিল" ভাবিয়া তাহারা ভয়ে যে যাহার গৃহে পলায়ন করিল; কেবল এক ব্যক্তি নিজের গৃহে না গিয়া রাজার প্রত্যুদ্গমন করিল এবং জিজ্ঞাসিল, "রাজা না কি প্রত্যন্ত প্রদেশে আসিয়াছেন? তুমি কে? তুমি রাজভক্ত, না বিদ্রোহী?" রাজা উত্তর দিলেন, "ভাই, আমি রাজভক্ত।" "তবে আমার সঙ্গে এস।" ইহা বলিয়া সে রাজাকে গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইয়া স্ত্রীকে বলিল, "এস ভদ্রে! আমার বন্ধুর পা ধুইয়া দাও।" ভার্য্যাদ্বারা রাজার পা ধোওয়াইয়া সে তাঁহাকে নিজের সাধ্যানুরূপ খাদ্য দিল এবং "মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম কর" বলিয়া তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করাইল। রাজা তাহাতে শয়ন করিলেন। ইহার পর সে রাজার ঘোড়াটার সাজ খুলিয়া দিল, তাহাকে টহলাইল ও জল খাওয়াইল, তাহার পিঠে তেল মাখাইল এবং খাইবার জন্য ঘাস দিল।

এইরূপে উক্ত গ্রামবাসী তিন চারি দিন রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিল। অতঃপর রাজা বলিলেন, "সৌম্য, আমি এখন যাইব।" তাহা শুনিয়া সে রাজার ও অশ্বের খাদ্যাদিসম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সমস্ত সম্পাদন করিল। রাজা আহারান্তে প্রস্থান করিবার সময়ে বলিলেন, "সৌম্য, আমার নাম মহাশ্বারোহ। নগরের মধ্যে আমার বাড়ী যদি কখনও কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে যাও, তাহা হইলে দক্ষিণদ্বারে গিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহ কোন্ বাড়ীতে থাকেন; তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে যাইবে।" ইহা বলিয়া রাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজার সৈন্যসামন্ত এতদিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া নগরের বাহিরে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিল; এখন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্গমন করিল এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে রাজা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দৌবারিককে ডাকাইলেন এবং ভিড় সরাইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, প্রত্যন্তবাসী এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়? তুমি তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আমায় দেখাইবে। তাহা করিলে তুমি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।"

কিন্তু সেই প্রত্যন্তবাসী নগরে গেল না। সে আসিল না দেখিয়া রাজা তাহার বাসগ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু কর বৃদ্ধি হইলেও সে নগরে গেল না। এইরূপে রাজা দুই তিন বার ঐ গ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন; তথাপি সে ব্যক্তির দেখা পাইলেন না।*

এদিকে গ্রামবাসীরা তাহার নিকট সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, যে দিন মহাশ্বারোহ আপনার গৃহে আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আমরা করভারে পীড়িত হইয়া মাথা তুলিতে পারিতেছি না। আপনি একবার মহাশ্বারোহের নিকট যান এবং তাঁহাকে বলিয়া আমাদের করভার কমাইয়া আসুন।" সে উত্তর দিল "বেশ, আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু রিক্তহস্তে যাইতে পারিব না। আমার বন্ধুর দুইটী ছেলে। তোমরা তাহাদের এবং আমার বন্ধুর স্ত্রীর ও তাঁহার নিজের জন্য পোষাক ও গহনা যোগাড় কর।" গ্রামবাসীরা 'বেশ, তাহাই করা যাউক' বলিয়া এই সমস্ত উপহার সংগ্রহ করিল।

প্রত্যন্তবাসী এই সকল বস্ত্রাভরণ ও স্বগৃহে প্রস্তুত পিষ্টক লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং দক্ষিণদ্বারে গিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়?" "এস, দেখাইতেছি" বলিয়া দৌবারিক তাহাকে হাত ধরিয়া রাজদ্বারে লইয়া গেল এবং রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল, "দৌবারিক সেই প্রত্যন্ত গ্রামবাসীকে লইয়া উপস্থিত

* ইহাতে বোধ হয় না কি যে, রাজা ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন?

হইয়াছে"। ইহা শুনিয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "আমার বন্ধু এবং তাঁহার সঙ্গে আর যে যে আছেন, সকলকেই এখানে আসিতে বল।" অনন্তর তিনি প্রত্যুদ্গমন করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামবাসীকে দেখিবামাত্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, "আমার বন্ধুপত্নী কেমন আছেন, ছেলেরা কেমন আছে," এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে তাহাকে হাত ধরিয়া বেদির উপর লইয়া গেলেন, শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থ সিংহাসনে বসাইলেন এবং অগ্রমহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ইনি আমার পরম বন্ধু, তুমি নিজে ইঁহার পা ধুইয়া দাও।" মহিষী তাহাই করিলেন—রাজা সুবর্ণভৃঙ্গার লইয়া জল ঢালিতে লাগিলেন, মহিষী প্রত্যন্তবাসীর পা ধুইলেন এবং ধুইবার পর তাহাতে গন্ধতৈল মর্দন করিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, আমার জন্য কোন খাবার আনিয়াছ কি?" "আনিয়াছি না ত কি?" বলিয়া সে প্রসেবক হইতে * পিষ্টক বাহির করিল। রাজা উহা সুবর্ণপাত্রে গ্রহণ করিলেন, প্রত্যন্তবাসীর প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ দেখাইয়া বলিলেন, "আমার বন্ধু ইহা আনিয়াছেন; এস, তোমরা সকলেই খাও।" তিনি মহিষী ও অমাত্য-দিগকে কিছু কিছু দিয়া নিজেও কিছু ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর সেই ব্যক্তি অবশিষ্ট উপঢৌকন প্রদর্শন করিল; রাজা উহা গ্রহণ করিবার জন্য নিজের বারাণসীজাত বস্ত্র ছাড়িয়া, সে যে কাপড় যোড়া আনিয়াছিল, তাহা পরিলেন, মহিষীও বারাণসী শাড়ী ও অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া প্রত্যন্তবাসীর শাড়ী পরিলেন এবং অলঙ্কার গায়ে দিলেন।

রাজা প্রত্যন্তবাসীকে রাজোচিত খাদ্য ভোজন করাইলেন, এবং একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, আমার যেমন দাড়ি কামান হয়, ইঁহারও দাড়ি সেইরূপে কামাইবার ব্যবস্থা কর। তাহার পর ইঁহাকে সুগন্ধ জলে স্নান করাইবে, লক্ষমুদ্রা মূল্যের বারাণসী বস্ত্র † পরাইবে এবং রাজাভবণে সুসজ্জিত করিয়া এখানে লইয়া আসিবে।" অমাত্য রাজার আদেশ পালন করিলেন। তখন রাজা নগর মধ্যে ভেরী বাজাইয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করিলেন এবং শ্বেতচ্ছত্রের মধ্যভাগে বিশুদ্ধ হিঙ্গুলে রঞ্জিত সূত্রপাত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন। তদবধি তাঁহারা উভয়ে একত্র পানাহার করিতেন এবং এক সঙ্গে থাকিতেন। ফলতঃ তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল তাঁহারা অভেদ্য সৌহার্দ্দে আবদ্ধ হইলেন।

অতঃপর রাজা প্রত্যন্তবাসীর স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আনাইয়া তাহাদের সকলের নিমিত্ত নগরমধ্যে বাসস্থান প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং দুইজনে নির্ব্বিবাদে ও একাত্মভাবে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে অমাত্যেরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহারা একদিন (জ্যেষ্ঠ) রাজপুত্রকে বলিলেন, "কুমার, রাজা এক গৃহপতিকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিয়া তাহার সঙ্গে একত্র পান, ভোজন ও শয়ন করিতেছেন, আমাদিগকেও আদেশ দিয়াছেন যে ঐ ব্যক্তির পুত্রদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে! এ ব্যক্তি যে রাজার কি উপকার করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না। রাজার এ কেমন ব্যবহার! ইহাতে আমাদের বড় লজ্জা হয়। আপনি রাজাকে এসব কথা বলুন।" কুমার তাঁহাদের কথায় সায় দিলেন এবং রাজার নিকট সমস্ত বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আপনি আর এরূপ করিবেন না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় ছিলাম, জান কি?" "না, পিতঃ, তাহা আমি জানি না।" "আমি এই ব্যক্তির বাটীতে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং তাহার পর নগরে ফিরিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আমার এত উপকার করিয়াছে, তাহার

* প্রসেবক=এক প্রকার থলি (bag)।

† অতি প্রাচীন কালেই বারাণসী বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তখন এখানে কার্পাস সূত্রদ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইত। ২য় খণ্ডের উপক্রমণিকায় ২।৵০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিব না কেন, বল ত?" বোধিসত্ত্ব (রাজা) আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস, যে ব্যক্তি দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে এবং দানের যোগ্য ব্যক্তিকে দান করে না, সে বিপদের সময়ে কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য পায় না।" এই উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

অপাত্রে করে যে দান, পাত্রে করে প্রত্যাখ্যান,
বিপদে এহেন মূঢ় হয় অসহায়,
সুপাত্রে উচিত দান, অপাত্রের প্রত্যাখ্যান
করিলে বিপদে লোক সহায়তা পায়।
শঠে প্রদর্শিলে প্রীতি নাহি কোন ফলপ্রাপ্তি;
অগ্নিদগ্ধ বীজ যথা, প্রণষ্ট তা' হয়;
সাধু যাঁরা সচ্চরিত্র, তাঁরাই প্রীতির পাত্র;
সে প্রীতির ফল সদা ফলে নিঃসংশয়।
অণুমাত্র প্রীতি যদি দেখাও সাধুর প্রতি,
মহাফলপ্রদ তাহা, শুন বাছাধন।
ব্যর্থ নাহি হয় তাহা, সাধু তরে কর যাহা;
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন।*
করিয়াছে উপকার একবার যে তোমার,
করেছে দুষ্কর কর্ম্ম এই ভাব মনে;
নাই বা সে যদি করে অন্য কোন হিত পরে,
তথাপি পূজিবে তারে অতি সযতনে।

ইহা শুনিয়া কি রাজপুত্র, কি অমাত্যগণ, কেহই আর কিছু বলিলেন না।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই প্রত্যন্তগ্রামবাসী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

☞ দ্বিতীয় খণ্ডের তিরীটবচ্ছ-জাতকের (২৫৯) সহিত এই জাতকের আংশিক সাদৃশ্য আছে।

৩০৩—একরাজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের জনৈক কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে সেয়োজাতকে (২৮২) বলা হইয়াছে। শাস্তা সেই অমাত্যকে বলিলেন, "কেবল তুমিই যে অনর্থ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নহে; প্রাচীনকালেও পণ্ডিতেরা নিজেদের অনর্থ হইতে অর্থলাভ করিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজের পরিচর্য্যানিরত এক অমাত্য রাজান্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহার অপরাধ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই অমাত্য অতঃপর কোশলরাজের পরিচারক হইয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত মহাশীলবজ্জাতকে (৫১) বলা হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় বারাণসীরাজ যখন অমাত্য-পরিবেষ্টিত হইয়া মহাবেদির উপর বসিয়া ছিলেন, সেই সময় দ্রবাসেন তাঁহাকে ধরিয়া একটা শিকায় পূরেন এবং অধঃশির করিয়া দরজার ঝনৃকাঠ হইতে† ঝুলাইয়া রাখেন। বারাণসীরাজ এই অবস্থায় চোররাজের সম্বন্ধে

* এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত আর একটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—
কৃতজ্ঞ, সুশীল, সাধু জনের সেবায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা লোকে মহাফল পায়।
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন, ধার্ম্মিক জনের সেবা জানিবে তেমন।

† মূলে 'উত্তরুম্মারে' এই পদ আছে। উম্মার=দেহলী বা গোবরাট, কিন্তু 'উত্তর' বিশেষণ দ্বারা ইহা চৌকাঠের মাথার কাঠ বা ঝনৃকাঠ খানাকে বুঝাইতেছে।

মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্মদ্বারা * ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি তাঁহার বন্ধনগুলি ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে † সমাসীন্ হইয়া রহিলেন। তখন চোররাজের শরীরে দাহ উপস্থিত হইল; তিনি "পুড়ে গেল," "জ্ব'লে গেল" বলিয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তিনি অমাত্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলেন; তাঁহারা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বারাণসীরাজের ন্যায় নিরপরাধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দরজার ঝন্‌কাঠ হইতে অধঃশির করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন (এই জন্যই আপনার এরূপ যন্ত্রণা হইতেছে)"। "যদি তাহাই হয়, তবে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে মুক্ত কর।" রাজভৃত্যেরা গিয়া দেখে বারাণসীপতি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে বসিয়া আছেন। তাহারা ফিরিয়া গিয়া দ্রব্যসেনকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন; এবং দ্রব্যসেন ছুটিয়া গিয়া বারাণসীপতিকে বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার কালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

ভুঞ্জিয়াছ, একরাজ,‡ পূর্ব্বে তুমি বহুবিধ
কাম্য, যাহা অন্যের দুর্লভ,
নরকসদৃশ স্থানে এবে নিপতিত তুমি,
তবু চিত্ত নির্ব্বিকার তব।
পূর্ব্বের প্রশান্তভাব, পূর্ব্বের মানসবল,
এখনও সমভাবে আছে!
কারণ ইহার যাহা, শুনিতে বাসনা বড়,
দয়া করি বল মোর কাছে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

ক্ষান্তি আর তপঃ মেগেছিনু আমি পূর্ব্বে সদা একমনে;
প্রার্থনা সফল, শুন, মহারাজ, হইয়াছে এত দিনে।
নাহি দুঃখ তাই, মনের বিকার নাহি মোর, দ্রব্যসেন।
চিত্তের প্রসাদ, হৃদয়ের বল হারাইব বল কেন?
দান, উপোসথ কৃত্য সব আমি করিয়াছি সম্পাদন,
প্রাজ্ঞ, যশোবান্ শত্রু যে আমার, মিত্র এবে হে রাজন্।
যে সুযশ, ভূপ, পাইতে বাসনা ছিল মনে এতদিন,
পাইয়াছি তাহা, তবে কেন হব বলবীর্য্যশান্তিহীন?
দুঃখে, নরনাথ, সুখের বিনাশ হয় কভু সঙ্ঘটন,
সুখ পুনরায় উপজিয়া মনে করে দুঃখ বিনশন। §
নির্বৃত যে জন, নাহি ভেদজ্ঞান সুখে দুঃখে কভু তাঁর,
সুখে আর দুখে উভয়ত্র তিনি নিরন্তর নির্ব্বিকার।

ইহা শুনিয়া দ্রব্যসেন বোধিসত্ত্বকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমালাভ করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনিই শাসন করুন; আমি আপনার বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিব।" অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া প্রস্থান করিলেন,

* কৃৎস্ন-সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† পর্য্যঙ্কবন্ধ—যোগাসনবিশেষ (নামান্তর বীরাসন)—"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ নিসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথৈবাস্থং বীরাসনমুদাহৃতম্॥"

‡ টীকাকার বলেন, 'একরাজ' বারাণসীরাজের নাম। যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, একমাত্র রাজা বা সম্রাট্, 'একরাজ' শব্দ তাঁহাকেও বুঝাইতে পারে।

§ ধ্যানসুখে নিজের দুঃখনিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিতেছেন।

বোধিসত্ত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[সমবধান - তখন আনন্দ ছিলেন ব্রহ্মসেন এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

৩০৪—দর্দ্দর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।* ধর্ম্মসভায় এই ব্যক্তির ক্রোধপরায়ণতার কথা উত্থাপিত হইলে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" এবং যখন আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি কি প্রকৃতই এত কোপনস্বভাব?" "হাঁ ভদন্ত, ইহা মিথ্যা নহে।" "কেবল এখন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও এ ব্যক্তি ক্রোধশীল ছিল এবং ইহারই ক্রোধশীলতাবশতঃ পুরাকালে প্রাজ্ঞ ও বিশুদ্ধচেতা নাগবংশীয় ব্যক্তিরাও তিন বৎসর মলপূর্ণস্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

হিমবন্ত প্রদেশে দর্দ্দর † নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদদেশে দর্দ্দরনাগদের বাস। পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এই নাগদিগের রাজা শূরদর্দ্দরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল মহাদর্দ্দর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল খুল্লদর্দ্দর। খুল্লদর্দ্দরের প্রকৃতি অতি পরুষ ও ক্রোধপরায়ণ ছিল। সে নাগকন্যাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিত, প্রহারও করিত। নাগরাজ কনিষ্ঠপুত্রের পরুষপ্রকৃতি জানিতে পারিয়া তাহাকে নাগপুরী হইতে দূর করিবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু মহাদর্দ্দর পিতাকে অনুরোধ করিয়া কনিষ্ঠকে ক্ষমা করাইলেন এবং তাহার নির্ব্বাসন বন্ধ করিলেন। ইহার পর রাজা আবার খুল্ল-দর্দ্দরের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবারও জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন মহাদর্দ্দর কনিষ্ঠের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বলিলেন, "তোমারই জন্য আমি এই দুরাচারকে নাগপুরী হইতে দূর করিতে পারিতেছি না, যাও, তোমরা দুইজনেই এখান হইতে বাহির হইয়া তিন বৎসর বারাণসীনগরের মলপূর্ণ ভূমিতে গিয়া থাক।" ইহা বলিয়া তিনি দুই পুত্রকেই নাগপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

নাগপুত্রদ্বয় এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বারাণসী নগরের মলভূমিতে বাস করিতে লাগিল। ঐ মলভূমির চারিদিকে জল ছিল। নাগরাজপুত্রেরা যখন জলের ধারে আহার খুঁজিতে যাইত, তখন গ্রামবালকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঢিল ছুঁড়িত, লাঠি ছুঁড়িত এবং "এই মাথা-মোটা, ল্যাজ-সরু ঢোঁড়াগুলা ‡ কোথা হইতে আসিল" বলিয়া গালি দিত। খুল্লদর্দ্দর অতি উগ্র-প্রকৃতি ও পরুষ ছিল বলিয়া সে এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বলিল, "দাদা, এই ছোঁড়াগুলো আমাদিগকে অপমান করিতেছে; আমরা যে বিষধর, ইহারা তাহা জানে না,

* এখানে কোন্ জাতকের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ১৫৮ (সুহনু), ২৫২ (তিলমুষ্টি), ২৯৯ (কোমায়-পুত্র) প্রভৃতি কয়েকটী জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে কোপন-স্বভাব ভিক্ষুর উল্লেখ দেখা যায়।

† বর্ত্তমান দার্দিস্তান কি?

‡ 'উদকদেড্ডুভ'=ডুণ্ডুভ=ঢুণ্ডুভ।

আমি ত ইহাদের অপমান সহ্য করিতে পারিতেছি না; আমি নাসাবাত দ্বারা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিব।" অগ্রজের সহিত এইরূপ আলাপের সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল:—

নরলোকে আসি মোরা বড় দুখ পাই, গালি দেয় ছোঁড়াগুলো, শুনেছ ত ভাই?
'ব্যাঙ-খেকো', 'পাঁকে-খেকো' কত কি যে বলে। বিষধরে বিষহীন ভেবেছে সকলে।

তাহার কথা শুনিয়া মহাদর্দ্দর শেষের গাথাগুলি বলিলেন:—

নিজ রাজ্য ছাড়ি অন্য জনপদে আশ্রয় যাহারা লয়,
দুর্ব্বাক্য অশেষ, অপমান বহু তাদের সহিতে হয়।
বুদ্ধিমান্ যারা, হেন অবস্থায় রাখিবারে অপমান,
পূর্ব্ব হ'তে তারা প্রকাণ্ড ভাণ্ডার করি রাখে নিরমাণ।*
কি তব চরিত্র, কিবা জাতিগোত্র জানা নাই যেই খানে,
এরূপ প্রবাসে পণ্ডিতে না হয় অভিভূত অভিমানে।
পণ্ডিত যে জন, অগ্নিসম বীর্য্য যদিও তাঁহার থাকে,
প্রবাসের কালে অতি সাবধানে রক্ষিবেন আপনাকে।
নীচ দাস যারা, তাদের(ও) তর্জ্জন সহ্য করি তিনি রন,
ক্রোধবশে কভু হন নাক তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ।

নাগরাজপুত্রদ্বয় এইরূপে সেখানে তিন বৎসর বাস করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের পিতা তাহাদিগকে গৃহে প্রতিগমন করিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা তদবধি হতদর্প হইয়া রহিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল।]
[সমবধান—তখন এই ক্রোধশীল ভিক্ষু ছিল খুদ্রদর্দ্দর এবং আমি ছিলাম মহাদর্দ্দর।]

৩০৫—শীলমীমাংসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপনিগ্রহ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু একাদশ নিপাতে পানীয়-জাতকে (৪৪৯) সবিস্তর বলা হইবে। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে:— একদা জেতবন-বাসী পঞ্চশত ভিক্ষু রজনীর মধ্যম যামে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। একচক্ষু ব্যক্তি যেমন নিজের একটী মাত্র চক্ষুকে, একপুত্র ব্যক্তি যেমন নিজের একটী মাত্র পুত্রকে, চমরী গো যেমন তাহার পুচ্ছকে অতি সাবধানে রক্ষা করে, শাস্তাও সেইরূপ প্রত্যহ, দিবারাত্রের ছয় ভাগেই † ভিক্ষুদিগের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি ঐ রজনীতে দিব্য চক্ষু দ্বারা জেতবনের কোথায় কি হইতেছে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। চক্রবর্ত্তী রাজার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট তস্করসদৃশ এই ভিক্ষুদিগকে তিনি দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গন্ধকুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আনন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি ভিক্ষুদিগকে কোটি-সংস্তরে ‡ সমবেত হইতে বল এবং গন্ধকুটীরদ্বারে আমার আসন রাখ।" আনন্দ তাহাই করিয়া শাস্তাকে জানাইলেন, শাস্তা বিন্যস্ত আসনে উপবেশন করিলেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে একসঙ্গে সম্বোধনপূর্ব্বক

---

* অর্থাৎ বহু অপমান সহ্য করিতে হইবে, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহারা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

† প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ ছাড়িলে দিবা ও রাত্রির তিন তিনটী অংশ ধরা যাইতে পারে। এই জন্যই রাত্রির নামান্তর ত্রিযামা।

‡ বোধ হয়, জেতবনক্রয়কালে ইহার যে অংশ অনাথপিণ্ডদ সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা 'কোটিসংস্তর' এই নাম পাইয়াছিল।

বলিলেন, "দেখ, পাপ কার্য্য কিছুতেই গোপন থাকে না বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ হইতে বিরত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই বারাণসীতেই কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পঞ্চশত শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ আচার্য্যের এক প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, 'এই শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান্ দেখিব, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

অনন্তর তিনি একদিন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে, ইহার বিবাহ দিতে হইবে, তজ্জন্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন। তোমরা এমনভাবে বস্ত্রালঙ্কার অপহরণ করিয়া আনিবে যে, তোমাদের জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যেন তাহা দেখিতে না পায়। যাহা অপরের অগোচরে আনিবে, তাহাই আমি গ্রহণ করিব, যদি অপর কেহ অপহৃত বস্ত্র দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

শিষ্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের অগোচরে বস্ত্রাভরণাদি অপহরণ করিয়া আচার্য্যকে দিতে লাগিল। প্রত্যেক শিষ্য যাহা আনিয়া দিত, আচার্য্য তাহা পৃথগ্‌ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু কিছুই আহরণ করিতেন না। ইহাতে একদিন আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে কিছুই আনিয়া দিতেছ না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না গুরুদেব, আমি কিছুই আনিতে পারি নাই।" "কেন পার নাই?" "যাহা আনিতে হইবে, তাহা অপরে দেখিলে আপনি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমি পাপানুষ্ঠানে গোপন কাহাকে বলে দেখিতে পাই না।" এই ভাব ব্যাখ্যা করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

গোপনে করিতে কাজ সাধ্য আছে কার? যেখানেই হয় পাপ সাক্ষী থাকে তার।
গোপনে করেছি পাপ, ভাবে মূর্খ মনে, দেখেছেন কিন্তু তাহা বনদেবগণে।
গোপন কাহাকে বলে না পারি বুঝিতে, প্রাণিশূন্য স্থান কোন নাহি পৃথিবীতে।
না থাকুক অন্যে, আমি রয়েছি যেখানে, প্রাণিশূন্য স্থান তারে বলিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বৎস, আমার গৃহে যে ধন নাই, তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, শীলসম্পন্ন পাত্রে কন্যা দান করি। অতএব শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষার জন্য আমি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, আমার কন্যা তোমারই উপযুক্তা।" এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়া বোধিসত্ত্বকে সম্প্রদান করিলেন এবং অপর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে যে দ্রব্য আনিয়া দিয়াছিলে, এখন সমস্ত স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাও।"

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "এইরূপে, দুঃশীল শিষ্যগণ সেই কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিল না, কিন্তু শীলসম্পন্ন ছিল বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ শিষ্যটী তাহাকে লাভ করিয়াছিল।" অতঃপর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত অপর দুইটী গাথা বলিলেন : –

দুর্জাত, অজাত, নন্দ, সুখবৎস, বধ্য আর
অক্রব-শীলাদি শিষ্যগণ, *
স্ত্রীরত্ন লভিতে তারা ধর্ম্মপথ পরিহরি
পাপপথে করে বিচরণ।

সর্ব্বধর্ম্ম-পারদর্শী ধৃতিমান্, সত্যসন্ধ,
কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকুমার,
থাকিয়া ধর্ম্মের পথে তুষিয়া আচার্য্যবরে
কন্যারত্ন পেল পুরস্কার।

অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।
[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

৩০৬—সুজাতা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকাদেবীকে † উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, একদা রাজভবনে রাজার (প্রসেনজিতের) সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল। এখনও লোকে এই বিবাদকে 'শয়নকলহ' বলিয়া থাকে। রাজা ইহাতে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মল্লিকাদেবী আছেন কি না আছেন, কোনই খোঁজ খবর লইতেন না। মল্লিকা ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা যে আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শাস্তা বোধ হয় ইহা জানেন না।' কিন্তু শাস্তা সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 'ইঁহাদের মধ্যে পুনর্ব্বার সদ্ভাব স্থাপিত করিতে হইবে।'

অনন্তর একদিন পূর্ব্বাহ্নসময়ে শাস্তা নিবাসন পরিধান করিলেন এবং পাত্রচীবর হস্তে লইয়া ও পঞ্চশত ভিক্ষু-পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দক্ষিণোদক দান করিলেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য যাগু ও খাদ্য † আনাইলেন। কিন্তু শাস্তা হস্তদ্বারা পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, দেবী কোথায়?" "তাঁহাকে দিয়া কি করিবেন, ভদন্ত? তিনি নিজের পদগৌরবে মত্ত হইয়াছেন।" "মহারাজ, আপনি নিজেই এই রমণীকে উচ্চপদবী দান করিয়াছেন, আপনিই তাঁহাকে বাড়াইয়া দিয়াছেন, এখন তিনি কোন অপরাধ করিলে আপনি যদি তাহা সহ্য না করেন, তবে অন্যায় হইবে।"

শাস্তার কথা শুনিয়া রাজা মল্লিকাকে ডাকাইলেন, মল্লিকা আসিয়া শাস্তাকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, "আপনাদের উচিত যে, পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে ও নির্ব্বিবাদে বাস করেন।" অনন্তর তিনি সম্প্রীতির গুণ বর্ণন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং তদবধি প্রসেনজিৎ ও মল্লিকা উভয়েই সম্প্রীত-ভাবে চলিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি একটী মাত্র কথা বলিয়া সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। এক দিন রাজা মহাবাতায়ন খুলিয়া অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুজাতা-

---

* আচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান কয়েক জনের নাম।

† আহারং ষড়্‌বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈবচ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরং ।—ভাবপ্রকাশ। ভোজ্যং যথা ভক্তযূপাদি, ভক্ষ্যং যথা মোদকাদি, চর্ব্ব্যং যথা চিপিটচণকাদি। ভক্ষ্যং ও খাদ্যং একার্থবাচক। এই খাদ্য হইতে আমাদের 'খাজা' শব্দ আসিয়াছে। [খাজা—স্বনামখ্যাত মোদকবিশেষ (বিশেষণ-ভাবে, যেমন খাজা কাঁটাল।)]

নাম্নী এক পরমসুন্দরী ও তরুণ-যৌবনসম্পন্না পর্ণিককন্যা এক টুক্‌রি কুল মাথায় * লইয়া "কুল কিনিবে," "কুল কিনিবে" বলিতে বলিতে ঐ স্থানের † নিকট দিয়া যাইতেছিল। রাজা তাহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাহাতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইলেন এবং যখন জানিতে পারিলেন যে অবিবাহিতা, তখন তাহাকে ডাকাইলেন ও নিজের অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিলেন। অতঃপর রাজা অশেষ প্রকারে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পর্ণিককন্যা রাজার প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইল।

এক দিন রাজা বসিয়া সোণার থালায় ‡ কুল খাইতেছিলেন। সুজাতা দেবী তাঁহাকে কুল খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি এ কি ফল খাইতেছেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

অণ্ডাকার রক্তবর্ণ অতি মনোহর কি ওই সুবর্ণপাত্রে ফল, নরেশ্বর?

ইহাতে রাজা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি আস্পর্দ্ধা! পক্ক বদরি বিক্রয়ই যাহার জীবিকা, তুমি সেই পর্ণিকের দুহিতা; অথচ নিজের পিতৃকুল সম্পত্তি বদরিকা চিনিতে পারিতেছ না?" রাজা এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

ন্যাক্‌ড়া পরি ন্যাড়া মাথায় কাঁখে রাখি হাত,
কুড়াতিস্ যা, বেচি যা তোর বাপে পেত ভাত,
বাপের বাড়ীর সেই ফল এ বুঝ্‌লি ত এখন?
বিগ্‌ড়ে গেছে মাথাটা তোর পেয়ে রাজার ধন।

রাণী হ'য়ে গরম মেজাজ, হ'লি নাক সুখী,
কপালেতে ভোগ নাই তোর, দূর হ, পোড়ামুখী।
রাখ গিয়ে সেথায় এরে, যেখানে আবার
কুল্ কুড়ায়ে অন্নবস্ত্র পাবে আপনার।

বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি ছাড়া অন্য কেহই ইঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে পারিবে না, আমিই রাজার ক্রোধাপনোদন করিয়া যাহাতে এই রমণীর নির্ব্বাসন না হয়, তাহা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

রমণীর এই রীতি, যদি পায় উচ্চপদ
পূর্ব্বের অবস্থা ভুলি যায়।
ক্রোধ সংবরণ করি সুজাতার অপরাধ
অতএব ক্ষম মহাশয়।

বোধিসত্ত্বের অনুরোধে রাজা সুজাতার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং তদবধি উভয়ে সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন কোশলরাজ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ, মল্লিকা ছিলেন সুজাতা এবং আমি ছিলাম সেই অমাত্য।]

---

* মূলে 'বদর' শব্দ আছে। বদর বা বদরি হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বড়ই এবং পালি 'কোল' শব্দ হইতে পশ্চিম বঙ্গের 'কুল' শব্দের উদ্ভব।

† 'রাজাঙ্গণেন গচ্ছতি'। ইংরাজী অনুবাদক 'রাজাঙ্গণে ন গচ্ছতি' এই পাঠ ধরিয়াছেন। ইহা পরবর্ত্তী তস্সা সদ্দম্ সুত্বা পটিবদ্ধচিত্তো হুত্বা' (তাহার স্বর শুনিয়াই প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া) এই অংশের সহিত সুসঙ্গত হয়। 'রাজা প্রথমে তাহাকে দেখেন নাই, কেবল দূর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়াছিলেন' এই ভাব।

‡ মূলে 'সুবণ্ণতট্টকে' আছে। এই 'তট্টক' হইতে বাঙ্গালা 'টাট' হইয়াছে কি? শব্দটী 'স্থা' ধাতুজ মনে করা যাইতে পারে।

☞ নীচজাতীয়া রমণীর সহিত রাজার বিবাহ বাহ্যজাতকেও (১০৮) দেখা যায়।

Compare the following from the ballad of King Cophetua and the Beggar Maid in Percy's Reliques.—

She had forgot her gown of gray,
Which she did weare of late.
The proverbe old is come to passe,
The priest when he begins his masse,
Forgets that ever clerke he was;
He knoweth not his estate.

৩০৭—পলাশ-জাতক।

[শাস্তা যখন পরিনির্ব্বাণ-মঞ্চে শুইয়াছিলেন, সেই সময়ে স্থবির আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। "অদ্য রজনী প্রভাতা হইলে শাস্তা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন", ইহা জানিতে পারিয়া আনন্দ ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এখনও শৈক্ষ—আমার এখনও অনেক শিখিতে ও করিতে হইবে; * কিন্তু আমার শাস্তা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; আমি যে এই পঁচিশ বৎসর তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম, তাহা নিষ্ফল হইল।' এইরূপে শোকাভিভূত হইয়া আনন্দ উদ্যানস্থ অববারকের কপিশীর্ষ † ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শাস্তা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ কোথায়?" তিনি অববারকে গিয়া কান্দিতেছেন শুনিয়া শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাক, অচিরে তৃষ্ণা হইতে অব্যাহতি পাইবে (অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিবে), কোন চিন্তা নাই। অতীত জন্মে সংসারের পাপে লিপ্ত থাকিয়াও তুমি আমার যে সেবা করিয়াছিলে, তাহাই যখন নিষ্ফল হয় নাই, তখন এজন্মে আমার যে সেবা করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে কেন?" অনন্তর তিনি সেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর নিকটে এক পলাশবৃক্ষ-দেবতারূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় বারাণসীবাসীরা এই শ্রেণীর দেবতাদিগের বড় ভক্ত ছিল এবং তাঁহাদের প্রীতির জন্য পূজোপহারাদি দিত।

একদা এক দুর্গত ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'আমিও কোন এক দেবতার সেবা করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি উন্নত প্রদেশেস্থিত এক পলাশবৃক্ষের মূল তৃণহীন ও সমান করিলেন; সেখানে বালুকা ছড়াইলেন ও ঝাঁট দিলেন, বৃক্ষটীকে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দিয়া সাজাইলেন, মাল্যগন্ধধূপাদি দিয়া পূজা করিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া ও "সুখে শয়ন কর" এই বলিয়া বৃক্ষটীকে প্রদক্ষিণ করিবার পর চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শয়নের কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?"

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদিন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার খুব সেবা করিতেছে; আমি ইহার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং যে উদ্দেশ্যে আমার সেবা করিতেছে, তাহা পূরণ করিব।' অনন্তর ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন বৃক্ষমূল

---

* মূলে "অহং চ অম্‌হি সেখো করণীয়ো" এইরূপ আছে। 'সেখো' (শৈক্ষ) বলিলে যাহার শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে নাই, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ স্রোতাপত্তিফলস্থ, সকৃদাগামিমার্গস্থ সকৃদাগামিফলস্থ, অনাগামিমার্গস্থ অনাগামিফলস্থ এবং অর্হত্ত্বমার্গস্থ, এই সাত প্রকার শৈক্ষ। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া আনন্দ শৈক্ষ।

† অববার-ভাণ্ডাগারবিশেষ। কপিশীর্ষ—কপিমস্তকাকার অর্গল।

সম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন সেই বৃক্ষদেবতা বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

অচেতন এই পলাশ গাছে,— শুনিবার যার শকতি না আছে
জেনে শুনে কেন, বল, বিপ্রবর, অপ্রমত্ত ভাবে সেব নিরন্তর?
মাগ তুমি সুখ ইহার ঠাঁই! হেন কাণ্ড আমি কভু দেখি নাই।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

উন্নত ভূভাগে এই মহাবৃক্ষ স্থিত; বহুদূরে খ্যাতি এর হয়েছে বিশ্রুত।
নিশ্চিত দেবতা কোন আছেন এখানে, পারেন তুষিতে ভক্তে যিনি ধনদানে।
সে কারণ পূজি আমি এই তরুবরে, হব পূর্ণমনস্কাম, এ আশা অন্তরে।

ইহা শুনিয়া বৃক্ষদেবতা ব্রাহ্মণের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভয় নাই; আমিই এই বৃক্ষে দেবতারূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছি; আমি তোমাকে ধন দান করিব।" ব্রাহ্মণকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিজের বিমানদ্বারে দেবানুভাববলে আকাশে অবস্থিত হইয়া অপর গাথা দুইটী বলিলেন :—

করিয়াছ কত যত্নে আমার পূজন, ভক্তিভরে বৃক্ষতল করেছ মার্জ্জন,
পূর্ণ হবে বাঞ্ছা তব, দিলাম আশ্বাস, সতের শরণ ল'য়ে হবে না নিরাশ।
ওই যে অশ্বত্থ তরু দূরে দেখা যায়, সম্মুখে তিন্দুক বৃক্ষ যার শোভা পায়,
পুরাকালে ওর তলে, শুনহে ব্রাহ্মণ, হ'য়েছিল এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন।
ওর মূলে ভূগর্ভেতে আছে নিধি নানা, ল'য়ে যাও, তুলি, তব দুঃখ রহিবে না।

বৃক্ষদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ, মাটি খুঁড়িয়া ঐ নিধি বহন করিতে গেলে তোমার বড় ক্লান্তি হইবে। তুমি যাও, আমিই উহা তোমার গৃহে লইয়া অমুক অমুক স্থানে রাখিয়া দিব। তুমি যাবজ্জীবন এই ধন ভোগ করিবে, দান দিবে এবং শীলসম্পন্ন হইয়া চলিবে।" ব্রাহ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বৃক্ষদেবতা স্বীয় অনুভাববলে ঐ ধন তাঁহার গৃহে লইয়া রাখিয়া দিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

৩০৮—জবশকুন-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকুট্ট পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা মাংস খাইবার সময়ে এক সিংহের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ইহাতে সিংহের গলা ফুলিয়া উঠিল, তাহার আহার গ্রহণ করিবার সাধ্য রহিল না, সে তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব নিজের খাদ্যান্বেষণ করিবার সময় সিংহকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং শাখায় লীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, কি জন্য তুমি এত কষ্ট পাইতেছ?" সিংহ তাঁহাকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি, ভাই, তোমার গলা হইতে হাড় বাহির করিতে পারি, কিন্তু পাছে তুমি আমায় খাইয়া

* জব—বেগ। জবশকুন—দ্রুতগামী পক্ষী।

ফেল, এইজন্য তোমার মুখে প্রবেশ করিতে ভয় হয়।" "কোন ভয় নাই, ভাই; আমি তোমায় খাইব না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" "আচ্ছা, তাহাই করিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহকে এক পাশে ভর দিয়া শুইতে বলিলেন; এবং 'কে জানে, এ অবসর পাইলে কি করিয়া বসিবে' ভাবিয়া, যাহাতে সিংহ মুখ বন্ধ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে, তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া তুণ্ডদ্বারা সেই অস্থিখণ্ডের একপ্রান্তে আঘাত করিলেন। ইহাতে অস্থিখানি খুলিয়া পড়িল। হাড় খুলিবার পর বোধিসত্ত্ব সিংহের মুখ হইতে বাহির হইবার সময়ে তুণ্ডের আঘাতে সেই কাষ্ঠখণ্ডও ফেলিয়া দিয়া শাখাগ্রে নিলীন হইলেন।

এইরূপে নীরোগ হইয়া সিংহ একদিন একটা বন্য মহিষ বধ করিয়া তাহার মাংস খাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'সিংহটার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি সিংহের উপরিস্থ এক তরুশাখায় নিলীন হইয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

নমস্কার, মৃগরাজ;　　　যথাশক্তি হিত তব
　　করেছিনু, হয় কি স্মরণ?
প্রতিদান কিছু তার　　　ভাগ্যে আছে কি আমার,
　　জানিতে উৎসুক বড় মন।

ইহা শুনিয়া সিংহ দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে,　　　তীক্ষ্ণ দন্তরাজি মোর মুখের ভিতরে;
প্রবেশি সেখানে তুই আছিস্ বাঁচিয়া,　　　এই বহু প্রতিদান, দ্যাখ্‌রে ভাবিয়া।*

ইহা শুনিয়া কাষ্ঠকুট্টরূপী বোধিসত্ত্ব অপর গাথা দুইটী বলিলেন:—

কৃতজ্ঞতা নাহি যার,　　　উপকারে উপকার
　　ভ্রমেও কস্মিন্ কালে করে না যে জন,
বল, হেন পাপাশয়ে　　　পরম যতনে সেবি
　　লভিতে কি পারে কেহ সুফল কখন?
প্রত্যক্ষে করেছি হিত,　　　অথচ যাহার ঠাঁই,
　　পরিতুষ্ট নাহি হই মিত্র-সম্ভাষণে,
না করি ভৎর্সনা তারে,　　　না পুষি বিদ্বেষ মনে,
　　সঙ্গ ত্যজি শীঘ্র তার চলিনু এক্ষণে।†

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই সিংহ এবং আমি ছিলাম সেই কাষ্ঠকুট্ট।]

☞ তিব্বতদেশীয় গল্পে কাষ্ঠ দিয়া সিংহের মুখ বন্ধ করিবার কথা নাই; সিংহের নিদ্রিতাবস্থায় শল্যোদ্ধার হইয়াছিল, এরূপ দেখা যায়। অতঃপর একদিন কাষ্ঠকুট্ট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সিংহের নিকট কিছু খাদ্য চাহিয়াছিল। জাতকমালায় এই জাতক শতপত্র-জাতক নামে অভিহিত হইয়াছে। শতপত্র "রাগরুচিরচিত্রপত্র" ও মৎস্যাশী পক্ষী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা কাষ্ঠকুট্ট নহে, বকও নহে, মাছরাঙ্গা বা তৎসদৃশ অন্য কোন পক্ষী হইবে। জাতকমালাতেও দেখা যায়, শতপত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সিংহের নিকট গিয়াছিল এবং তিরস্কৃত হইয়াছিল। ঈষপের নেকড়ে বাঘ ও বকের গল্প (The Wolf and the Crane) এই জাতকেরই রূপান্তর।

---

* তুং জাতকমালা:—দযান্নৈব্যং ন যো বেদ খাদন্বিস্ফুরতো মৃগান্। প্রবিশ্য তস্য মে বক্ত্রং যজ্জীবসি ন তদ্ বহু?

† তুং জাতকমালা:—যস্মিন্ সাধ্বপচীর্ণেঽপি মিত্রধর্ম্মো ন লভ্যতে। অনিষ্ঠুরমসংরব্ধমপযায়চ্ছনৈস্ততঃ।

৩০৯—শবক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ষড়বর্গীয়দিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকে সবিস্তর বর্ণিত আছে।† এখানে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। শাস্তা ষড়্‌বর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চাসনস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট ধর্ম্মদেশন কর, একথা সত্য কি?" ‡ তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন ঐ ভিক্ষুদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তা কহিলেন, "এইরূপে আমার ধর্ম্মের গৌরবহানি করা তোমাদের পক্ষে অতি গর্হিত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা, উপদেষ্টাকে নীচাসনে উপবেশন করিয়া বৌদ্ধেতর ধর্ম্মও ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া, তিরস্কার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার গর্ভিণী ভার্য্যার আম্র খাইবার বড় সাধ জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "স্বামিন্, আমার আম্র খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, এখন ত আমের সময় নয়, তোমাকে অন্য কোন অম্লরসযুক্ত ফল আনিয়া দিতেছি।" তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "স্বামিন্, আমি আম পাই ত বাঁচিব, আম না পাইলে আমার প্রাণ থাকিবে না।"

বোধিসত্ত্ব পত্নীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কোথায় আম পাওয়া যাইতে পারে?' তখন বারাণসীরাজের উদ্যানে একটা বারমেসে আমগাছ ছিল।§ বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, ঐ গাছ হইতেই একটা পাকা আম আনিয়া পত্নীর সাধ মিটাইতে হইবে। তিনি রাত্রিকালে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া এবং গাছে উঠিয়া আম খুঁজিবার জন্য শাখায় শাখায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি এখন যদি যাই, তাহা হইলে লোকে আমাকে চোর বলিয়া ধরিবে, অতএব রাত্রিকালেই যাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা শাখায় উঠিয়া উহার মধ্যে লীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীরাজ তাঁহার পুরোহিতের নিকট মন্ত্র‖ শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেদিন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঐ আম্র বৃক্ষের তলে নিজে উচ্চাসনে বসিয়া ও পুরোহিতকে নিম্নাসনে বসাইয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উপবিস্থিত বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিজে উচ্চাসনে বসিয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতেছেন; এই পুরোহিতও অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিম্নাসনে বসিয়া মন্ত্র বলিতেছেন, আমিও অধার্ম্মিক, কেন না, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আম চুরি করিতে আসিয়াছি।' অনন্তর তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, একটা লম্বমান শাখা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন

---

* এই জাতকের নাম 'শবক' (পালি 'ছবক') হইল কেন বুঝা যায় না। শবক=শব (মৃতদেহ)। 'ছবক' না হইয়া 'সাবক' (শ্রাবক) এই পাঠ হইবে কি? শ্রাবক=শ্রোতা বা শিষ্য। এ নামটী অতীতবস্তুর সহিত সুসঙ্গত হয়।

† সুত্রবিভঙ্গ, শৈক্ষ্য ৬৮, ৬৯।

‡ তু° মনু, ২য় অধ্যায়, ১৯৮ শ্লোক:—নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

§ মূলে 'ধুবফলো অম্বো' আছে। ধুবফল=ধ্রুবফল অর্থাৎ যাহাতে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

‖ মন্ত্র=বেদমন্ত্র বা বেদ এই অর্থ করা যাইতে পারে।

এবং বলিলেন, "মহারাজ, আমি ত মারাই গিয়াছি; আপনি অতি স্থূলবুদ্ধি এবং আপনার এই পুরোহিত জীবিত থাকিয়াও মৃত।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "এ কথা বলিতেছ কেন?" বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় ইহার উত্তর দিলেন:—

করেছি কুকর্ম্ম অতি মোরা তিন জন। তোমরা উভয়ে ধর্ম্ম জান না, রাজন্।
উচ্চাসনে শিষ্য যেথা, গুরু নিম্নাসনে, ধর্ম্মচ্যুত নহে এরা বলিব কেমনে? *

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

উপাদেয় অন্ন, মাংস রাজার ভবনে খাই নিত্য, যত ইচ্ছা, পরিতুষ্ট মনে।
উদরের দায়ে বদ্ধ আমার মতন, ঋষিধর্ম্ম পালিতে কি পারে কোন জন?

অনন্তর চণ্ডালরূপী বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

এ বিপুল ধরাতলে যেথা ইচ্ছা যাবে, কত প্রাণী কষ্ট পায়, দেখিতে পাইবে।
অধর্ম্মসেবায় নাশ হইবে তোমার, শিলাঘাতে ঘট যথা হয় চুরমার।
ধিক্ তব যশ, ধন, ধিক্, হে ব্রাহ্মণ, যার জন্য অধর্ম্মের লয়েছ শরণ।
যে জন অধর্ম্মচারী, নাহিক তাহার অপায়সমূহ হ'তে কখন(ও) নিস্তার।

বোধিসত্ত্বের এই ধর্ম্মকথায় রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি কি জাতি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি চণ্ডাল।" "তুমি যদি কোন উচ্চ জাতীয় হইতে, তাহা হইলে তোমাকে এই রাজ্য দান করিতাম। যাহা হউক, এখন হইতে আমি দিবা ভাগে এবং তুমি রাত্রিকালে রাজা হইবে।" ইহা বলিয়া নিজের কণ্ঠে যে পুষ্পদাম ছিল, তাহা উন্মোচন করিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নগরপালের পদে নিযুক্ত করিলেন। নগরপালেরা যে কণ্ঠে রক্তপুষ্পের মালা পরিয়া থাকে, এইরূপেই নাকি সেই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার পর হইতে রাজা ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বের উপদেশ মানিয়া চলিতেন এবং আচার্য্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নিম্নাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্র শিক্ষা করিতেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই চণ্ডালপুত্র।]

৩১০—সহ্য-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তীনগরে পিণ্ডচর্য্যা করিবার সময়ে এক পরমসুন্দরী রমণী দেখিয়া বিকৃতচিত্ত হইয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধশাসনে আর তৃপ্তি লাভ করিতেন না। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা তাঁহাকে ভগবানের নিকট লইয়া গেলেন। ভগবান্ জিজ্ঞাসিলেন, "শুনিতেছি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "হাঁ প্রভু, ইহা মিথ্যা নহে।" শাস্তা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কে তোমার উৎকণ্ঠার হেতু?" তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তুমি এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ? পুরাণ পণ্ডিতেরা রাজপৌরোহিত্য লাভ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিত পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার পুত্র ও তিনি একই দিবসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা

* টীকাকার এই গাথার প্রতিপোষক আর একটী গাথা তুলিয়াছেন—ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ব্বে ছিল বিদ্যমান। শেষে ক্রমে অধর্ম্মের বাড়িয়াছে মান॥

অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্রের সহিত একই দিনে প্রসূত হইয়াছে, এমন কোন শিশু আছে কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "আছে, মহারাজ! কুমার ও পুরোহিতপুত্র একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।" রাজা তখন পুরোহিতপুত্রকে আনাইয়া ধাত্রীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং নিজের পুত্রের সহিত সমান যত্নে তাঁহার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। শিশুদ্বয়ের বস্ত্রাভরণ ও পানভোজন ইত্যাদিতে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না। ইঁহারা যখন বড় হইলেন, তখন উভয়েই তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা পুত্রকে উপরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার সমুচিত পদমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখনও রাজপুত্রের সহিত একত্র পান ভোজন করিতেন ও একত্র শয়ন করিতেন; ফলতঃ তাঁহারা পরস্পরের অতীব বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে রাজপুত্র স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বন্ধু এখন রাজা হইয়াছেন, উপযুক্ত অবসর পাইলে ইনি নিশ্চিত আমাকে পুরোহিতের পদে বরণ করিবেন; কিন্তু আমার সংসারধর্ম্মে প্রয়োজন কি? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিব।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি মাতা পিতাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ তাঁহাদের অনুমতি লইলেন, বিপুল বিভব ত্যাগ করিয়া একাকী গৃহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া, সেখানে এক মনোরম প্রদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন; এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা একদিন বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুকে ত আর দেখিতে পাই না, তিনি এখন কোথায়?" অমাত্যেরা রাজাকে তাঁহার প্রব্রজ্যা-গ্রহণের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন, "শুনিয়াছি, তিনি এখন এক রমণীয় তপোবনে বাস করিতেছেন।" সেই তপোবন কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সহ্য নামক অমাত্যকে আদেশ দিলেন, "আপনি গিয়া বন্ধুকে লইয়া আসুন; আমি তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিব।" সহ্য, "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেখানে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক বনেচরদিগের সাহায্যে বোধিসত্ত্বের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন পর্ণশালাদ্বারে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। সহ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন; বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। তখন সহ্য বলিলেন, "ভদন্ত, রাজা আপনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে চান; এজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে আপনি গৃহে ফিরিয়া চলুন।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "পৌরোহিত্য ত তুচ্ছ বিষয়, সমস্ত কাশী কোশলের বা সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য, কিংবা সসাগরা ধরার একচ্ছত্র প্রভুত্ব পাইলেও আমি গৃহে ফিরিব না। লোকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করে না, পণ্ডিতেরাও সেইরূপ পাপের সংসর্গ পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আলিঙ্গন করেন না।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি পাঠ করিলেন:—

সাগর-অম্বরা সাগর কুণ্ডলা, পৃথিবীর আধিপত্য
চাহি নাক আমি, শুন, সহ্য, তুমি, বলিলাম এই সত্য।
লভিতে ইহায় ত্যজিতে হইবে ধ্যানরূপ মহাধন;
নিন্দা নিরন্তর করিবে আমার শুনি যত সাধুজন।

ধিক সেই যশে, ধিক সেই ধনে লভিতে যাহায়, হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক্ সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।*

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান,
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ;
তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে; অধর্ম্মাচরণে মতি
হয় যে জনার সেই অভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ, হিংসা দ্বেষ ত্যজি; শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব রাজার, দেখ ভাবি, কিবা ছার,
ধনমান আমি চাই না পাইতে; ফিরিব না গৃহে আর।

এইরূপে, পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও বোধিসত্ত্ব সঙ্ঘের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সঙ্ঘ যখন কিছুতেই তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিবেন না, রাজাকে এই কথা জানাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বহু লোকেও স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন সঙ্ঘ এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিতপুত্র।]

☞ উপাখ্যানাংশ-সম্বন্ধে এই জাতকের সহিত দরীমুখ-জাতক (৩৭৮) তুলনীয়।

৩১১—পিচুমন্দ-জাতক।†

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে আয়ুষ্মান্ মৌদ্গল্যায়নকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই স্থবির নাকি তখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী অরণ্যকুটিকা-নামক স্থানে ‡ অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা এক চোর নগরোপকণ্ঠস্থ কোন গৃহে সিঁধ কাটিয়া দুই হাতে যত পারিয়াছিল, নানাবিধ দ্রব্য অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল এবং স্থবিরের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া § ভাবিয়াছিল, 'এখানেই আমি নিঃশঙ্কভাবে থাকিতে পারিব।'

এইরূপ বিবেচনা করিয়া চোর স্থবিরের পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে শয়ন করিল। কিন্তু সে কুটীরদ্বারে শুইয়াছে জানিয়া স্থবিরের আশঙ্কা জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'চোরের সংসর্গে থাকা কর্ত্তব্য নহে'। তিনি বাহিরে গিয়া "এখানে শুইওনা" বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

চোর সেখান হইতে বাহির হইল এবং দুই পায়ে যত পারিল, বেগে পলাইয়া গেল। এদিকে গ্রামবাসীরা উল্কা হাতে লইয়া তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল, সে যেখানে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, যেখানে বসিয়াছিল, যেখানে শুইয়াছিল, সে সমস্ত দেখিল এবং "চোর এই

---

* এই গাথাটী পূর্ব্ববর্ত্তী (শবক) জাতকেও দেওয়া হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় খণ্ডে লাভগর্হ জাতকে (২৮৭) প্রথম দুইটী গাথা এবং এই খণ্ডে লোমশকাশ্যপজাতকে (৪৩৩) চারিটি গাথাই আছে।

† পিচুমন্দ বা পিচুমর্দ্দ=নিমগাছ। পালি 'পুচিমন্দ'। প্রথম স্বরদ্বয়ের বিপর্য্যয় লক্ষণীয়।

‡ ইংরাজী অনুবাদক অরণ্য-কুটিকা শব্দের অর্থ বনমধ্যস্থিত কুটীর এইরূপ করিয়াছেন। ইহাও অসঙ্গত নহে।

§ "কুটিপরিবেণম্ পবিসিত্বা" এই আছে। কিন্তু পরিবেণ বলিলে ভিক্ষুদিগের ক্ষুদ্র বাসগৃহ (cell) বুঝায়। চোর ভিতরে যায় নাই, পরিবেণের বাহিরেই দরজার নিকট শুইয়াছিল।

পথে আসিয়াছিল, এখানে দাঁড়াইয়াছিল, এখানে বসিয়াছিল, এখান হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু এখানে ত তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, "এইরূপ বলাবলি করিয়া ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া শেষে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া গেল।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে স্থবির রাজগৃহনগরে পিণ্ডচর্য্যা করিয়া ফিরিবার সময়ে বেণুবনে প্রবেশ করিলেন এবং শাস্তাকে উক্ত ঘটনা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "মৌদ্‌গল্যায়ন, যাহাকে শঙ্কা করা উচিত, কেবল তুমিই যে তাহাকে শঙ্কা করিয়াছ, এরূপ নহে, পুরাণ পণ্ডিতেরাও এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নগরের শ্মশান-বনে এক নিম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন এক চোর নগরোপকণ্ঠবর্ত্তী কোন গ্রামে চুরি করিয়া সেই শ্মশান-বনে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে সেখানে একটা নিম্ব ও একটা অশ্বত্থ এই দুই বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। চোর নিম্ববৃক্ষের তলে অপহৃত দ্রব্যগুলি রাখিয়া শয়ন করিল। তখন নিয়ম ছিল, রাজপুরুষেরা নিম্ব কাঠের শূলে চড়াইয়া চোরদিগের প্রাণদণ্ড করিতেন। কাজেই নিম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজপুরুষেরা আসিয়া যদি এই চোরকে ধরে, তাহা হইলে এই গাছেরই ডাল কাটিয়া শূল প্রস্তুত করিবে এবং ইহাকে সেই শূলে চড়াইয়া যাতনা দিবে। তাহা হইলে ত এই গাছটা নষ্ট হইবে; কাজেই চোরকে এখান হইতে দূর করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চোরের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

উঠ চোর; শু'য়ে কেন? নিদ্রা কেন যাও? কুকর্ম্ম করেছ গ্রামে; এখনি পলাও।
নচেৎ অচিরে আসি ধরিবে তোমায় রাজপুরুষেরা, ইহা বলিনু নিশ্চয়।

তিনি আরও বলিলেন, "রাজপুরুষদিগের হাতে ধরা পড়িবার আগেই অন্যত্র প্রস্থান কর"। এইরূপ ভয় পাইয়া চোর সেখান হইতে পলাইয়া গেল। সে পলায়ন করিলে অশ্বত্থ বৃক্ষের দেবতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

করেছে কুকর্ম্ম গ্রামে, যদি সে কারণ ধরা পড়ি হয় চোর দণ্ডের ভাজন,
বনজাত নিম্ববৃক্ষ, শুধাই তোমায়, তোমার তাহাতে বল কি বা আসে যায়?

ইহা শুনিয়া নিম্ব-দেবতা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

চোর, আর আমি, এই দুয়ের ভিতর যে গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, শুন, তরুবর।
করেছে কুকর্ম্ম গ্রামে, ধরি সে কারণ করিবে ইহারে নিম্ব-শূলে আরোপণ।
তাই শঙ্কা উপজিল আমার অন্তরে, ডাল কাটি পাছে নষ্ট করে এ বৃক্ষেরে।
কিংবা যদি ফাঁসি দেয় ঝুলায়ে শাখায়, পূতিগন্ধে তিষ্ঠা হেথা হবে বড় দায়।

দেবতাদ্বয় এইরূপে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে যাহাদের দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহারা উল্কাহস্তে, চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে যেখানে যেখানে চোর শুইয়াছিল বা বসিয়াছিল সেই সেই স্থান দেখিতে পাইল এবং বলিল, "চোর ব্যাটা এখনই এখান হইতে উঠিয়া পলাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে ত ধরিতে পারিতেছি না। যদি ধরিতে পারি, তাহা হইলে এই নিম গাছেরই শূলে হয় তাহাকে শূলে দিব, নয় ইহার ডালে ঝুলাইয়া ফাঁসি দিব।" ইহা বলিয়া তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু চোরকে দেখিতে না পাইয়া শেষে ফিরিয়া গেল। তাহাদের এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া অশ্বত্থ-দেবতা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শঙ্কিতব্যে শঙ্কা করে বুদ্ধিমান্ যেই জন। ইহামুত্র অনাগত আছে ভয় অগণন;
ধর্ম্মপথে চরি সুধী দুর্জ্জনে বর্জ্জন করি অনাগত সর্ব্ববিধ ভয় হ'তে যায় তরি।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই অশ্বথ-দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই নিম্ব-দেবতা।]

৩১২—কাশ্যপমান্দ্য-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীনগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক বিষয়ভোগের অশুভ পরিণাম বুঝিতে পারিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে কর্ম্মস্থান ধ্যান করিয়া অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে এই ব্যক্তির মাতার মৃত্যু হইল। তখন তিনি তাঁহার পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইলেন এবং তিন জনেই জেতবনবিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষারম্ভে চীবর-প্রাপ্তির সুবিধা আছে † শুনিয়া এই ব্যক্তি তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাকে লইয়া এক গ্রামে গমন করিলেন এবং তিন জনেই সেখানে বর্ষা অতিবাহিত করিয়া জেতবনে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। জেতবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া যুবক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন "শ্রামণের, তুমি স্থবিরকে বিশ্রান্ত করাইয়া ধীরে ধীরে বিহারে লইয়া আইস, আমি অগ্রে গিয়া পরিবেণ পরিষ্কৃত করিয়া রাখি।" এই বলিয়া তিনি জেতবনে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন; এজন্য ভেড়ায় যেমন ঢু মারে, শ্রামণেরও তাঁহাকে নিজের মাথা দিয়া সেইরূপ ঢু মারিতে মারিতে, এবং 'চলুন, ভদন্ত' এই বলিতে বলিতে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে বৃদ্ধ বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইবি না কি?" তিনি উল্টাদিকে ফিরিলেন এবং যেখান হইতে শ্রামণের তাঁহাকে ঢু মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আবার সেখানে গিয়া নিজের ইচ্ছামত বিহারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ও শ্রামণের এই ভাবে পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন; এদিকে ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল এবং অন্ধকার হইল। যুবক পরিবেণ পরিষ্কৃত করিলেন, জল আনিয়া ভাণ্ডাদিতে রাখিলেন; শেষে একটা উল্কা হাতে লইয়া পিতার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে তাঁহাদের দেখা পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব হইল কেন?" বৃদ্ধ তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জানাইলেন। তখন তিনি উভয়কেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করাইয়া ধীরে ধীরে বিহারে লইয়া গেলেন। সে দিন আর তিনি বুদ্ধপূজার অবকাশ পাইলেন না। তিনি পরদিন বুদ্ধদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ফিরিয়াছ?" যুবক উত্তর দিলেন, "কাল ফিরিয়াছি, ভদন্ত।" "কাল ফিরিয়াছ, অথচ আজ আমায় অর্চ্চনা করিতে আসিলে।" তখন যুবক বিলম্বের কারণ নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বৃদ্ধকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ইনি যে এবারই এইরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও একরূপ করিয়াছিলেন। এবার ইনি তোমায় কষ্ট দিয়াছেন, পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগকে কষ্ট দিয়াছিলেন। অনন্তর যুবকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গণ্ডগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি মাতার শরীরকৃত্য-সম্পাদনের দেড় মাস পরে গৃহস্থিত সমস্ত ধন দান করিয়া নিঃশেষ করিলেন এবং পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা দৈবলব্ধ বল্কল * পরিধান করিলেন, এক রমণীয় বনভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা ও ফলমূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

* প্রথম গাথার প্রথম শব্দদুইটী হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। কাশ্যপ—আখ্যায়িকার অন্যতম পাত্র; মন্দিয়—মান্দ্য, তরুণতা বা মূঢ়তা।

† মহাবর্গ ৩ (১৪) দ্রষ্টব্য।

হিমবন্ত প্রদেশে বর্ষার সময়ে অবিরত বৃষ্টি হয়। তখন কন্দমূল খনন করা যায় না, বন্যফল দুর্ল্ল'ভ হয়, গাছের পাতা পড়িয়া যায়; এই জন্য তখন প্রায় সমস্ত তপস্বীই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া লোকালয়ে বাস করেন। যখন বর্ষা উপস্থিত হইল, তখন বোধিসত্ত্ব পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া লোকালয়ে বসতি করিলেন; পরে বর্ষাবসানে হিমবন্তে যখন পুনর্ব্বার পুষ্পফলাদির বিকাশ লইল, তখন উভয়কে সঙ্গে লইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন আশ্রমের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গেল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আপনারা দুইজন আস্তে আস্তে আসুন; আমি আগে গিয়া কুটীর পরিষ্কৃত করিয়া রাখি।" অনন্তর তিনি উভয়কে পিছনে রাখিয়া নিজে আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

বালক তপস্বী পিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইবার সময়ে পুনঃ পুনঃ নিজের মাথা দিয়া তাঁহার কোমরে ঢু মারিতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুই কি আমাকে তোর নিজের ইচ্ছামত তাড়াইয়া লইয়া যাইবি?*" তিনি ফিরিয়া, যেখান হইতে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিতাপুত্রে পরস্পর এইরূপ কলহে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে অন্ধকার হইল। এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্ণশালা পরিষ্কৃত করিলেন, জল আনিয়া রাখিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহারা আসিলেন না দেখিয়া উল্কা লইয়া বাহির হইলেন। তিনি সেই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দুইজনে আস্তে আস্তে আসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ আপনারা কি করিতেছিলেন?" বালক তাঁহাকে পিতার কাণ্ড জানাইল। বোধিসত্ত্ব তখন দুই জনকেই ধীরে ধীরে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং পাত্র-চীবরাদি পরিষ্কারসমূহ যথাস্থানে রাখিয়া পিতাকে স্নান করাইলেন, তাঁহার পা ধুইয়া তেল মাখাইলেন, পিঠ টিপিয়া দিলেন এবং নিকটে এক হাঁড়ি আগুন রাখিয়া দিলেন। অনন্তর বৃদ্ধের যখন পথশ্রম দূর হইল, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "ছোট ছেলেরা মাটির পাত্রের ন্যায়; তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একবার ভাঙ্গিলে আর তাহাদিগকে যোড়া দেওয়া যায় না। তাহারা কোন উদ্ধত ব্যবহার করিলে বয়োবৃদ্ধদিগের তাহা সহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য।" পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

তরুণ চপলমতি বালক যখন বয়োবৃদ্ধ জনে বলে অপ্রিয় বচন,
অথবা প্রহার করে, হেরি তার দোষ ধীর যাঁরা কভু তাঁরা না করেন রোষ।
শত অপরাধ তার সহাস্য বদনে ক্ষন্তব্য; নিবেদি পিতঃ, তোমার চরণে।

সাধুর কলহ অতি শীঘ্র মিটে যায়, মূর্খের কলহ কিন্তু চিরস্থায়ী রয়।
ভাঙ্গিলে মাটির পাত্র কে পারে যুড়িতে? মূর্খের কলহ কেহ নারে মিটাইতে।
নিজ নিজ অপরাধ করিয়া স্মরণ, স্থায়ী সখ্যসূত্রে বদ্ধ হন সাধুজন।

অপরের মধ্যে হ'লে কলহ ঘটন, উপদেশে করে যেই সন্ধির স্থাপন,
হোক উচ্চ, হোক নীচ সেই সদাশয় অতি গুরুভার করে বহন নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পিতাকে উপদেশ দিলেন এবং তদবধি বৃদ্ধ ক্ষমাশীল হইলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ 'স্থবির' ছিলেন সেই তপস্বী পিতা; এই শ্রামণের ছিল সেই তপস্বী বালক, এবং আমি ছিলাম সেই পিতার উপদেষ্টা।]

---

* মূলে 'দেবদত্তিয়ং বহুলং গহেত্বা' এইরূপ আছে। দেবদত্ত বলিলে, নিজের আয়াসলব্ধ নহে, দৈববশাৎ প্রাপ্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩১৩—ক্ষান্তিবাদি-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।† শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তুমি জিতক্রোধ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ক্রুদ্ধ হও, ইহার কারণ কি? প্রাচীনকালে পণ্ডিতদিগের শরীরে সহস্রবার প্রহার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের হস্ত, পাদ, কর্ণ ও নাসা ছেদন করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা উৎপীড়কের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা কহিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কুণ্ডলকুমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহান্তে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি ধনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই ধন সঞ্চিত করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ না করিয়াই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও এই ধন গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাকেও তাঁহাদেরই মত যথাসময়ে চলিয়া যাইতে হইবে।" অনন্তর, যে ব্যক্তি দানশীলতার জন্য যত ধন পাইবার উপযুক্ত, বাছিয়া বাছিয়া, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ দান করিলেন এবং এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাত্রি-যাপন করিয়া তিনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চালচলন দেখিয়া প্রীত হইয়া সেনাপতি তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং তিনি রাজোদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া সেখানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হইয়া নটগণ সমভিব্যাহারে মহাডম্বরে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলশিলাপট্টের উপর তাঁহার শয্যা রচিত হইল, সেখানে তিনি এক প্রিয়া ও মনোরমা রমণীর অঙ্কে শয়ন করিলেন; নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণা নর্ত্তকীগণ গীতাদি দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ তৎকালে কলাবুর সমৃদ্ধি দেবরাজ শক্রের সমৃদ্ধির তুল্যকক্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কলাবু ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন রমণীরা ভাবিল, 'আমরা যাঁহার জন্য গীতবাদ্য করিতেছি, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন; অতএব এখন গীতবাদ্যের প্রয়োজন কি?' তাহারা বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল এবং ফলপুষ্পপল্লবাদি পাইবার লোভে উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।

বোধিসত্ত্ব এই সময়ে এক প্রস্ফুটিত শালবৃক্ষের মূলে মত্ত মহাবারণের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রব্রজ্যাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। রমণীরা বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল

---

* জাতকমালা (২৮)—ক্ষান্তিজাতক।

† কোপনস্বভাব ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, এমন অনেক কথাই পূর্ব্বের দুই খণ্ডে দেখা যায়।

এবং বলিল, "চল আমরা ঐ দিকে যাই; ঐ যে বৃক্ষমূলে প্রব্রাজক বসিয়া আছেন, যতক্ষণ রাজার ঘুম না ভাঙ্গে, ততক্ষণ আমরা উঁহার নিকটে বসিয়া কিছু ধর্ম্মকথা শুনি।" ইহা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল, প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং নিবেদন করিল, "যাহা বলিবার উপযুক্ত, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন কিছু বলুন।" বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা যে রমণীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সে অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা তাঁহাকে জাগাইল। রাজা জাগিয়া দেখিলেন নর্ত্তকীরা কেহ উপস্থিত নাই। "বৃষলীরা কোথায় গেল," জিজ্ঞাসা করিলে সে রমণী উত্তর দিল, "তাহারা গিয়া এক তপস্বীকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং "ভণ্ড তপস্বীকে শিক্ষা দিতেছি" বলিয়া বেগে ছুটিয়া গেলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া নর্ত্তকীদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রিয়পাত্রী ছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিল এবং তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রমণ, তুমি কোন্ মতাবলম্বী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী।" "ক্ষান্তি কাহাকে বলে?" "লোকে গালি দিলে, প্রহার করিলে, কিংবা গ্লানি করিলেও মনের যে অক্রুদ্ধভাব, তাহার নাম ক্ষান্তি।" "আচ্ছা, এখনই দেখা যাইতেছে, তোমার ক্ষান্তি আছে কি না"। ইহা বলিয়া রাজা চোরঘাতককে * ডাকাইলেন। ঘাতক নিজের ব্যবসানুযায়ী পরশু ও কণ্টককশা † লইয়া, কাষায় বস্ত্র পরিয়া ও রক্তমালা ধারণ করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল ‡ এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, আমায় কি করিতে হইবে?" "এই দুষ্ট তপস্বীটা চোর; ইহাকে টানিয়া মাটিতে ফেল, এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, ও দুই পাশে কণ্টককশা দ্বারা দুই হাজার বার আঘাত কর।" ঘাতক তাহাই করিল; বোধিসত্ত্বের ছবি § ছিঁড়িল, চর্ম্ম ছিঁড়িল, মাংস ছিঁড়িল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তস্রোত ছুটিল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে তাপস, এখন তুমি কোন্-বাদী বল ত?" "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন চর্ম্মের নিম্নে আমার ক্ষান্তি আছে; কিন্তু মহারাজ, ক্ষান্তি আমার চর্ম্মের নিম্নে নাই, ইহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; আপনার ইহা দেখিবার সাধ্য নাই।"

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" রাজা আদেশ দিলেন, "এই ভণ্ডতপস্বীর হাত দুইখানা কাটিয়া ফেল।" ঘাতক বোধিসত্ত্বকে গণ্ডিকার ¶ উপর স্থাপিত করিয়া তাঁহার হাত দুইখানি কাটিয়া ফেলিল; তাহার পর রাজা বলিলেন, "পা দুইখানি কাট"। ঘাতক পা দুইখানিও কাটিল। ছিন্ন হস্তপদের প্রান্ত হইতে

* জল্লাদ - যাহারা রাজাজ্ঞায় চোর প্রভৃতি অপরাধীদিগের প্রাণবধ বা অঙ্গচ্ছেদ করিত।

† কাঁটাওয়ালা কশা বা ছড়ি।

‡ এই কয়েকটী পদে ঘাতকদিগের বেশ বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়, বধ্যব্যক্তির গলে পীত করবীফুলের মালা ও গাত্রে রক্তচন্দনের পঞ্চাঙ্গুলিক দেওয়া হইত এবং সে যে শূলে আরোপিত হইবে, তাহা তাহাকেই বহন করিয়া যাইতে হইত।

§ ছবি—বহিস্ত্বক্- (cuticle or epidermis), চর্ম্ম (cutis or dermis) প্রকৃত ত্বক্।

¶ 'গণ্ডিয়া ঠাপেত্বা'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বধস্থানে লইয়া গিয়া'। কিন্তু গণ্ডিকা বা ধর্ম্মগণ্ডিকার কথা প্রথমখণ্ডে ছদ্রোধমৃগ-জাতকেও দেখা গিয়াছে। পশ্বাদির শিরশ্ছেদ করিবার সময়ে তাহাদের গ্রীবা যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখা যায়, বোধ যায় ধর্ম্মগণ্ডিকা শব্দ তাহাই বুঝাইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে block বলে।

লাক্ষারসের ন্যায় শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কোন্-বাদী?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন আমার হস্তপদাদির প্রান্তে ক্ষান্তি আছে; কিন্তু আমার ক্ষান্তি সেখানে নাই, গভীরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।"

অতঃপর রাজা আদেশ দিলেন, 'ইহার নাসা ও কর্ণ ছেদন কর।' ঘাতক তাহাই করিল। বোধিসত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে প্লাবিত হইল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন তুমি কোন্ বাদী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি মনে করিবেন না যে ক্ষান্তি আমার নাসাকর্ণাদির কোটিতে আছে; ইহা আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে নিহিত রহিয়াছে" "ভণ্ড জটাধারিন্, তুমি শুইয়া থাকিয়া তোমার ক্ষান্তির স্পর্দ্ধা করিতে থাক"। এই বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে পদাঘাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজা চলিয়া গেলে সেনাপতি বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছিয়া দিলেন, হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ প্রভৃতির ছিন্ন প্রান্তে বস্ত্রের পটি বান্ধিলেন, তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, আপনার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া আপনি যদি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে রাজার উপরই ক্রুদ্ধ হউন, অন্য কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না।" অনন্তর তিনি এই প্রথম গাথা বলিলেন :—

হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিয়াছে আপনার দারুণ পীড়ন,
তার (ই) 'পর, মহাবীর, ক্রোধের প্রকাশ
করুন, রাজ্যের যেন না হয় বিনাশ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিলেন মোর এই দারুণ পীড়ন,
চিরজীবী হয়ে সেই থাকুন নৃপতি,
মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।

এদিকে রাজা উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেমন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, অমনি দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র যোজন বেধবিশিষ্ট এই মহীমণ্ডল দৃঢ়স্থূল বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সহসা বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং অবীচি হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজকুল-ব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় রাজার দেহ আবৃত করিল। তিনি উদ্যানদ্বারেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি মহানরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও সেই দিনেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরুষেরা এবং নাগরিকগণ গন্ধমাল্যধূপাদি দ্বারা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন। কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার হিমালয়েই গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে।

[হ'ল বহুদিন, ছিলেন শ্রমণ ক্ষান্তিব্রত-পরায়ণ,
ক্ষান্তির কারণ কাশীরাজ তাঁর করিল প্রাণহরণ।
পরিণাম সেই নিঠুর কর্ম্মের অহো, কিবা ভয়ঙ্কর!
নরকে থাকিয়া কাশীরাজ যাহা ভুঞ্জিতেছে নিরন্তর।
এই দুইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই কোপনস্বভাব ভিক্ষু অনাগামি ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্য বহু লোকে স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল কাশীরাজ কলাবু; সারিপুত্র ছিলেন সেই সেনাপতি এবং আমি ছিলাম সেই ক্ষান্তিবাদী তাপস।]

৩১৪—লৌহকুম্ভী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোশলরাজকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কোশলরাজ একদা রাত্রিকালে নরকনিবাসী চারিটী প্রাণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন। একজন 'দু' অক্ষর উচ্চারণ করিতেছিল, একজন 'স' অক্ষর, একজন 'না' অক্ষর এবং একজন 'সো' অক্ষর। এই প্রাণি-চতুষ্টয় নাকি অতীতজন্মে শ্রাবস্তীনগরেই পরদারপরায়ণ রাজপুত্র ছিল। তাহারা অপরের রক্ষিত ও প্রতিপালিত রমণীগণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আবদ্ধ হইত এবং ইন্দ্রিয়সেবার জন্য বহু পাপ করিত। শেষে শ্রাবস্তীর নিকটেই মরণচক্রে তাহাদের জীবনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহারা চারিটী লৌহকুম্ভীতে পুনর্জন্মলাভ করে। এই নরক চতুষ্টয়ে তাহারা ষাট হাজার বৎসর পচিতেছিল। ক্রমে তাহারা কুম্ভীগুলির তলদেশ হইতে উপরিভাগে উঠে এবং কুম্ভীমুখের কাণা দেখিতে পায়। তখন "অহো, কবে আমরা এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিব" বলিয়া চারি জনেই যথাক্রমে মহাশব্দে বিলাপ করিতে থাকে। *

কোশলরাজ তাহাদের এই শব্দ শুনিয়া মরণভয়ে ভীত হইলেন এবং অরুণোদয় পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন। † অরুণোদয়কালে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের ত সুনিদ্রা হইয়াছিল?" রাজা বলিলেন, "আচার্য্যগণ, আমার ভাগ্যে সুনিদ্রা হইবে কিরূপে? আমি আজ চারিটী অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়াছি।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজার অপায় দূর করিবার জন্যই যেন কর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কর সঞ্চালন করিতেছেন কেন?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, শব্দগুলি অতি অনিষ্টসূচক।" "ইহার কোন প্রতিকার আছে, কি প্রতিকার নাই?" "হউক না অপ্রতিবিধেয়, আমরা কিন্তু এ বিষয়ে সুশিক্ষিত।" "কি উপায়ে আপনারা প্রতিবিধান করিবেন?" "মহারাজ, আমরা ইহার মহা প্রতিকার করিতে সমর্থ; আমরা সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন ‡ করিয়া আপনার অমঙ্গল দূর করিব।" "তবে শীঘ্রই তাহার অনুষ্ঠান করুন; চারিটা হস্তী, চারিটা অশ্ব, চারিটা বৃষ, চারিজন মানুষ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তক ও অন্যান্য পক্ষী পর্য্যন্ত চারি চারিটা প্রাণী গ্রহণ করিয়া সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক আমার জন্য স্বস্ত্যয়ন করুন।" ব্রাহ্মণেরা "যে আজ্ঞা, মহারাজ," বলিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞস্থলী প্রস্তুত করিলেন, খুঁটা পুতিয়া তাহাতে বহুপ্রাণী বান্ধিয়া রাখিলেন, 'বহু মৎস্য মাংস ভোজন করিব, বহু ধন লাভ করিব" এই ভাবিয়া অতীব উৎসাহযুক্ত হইলেন এবং ইহা চাই, তাহা চাই বলিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

মল্লিকাদেবী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা আজ অতি স্ফূর্ত্তির সহিত § ছুটাছুটি করিতেছেন কেন?" রাজা উত্তর দিলেন, 'দেবি, তোমার সে কথায় প্রয়োজন কি? তুমি নিজের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া আছ, আমার যে কি দুঃখ, তাহা ত জান না।" "ব্যাপার খানা কি বলুন না"। "দেবি, আমি এবংবিধ অশ্রোতব্য শব্দ শুনিয়াছি। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ শব্দ শুনিলে কি ফল হয়। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, ইহাতে আমার রাজ্যের, ভোগের বা জীবনের অনিষ্ট সূচিত হইতেছে। তাঁহারা সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিবার প্রস্তাব করিলেন; আমি ইহার অনুমোদন করিয়াছি। তাঁহারা যজ্ঞস্থলী প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং যজ্ঞার্থ যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা লইবার জন্য যাতায়াত করিতেছেন।" "এই শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা জানিবার জন্য, যিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ,—যাঁহার সমকক্ষ ব্রাহ্মণ দেবলোকে ও ভূলোকে কোথাও নাই—মহারাজ তাঁহাকে কিছু বলিয়াছেন কি?" "দেবলোকে ও ভূলোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কে, দেবি?" "মহাগৌতম সম্যক্‌সম্বুদ্ধ।" "দেবি, আমি ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করি নাই।" "তবে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।"

* মহাবংশে দেখা যায়, এক রাজা স্বপ্নে আপনাকেই নরকে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন।

† নিসিন্নকো ব অরুণং উট্ঠাপেসি—বসিয়া বসিয়াই অরুণকে উঠাইলেন।

‡ সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ—যে যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি বহু জাতীয় প্রাণীর চারি চারিটী নিহত করিয়া আহুতি দেওয়া হয়।

§ উদ্ধহারন্তা বিচরন্তি।

মল্লিকার কথায় রাজা প্রাতরাশ গ্রহণানন্তর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আমি রাত্রিকালে চারিটী শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিব। তাঁহারা এখন যজ্ঞের উদ্যোগ করিতেছেন। বলুন ত ভদন্ত, এই শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া আমার ভাগ্যে কি অমঙ্গল ঘটিবে?" "শাস্তা বলিলেন, "কিছু মাত্র নয়, মহারাজ। নরকনিবাসী প্রাণিগণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। আপনিই যে কেবল এখন এই শব্দ শুনিয়াছেন, তাহা নহে, এরূপ শব্দ প্রাচীনকালের রাজারাও শুনিয়াছিলেন; তাঁহারাও ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশুঘাতযজ্ঞ সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে শব্দের প্রকৃত কারণ বলিয়াছিলেন বহু প্রাণীকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন এবং স্বস্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।' অনন্তর রাজার অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীনামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ধ্যানবল লাভ করিয়া ও ধ্যানসুখ ভোগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে এক রমণীয় বনভূমিতে বাস করিতে থাকেন।

ঐ সময়ে বারাণসীরাজ চারিজন নারকীর এই চারিটী শব্দই শুনিতে পাইয়া মহা ভীত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে এইরূপেই বলিয়াছিলেন, তিনটীর একটী না একটী বিপদ্ ঘটিবেই ঘটিবে এবং সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞদ্বারা তাহার উপশম করিতে হইবে। রাজা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া যজ্ঞবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বহুপ্রাণী স্থূণায় নিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাবনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দিব্যচক্ষুর সাহায্যে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীর এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, "আজ আমাকে যাইতে হইবে। আমি গেলে অনেক প্রাণীর মঙ্গল ঘটিবে।" অনন্তর তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাপট্টে কাঞ্চনপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

ঠিক এই সময়েই পুরোহিতের প্রধান শিষ্য গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! পরের প্রাণনাশ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আমাদের বেদে ত একথা নাই।" পুরোহিত বলিলেন, "থাম, বাপু; তোমার কাজ হইতেছে রাজার ধন লইয়া আসা; দেখনা, আমরা কত মৎস্য মাংস খাইতে পাইব! তুমি চুপ করিয়া থাক"। কিন্তু শিষ্য স্থির করিল, 'আমি এ কার্য্যে ইঁহাদের সহায় হইব না।' সে বাহির হইয়া রাজোদ্যানে গেল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া প্রণিপাত করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিলেন; সে একান্তে উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "মাণবক, তোমাদের রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করেন ত?" "হাঁ প্রভু, রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করেন; কিন্তু গত রাত্রিতে তিনি চারিটী মহাশব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন, সর্ব্ব-চতুষ্ক যজ্ঞ দ্বারা আপনার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিব। সেইজন্য রাজা এখন পশুঘাতন দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বহুপ্রাণী স্থূণায় আবদ্ধ হইয়াছে। ভদন্ত, ঐ শব্দ ব্যাখ্যা করিয়া বহুপ্রাণীকে যমের মুখ হইতে উদ্ধার করা কি ভবাদৃশ শীলবান্ মহাপুরুষের কর্ত্তব্য নহে?" "মাণবক, রাজা আমাকে জানেন না। আমিও রাজাকে জানি না, কিন্তু এই শব্দগুলির কারণ জানি। রাজা যদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ

করিতে পারি।" "ভদন্ত, দয়া করিয়া এখানে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করুন; আমি রাজাকে লইয়া আসিতেছি।" "বেশ, মাণবক; তুমি রাজাকে আন।"

শিষ্য গিয়া রাজাকে সমস্ত কথা জানাইল। রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আমি যে সকল শব্দ শুনিয়াছি, আপনি সে গুলির প্রকৃত কারণ জানেন, একথা সত্য কি?" "আমি জানি মহারাজ।" "তবে দয়া করিয়া বলুন।" "মহারাজ, যাহারা এই সকল শব্দ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বজন্মে বারাণসীর নিকটে অপরের রক্ষিত ও প্রতিপালিত রমণীগণে আসক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুর পর চারিটী লৌহকুম্ভীতে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। সেখানে তাহারা অতি গাঢ় ও ক্ষাররসযুক্ত উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ হইয়াছে; কুম্ভীগুলির উপরিভাগ হইতে তলদেশে যাইতে ত্রিশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে; আবার ত্রিশ হাজার বৎসরে তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়াছে ও কুম্ভীগুলির মুখ দেখিতে পাইয়াছে। সেখান হইতে বাহিরে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চারি জনে চারিটী গাথায় স্ব স্ব দুঃখ জ্ঞাপন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই, কেবল স্ব স্ব গাথার প্রথম অক্ষরটী উচ্চারণ করিয়া, পুনর্ব্বার লৌহকুম্ভীতে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'দু' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া নিমগ্ন হইয়াছে, সে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল :—

দুষ্কার্য্য অশেষ করি যাপিনু জীবন, হায়।
দান-হেতু ছিল ধন, দান করি নাই তায়।
ভোগের বিবিধ বস্তু ছিল, সীমা নাই তার,
কিন্তু তাহে আত্মতৃপ্তি না হইল অভাগার।"

কিন্তু সেই পাপী গাথা শেষ করিতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব নিজের জ্ঞানবলে এই গাথার পূরণ করিয়াছিলেন। অন্য শব্দগুলির সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যে ব্যক্তি গাথা বলিতে গিয়া 'বা' এই অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই :—

বাইট হাজার বর্ষ, একদিন কম নয়,
দগ্ধ হইলাম আমি নিরয় মাঝারে, হায়।
কখন হইবে অন্ত বল এই যন্ত্রণার?
আর যে সহিতে নারি এ মহাদুঃখের ভার।

যে কেবল 'না' অক্ষরটী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই :—

নাই অন্ত এ দুঃখের, অন্ত হবে কি প্রকারে?
ভাবিয়া কোথাও অন্ত নাহি পাই দেখিবারে।
করেছি তখন পাপ, বাওাকাণ্ডজ্ঞানহীন?
কাজেই দুঃখের অন্ত হবে না ক কোন দিন।

যে কেবল 'সে' অক্ষরটী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই :—

সেই আমি ত্যজি যবে এ অতি ভীষণ স্থান
নরজন্ম লভি পুনঃ নিশ্চয় পাইব ত্রাণ,
বদান্য শীলসম্পন্ন তখন হইব অতি;
নিয়ত কুশলকর্ম্মে রহিবে আমার মতি।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে একটী একটী করিয়া গাথাগুলি শুনাইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, নরকবাসী প্রাণীরা এই সমস্ত গাথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পাপের গুরুত্ববশতঃ তাহা পারে নাই। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল;

এই শব্দশ্রবণহেতু আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; আপনার কোন ভয় নাই।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন; রাজাও সুবর্ণ-ভেরী বাজাইয়া সেই আবদ্ধ প্রাণী-সমূহকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গাইয়া ফেলিলেন। বোধিসত্ত্বও বহুপ্রাণীর কল্যাণ সাধন করিয়া সেখানে কয়েকদিন যাপন করিলেন এবং স্বস্থানে প্রতিগমনপূর্ব্বক ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিলেন।

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিতশিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই তাপস॥

৩১৫—মাংস-জাতক।

[কয়েকজন ভিক্ষু বিরেচক ঔষধ পান করিয়াছিলেন এবং স্থবির সারিপুত্র তাঁহাদের জন্য রসাল খাদ্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, জেতবনের কতিপয় ভিক্ষু বিরেচক তৈল পান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রসাল খাদ্য আহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। শুশ্রূষাকারীরা রসালখাদ্য আহরণ করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল, কিন্তু পাচকগৃহবীথিতে ভিক্ষা করিয়াও রসাল খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিল না, কাজেই তাহারা বিহারে ফিরিয়া চলিল। ঐ দিন আরও কিছুক্ষণ পরে সারিপুত্রও ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে গিয়াছিলেন। তিনি শুশ্রূষাকারীদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত শীঘ্র ফিরিলে যে?" তাহারা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাকে জানাইল। তাহা শুনিয়া সারিপুত্র বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে চল।" অনন্তর তিনি তাহাদিগকে লইয়া সেই বীথিতেই প্রবেশ করিলেন। লোকে তাঁহাকে পাত্রপূর্ণ করিয়া রসাল খাদ্য দিল এবং শুশ্রূষাকারীরা উহা লইয়া বিহারস্থ পীড়িত ভিক্ষুদিগকে ভোজন করাইল।

অনন্তর একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, "ভাই, যাহারা বিরেচক ঔষধ খাইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষাকারীরা রসাল খাদ্য না পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু স্থবির তাহাদিগকে লইয়া পাচকগৃহবীথিতে ভিক্ষা করিয়া প্রচুর রসাল খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহাকে আলোচ্যমান বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন, "দেখ, কেবল সারিপুত্রই যে এখন মাংস * লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও মধুরভাষী, প্রিয়বাক্‌পটু পণ্ডিতেরা মাংস লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:-]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন এক ব্যাধ প্রচুর মাংস সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা শকট পূর্ণ করিয়াছিল এবং বিক্রয়ার্থ নগরে যাইতেছিল। ঐ সময়ে বারাণসীবাসী চারিজন শ্রেষ্ঠিপুত্র নগর হইতে বাহির হইয়া যেখানে অনেক গুলি রাস্তা মিশিয়াছিল, এমন স্থানে বসিয়া, কে কি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, সেই সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মাংসের শকট দেখিয়া প্রস্তাব করিল, "এই ব্যাধের নিকট হইতে একখণ্ড মাংস আদায় করা যাউক।" অপর তিন জন বলিল, "যাও, আদায় কর গিয়া।" তখন প্রথম শ্রেষ্ঠিপুত্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "অরে ব্যাধ, আমায় এক খণ্ড মাংস দে।" ব্যাধ বলিল, "পরের নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে হইলে প্রিয়ভাষী হওয়া আবশ্যক। তুমি যেরূপ বাক্য বলিলে, তাহারই অনুরূপ মাংসখণ্ড পাইবে।

এসেছ যাচক হয়ে, তবু কটু কথা কও;
ক্লোমতুল্য কটুভাষা, ক্লোম † লয়ে চলি যাও।"

* উপরে যে রসালখাদ্যের (রসভক্তের) কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় মাংস রন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইত।

† পালি অভিধানে দেখা যায়, ত্বকের নিম্নে ও মাংসের উপরে যে শাদা পর্দা থাকে, তাহাকে ক্লোম বলে। ইহা নীরস এবং খাদ্যের মধ্যে গণ্য নহে। দক্ষিণ পার্শ্বের ফুপ্‌ফুপকেও ক্লোম বলে।

শ্রেষ্ঠিপুত্র এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিলে অপর এক শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মাংস চাহিবার সময়ে কি বলিয়াছিলে?" সে উত্তর দিল, "আমি 'অরে ব্যাধ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল "আমিও গিয়া এই ব্যক্তির নিকট মাংস যাচ্ঞা করিব।" অনন্তর সে ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, "দাদা, আমাকে একখণ্ড মাংস দাও না।" ব্যাধ বলিল, "তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

বলে লোকে মানুষের অঙ্গতুল্য ভাই,
ভাই বলি সম্বোধিলে অঙ্গ দিনু তাই।"

ইহা বলিয়া ব্যাধ মৃগের অঙ্গমাংস তুলিয়া তাহাকে দান করিল। অনন্তর তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে?" দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র উত্তর দিল, "আমি ব্যাধকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" তখন তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল, "আমিও মাংস চাহিব" এবং ব্যাধের নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা, এক খণ্ড মাংস দাও না।" ব্যাধ বলিল, "তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

পুত্র যবে 'বাবা' বলি সম্বোধে পিতারে।
তখনই হৃদয় তার স্নেহসিক্ত করে।
'বাবা' বলি সম্বোধিয়া হরিলে হৃদয়,
হৃৎপিণ্ড তাই দান করিনু তোমায়।"

ইহা বলিয়া ব্যাধ হরিণের হৃৎপিণ্ডসহ মধুর মাংস উত্তোলন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রকে দান করিল। অনন্তর চতুর্থ শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে?' তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল, "আমি তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া চতুর্থ শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল "আমিও মাংস চাহিব" এবং ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, "বন্ধু, আমাকে একখণ্ড মাংস দাও ত।" ব্যাধ বলিল "তুমি বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

সুখে সুখী, দুখে দুখী, বন্ধু তার নাম,
ভীষণ অরণ্য তুল্য বন্ধুহীন গ্রাম।
জগতে যে কিছু প্রিয় পাই দেখিবারে,
সমস্ত রয়েছে 'বন্ধু' শব্দের মাঝারে।
সে হেতু সমস্ত মাংস দিলাম তোমায়
লয়ে যাও, বন্ধু তব যেথা ইচ্ছা হয়।

ব্যাধ মাংস দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে আবার বলিল"এস বন্ধু! আমি এই সমস্ত মাংস তোমার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি।" শ্রেষ্ঠিপুত্র ব্যাধের দ্বারা শকট চালাইয়া নিজের গৃহে মাংস লইয়া গেল, সেখানে সমস্ত মাংস তুলিয়া লইল, বহুসম্মানের সহিত ব্যাধের অভ্যর্থনা করিল, তাহার স্ত্রীপুত্র-দিগকে সংবাদ দিয়া আনাইল, তাহাদিগকে ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ করাইল, এবং নিজের অধিকারের মধ্যে বাস করাইল। তদবধি শ্রেষ্ঠিপুত্র যাবজ্জীবন সেই ব্যাধের সহিত অভেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল।"

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্যাধ এবং আমি ছিলাম সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, যে সমস্ত মাংস লাভ করিয়াছিল।

৩১৬—শশ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে সর্ব্বপরিষ্কারদান-সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামী নাকি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিবার আয়োজন করিয়া নিজের বাসগৃহের পুরোভাগে এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সজ্জিত মণ্ডপে উৎকৃষ্টাসনে উপবেশন করাইলেন, তাঁহাদিগকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্যাদি দান করিলেন এবং "অনুগ্রহ করিয়া কাল আবার আসিবেন," "অনুগ্রহ করিয়া কাল আবার আসিবেন", বারবার এইরূপ অনুরোধ করিয়া একাদিক্রমে সপ্তাহকাল নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর সপ্তম দিনে তিনি বুদ্ধপ্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলেন। ভোজনান্তে অনুমোদন করিবার সময়ে শাস্তা বলিলেন, "তুমি যে আমাদের প্রীতি ও পরিতোষ উৎপাদন করিলে, ইহা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। এরূপ দানশীলতা পুরাণ পণ্ডিতদিগেরও অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম। যাচক উপস্থিত হইলে পুরাণ-পণ্ডিতেরা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন; নিজের মাংস দিয়াও অতিথি-সৎকার করিয়াছেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শশযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন বনে বাস করিতেন। ঐ বনের একদিকে পর্ব্বতপাদ, একদিকে নদী এবং একদিকে একখানা প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল।

বোধিসত্ত্বের তিনটী বন্ধু ছিল:—এক মর্কট, এক শৃগাল ও এক উদ্‌বিড়াল। † এই সুপণ্ডিত প্রাণিচতুষ্টয় একত্র বাস করিত। তাহারা স্ব স্ব গোচরস্থানে খাদ্য গ্রহণ করিত, এবং সন্ধ্যাকালে একই স্থানে সম্মিলিত হইত। শশপণ্ডিত বন্ধুত্রয়কে, 'দান করা উচিত', 'শীলরক্ষা করা উচিত', 'উপোসথ পালন করা উচিত' এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাহারা এই উপদেশসমূহ গ্রহণ করিত এবং তাহার পর স্ব স্ব বাসগুল্মে গিয়া শুইয়া থাকিত।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব আকাশে আপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, পরদিন উপোসথব্রত পালন করিতে হইবে। তখন তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন, "কল্য উপোসথের দিন। তোমরা তিন জনেই শীলগ্রহণ করিয়া উপোসথব্রত ‡ পালন করিবে। শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দান করিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয়। অতএব কোন যাচক উপস্থিত হইলে তোমরা নিজের ভোজ্যবস্তু হইতে অংশ দিয়া তাহাকে ভোজন করাইবে।" মর্কট, শৃগাল ও উদ্‌বিড়াল "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইল এবং স্ব স্ব বাসগুল্মে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র উদ্‌বিড়াল খাদ্যান্বেষণে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক ধীবর সাতটা রোহিত মৎস্য ধরিয়া সেগুলিকে লতাদ্বারা একত্র গাঁথিয়াছিল এবং বালুকাদ্বারা আবৃত করিয়া, আরও মৎস্য ধরিবার অভিপ্রায়ে নদীর অধোদিকে গিয়াছিল। উদ্‌বিড়াল মৎস্যগন্ধ অনুভব করিয়া সেইস্থান খনন করিল, মৎস্য দেখিতে পাইয়া সেগুলিকে টানিয়া বাহির করিল এবং "মাছ কয়টী কাহার", তিনবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কেহই যখন "মাছগুলি আমার" এরূপ কোন উত্তর দিল না §, তখন সে মুখ দিয়া লতা কামড়াইয়া ধরিল

---

* ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য অষ্টবিধ দ্রব্য। পাত্র, চীবরত্রয়, কায়বন্ধন, বাসী, সূচী ও পরিস্রাবণ' এইগুলি পরিষ্কার নামে অভিহিত।

† পালি—'উদ্দ', সংস্কৃত 'উদ্র', বাঙ্গালা 'ধেড়ে'।

‡ উপোসথ বৌদ্ধসংস্কৃতে 'উপবসথ', সংস্কৃতে 'পোষধ'। ঐ দিন 'ন্যায়োপলব্ধেনাহারবিশেষেণ ক্ষায়োপনতম-তিথিজনং প্রতিপূজ্য প্রাণধারণমনুষ্ঠেয়ম্।' ১ম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

§ অনেক লোকে কেবল অক্ষরার্থে শীলরক্ষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টা করে, লেখক ইহা

এবং মাছগুলিকে টানিতে টানিতে নিজের বাসগুল্মে লইয়া রাখিল। তখনও আহারের সময় হয় নাই দেখিয়া সে স্থির করিল, 'বেলা হইলে খাইব'' ; তাহার পর শুইয়া শুইয়া সে দিন যে শীলগ্রহণ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

শৃগালও চরিতে গিয়া দেখিল, এক ক্ষেত্রপালের কুটীরে মাংস পাক করিবার জন্য দুইটী শূল *, একটা গোধা ও একপাত্র দধি রহিয়াছে। ঐ দ্রব্যগুলির অধিকারী কে, ইহা জানিবার জন্য সে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কাহার?" কিন্তু যখন কেহই কোন উত্তর দিল না, তখন, দধির পাত্র তুলিবার জন্য উহাতে যে দড়ি বান্ধা ছিল, তাহা নিজের গলায় পরাইল এবং শূল দুইটী ও গোধাটাকে কামড়াইয়া ঐ সকল দ্রব্য নিজের গুল্মে লইয়া গেল। কিন্তু তখনও আহারের সময় হয় নাই বলিয়া সে স্থির করিল, 'বেলা হইলে খাইব।' অনন্তর সে শুইয়া শুইয়া শীলচিন্তা করিতে লাগিল।

মর্কটও বনে গিয়া আম্রপিণ্ড আহরণ করিল, উহা নিজের বাসগুল্মে লইয়া গেল এবং 'বেলা হইলে আহার করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া শুইয়া শুইয়া শীলচিন্তা করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু যথাসময়েই চরিতে গিয়া দর্ভতৃণ ভক্ষণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তিনি নিজের গুল্মে থাকিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার নিকট যদি কোন যাচক উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে ত ভোজনার্থ তৃণ দিলে চলিবে না। কিন্তু তিলতণ্ডুলাদি কোন ভোজ্য দ্রব্যও আমার নাই। অতএব কোন যাচক আসিলে নিজের গাত্রমাংস দিয়া তাহার সেবা করিব।' বোধিসত্ত্বের এই শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন † উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং শশরাজের শীলপরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রথমে উদ্‌বিড়ালের বাসগুল্মে গেলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে দাঁড়াইলেন। উদ্‌বিড়াল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কি জন্য দাঁড়াইয়া আছেন?" শক্র উত্তর দিলেন, "পণ্ডিত, যদি কিছু আহার পাই, তাহা হইলে উপোসথী হইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে পারি।" উদ্‌বিড়াল আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিল :—

সাতটা রোহিত মৎস্য জলের মাথার ছিল যারা, এবে তারা গৃহেতে আমার।
খাও তাহা যত ইচ্ছা, ক্ষুধা কর নাশ ; বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

শক্র বলিলেন, "আচ্ছা, শেষে দেখা যাবে। কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" ‡ অনন্তর তিনি শৃগালের নিকট গেলে সেও জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" শক্র পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন ; শৃগালও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

অবিদূরে ক্ষেত্রপাল আছে এক জন ; রেখেছিল কুটীরে সে করি আয়োজন
গোধা এক, দধিভাণ্ড অতি পরিপাটি, গোধামাংস-পাকহেতু আর শূল দুটী।'

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিন বারের এক বারেও কেহ মাছগুলি যে আমার, ইহা বলিল না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে উদ্‌বিড়ালের পক্ষে অদত্তাদান হইল না, এমন নহে। কিন্তু উদ্‌বিড়াল ভাবিল, সে বৈধ উপায়েই খাদ্যলাভ করিল, তাহাকে চুরিও করিতে হইল না, প্রাণিহিংসাও করিতে হইল না। অতঃপর শৃগালের সম্বন্ধেও ধর্ম্মের এইরূপ অক্ষরার্থমাত্র পালন দেখা যাইবে।

* 'শিক্ কাবাব' প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহশলাকা।

† শক্রের আসন পাণ্ডুকম্বল নামে অভিহিত। ইহা শিলাময়, পাণ্ডুবর্ণ এবং কম্বলের ন্যায় আনমনোন্নমন-শীল অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক।

‡ উপোসথের পরদিন 'পারণ' করিবেন এই উদ্দেশ্যেই যেন শক্র খাদ্য ভিক্ষা করিতেছিলেন।

রাত্রিকালে খাবে বলি ভেবেছিল মনে; এনেছি সে সব আমি নিজ বাসস্থানে।
খাও যত ইচ্ছা তব, ক্ষুধা কর নাশ; বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

ব্রাহ্মণরূপী শক্র বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে, কাল সকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি মর্কটের নিকট গেলেন; সেও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। মর্কটও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে তৃতীয় গাথা বলিল :—

পক্ক আম্রফল আর সুশীতল জল, মনোরম সুশীতল আছে তরুতল।
ভুঞ্জ যথা অভিরুচি, ক্লান্তি কর নাশ; বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

শক্ররূপী ব্রাহ্মণ এবারও বলিলেন, "আচ্ছা শেষে দেখা যাবে; কাল সকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" পরিশেষে তিনি শশপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" শক্র পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি আহারার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আজ আমি আপনাকে এমন দান করিব, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দান করে নাই। দেখিতেছি, আপনি শীলবান্, অতএব প্রাণিহত্যা করিবেন না; আচ্ছা, যান, কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক জ্বলন্ত অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া আমায় জানাইবেন। আমি আত্মোৎসর্গ করিয়া সেই অঙ্গারে পতিত হইব; আমার শরীর পক্ক হইলে আপনি সেই মাংস আহারপূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিবেন।" শক্রের সহিত এইরূপে আলাপ করিবার কালে বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিয়াছিলেন :—

তিল, মুদ্গ, তণ্ডুল—শশের কিছু নাই, অগ্নিতে নিজের দেহ পোড়াইব তাই।
ভোজন করিয়া তাহা ক্ষুধা কর নাশ; বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

ইহা শুনিয়া শক্র তখনই নিজের অনুভাববলে জ্বলদঙ্গাররাশি সৃষ্টি করিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইলেন। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের দর্ভময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই অঙ্গারের নিকট গেলেন, তাঁহার রোমান্তরে কীটাদি কোন প্রাণী থাকিলে পাছে তাহারাও মারা যায়, এই আশঙ্কায় তিনবার নিজের গা ঝাড়িলেন, এবং সমস্ত দেহ দানকার্য্যে উৎসর্গপূর্ব্বক, রাজহংস যেমন পদ্মপুঞ্জে গিয়া পড়ে, তিনিও সেইরূপ প্রহৃষ্টমনে একলম্ফে সেই অঙ্গাররাশির উপর গিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই অগ্নিতে বোধিসত্ত্বের রোমকূপপর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে পারিল না, তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি কোন হিমগর্ভস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন তিনি শক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি যে অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অতি শীতল; ইহা আমার রোমকূপ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিতে পারিল না। ইহার কারণ কি, বলুন ত?" শক্র উত্তর দিলেন, "পণ্ডিতবর, আমি ব্রাহ্মণ নহি! আমি শক্র। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব সিংহনাদে বলিলেন, আপনি কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরাও আমার দানশীলতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলে, আমাকে কখনও দানবিমুখ দেখিতে পাইবে না।" "শশপণ্ডিত, তোমার গুণ অনন্তকল্প প্রকটিত হউক"—ইহা বলিয়া শক্র পর্ব্বত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাহা হইতে রস গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে শশচিহ্ন অঙ্কিত করিলেন। অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে লইয়া সেই বনভূমিতে সেই গুল্মের মধ্যেই সেই তরুণদর্ভাস্তৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে দেবলোকে চলিয়া গেলেন। অতঃপর উক্ত প্রাণিচতুষ্টয় সুখে ও সম্প্রীতভাবে শীলপালন ও উপোসথ-ব্রতধারণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া, সেই সর্ব্বপরিষ্কারদাতা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই উদ্‌বিড়াল, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শশপণ্ডিত।]

☞ চরিয় পিটক (১১০) এবং জাতকমালা (৬) দ্রষ্টব্য। জাতকমালাতে এই জাতক শশ জাতক আখ্যা পাইয়াছে। প্রথমখণ্ডের ১০শ জাতকেও এই জাতকের উল্লেখ আছে।

৩১৭—মৃতরোদন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাকি ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া স্নান, আহার ও বিলেপন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং প্রতিদিন প্রভাত হইলেই শ্মশানে গিয়া শোকসন্তপ্ত মনে রোদন করিতেন। একদিন প্রত্যূষসময়ে শাস্তা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, ঐ ভূস্বামীর স্রোতাপত্তিমার্গ প্রাপ্তির সময় আসন্ন হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, "আমা ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, অতীত বৃত্তান্ত শুনাইয়া শোকাপনোদনপূর্ব্বক এই ব্যক্তিকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিতে পারে। অতএব আমাকেই ইহার আশ্রয়স্থান হইতে হইবে।" পরদিন পিণ্ডচর্য্যা হইতে প্রতিগমন করিয়া আহার শেষ করিবার পর শাস্তা একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ* সঙ্গে লইয়া ঐ ভূস্বামীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া সেই ব্যক্তি আসন সজ্জিত করিলেন, এবং "ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন শাস্তা ভিতরে গিয়া সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভূস্বামীও শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভূস্বামিন্‌, তোমায় এত চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন?" "ভদন্ত, আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর হইতে আমি এইরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি।" "দেখ বাপু, সমস্ত সংস্কারই অনিত্য; যাহা ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে†, তাহাতে চিন্তার কারণ কি আছে? পুরাণ পণ্ডিতেরা, ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, ভঙ্গুর পদার্থ ভাঙ্গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হন নাই।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতা কুলসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন; বোধিসত্ত্ব ভ্রাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন।

কালক্রমে, তোমার ভ্রাতার যে পীড়া হইয়াছিল, বোধিসত্ত্বের ভ্রাতারও সেইরূপ পীড়ায় জীবনান্ত হইল। তাঁহার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সহচরগণ একত্র হইয়া বাহু তুলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কেহই হৃদয়ের শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ক্রন্দন করিলেন না, একবিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করিলেন না।‡ ইহাতে লোকে বলাবলি করিতে

---

* পশ্চাৎ+শ্রমণ—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শ্রমণ। বিহারের বাহিরে যাইবার কালে ইঁহারা স্থবিরদিগের অনুগমন করিয়া থাকেন। স্থবিরদিগের পক্ষে একাকী বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ।

† গ্রীক্‌ পণ্ডিত Epictetusএর সম্বন্ধেও এইরূপ একটা গল্প শুনা যায়। একদিন কোন পরিচারিকা একটা মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। পরদিন এক রমণী মৃতপুত্রের জন্য কাঁদিয়াছিল। ইহাতে Epictetus বলিয়াছিলেন "কাল আমি একটা ভঙ্গুর পদার্থ ভাঙ্গিতে দেখিয়াছি, আজ একটা মরণশীল পদার্থকে মরিতে দেখিলাম—"Heri vidi fragilem frangi, hodie vidi mortalem mori"

‡ মূলে 'ন কন্দতি, ন রোদতি' আছে। ক্রন্দনে ও রোদনে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। তবে বোধ হয়, লেখক ক্রন্দন দ্বারা বিলাপসহ দুঃখপ্রকাশ এবং রোদন দ্বারা অশ্রুবিসর্জ্জনে দুঃখপ্রকাশ এইরূপ প্রভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

লাগিল, "দেখ ত, ইহার ভাই মরিয়া গেল, কিন্তু ইহার মুখে শোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। ইহার হৃদয় কি কঠোর! এ বোধ হয় ভ্রাতার মরণই কামনা করিতেছিল, কারণ তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির দুই ভাগই নিজে ভোগ করিতে পারিবে।" লোকে এইরূপে বোধিসত্ত্বের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। "ভাই মরিল, তুমি কান্দিলে না" বলিয়া জ্ঞাতিরাও তাঁহাকে ভৎর্সনা করিল।

বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা মূর্খ, অষ্টলোকধর্ম্ম * জান না, সেইজন্যই আমার ভাই মরিয়াছে বলিয়া রোদন কর। আমিও মরিব, তোমরাও মরিবে। তবে 'আমিও মরিব' বলিয়াই বা নিজের জন্য কান্দ না কেন? সংস্কারমাত্রই অনিত্য; কোন সংস্কারই (চিরদিন) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে না। তোমরা অজ্ঞানান্ধ এবং অষ্টলোকধর্ম্মানভিজ্ঞ। তোমরা রোদন করিতেছ বলিয়াই আমি রোদন করিব কেন?" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন:—

মরেছে, মরেছে বলি করিছ রোদন,
মরিবে যে তার তরে কখন ত নাহি ঝরে
অশ্রুবিন্দু। বল তুমি ইহার কারণ।
শরীরী যতেক ভবে, কে কোথা অমর কবে?
সকলেই কালবশে ত্যজিবে জীবন।
তবে কেন বৃথা তুমি করিবে রোদন?

দেবতা, মানব, পক্ষী, চতুষ্পদ, উরগ প্রভৃতি জীব আছে যত
অনিত্য শরীরে ভুঞ্জি নানা সুখ পরিণামে সবে পশে মৃত্যুমুখ।
সুখ দুঃখ সব মানব-জীবনে কত যে চঞ্চল, ভাবি দেখ মনে।
তবে কেন বৃথা করিবে ক্রন্দন? শোকে অভিভূত হবে কি কারণ?
ধূর্ত্ত, মদ্যপায়ী, কিংবা মূর্খ জন, শৌর্য্যবীর্য্যশালী মহাবীরগণ
হলে পাপাচারী, ইহারা সকলে না জানিয়া ধর্ম্ম বিজ্ঞে অজ্ঞ বলে।

এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদের শোক অপনোদন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত, যিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া সেই জনসঙ্ঘের শোক অপনোদন করিয়াছিলেন।]

৩১৮—কণবের-জাতক। †

[এক ভিক্ষু পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহস্থাশ্রমস্থ পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ, পূর্ব্বেও এই রমণীর জন্য অসির আঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যস্থ কোন গৃহপতির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। যে নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে লোকে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন

* লাভ, অলাভ যশ, অযশ, প্রশংসা, নিন্দা, সুখ, দুঃখ।

† 'কণবের' বোধ হয় করবীর পুষ্প। প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে এই ফুলের মালা পরাইয়া বধস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। (অভিজ্ঞান-শকুন্তল, ৬ মৃচ্ছকটিক, ১০)

করে। কাজেই বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। লোকে জানিতে পারিল, তিনি সাহসী ও হস্তীর ন্যায় বলশালী। তাঁহাকে ধরিতে পারে, কাহারও এমন শক্তি ছিল না।

বোধিসত্ত্ব একদিন কোন শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে সিঁধ কাটিয়া বিস্তর ধন অপহরণ করিয়াছিলেন। নগরবাসীরা রাজার নিকটে গিয়া বলিল "দেব, এক মহাচোর নগর লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; আপনি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা দিন।" রাজা বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন। নগরপাল রাত্রিকালে স্থানে স্থানে এক এক দল প্রহরী রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে 'বামাল' * সুদ্ধ ধরিয়া ফেলিল এবং রাজাকে জানাইল। রাজা নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন, "উহার শিরশ্ছেদ কর।" নগরপাল তখন বোধিসত্ত্বকে পিঠমোড়া দিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করাইল, তাঁহার গলায় রক্ত করবীরের মালা পরাইল, মস্তকে ইষ্টকচূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়াইল, চতুষ্কে চতুষ্কে তাঁহাকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করাইল এবং খরস্বর প্রণব বাজাইতে বাজাইতে মশানের দিকে লইয়া চলিল। সমস্ত নগরবাসী উল্লাসে বলিতে লাগিল, "যে চোর এতদিন সমস্ত নগর লুঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সে আজ ধরা পড়িয়াছে।"

তখন বারাণসীতে শ্যামা নাম্নী এক গণিকা ছিল। সে তাহার অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের নিকট প্রতি বারে সহস্র মুদ্রা উপহার লইত। সে রাজারও প্রণয়পাত্রী ছিল। পঞ্চশত গণিকা অনুচরীবেশে তাহার পরিচর্য্যা করিত। সে প্রাসাদের পৃষ্ঠ হইতে বাতায়নের ভিতর দিয়া দেখিল, রাজপুরুষেরা বোধিসত্ত্বকে মশানে লইয়া যাইতেছে। চোর হইলেও বোধিসত্ত্বের রূপ অতি মনোহর এবং দেহ অতীব তেজঃপূর্ণ ও দিব্যলাবণ্যময় ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ গণিকা তৎক্ষণাৎ অনুরাগবতী হইল। সে ভাবিতে লাগিল, 'কি উপায় অবলম্বন করিলে এই পুরুষরত্নকে নিজের স্বামী করিয়া লইতে পারি? একটা উপায় দেখিতেছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিজের একজন পরিচারিকার হাত দিয়া নগরপালকে এক সহস্র মুদ্রা পাঠাইল, বলিয়া দিল, "বল গিয়া, এই চোর শ্যামার ভ্রাতা, শ্যামা ভিন্ন ইহার অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই; আপনি এই সহস্র মুদ্রা লইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিন।"

পরিচারিকা যথাদেশ কার্য্য সম্পন্ন করিল। নগরপাল কহিল, "এ নামজাদা চোর, ইহাকে এ অবস্থায় ছাড়া আমার সাধ্য নহে; তবে ইহার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন লোক পাই, তাহা হইলে ইহাকে কোন আবৃত যানে বসাইয়া তোমার স্বামিনীর নিকট পাঠাইতে পারি।" পরিচারিকা গিয়া শ্যামাকে এই কথা জানাইল।

এই সময়ে জনৈক শ্রেষ্ঠিপুত্র শ্যামার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিত। ঐ দিনও সে সূর্য্যাস্তকালে সহস্র মুদ্রা লইয়া শ্যামার গৃহে গিয়াছিল। শ্যামা ঐ অর্থ নিজের কোলে তুলিয়া বসিয়া বসিয়া কান্দিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসিল, "কান্দিতেছ কেন?" শ্যামা উত্তর দিল, "স্বামিন্, ঐ চোর আমার ভ্রাতা; আমি নীচ কর্ম্ম করি বলিয়া ও আমার নিকট আসে না। নগরপালের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন, সহস্র মুদ্রা পাইলে উহাকে ছাড়িতে পারেন। এখন এই সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার কাছে যাইবে, এমন লোক দেখিতে পাইতেছি না।" শ্রেষ্ঠিপুত্র শ্যামাকে বড় ভালবাসিত। সে বলিল, "আমিই যাইতেছি।" "যদি যাও, তবে তুমি যে সহস্র মুদ্রা আনিয়াছ, তাহাই দাও গিয়া।"

শ্রেষ্ঠিপুত্র তখন ঐ সহস্র মুদ্রা লইয়া নগরপালের নিকটে গেল নগরপাল শ্রেষ্ঠিপুত্রকে কোন

* 'সভোগং গাহাপেত্বা'=অপহৃত ধনসহ ধরাইয়া।

গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল এবং বোধিসত্ত্বকে আবৃত যানে বসাইয়া শ্যামার নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল, 'চোরটা নামজাদা। অতএব যখন খুব অন্ধকার হইবে এবং সমস্ত লোকজন ঘুমাইবে, তখন প্রতিনিধিটাকে নিহত করাইব।' এই উদ্দেশ্যে সে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিবার জন্য একটা স্থান বাহিব কবিল, এবং যখন লোকজন সব ঘুমাইল, তখন সে বহুসংখ্যক প্রহরিসহ শ্রেষ্ঠিপুত্রকে মশানে লইয়া গেল, এবং অসি দ্বারা তাঁহাব শিরশ্ছেদ করিয়া দেহটা শূলে আরোপণপূর্ব্বক নগরে ফিবিয়া আসিল।

সেই দিন হইতে শ্যামা অন্যের হস্ত হইতে উপঢৌকন লওয়া বন্ধ করিল এবং নিয়ত বোধিসত্ত্বের সহবাসে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই রমণী যদি আবার অন্য কাহারও প্রণয়াসক্তা হয়, তাহা হইলে আমারও প্রাণবধ করাইয়া তাহারই সহিত আমোদপ্রমোদে প্রবৃত্ত হইবে। এ পাপিষ্ঠা অত্যন্ত মিত্রদ্রোহিণী; অতএব আর এখানে না থাকিয়া শীঘ্রই পলায়ন করা উচিত।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, তখন ভাবিলেন, 'রিক্ত হস্তেই বা যাই কেন? ইহার আভরণ ভাণ্ড লইয়া যাইব।' একদিন তিনি শ্যামাকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমরা পিঞ্জরস্থ কুক্কুটের ন্যায় নিয়ত একই গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি; চল, একদিন উদ্যানকেলি করি গিয়া।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া শ্যামা খাদ্য, ভোজ্য ইত্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করাইল এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তাঁহার সহিত আবৃত যানে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানে গমন করিল। সেখানে দুই জনে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই আমার পলায়নের উত্তম অবসর!' তিনি শ্যামার প্রতি উৎকট আসক্তির ভাণ করিয়া তাহাকে এক করবীর-গুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহাকে এমন নিপীডন করিতে লাগিলেন যে, সে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন তিনি সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া নিজের উত্তরাসঙ্গে বান্ধিলেন এবং উহা স্কন্ধে তুলিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলাইয়া গেলেন।

অতঃপর শ্যামার সংজ্ঞা-সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া পরিচারিকাদিগের নিকট গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্যপুত্র কোথায়?" পরিচারিকারা বলিল, "আমরা ত জানি না, আর্য্যে!" "আমি মরিয়াছি, এই ভয়ে বোধ হয় পলাইয়া গিয়াছেন।" সে তখনই বিষণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং "আমার প্রিয় ভর্ত্তার দর্শন পাইলেই আবার অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করিব" এই বলিয়া ভূতলে শুইয়া রহিল। তদবধি সে উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিত না, দুই বার আহার করিত না, মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার করিত না। 'যে কোন উপায়েই হউক আর্য্যপুত্রের সন্ধান লইয়া তাঁহাকে এখানে আনিতে হইবে', এই সঙ্কল্পে সে নটদিগকে ডাকাইয়া সহস্র মুদ্রা দিল। নটেরা জিজ্ঞাসিল, "আর্য্যে, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" "তোমাদের অগম্য স্থান নাই; তোমরা গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি সর্ব্বত্র গিয়া সভা করিয়া সভ্যদিগের সম্মুখে প্রথমেই, আমি যে গীতটী শিখাইতেছি, তাহা গান করিবে।" ইহা বলিয়া শ্যামা তাহাদিগকে প্রথম গাথাটী শিক্ষা দিল এবং আবার বলিল, "যদি আর্য্যপুত্র সেই সভায় থাকেন, তাহা হইলে তোমরা এই গাথা গাইলেই তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন। তখন তোমরা তাঁহাকে বলিবে, আমি ভাল আছি; এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। যদি তিনি আসিতে না চান, তবে আমায় সংবাদ দিবে।" এইরূপ আদেশ দিয়া শ্যামা নটদিগকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিল। তাহারা বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া নানা স্থানে সভা করিল এবং শেষে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব পলায়নপূর্ব্বক এই গ্রামেই অবস্থিত করিতেছিলেন। নটেরা এখানে সভা করিয়া প্রথম গীত গান করিল:—

সরস বসন্তে করবীর গুচ্ছ রক্তপুষ্পে উদ্ভাসিত,
গাঢ় আলিঙ্গনে পীড়িলে শ্যামারে সেথা কাম-বিমোহিত।
মরিয়াছে শ্যামা, এই ভয়ে তুমি করিয়াছ পলায়ন।
আছে শ্যামা ভাল, এ সংবাদ দিতে আমাদের আগমন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব একজন নটের নিকট গিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ শ্যামা বাঁচিয়া আছে, আমি কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না।" এইরূপ আলাপ করিবার কালে তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন,—

বায়ুবেগে পর্ব্বতের হইয়াছে উৎপাটন,
বায়ুবেগে পৃথিবীর ঘটিয়াছে বিকম্পন,
মৃতা শ্যামা ভাল আছে ফিরি আসি এ সংসারে,—
হেন অসম্ভব বার্ত্তা কেহ কি বিশ্বাস করে?

ইহা শুনিয়া সে তৃতীয় গাথা বলিল;—

মরে নাই শ্যামা, পুরুষান্তরের সংসর্গ নাহি সে চায়,
একাহারী হ'যে পথপানে চায় তোমার মেলনাশায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সে জীবিত আছে বা না আছে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

আমার সংসর্গে শ্যামা পূর্ব্বে নাহি ছিল, তবু মোর তরে সেই প্রাণান্ত করিল
পূর্ব্ব প্রণয়ীর; তারে বিশ্বাস কি হয়? কে ক'রে অধ্রুবতরে ধ্রুব-বিনিময়?
কি জানি কখন যদি অপরের তরে পাপিষ্ঠা আমারও কভু জীবনান্ত করে,
তাই দূরতর স্থানে যাব পলাইয়া; শ্যামারে সংবাদ এই দাও সবে গিয়া।

নটেরা যাহা যাহা করিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া শ্যামাকে জানাইল। শ্যামা দুঃখিত হইল; কিন্তু সে পুনর্ব্বার প্রকৃতিগতবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে লাগিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, ইহার পূর্ব্ব পত্নী ছিল শ্যামা এবং আমি ছিলাম সেই চোর।]

৩১৯—তিত্তির-জাতক।

[কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী বদরিকারামে অবস্থিতিকালে শাস্তা স্থবির রাহুলের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ত্রিপর্য্যস্ত-জাতকে (১৬) বলা হইয়াছে। আয়ুষ্মান্ রাহুল শিক্ষাকাম, তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি সূক্ষ্মাচারী; তিনি অবনতমস্তকে আচার্য্যের আজ্ঞাপালন করেন—ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এইরূপ বলাবলি করিয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "রাহুল পূর্ব্বেও এইরূপ শিক্ষাকাম ও সূক্ষ্মাচারী ছিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া আচার্য্যের আজ্ঞা বহন করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সংসারত্যাগান্তে হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানসুখে মগ্ন থাকিতেন এবং এক রমণীয় কাননে বাস করিতেন।

সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি লবণ ও অম্ল সেবন করিবার অভিপ্রায়ে এক

প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল, নিকটস্থ অরণ্যে তাঁহার জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং চীবরাদি পরিষ্কারসমূহ দিয়া তাঁহাকে সেখানে বাস করাইল।

এই সময়ে উক্ত গ্রামের এক শাকুনিক একটা কোট্‌না তিত্তির * ধরিয়া উহাকে পঞ্জরে রাখিয়া যত্নসহকারে শিক্ষা দিত এবং সতর্কতার সহিত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। শাকুনিক তাহাকে বনের ভিতর লইয়া যাইত এবং তাহার শব্দ শুনিয়া যে সকল তিত্তির আসিত, তাহাদিগকে ধরিত।

তিত্তির ভাবিল, 'আমার রবে মুগ্ধ হইয়া আমার অনেক জ্ঞাতিবন্ধু বিনষ্ট হইতেছে। ইহাতে আমি পাপার্জ্জন করিতেছি।' এইজন্য অতঃপর সে নীরব থাকিল। তিত্তির আর ডাকে না দেখিয়া শাকুনিক একখণ্ড বাঁশের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। তিত্তির বেদনায় কাতর হইয়া ডাকিয়া উঠিল, শাকুনিকও পূর্ব্ববৎ তাহারই সাহায্যে অন্য তিত্তির ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

ইহার পর তিত্তির ভাবিল, 'আমার ত এমন অভিপ্রায় নহে যে, এই তিত্তিরগুলা মরুক। কিন্তু ইহাতেও আমার পাপ হইতেছে না কি? আমি না ডাকিলে ইহারা আসে না; আমি ডাকিলে ইহারা আসে। যাহারা আসে, সকলেই এই শাকুনিকের হস্তে বিনষ্ট হয়। ইহাতে আমার পাপস্পর্শ হয়, কি না হয়?' তাহার এই সংশয় ছেদ করিতে পারে, তিত্তির এরূপ একজন পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পর শাকুনিক একদিন বহু তিত্তির ধরিয়া নিজের ঝুড়ি পূরিল, জল পান করিবার নিমিত্ত বোধিসত্ত্বের আশ্রমে গিয়া পঞ্জরখানি বোধিসত্ত্বের নিকটে রাখিল এবং জল পান করিয়া বালুকার উপর নিদ্রা গেল। তাহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া দীপক তিত্তির স্থির করিল, আমি এই তাপসকে আমার সংশয়-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব, ইনি যদি জানেন, তাহা হইলে সদুত্তর দিবেন।' অনন্তর সে পঞ্জরের মধ্যে থাকিয়াই প্রশ্নাকারে প্রথম গাথা বলিল :—

আছি সুখে, অন্ন জল যখন যা' চাই, পর্য্যাপ্ত প্রমাণে আমি তখন(ই) তা' পাই।
কিন্তু শুনি রব মোর জ্ঞাতিবন্ধুজন আসি হেথা মারা যায়, দেখি অনুক্ষণ।
হায়! হায়! এ যে মোর বিষম বিপত্তি। বল হে পণ্ডিত, মোর কি হইবে গতি।

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

শাকুনিক হাতে পড়ি হয়েছ নিমিত্ত মাত্র;
পাপ-ইচ্ছা নাহি তব মনে,
আছ পাপে অপ্রবৃত্ত, সাধু-ইচ্ছা-প্রণোদিত,
পাপ তোমা স্পর্শিবে কেমনে?

ইহা শুনিয়া তিত্তির তৃতীয় গাথা বলিল :—

শুনি রব জ্ঞাতি সব আসিয়া হেথায় প্রতিদিন শাকুনিক-হাতে মারা যায়;
আমার(ই) কারণে লয় পায় জ্ঞাতিকুল, এ সন্দেহে চিত্ত মোর হয়েছে ব্যাকুল।

তখন বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

নাই পাপ-ইচ্ছা মনে, শুদ্ধমতি, উদাসীন
তুমি শুধু হেরিছ নয়নে
করিতেছে অবিরত শাকুনিক পাপ যত,
পাপ তোমা স্পর্শিবে কেমনে?

* মূলে 'দীপকতিত্তিরং' আছে। 'দীপক' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব তিত্তিরকে এইরূপে প্রবোধ দিয়াছিলেন। তিত্তিরের মনে 'পাপ করিতেছি' বলিয়া যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, বোধিসত্ত্বের উপদেশে তাহা বিদূরিত হইল। অতঃপর ব্যাধ নিদ্রাত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পঞ্জর লইয়া প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন রাহুল ছিল সেই তিত্তির এবং আমি ছিলাম সেই তাপস]

৩২০—সুত্যাগ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির কোন পল্লীগ্রামে কিছু প্রাপ্য ছিল। তাহা আদায় করিবার জন্য † তিনি সস্ত্রীক সেখানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রাপ্য অর্থের পরিবর্ত্তে একখানা শকট পাইলেন, পরে লইয়া যাইবেন এই অভিপ্রায়ে উহা এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন এবং শ্রাবস্তীর অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তাঁহারা একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "এই পাহাড়টা যদি সোণার হয়, তাহা হইলে আমায় কিছু দিবেন কি?" ভূস্বামী বলিলেন, "তুমি পাবার কে? তোমায় কিছুই দিব না।" এই উত্তরে রমণী বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির হৃদয় কি কঠোর। এই পাহাড়টা সোণার হইলেও আমায় কিছুমাত্র দিবে না বলিতেছে।'

অনন্তর এই দম্পতী জেতবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া জল পান করিবার অভিপ্রায়ে বিহারে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে গিয়া জল পান করিলেন। এদিকে শাস্তা সেইদিন প্রত্যুষকালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহাদের স্রোতাপত্তিফললাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় গন্ধকুটীরের পরিবেণে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল।

ভূস্বামী ও তাঁহার ভার্য্যা জল পান করিয়া শাস্তার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" "আমাদের কিছু পাওনা ছিল; তাহা আদায় করিবার জন্য গিয়াছিলাম।" শাস্তা ভূস্বামীর ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উপাসিকে, তোমার পতি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপকারী ত?" রমণী উত্তর দিলেন "ভদন্ত আমি ইঁহার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, কিন্তু ইনি আমার প্রতি নিঃস্নেহ। আজ একটা পর্ব্বত দেখিয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যদি এটা স্বর্ণময় হয়, তাহা হইলে আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দিবেন ত? কিন্তু ইঁহার হৃদয় এমনই কঠোর যে, তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব না।" "উপাসিকে, তোমার স্বামী এইরূপই বলেন বটে, কিন্তু যখন ইনি তোমার গুণ স্মরণ করেন, তখন তোমাকে সকলের উপর প্রভুত্ব দিয়া থাকেন।" স্বামী, স্ত্রী উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন"। তখন শাস্তা নিম্নলিখিত অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বকৃত্যকার অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজার পুত্র উপরাজ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি পিতাকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'কে বলিতে পারে, এই পুত্রই সুবিধা পাইলে আমার অনিষ্ট করিবে না?' ‡ অনন্তর তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল তুমি নগরে বাস করিতে পারিবে না; তুমি এখন অন্যত্র গিয়া বাস কর; পরে, আমার জীবনান্তে রাজত্ব করিবে।" রাজপুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিজের প্রধানা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

---

* যাহা অনায়াসে ত্যাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ যাহা দিলে নিজের কোনই অভাব বোধ হয় না।

† উদ্ধারং সাধেস্সামি ইতি—উদ্ধার=পাওনা, ইহা হইতে বাঙ্গালা 'উধার' (কর্জ) হইয়াছে।

‡ অসিতাভূ (২৩৪) জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কালক্রমে রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল। উপবাজ নক্ষত্র দেখিয়া তাঁহাব প্রাণবিয়োগের কথা জানিতে পারিলেন, এবং বারাণসীব অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই পর্ব্বত যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমাকে ইহার কিঞ্চিৎ দিবেন কি?" ইহার উত্তরে বাজপুত্র বলিলেন, "তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব না।" রমণী এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই ত, আমি স্নেহবশতঃ ইঁহাকে ত্যাগ কবিতে পারি নাই, সেজন্য বনে পর্য্যন্ত ইঁহাব অনুগমন করিয়াছি, অথচ ইনি এমনই কঠোরহৃদয় যে, এখন এই কথা বলিতেছেন! বাজা হইয়াই বা ইনি আমার কি ভাল করিবেন?'

ব্রহ্মদত্তকুমার বাবাণসীতে গিয়া বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং উক্ত রমণীকে অগ্রমহিষীব পদ দিলেন। কিন্তু রমণীর ভাগ্যে 'অগ্রমহিষী' এই নামমাত্রই লাভ হইল, রাজা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন সম্মান বা সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা কবিলেন না, এমন কি তিনি জীবিত আছেন, বা না আছেন, সে সম্বন্ধেও কোন সংবাদ বাখিতেন না।

রাজাব এইরূপ আচরণ দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রমণী রাজার উপকারিকা, রাজার জন্য ইনি নিজেব দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান কবিয়া বনবাসিনী হইয়াছিলেন; বাজা কিন্তু ইঁহাকে ভুলিয়া অন্য রমণীদিগের সহিত সুখসম্ভোগে বত। যাহাতে অগ্রমহিষীই সকলেব উপব প্রভুত্ব লাভ করিতে পাবেন, আমাকে তাহাব ব্যবস্থা কবিতে হইবে।' অনন্তর একদিন তিনি অগ্রমহিষীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি, আমি আপনার নিকট একমুষ্টি অন্নও পাই না আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং এমন নিষ্ঠুর হইয়াছেন?" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি যদি পাইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকেও দিতাম। আমি যখন নিজেই কিছু পাই না, তখন আপনাদিগকে কি দিতে পারি? রাজা এখন আমাকে কি দিয়া থাকেন, বলুন ত। বনবাস হইতে ফিবিবাব কালে পথে একটা পর্ব্বত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই পর্ব্বতটা যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমায় ইহার কিঞ্চিৎ দান করিবেন কি না? এই উত্তরে আপনাদের বাজা বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমায় কিছুই দিব না।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রাজার সম্মুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?" অগ্রমহিষী বলিলেন, "কেন পারিব না?" "বেশ কথা, আমি রাজাব নিকটে থাকিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি এই সব কথা বলিবেন।" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বেশ বাবা, তাহাই করিব।"

অতঃপর অগ্রমহিষী যখন রাজাকে প্রণাম কবিতে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যে, আমরা আপনাব নিকট কিছুই পাই না।" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি যদি পাইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকেও কিছু কিছু দিতাম। আপনাদেব রাজাই বা আমাকে এখন কি দিয়া থাকেন? আমরা যখন বন হইতে ফিবিতেছিলাম, তখন পথে একটা পর্ব্বত দেখিয়া বলিয়াছিলাম, 'আর্য্যপুত্র, এই পর্ব্বতটা যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমাকে ইহার কিঞ্চিৎ দিবেন ত?' ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কে তুমি? তোমায় কিছুই দিব না।' বিবেচনা করিয়া দেখুন ত, সামান্য মুখের কথায়, যাহা তিনি অক্লেশে দান করিতে পারিতেন, তাহাও তিনি দিতে পারেন নাই!" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথায় এই বৃত্তান্ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :—

মুখের কথায় মাত্র হয় যে সহজ দান,
তাহাও আমাকে ইনি কভু নাহি দিতে চান।
পর্ব্বত তোমায় দিনু, শুধু এই কটী কথা
মুখে না সরিল এঁর, পাইনু হৃদয়ে ব্যথা।
মুখের কথায় দান যে জন করিতে নারে,
অন্য দান তার কাছে কেহ কি পাইতে পারে?

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

করিতে পারিবে যাহা কর তা স্বীকার; অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার।
অঙ্গীকার করি যে না করে সম্পাদন, মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন।

ইহা শুনিয়া রাণী কৃতাঞ্জলিপুটে তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

পাইলা অশেষ দুঃখ অরণ্যে যখন, সত্যের সেবায় রত ছিল তব মন।
সত্যধর্ম্মে দৃঢ়মতি তব, নরপতি; সত্যের প্রভাবে তুমি লভিবে সদ্‌গতি।

মহিষীর মুখে রাজার এইরূপ গুণগান শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় মহিষীর গুণ কীর্ত্তন করিলেন :—

দুর্দ্দিনে সহাস্যে পরি তপস্বিনী-বেশ সহিলেন স্বামিসহ বনবাস ক্লেশ,
উদিল সৌভাগ্যসূর্য্য যখন আবার, স্বামীর সুখেতে যাঁর আনন্দ অপার;
তিনিই পরমা ভার্য্যা, রমণী-রতন, সর্ব্বাংশে সদৃশী পত্নী তোমার, রাজন্‌!

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব মহিষীর গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আপনার যখন দুঃখের দিন ছিল, তখন ইনি সেই দুঃখের ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন; অতএব ইঁহার সমুচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য।" বোধিসত্ত্বের কথায় মহিষীর গুণগ্রাম রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল; তিনি বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনার বচনে এখন দেবীর গুণের কথা আমার মনে পড়িয়াছে।" অনন্তর তিনি মহিষীকে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিকার দান করিলেন। "আপনার দয়াতেই রাণীর গুণের কথা আমার স্মরণ হইয়াছে" বলিয়া বোধিসত্ত্বকেও তিনি প্রচুর উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভূস্বামী ছিল বারাণসীর সেই রাজা; এই উপাসিকা ছিলেন সেই রাজমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

☞ এই জাতকের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের পুটভক্ত-জাতক (২২৩) তুলনীয়।

৩২১—কুটী-দূষক-জাতক।

[এক দহর ভিক্ষু স্থবির মহাকাশ্যপের পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়াছিল। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ঘটনা রাজগৃহে হইয়াছিল। তখন নাকি মহাকাশ্যপ রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী অরণ্যকুটিকায় বাস করিতেছিলেন। দুইজন দহর ভিক্ষু তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। তাহাদের একজন স্থবিরের উপকারক, অপর জন দুর্ব্বৃত্ত * ছিল। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের সেবার জন্য যখন যাহা করিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাহা যেন সে নিজেই করিয়াছে এইরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিত। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের মুখ ধুইবার জল আনিয়া রাখিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিত, "ভদন্ত, জল রাখা হইয়াছে,

* মূলে 'দুব্বত্তো' এই পদ আছে। 'বত্তং=ভিক্ষুদিগের চতুর্দ্দশবিধ কর্ত্তব্য। দুব্বত্ত=যে এই সকল কর্ত্তব্যে অবহেলা করে। অপর ভিক্ষু এই জাতকে 'বত্তসম্পন্ন' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আপনি মুখ ধুন।" প্রথম ব্যক্তি যথাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পরিবেণের চারিদিক্ ঝাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু স্থবিরের যখন বাহিরে আসিবার সময় হইত, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে সেখানে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া দেখাইত যে, সে যেন নিজেই ঝাঁট দিতেছে।

একদিন সুবৃত্ত দহর ভাবিল, 'এই দুর্ব্বৃত্ত, আমি যাহা করি, তাহা নিজের কাজ বলিয়া প্রতিপাদন করে, ইহার শঠতা ধরাইয়া দিতেছি।' অনন্তর দুর্ব্বৃত্ত একদিন গ্রাম হইতে ভোজনান্তে ফিরিয়া নিদ্রিত হইলে সুবৃত্ত স্থবিরের স্নানের জল গরম করিয়া পিছনের কুঠরীতে রাখিয়া দিল এবং একনালি * মাত্র জল উনানে চাপাইয়া রাখিল। এদিকে দুর্ব্বৃত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে গিয়া দেখিল জল হইতে বাষ্প উঠিতেছে। সে ভাবিল, অপর ভিক্ষু জল গরম করিয়া স্নানের ঘরে রাখিয়াছে, এবং তাড়াতাড়ি স্থবিরের নিকট গিয়া বলিল, "ভদন্ত, স্নানের ঘরে গরম জল রাখা হইয়াছে; আপনি স্নান করুন।" স্থবির বলিলেন, "আচ্ছা, স্নান করিতেছি।" কিন্তু তাহার সহিত স্নানের ঘরে গিয়া তিনি গরম জল দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "জল কোথা?" তখন দুর্ব্বৃত্ত ছুটিয়া অগ্নিশালায় গেল এবং শূন্যপ্রায় পাত্রে যে অল্প জল গরম হইতেছিল, তাহার মধ্যে ওড়ং নামাইয়া দিল। শূন্যপাত্রের তলে ওড়ং লাগায় ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। তদবধি লোকে এই দুর্ব্বৃত্তকে "উদঙ্ক-শব্দক" এই আখ্যা দিল।

এদিকে দ্বিতীয় দহব ভিক্ষু তখনই পিছনের কুঠরী হইতে জল আনিয়া স্থবিরকে স্নান করিতে অনুরোধ করিল। স্থবির উদঙ্কশব্দকের দুর্ব্বৃত্ততা বুঝিতে পারিলেন; সে যখন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, শ্রমণের পক্ষে স্বকৃত কর্ম্মকেই নিজে করিয়াছি, ইহা বলা উচিত; ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তিনি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাবাদী হন। অতএব এখন হইতে তুমি এরূপ অবৈধ আচরণ করিও না।" ইহাতে উদঙ্কশব্দক এত ক্রুদ্ধ হইল যে, পরদিন সে স্থবিরের সহিত ভিক্ষাচর্য্যায় গেল না। স্থবির সে দিন অন্য একজনকে লইয়া ভিক্ষায় গেলেন। এদিকে উদঙ্কশব্দক স্থবিরের একজন ভক্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "স্থবির কোথায়?" উদঙ্কশব্দক বলিল, "তিনি বিহারেই আছেন; তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" "তাঁহার জন্য কি কি দ্রব্য চাই?" "অমুক দ্রব্য দিন, অমুক দ্রব্য দিন," ইহা বলিয়া উদঙ্ক-শব্দক ঐ সকল দ্রব্য লইয়া নিজের রুচিমত এক স্থানে গেল এবং সেখানে সমস্ত ভোজন করিয়া বিহারে ফিরিল।

ইহার পরদিন স্থবির নিজে ঐ বাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিলেন। বাড়ীর লোকেরা বলিল, "আপনার অসুখ করিয়াছে? আপনি না কি কাল বিহারেই ছিলেন? আমরা অমুক দহর ভিক্ষুর হাতে আপনার জন্য ভোজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। আপনি তাহা আহার করিয়াছিলেন ত?" স্থবির এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, তিনি আহারান্তে বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যাকালে যখন উদঙ্কশব্দক তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, শ্রামণের, অমুক গ্রামের অমুক বাড়ীতে গিয়া তুমি জানাইয়াছিলে, আমার জন্য এই এই দ্রব্য চাই; কিন্তু শেষে নাকি তুমি সেই সমস্ত দ্রব্য নিজেই ভোজন করিয়াছিলে? ভিক্ষুর পক্ষে এরূপ বাগ্‌বিজ্ঞপ্তি † নিতান্ত অসঙ্গত, সাবধান, আর কখনও এরূপ অনাচার করিও না।" ইহাতে উদঙ্কশব্দক স্থবিরের প্রতি অতিমাত্র জাতক্রোধ হইল। সে ভাবিল, এই স্থবিরটা কাল একটু জলের জন্য আমার সহিত কলহ করিয়াছে। এখন আবার, গত কল্য ইহার ভক্তের বাড়ীতে যে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কলহ করিতেছে। আচ্ছা, দেখা যাবে, ইহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য।' অনন্তর পরদিন যখন স্থবির ভিক্ষায় বাহির হইলেন, তখন সে মুদ্গর লইয়া সমস্ত ভোজনপাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং পর্ণশালাখানি দগ্ধ করিয়া পলাইয়া গেল। এই পাপিষ্ঠ যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন নরলোকেই প্রেতের ন্যায় বাস করিত; সে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং অবীচি মহানরকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইল। তাহার অনাচারের কথাও লোকসমাজে প্রকাশ পাইল।

একদিন রাজগৃহের কতিপয় ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুদিগের সাধারণ শালায় পাত্রচীবর রাখিয়া শাস্তার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহাদিগকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" "ভদন্ত, আমরা রাজগৃহ হইতে আসিতেছি।" "সেখানে এখন কোন্ আচার্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন?" "স্থবির মহাকাশ্যপ।" "কাশ্যপ ভাল আছেন ত?" "তিনি

* নালি=প্রস্থ=৪ কুড়ব=১৬ তোলা।

† ভিক্ষুরা গৃহস্থের দ্বারদেশে কেবল দাঁড়াইবেন, কখনও বাক্যে বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রার্থনা জানাইবেন না।

সুখে আছেন বটে; কিন্তু তাঁহার এক সার্দ্ধবিহারিক তাঁহার উপদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পর্ণশালা পোড়াইয়াছে ও পলায়ন করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, এরূপ মূর্খের সংসর্গে না থাকিয়া কাশ্যপের পক্ষে একাকী থাকাই ভাল ছিল।" ইহা বলিয়া তিনি ধর্ম্মপদের * নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

ধর্ম্মপথে যবে তুমি কর বিচরণ, সাবধানে করিবে সঙ্গীর নির্ব্বাচন।
সদৃশ তোমার মিলে, কিংবা শ্রেষ্ঠ গুণে তাঁহার(ই) সংসর্গ তুমি খুঁজিবে যতনে।
না পাইলে হেন জন একাকী থাকিবে, মূর্খের সংসর্গ তবু সর্ব্বদা ত্যজিবে।

ইহার পর শাস্তা পুনর্ব্বার সেই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, এই কুটীরদাহক যে কেবল এ জন্মেই উপদেষ্টার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শৃঙ্গিল বিহঙ্গযোনিতে † জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি হিমবন্ত প্রদেশে নিজের মনোমত এক কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কুলায় এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, উহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদা বর্ষাকালে অবিরাম-ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাহাতে এক মর্কট এমন কাতর হইয়াছিল যে, শীতে তাহার দাঁত দুপাটি ঠক্ ঠক্ করিতেছিল। এই অবস্থায় সে গিয়া বোধিসত্ত্বের অবিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন:—

হস্ত, পাদ আর মস্তক তোমার মানুষের মত দেখিবারে পাই;
তবে কি কারণ, বল হে, বানর, থাকিবার তব স্থান কোন নাই?

ইহা শুনিয়া বানর দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

হস্ত, পাদ আর মস্তক আমার মানুষের মত সত্যই, শৃঙ্গিল;
মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ অধিকার, সেই প্রজ্ঞা কিন্তু বিধি নাহি দিল।

তখন বোধিসত্ত্ব অপর গাথা দুইটী বলিলেন:—

লঘুচেতা, সদা চিত্ত অস্থির যাহার; অনিষ্ট-ঘটনে যার আনন্দ অপার,
সর্ব্বদা চঞ্চলমতি, হেন অভাগার ভাগ্যে সুখভোগ, বল, হবে কি প্রকার?

ত্যজ নিজ কুস্বভাব, করিয়া যতন কর চেষ্টা হইবারে শীলপরায়ণ;
তা হ'লে অচিরে করি কুলায় নির্ম্মাণ শীত-বাত হ'তে তুমি পাবে পরিত্রাণ।

ইহা শুনিয়া মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল, 'পাখীটা এমন কুলায়ে বসিয়া আছে যে, তাহার মধ্যে বৃষ্টির জল যাইতে পারিতেছে না। সেইজন্যই এ আমাকে ঘৃণার সহিত এইরূপ বলিতেছে। আচ্ছা, আমি ইহাকে এই সুখের বাসায় আর থাকিতে দিতেছি না।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য লাফ দিল; বোধিসত্ত্ব উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন; মর্কট তাঁহার কুলায় ভাঙ্গিয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন এই পর্ণশালাদাহক ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শৃঙ্গিল বিহঙ্গ।]

☞ পঞ্চতন্ত্র ১।১৮। অস্থানে উপদেশ দেওয়া মূর্খতার কাজ, ইহা শিক্ষা দেওয়া পঞ্চতন্ত্রকারের উদ্দেশ্য। কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

---

* বালবর্গ, ৬১।

† শৃঙ্গিল বিহঙ্গ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠান্তর 'সহিন'। কিন্তু ইহারও অর্থ বুঝা যায় না।

৩২২—দদ্দভ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তীর্থিকদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তীর্থিকেরা নাকি জেতবনের পুরোভাগে নানা স্থানে কণ্টকময় শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শুইয়া থাকিত, পঞ্চাগ্নি † সাধন করিত এবং আরও নানাপ্রকার মিথ্যা তপস্যা করিত। একদা বহুসংখ্যক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যা করিয়া জেতবনে ফিরিবার সময়ে এই মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, তীর্থিক শ্রমণদিগের এইরূপ তপশ্চরণে কোন সুফল আছে কি?" শাস্তা বলিলেন, "তীর্থিকদিগের এই সমস্ত কঠোর-ব্রতে কোন সুফল বা বিশিষ্ট গুণ নাই। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, ভালরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এইরূপ তপশ্চরণ মলস্তূপের উপরিস্থ বত্ম-সদৃশ, কিংবা শশকশ্রুত ধুপ্‌ধাপ্-শব্দসদৃশ।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত 'ধুপ্‌ধাপ্-শব্দসদৃশ' কি, তাহা আমরা জানি না। দয়া করিয়া বলুন।" তাঁহাদের প্রার্থনায় শাস্তা তখন সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর এক অরণ্যে বাস করিতেন। তখন পশ্চিম সমুদ্রের তটে এক বন ছিল; তাহাতে অনেক বিল্ব ও তালবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারা উঠিয়াছিল। একটা শশক তাহার তলে বাস করিত। সে এক দিন চরিয়া স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তালপর্ণের নিম্নে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এই পৃথিবীটার যদি ধ্বংস হয়, তবে কোথায় থাকিব।' সেই সময়ে একটা বিল্বফল তালপত্রের উপরে পতিত হইল। শশক সেই শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'তাই ত, পৃথিবীর নিশ্চয় ধ্বংস হইতেছে!' সে এক লম্ফে পলায়ন করিল, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল না। সে মরণভয়ে অতি বেগে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, আর একটা শশক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, তুমি এত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন?" সে উত্তর দিল, "ভাই, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না।" তখন অপর শশকও "ভাই কি হইয়াছে, ভাই কি হইয়াছে" বলিতে বলিতে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রথম শশক তখন একটু থামিল, কিন্তু পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিল, "ভাই, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে।" ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় শশকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন আরম্ভ করিল। অতঃপর আর একটা শশক তাহাকে দেখিল, আর একটা শশক আবার শেষেরটাকে দেখিল, এইরূপে শত সহস্র শশক একত্র হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রমে এক মৃগ, এক শূকর, এক গোকর্ণ‡, এক মহিষ, এক গবয়, এক গণ্ডার, এক ব্যাঘ্র, এক সিংহ ও এক হস্তী তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়নের হেতু জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন শুনিল পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে, তখন তাহারাও পলায়নপর হইল। শেষে ক্রমে এত ইতর প্রাণী একসঙ্গে সম্মিলিত হইল যে, তাহারা একযোজনপরিমিত স্থান অধিকার করিয়া ছুটিতে লাগিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই পশুসঙ্ঘকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যখন শুনিলেন পৃথিবীর ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে, তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'পৃথিবীর ত কখনও ধ্বংস হইতে পারে না; ইহারা নিশ্চিত কোন শব্দ শুনিয়া একে আর ভাবিয়াছে; আমি সবিশেষ চেষ্টা না করিলে ইহারা সকলেই বিনষ্ট হইবে। ইহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে

---

* প্রথম গাথার প্রথম শব্দ হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। দদ্দভ=ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ।

† চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড এবং মস্তকোপরি সূর্য্য রাখিয়া তপস্যা।

‡ এক জাতীয় বৃহৎ হরিণ।

হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সিংহবেগে তাহাদের পুরোভাগে গিয়া পর্ব্বতপাদে দাঁড়াইলেন এবং তিনবার সিংহনাদ করিলেন। পশুরা সিংহভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থামিল এবং এক-সঙ্গে গা ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইল। বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদের মাঝখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা পলাইতেছ কেন?" "পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে বলিয়া।" "পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে, ইহা কে দেখিল?" "হস্তীরা বলিতে পারে।" বোধিসত্ত্ব তখন হস্তীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না; সিংহেরা বলিতে পারে।" সিংহেরা বলিল, "আমরা জানি না, ব্যাঘ্রেরা জানে।" ব্যাঘ্রেরা বলিল, "আমরা জানি না, গণ্ডারেরা জানে।" গণ্ডারেরা বলিল, "আমরা জানি না, গবয়েরা জানে।" গবয়েরা বলিল, "মহিষেরা জানে।" মহিষেরা বলিল, "গোকর্ণেরা জানে।" গোকর্ণেরা বলিল, "শূকরেরা জানে।" শূকরেরা বলিল, "মৃগেরা জানে।" মৃগেরা বলিল, "আমরা জানি না, শশকেরা জানে।" বোধিসত্ত্ব শশকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা "এই আমাদিগকে বলিয়াছে" বলিয়া প্রথম শশককে দেখাইয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ শশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত সৌম্য, সত্যই কি পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে?" "হাঁ প্রভু, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" "কোথায় থাকিয়া দেখিলে?" "সমুদ্রতীরে যে বেল ও তাল গাছের বন আছে, আমি সেখানে একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারার তলায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, পৃথিবীর যদি ধ্বংস হয়, তবে কোথায় যাইব? ঠিক সেই সময়েই পৃথিবী-ধ্বংসের শব্দ শুনিয়া আমি পলাইয়াছি।"

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয় সেই তালবৃক্ষের পত্রের উপর পক্ব বিল্বফল পড়ায় 'ধুপ্' শব্দ হইয়াছিল। এই শশকটা সেই শব্দ শুনিয়া, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আমি ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতেছি।' তিনি পশুসমূহকে আশ্বাস দিলেন এবং সেই শশককে সঙ্গে লইয়া বলিলেন, "এই শশক যে স্থানে দেখিয়াছে, সেখানে গিয়া জানিয়া আসিতেছি, প্রকৃতই পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে কি না। আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তোমরা, যে যেখানে আছ, ঠিক সেইখানে থাক।" অনন্তর তিনি শশককে নিজের পৃষ্ঠে লইয়া সিংহবেগে লম্ফ দিতে দিতে সেই তালবনে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে তাহাকে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, "এস, তুমি যে স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস হইতে দেখিয়াছ, আমাকে তাহা দেখাও।" "প্রভু, আমার সাহসে কুলাইতেছে না।" 'এস না, কোন ভয় নাই।" কিন্তু শশক কিছুতেই বিল্ববৃক্ষের নিকটে যাইতে পারিল না, সে অনতিদূরে থাকিয়া বলিল, "প্রভু, ঐখানে 'ধপ্' শব্দ হইয়াছিল। অনন্তর সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

যেখানে বসতি করি, 'ধপ্' শব্দ শুনি, কিসে যে করিল 'ধপ্' তাহা নাহি জানি।
ইহার অধিক কিছু বলিতে আমার নাই সাধ্য; হোক, প্রভু মঙ্গল তোমার।

শশক এইরূপ বলিলে, বোধিসত্ত্ব বিল্ববৃক্ষমূলে গিয়া তালপত্রের নিম্নে শশকের শয়নস্থান এবং তালপত্রোপরি পতিত বিল্বফল দেখিয়া, পৃথিবীর যে ধ্বংস হইতেছে না, ইহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারিলেন, এবং শশককে পুনর্ব্বার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইয়া অতি শীঘ্র সিংহবেগে সেই পশুসঙ্ঘের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন, এবং 'তোমাদের কোন ভয় নাই' এই আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। যদি তখন বোধিসত্ত্ব না থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত প্রাণী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইত। বোধিসত্ত্বের জন্যই তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

'ধুপ' শব্দে বেল পড়ে তরুতলে; শশক চমকি উঠি
পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে ভাবি, অমনি পলাল ছুটি

শশকের বাক্যে অন্য যত মৃগ, সন্ত্রাসে উন্মত্ত মনে,
সত্য কিংবা মিথ্যা না বিচারি কেহ ধাইল তাহার সনে।

স্রোতাপত্তি-আদি কোন মার্গে যার জন্মে নাই কিছু জ্ঞান;
হেন পৃথগ্‌জন অন্যের বচনে কুপথে করে প্রয়াণ।
অন্ধবৎ তারা; পরের বুদ্ধিতে প্রত্যয় করি স্থাপন
ভ্রমে যে সে পথে, সত্য মিথ্যা নিজে নাহি করে নিরূপণ।

শীল-প্রজ্ঞাবান, জিতেন্দ্রিয়, ধীর, সংযমী, বিরাগী যাঁরা,
পরের বুদ্ধিতে প্রত্যয় স্থাপন কভু না করেন তাঁরা।

(এই তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা)।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

৩২৩—ব্রহ্মদত্ত-জাতক।

[শাস্তা আটবীর নিকটস্থ অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতিকালে কুটীকার-শিক্ষাপদসম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মণিকণ্ঠজাতকে (২য় খণ্ড, ২৫৩) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা বহু যাচ্ঞা ও বহু বিজ্ঞাপ্তি দ্বারা † ভিক্ষোপার্জ্জন কর, ইহা প্রকৃত কি?" ভিক্ষুরা আপনাদের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রাচীন কালে কোন ভূপতি পণ্ডিতদিগকে স্ব স্ব ইচ্ছামত দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা একতল পাদুকাযুগল চাহিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু লজ্জাবশতঃ এবং পাপের আশঙ্কায় উপস্থিত লোকসমূহের সমক্ষে মুখ ফুটিয়া একটীও কথা বলেন নাই, গোপনে আপনাদের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কাম্পিল্যরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চালবংশীয় এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক নিগমগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তে গমন করেন। সেখানে তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল-সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে আসিলেন এবং একদা উত্তর পঞ্চাল নগরে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পরদিন তিনি ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহার চালচলন দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে লইয়া নিজের বেদির উপর বসাইলেন; সেখানে তাঁহাকে রাজকীয় খাদ্য ভোজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি সেই উদ্যানেই বাস করিবেন, এই অঙ্গীকার করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব এ সময় হইতে নিয়ত রাজভবনে ভোজন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষা শেষ হইলে

---

* সূত্রবিভঙ্গ ৬।১। কুটী—কুটীর। ভিক্ষুদিগকে কুটীর নির্ম্মাণার্থ যে উপদেশ পালন করিতে হইবে, তাহাকে কুটীকার-শিক্ষাপদ বলা যায়। ২য় খণ্ডের মণিকণ্ঠ-জাতকের (২৫৩) প্রত্যুৎপন্নবস্তু ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† বিজ্ঞাপ্তি-সম্বন্ধে কুটীদূষক-জাতকের (৩২১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হিমবন্তে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'পথ চলিতে হইলে আমাকে একতল পাদুকা * ও একটা পাতার ছাতা যোগাড় করিতে হইবে। রাজার কাছে এই দুই দ্রব্য চাহিব।' অনন্তর একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'এখন পাদুকা ও ছাতা চাহিব,' কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'দেও বলিয়া যাচ্ঞা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা, যাহার নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করা যায়, সে যদি বলে, আমার ইহা নাই, তাহা হইলে সেও এক প্রকার ক্রন্দনই করে। এত লোকের সমক্ষে আমি এই ভাবে ক্রন্দন করিব এবং মহারাজ প্রতিক্রন্দন করিবেন, ইহা হইতে দিব না। অতএব কোন নিভৃত স্থানে মহারাজকে একাকী পাইলে দুই জনেই নীরবে গোপনে ক্রন্দন করিব।'

ইহা স্থির করিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে কিছু গোপন-কথা আছে।" ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যাচ্ঞা করিলে রাজা যদি না দেন, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হইবে। অতএব যাচ্ঞা করিবই না।' ইহার ফলে সে দিন তিনি প্রার্থিতব্য দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ যান, শেষে দেখা যাইবে, কি বলিব।"

ইহার পর আর এক দিনও রাজা উদ্যানে আসিলে, বোধিসত্ত্ব উক্ত কারণে তাঁহার নিকট মুখ ফুটিয়া যাচ্ঞা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে এইরূপে একে একে বার বৎসর কাটিয়া গেল। তখন রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তপস্বী সর্ব্বদাই বলেন, আমার সঙ্গে গোপন কথা আছে, কিন্তু লোকজন যখন চলিয়া যায়, তখনও কিছুমাত্র বলিতে ইঁহার সাহসে কুলায় না। গোপনে বলিবার ইচ্ছা লইয়াই ইনি বার বৎসর কাটাইলেন। হয়ত চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এখন ভোগবাসনায় ইঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এবং রাজত্ব প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাজত্বের নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিতেছেন না বলিয়া নীরব থাকিতেছেন। আজ ইনি রাজ্যাদি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই দিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা উদ্যানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। সে দিনও বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে একটা গোপন-কথা আছে।" কিন্তু যখন রাজপুরুষেরা এ কথা শুনিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, তখন তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রাজা বলিলেন, "আপনি এই বার বৎসর কাল প্রায় প্রতিদিনই বলেন, আমার সঙ্গে গোপন কথা আছে; কিন্তু গোপনে বলিবার সুবিধা পাইয়াও আপনি কিছুই বলিতে পারেন না। আমি আপনাকে রাজ্যাদি সমস্তই দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যাহা অভিপ্রায় করেন, নির্ভয়ে বলুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি যাহা চাহিব, আপনি তাহাই দিবেন ত?" "হাঁ ভদন্ত, তাহাই দিব।" "মহারাজ, পথ চলিবার জন্য আমার একতল পাদুকা ও একটা পর্ণচ্ছত্র আবশ্যক।" "এই বার বৎসর কালে আপনি এই দুইটী মাত্র দ্রব্য চাহিতে পারেন নাই!" "হাঁ মহারাজ, এই দুইটী মাত্র দ্রব্য চাহিতেই বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।" "এরূপ ঘটিবার কারণ কি?" "মহারাজ, 'আমায় ইহা দিন' এই বলিয়া যাচ্ঞা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা। আবার যদি কেহ তাহা দিতে না পারিয়া বলেন, 'ইহা আমার নাই', তাহা হইলে তিনিও ক্রন্দন

* ভিক্ষুদিগের জুতার তলা একখানা চামড়ার। তবে অপরে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এমন জুতার তলা দুইখানা চামড়ার হইলেও তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। তিলমুষ্টি জাতক (২৫২) দ্রষ্টব্য।

করেন বলিতে হইবে। আপনার নিকট যাচ্ঞা করিলে আপনি যদি না দিতেন, তাহা হইলে বহুলোকের সমক্ষে আপনার ও আমার, উভয়েরই রোদন করা হইত। যাহাতে তাহারা এ দৃশ্য দেখিতে না পায়, এইজন্যই আমি গোপনে বলিতে চাহিয়াছিলাম।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন :—

যাচ্ঞার দ্বিবিধ ফল করি নিবেদন :— অলাভ, অথবা বহুলাভ সঙ্ঘটন।
যাচ্ঞায়, ক্রন্দনে আর ভেদ কোন নাই, যাচিত যে, যদি নাহি থাকে তার ঠাঁই,
চাই যাহা, 'নাই' কথা মুখে আনা তার ক্রন্দনসমান ; দেখ করিয়া বিচার।
পঞ্চালের প্রজা পাছে পায় দেখিবারে ক্রন্দন করিতে, ভূপ, তোমারে, আমারে,
এই ভয়ে ইচ্ছা মোর হয়েছিল মনে, নিজের প্রার্থনা আমি জানাব গোপনে।

রাজা বোধিসত্ত্বের এই গৌরব-লক্ষণ দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিবার সময় এই গাথা বলিলেন :—

পুঙ্গবের সহ সহস্র রোহিণী দিলাম, গ্রহণ করুন আপনি।
সাধু যিনি তাঁর সাধুকে সেবিতে অদেয় কি কিছু আছে পৃথিবীতে ?
শুনি আপনার গাথা ধর্ম্মযুত হৃদয় আমার হইয়াছে পূত।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিষয়ভোগ চাই না, আমি যাহা চাই, তাহাই আমায় দিন।" অনন্তর একতলিক পাদুকা এবং পর্ণচ্ছত্র গ্রহণপূর্ব্বক তিনি রাজাকে অপ্রমত্ত শীলরক্ষক ও উপোসথ-পালক হইতে উপদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাকে থাকিবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি সমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩২৪—চর্ম্মশাটক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চর্ম্মশাটক-নামক এক পরিব্রাজকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নিবাসন ও প্রাবরণ * উভয়ই চর্ম্মনির্ম্মিত ছিল। ইনি একদিন পরিব্রাজকারাম হইতে বাহির হইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন এবং যেখানে ভেড়ার লড়াই হইত, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটা ভেড়া তাঁহাকে দেখিয়া ঢুসা মারিবার জন্য পিছনে হটিয়া গেল। পরিব্রাজক ভাবিলেন, মেষ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, কাজেই তিনি নিজে হটিয়া গেলেন না। তখন মেষ মহাবেগে ছুটিয়া তাঁহার উরুদেশে এমন প্রহার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন। কল্পিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া এই ব্যক্তি দুঃখ পাইলেন, এই সংবাদ ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকটিত হইল। ভিক্ষুরা এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, চর্ম্মশাটক পরিব্রাজক কল্পিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া বিনষ্ট হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি কল্পিত সম্মানের লোভে মারা গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিক্কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন এক চর্ম্মশাটক পরিব্রাজক বারাণসীতে ভিক্ষা করিবার কালে মেষদিগের যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে মেষকে প্রথমে হটিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল,

* অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস।

পশুটা তাহাকে সম্মান দেখাইতেছে। এই বিশ্বাসে সে নিজে হঠিল না,—স্থির করিল, 'এই বিশাল নরলোকে, দেখিতেছি, কেবল এই মেষটাই আমার গুণ বুঝিতে পারিয়াছে।' সে মেষটার অভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া এই গাথাটা বলিল :—

চতুষ্পদকুলে তুমি শ্রেষ্ঠ, মেষবর ; যেমন চরিত্র তব, রূপ মনোহর।
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের রাখিলে সম্মান ; ধন্য তুমি ! নাহি কেহ তোমার সমান।

তখন বণিক্ বোধিসত্ত্ব পরিব্রাজককে নিষেধ করিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

ক্ষণকাল মাত্র দেখি, শুনহে ব্রাহ্মণ করো না এ চতুষ্পদে বিশ্বাস স্থাপন।
অতি বলে প্রহার করিবে, এ ইচ্ছায় মেষগণ প্রথমে পশ্চাতে হঠি যায়।
যদি না এখনি তুমি কর পলায়ন, দারুণ প্রহারে নষ্ট হইবে জীবন।

পণ্ডিত বণিক্ এই কথা বলিতে না বলিতেই মেষটা মহাবেগে আসিয়া পরিব্রাজকের উরুদেশে প্রহারপূর্ব্বক তাহাকে ধরাশায়ী করিল। সে ভূতলে পড়িয়া থাকিয়া পরিদেবন করিতে লাগিল।

[শাস্তা তদবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য এই তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

'ভাঙ্গিয়াছে উরু, ভিক্ষাপাত্র মোর গড়াগড়ি যায়,
সর্ব্বস্ব-বিনাশ হইল আমার কি বলিব হায় ।'
দুই বাহু তুলি এইরূপে বিপ্র করিছে ক্রন্দন ;
এস শীঘ্র সবে ; না রক্ষিলে তারে মরিবে ব্রাহ্মণ।]

প্রব্রাজক চতুর্থ গাথা বলিল :—

মেষের প্রহারে আজ আমার যেমন ভূতলে পড়িয়া, হায়, ঘটিল মরণ,
অপূজ্যেরে পূজা করে যেই মূঢ়মতি, তাহারও ঘটিবে ভাগ্যে এরূপ দুর্গতি।

এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে সেই পরিব্রাজক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[সমবধান—এই চর্ম্মশাটক ছিল সেই চর্ম্মশাটক ; এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বণিক্।]

৩২৫—গোধা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে (জাতক ১২৮, ১৩৮ ইত্যাদি)। উপস্থিত প্রসঙ্গে ভিক্ষুরা সেই ভণ্ডকে শাস্তার নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এই সেই ভণ্ড ভিক্ষু।" শাস্তা উত্তর দিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ভণ্ডামি করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোধা-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বলিষ্ঠদেহ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অবিদূরে এক দুঃশীল তাপসও পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব চরিতে চরিতে একদিন সেই পর্ণশালা দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই কুটীর নিশ্চয় কোন শীল-সম্পন্ন তপস্বীর হইবে।' তিনি সেখানে গমন করিলেন এবং তাপসকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন. একদিন তপস্বীর কোন শিষ্যগৃহে অতি উৎকৃষ্ট রসনাতৃপ্তিকর মাংস প্রস্তুত হইয়াছিল। তাপস তাহা আহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কি মাংস ?" শিষ্যেরা বলিল, "ইহা গোধামাংস।" তাপস রসনাতৃষ্ণায়-অভিভূত হইয়া স্থির করিল, 'আমার আশ্রমে নিয়ত যে গোধা আসিয়া থাকে, তাহাকে মারিয়া যথারুচি পাক করিব ও খাইব।' অনন্তর সে ঘৃত,

দধি, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে গেল এবং বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায়, নিজের কাষায়বস্ত্রের মধ্যে মুদ্গর লুকাইয়া রাখিয়া পর্ণশালাদ্বারে অতীব শান্তশিষ্টভাবে বসিয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব সে দিন আশ্রমে গিয়া সেই দুষ্টেন্দ্রিয়সম্পন্ন তাপসকে দেখিয়াই ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি বোধ হয় আমার সজাতির মাংস খাইয়াছে, অতএব ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।' তিনি ভণ্ড তাপসের অধোবাত স্থানে গিয়া তাহার শরীরগন্ধ অনুভব করিলেন এবং সে যে গোধামাংস খাইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়া আর তাহার নিকটে গেলেন না, সেখান হইতেই প্রতিবর্ত্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটে আসিলেন না দেখিয়া তাপস মুদ্গর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের শরীরের উপর না পড়িয়া লাঙ্গুলের প্রান্তে লাগিল। তাপস বলিল, "যা, আমার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই বলিয়া বাঁচিয়া গেলি।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি তোমার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না?" অনন্তর তিনি পলায়ন করিয়া সেই আশ্রমের চঙ্ক্রমণকোটিস্থ বল্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং বিবরান্তর দিয়া মুখ বাহির করিয়া সেই তাপসের সহিত আলাপচ্ছলে দুইটী গাথা বলিলেন :—

নাহি জানিতাম চরিত্র তোমার ; ভাবিতাম তুমি সাধু সদাচার,
নিকটে তোমার গেনু সে কারণ ; মুদ্গার প্রহারে বুঝিনু এখন
কপট তাপস তুমি দুরাশয়, ধার্ম্মিকের বেশে রয়েছ হেথায়।

রে পাপিষ্ঠ! তোর জটায় কি ফল? অজিন বসনে কি বা হবে বল?
অন্তরের মল যায় কি কখন করিলে কেবল বাহির-মার্জ্জন?

তাহা শুনিয়া কূটতাপস তৃতীয় গাথা বলিল :—

এস, গোধারাজ, ফিরিয়া এখানে, তুষিব তোমায় শালি ভক্ত দানে।
পিপ্পলী, লবণ, জীরক, আর্দ্রক, তৈল আদি দ্রব্য মুখের রোচক।
আছে হেথা সব প্রভূত-প্রমাণ, নির্ভয়ে খাইয়া তুষ্ট কর প্রাণ।

তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

লবণ, পিপ্পলী খাইলে তোমার অহিত নিশ্চিত ঘটিবে আমার।
প্রবেশিব তাই বল্মীক ভিতর ; পাব সেথা শত শত সহচর।

এই গাথা শুনাইয়া বোধিসত্ত্ব তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "রে কূট জটাধারিন্, তুই যদি এখানে থাকিস্, তাহা হইলে আমি যে যে গ্রামে চরিতে যাই, সেই সকল গ্রামের মানুষদিগকে বলিব, তুই বেটা চোর। তোকে ধরাইয়া দিব এবং তোর সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যদি ভাল চাস্ তবে শীঘ্র পলাইয়া যা।" ইহাতে সেই ভণ্ড জটাধারী সেস্থান হইতে পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূট তাপস ; এবং আমি ছিলাম সেই গোধারাজ।]

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত প্রথম খণ্ডের বিড়াল-জাতক (১২৮) ও গোধা জাতক (১৩৮) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রোমক-জাতক (২৭৭) তুলনীয়।

৩২৬—কক্কারু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত যখন সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তখন অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সহিত সেই সকল ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে দেবদত্তের মুখ হইতে উষ্ণরক্ত বাহির হইয়াছিল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা

* কক্কারু এক প্রকার স্বর্গীয় পুষ্প। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ইহার কোন প্রতিশব্দ দেখা যায় না।

বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়াছিল, এখন পীড়িত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাদী ছিল, এবং কেবল যে এ জন্মেই মিথ্যা বলিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে অন্যতম দেবপুত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্তের সময়ে একবার বারাণসীতে এক মহা উৎসব হইয়াছিল। বহুসংখ্যক নাগ, সুপর্ণ এবং দেবতারা পর্য্যন্ত বারাণসীতে গিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া এই উৎসব দেখিয়াছিলেন; ত্রয়স্ত্রিংশ ভবন হইতে চারিজন দেবপুত্র কক্কাক-নামক দিব্য পুষ্পের শিরোমাল্য ধারণ করিয়া সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীনগরী সেই দিব্যপুষ্পের গন্ধে আমোদিত হইল; কাহারা এই সকল পুষ্প ধারণ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য লোকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেবপুত্রেরা দেখিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে খুঁজিতেছে। তাঁহারা রাজাঙ্গণ হইতে উৎপতনপূর্ব্বক দেবানুভাববলে আকাশে আসীন হইলেন। চারিদিকে অসংখ্য লোক সমবেত হইল এবং "আপনারা কোন্ দেবলোক হইতে আসিয়াছেন" এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আমরা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে আসিয়াছি।" "কি উপলক্ষ্যে আসিয়াছেন?" উৎসব দেখিবার জন্য।" "এগুলি কি পুষ্প?" "কক্কারু নামক দিব্য পুষ্প।" "দেবগণ! দেবলোকে আপনারা অন্য পুষ্প ধারণ করিবেন, এগুলি আমাদিগকে দান করুন।" "যাঁহারা মহানুভাব, এই দিব্য পুষ্প কেবল তাঁহাদেরই উপযুক্ত, মনুষ্যলোকে যাহারা নীচাশয়, দুষ্টমতি, দুঃশীল ও সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন, তাহারা ইহা পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু যে সকল মনুষ্যের অমুক অমুক গুণ আছে, তাহারা ইহা পাইতে পারে।" অনন্তর জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র প্রথম গাথা বলিলেন :—

কায়ে যে না করে কভু পরস্ব হরণ, বাক্যে যে না করে কভু মিথ্যা উচ্চারণ,
সৌভাগ্যে প্রমত্ত কভু নাহি হয় যেই, দিব্যপুষ্প ধারণের উপযুক্ত সেই।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, 'আমার ত এসকল গুণের একটীও নাই; তথাপি মিথ্যা বলিয়া পুষ্পগুলি গ্রহণ ও পরিধান করি না কেন? তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, আমি পরম গুণবান্।' অনন্তর, 'আমার এই সমস্ত গুণ আছে' বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ দেবপুত্রের হস্ত হইতে পুষ্প লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং দ্বিতীয় দেবপুত্রের নিকটে পুষ্প চাহিলেন। দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিলেন :—

ধর্ম্মপথে চরি করে বিত্ত উপার্জ্জন, অসাধু উপায়ে নাহি হরে পরধন।
মত্ত নাহি হয় যেবা ভোগের সময়, দিব্যপুষ্প-ধারণের যোগ্য সেই হয়।

পুরোহিত এবারও "আমার এই সকল গুণ আছে" বলিয়া পুষ্পগুলি লইলেন ও পরিধান করিলেন, এবং তৃতীয় দেবপুত্রের নিকটে তাঁহার পুষ্পগুলি চাহিলেন। তৃতীয় দেবপুত্র বলিলেন :—

কর্ত্তব্যপালনে চিত্ত সদা স্থির হয়, (হরিদ্রাবর্ণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়,) *
স্থাপিয়া অচলা শ্রদ্ধা সাধুর বচনে শীল রক্ষা করে যেই সদা প্রাণপণে,
পাইলে সুস্বাদ দ্রব্য একা নাহি খায়, এ মালা তাহার(ই) শুধু শিরে শোভা পায়।

---

* মূলে 'অহালিদ্দং চিত্তং' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, "হলিদ্দিরাগো বিয় ন খিপ্পং ভিজ্জতি।'

পুরোহিত পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমার এই সমস্ত গুণ আছে।" তিনি পুষ্পগুলি লইয়া পরিধান করিলেন এবং চতুর্থ দেবপুত্রের নিকটে তাঁহার পুষ্পগুলি চাহিলেন। চতুর্থ দেবপুত্র বলিলেন :—

সমক্ষে, পরোক্ষে কিংবা ভ্রমেও কখন সাধুদের নিন্দাবাদ করেনা যে জন,
প্রতিজ্ঞাপালনে কভু কাতর যে নয়, দিব্যপুষ্প-ধারণের যোগ্য সেই হয়।

"আমাতে এই সমস্ত গুণই আছে" বলিয়া পুরোহিত সে পুষ্পগুলিও গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন।

দেবপুত্রগণ এইরূপে পুরোহিতকে চারিটী শিরোমাল্যই দান করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহার পরেই পুরোহিতের অসহ্য শিরোবেদনা জন্মিল; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কেহ যেন তাঁহার মস্তক তীক্ষ্ণ শস্ত্রাগ্রদ্বারা মথিত কিংবা লৌহ যন্ত্রদ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। তিনি বেদনায় উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গড়াগড়ি দিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" পুরোহিত বলিলেন, "আমাতে যে সকল গুণ নাই, সেগুলি আছে—এই মিথ্যা কথা বলিয়া দেবপুত্রগণের নিকট পুষ্প চাহিয়াছিলাম। আমার মাথা হইতে এইগুলি খুলিয়া লও।" লোকে মালাগুলি খুলিতে গেল, কিন্তু পারিল না; সেগুলি যেন লৌহপট্টদ্বারা তাঁহার মস্তকে বান্ধা রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইল। তখন লোকে পুরোহিতকে তুলিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। সেখানেও তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। রাজা অমাত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দুঃশীল বামণটা মারা যায়, এখন কি করিব বল।" অমাত্যেরা পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, পুনর্ব্বার উৎসবের ব্যবস্থা করা যাউক, তাহা হইলে দেবপুত্রেরা বোধ হয় আবার আসিবেন।" তদনুসারে রাজা পুনর্ব্বার উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। দেবপুত্রেরাও পুনর্ব্বার আসিলেন এবং রাজাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইলেন, তাঁহাদের পুষ্পগন্ধে সমস্ত নগরী আমোদিত হইল, বহুলোক সমবেত হইল, এবং দুঃশীল ব্রাহ্মণকে আনিয়া দেবপুত্রদিগের সম্মুখে উপুড় করিয়া শোওয়াইল। "আমায় রক্ষা করুন" বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবপুত্রেরা বলিলেন, "তুমি দুঃশীল ও পাপরত, অতএব এই সকল পুষ্পধারণের যোগ্য নও। তুমি জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে চাহিয়াছিলে। অতএব নিজের মিথ্যাবাক্যের ফলভোগ করিয়াছ।" সেই জনসঙ্ঘের সমক্ষে ব্রাহ্মণকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া দেবপুত্রেরা ব্রাহ্মণের মস্তক হইতে পুষ্পগুলি খুলিয়া লইলেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে সদুপদেশ দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্রাহ্মণ, দেবপুত্রদিগের মধ্যে একজন ছিলেন কাশ্যপ, একজন ছিলেন মৌদ্গল্যায়ন, একজন ছিলেন সারিপুত্র, এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র।]

৩২৭—কাকবতী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই সময়ে উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি?" "কামপ্রবৃত্তি।" "দেখ, রমণী জাতি অরক্ষণীয়া; কিছুতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক রমণীকে মহাসমুদ্রের মধ্যে শাল্মলিহ্রদতটস্থ * দেবভবনে রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* শাল্মলিহ্রদ—সুমেরু পর্ব্বতস্থ একটী হ্রদ। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ শাল্মলিবনে সুপর্ণেরা বাস করে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাকবতী নাম্নী অপ্সরাসদৃশী সুন্দরী রমণী বোধিসত্ত্বের অগ্রমহিষী ছিলেন। এই আখ্যায়িকার অতীতবস্তু কুণাল জাতকে (৫৩৬) সবিস্তর প্রদত্ত হইবে। এখানে কেবল সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

ঐ সময়ে এক সুপর্ণরাজ মনুষ্যবেশে রাজার নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেন। তিনি ক্রমে কাকবতীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া একদিন তাঁহাকে লইয়া সুপর্ণলোকে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার সহবাসে সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহিষীকে না দেখিতে পাইয়া রাজা নটকুবের নামক গন্ধর্ব্বকে বলিলেন, "তুমি গিয়া কাকবতীর অনুসন্ধান কর।" নটকুবের অনুসন্ধান করিয়া এক সরোবরের তীরে সুপর্ণরাজকে দেখিতে পাইল, এরকবনে * শুইয়া রহিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন সেখান হইতে যাইবেন বুঝিল, তখন তাঁহার পালকের মধ্যে বসিয়া সুপর্ণভবনে গমন করিল। সেখানে সে কাকবতীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া আবার সেই সুপর্ণরাজের পালকের মধ্যে বসিয়া নরলোকে ফিরিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন রাজার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নিজের বীণা লইয়া দ্যূতকগুলের নিকটে গিয়া রাজার সম্মুখে গীতচ্ছলে প্রথম গাথা বলিল :—

প্রেয়সী আমার আছেন কোথায় জানি না ক আমি হায়।
এই মনোহর গাত্রগন্ধ তাঁর অনুমানে বুঝা যায়। †
সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসি তাঁরে, কিন্তু কোন দূরদেশে
না জানি আবদ্ধ রয়েছেন তিনি এবে মোর ভাগ্যদোষে।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

জম্বুদ্বীপ বেষ্টন করিয়া সুবিশাল রয়েছে সাগর তুলি তরঙ্গ উত্তাল ;
কেবুক নামেতে মহানদী তার পর, তার পর শাল্মলি-কানন মনোহর,
লঙ্ঘি সপ্ত পারাবার, বল, কি কৌশলে শাল্মলি-কাননে তুমি প্রবেশ করিলে ?

ইহা শুনিয়া নটকুবের তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

তোমারি সাহায্যে পার হই পারাবার, তোমারি সাহায্যে নদী হইলাম পার,
সপ্ত সমুদ্রের পারে তুমিই লইলা ; শাল্মলি-কাননে মোরে তুমি তুলি দিলা।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

ধিক্ মোরে, হায়, বুদ্ধি নাই মম ; এ বিশাল দেহ জড়পিণ্ডসম।
নিজ বনিতার হয় যেই জার, তাহাকেই পৃষ্ঠে বহি বার বার!

অতঃপর সুপর্ণরাজ কাকবতীকে আনিয়া বারাণসীরাজকে দিলেন এবং নিজের আসা বন্ধ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল নটকুবের এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

* এরক—এক প্রকার তৃণ।

† সংসর্গহেতু সুপর্ণরাজের গাত্র হইতে কাকবতীর গাত্রগন্ধ নির্গত হইতেছে এই অভিপ্রায়।

৩২৮—অননুশোচনীয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক মৃতদার ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি পত্নীবিয়োগের পর স্নানাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন ও কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তিনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া শ্মশানে গিয়া পরিদেবন করিতেন, কিন্তু কুটীরে যেমন দীপ জ্বলে, তাঁহার অন্তঃকরণেও সেইরূপ স্রোতাপত্তিমার্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরাজ করিতেছিল। একদিন শাস্তা প্রত্যূষকালে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই শোকাপনোদনপূর্ব্বক ইহাকে স্রোতাপত্তিমার্গ দান করিতে পারিবে না; অতএব আমি ইহার আশ্রয় হইব।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি ভিক্ষাচর্য্যার পর আহার গ্রহণ করিলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ সঙ্গে লইয়া সেই ভূস্বামীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া ভূস্বামী প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে ভূস্বামী তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি নীরব রহিয়াছ কেন?" "ভদন্ত, আমার ভার্য্যার মৃত্যু হইয়াছে; সেই শোকেই আমার মনে অন্য কোন চিন্তার স্থান নাই।" "দেখ, উপাসক, যাহা ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে; তাহা ভাঙ্গিলে সে জন্য দুশ্চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পত্নীর মৃত্যুর পর, যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

[এই আখ্যায়িকার অতীতবস্তু দশনিপাতে চুল্লবোধিজাতকে (৪৪৩) বলা যাইবে। সঙ্ক্ষেপতঃ বৃত্তান্তটী এই :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই জাতকে মহাসত্ত্ব কুমার-ব্রহ্মচারিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। *

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি গৃহধর্ম্ম করিব না, আপনাদের মৃত্যুর পর প্রব্রাজক হইব।" কিন্তু মাতাপিতা যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এক সুবর্ণপ্রতিমা † গড়াইয়া বলিলেন, "যদি এইরূপ কুমারী পাই, তাহা হইলে বিবাহ করিব।"

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সেই সুবর্ণপ্রতিমাকে একখানা আচ্ছাদিত যানে বসাইয়া অনেক লোকজন সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "যাও, সমস্ত জম্বুদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যেখানে এই সুবর্ণপ্রতিমার অনুরূপা ব্রাহ্মণকুমারী দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে এই প্রতিমার বিনিময়ে সেই কুমারীকে লইয়া আসিবে।" তখন এক পুণ্যবান্ সত্ত্ব ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক কাশীরাজ্যের কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল সম্মিতভাষিণী। ‡ যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন এই কুমারীর বয়স্ ষোল বৎসর হইয়াছিল। তিনি পরমসুন্দরী, নয়নানন্দদায়িনী, অপ্সরাসদৃশী এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু তাঁহারও মনে কখনও কুভাবের উদয় হয় নাই; তিনি এতদিন পরমব্রহ্মচারিণী-ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। যাহারা কাঞ্চনপ্রতিমা লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, একদিন তাহারা এই গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামবাসীরা তাহা দেখিয়া বলিল, "এ যানে অমুক ব্রাহ্মণের কন্যা সম্মিতভাষিণী রহিয়াছে কেন?" প্রতিমানুযাত্রীরা ইহা শুনিয়া

---

* অর্থাৎ তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

† সুবর্ণপ্রতিমার কথা কুশ-জাতকেও (৫৩১) দেখা যায়।

‡ মূলে 'সম্মিল্লভাসিনী' আছে। কিন্তু ইহার কোন অর্থ বুঝা যায় না।

সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিল এবং সম্মিতভাষিণীকে প্রার্থনা করিল। সম্মিতভাষিণী তাঁহার মাতাপিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনাদের জীবনান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আমার গৃহধর্ম্ম পালন করিবার ইচ্ছা নাই।" তাঁহারা বলিলেন, "সে কি কথা?" তাঁহারা সুবর্ণপ্রতিমা গ্রহণ করিলেন এবং বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া সম্মিতভাষিণীকে বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব ও সম্মিতভাষিণী, উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাঁহারা এক গৃহে, এক শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কখনও পরস্পরকে ব্রহ্মচর্য্যবিরোধি-ভাবে দেখিলেন না; দুইজন ভিক্ষু বা দুইজন ব্রহ্মচারী যেমন নির্দ্দোষ-ভাবে একত্র বাস করেন, তাঁহারাও সেইরূপ বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক সম্মিতভাষিণীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমার কুলসম্পত্তি অশীতিকোটি-প্রমাণ, তোমার পৈতৃক সম্পত্তিরও পরিমাণ অশীতিকোটি, তুমি এই সমস্ত লইয়া গৃহধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত হও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।" সম্মিতভাষিণী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি প্রব্রজ্যা লইলে আমিও প্রব্রজ্যা লইব, আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" 'তবে এস" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিলেন এবং লোকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা দুই জনই ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে এইরূপে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পত্নী একবার লবণাম্লসেবনার্থ অবতরণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময়ে সুকুমারী পরিব্রাজিকা বিস্বাদ ও নানাবিধতণ্ডুলজাত মিশ্রভক্ত-গ্রহণবশতঃ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। উপযুক্ত ঔষধের অভাবে তিনি অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন ভিক্ষাচর্য্যার সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নগরের দ্বারে বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে একটা ধর্ম্মশালায় একখানা ফলকের উপর তাঁহাকে শোওয়াইয়া নিজে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের ফিরিবার পূর্ব্বেই পরিব্রাজিকার প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া বহু লোকে শব বেষ্টনপূর্ব্বক রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ভিক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কেবল বলিলেন, "যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিয়াছে, সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; সংস্কার মাত্রেরই এই গতি।" অতঃপর প্রশান্তমনে সেই ফলকের এক পার্শ্বে বসিয়াই তিনি ভিক্ষালব্ধ মিশ্র খাদ্য আহার ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। শবের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল লোক ছিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে ছিলেন?" "আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পাদপরিচারিকা ছিলেন।" "ভদন্ত, আমরা শোক সংবরণ করিতে পারিতেছি না, রোদন ও পরিদেবন করিতেছি; আপনি কেন রোদন করিতেছেন না?" "ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে আমার বলিতাম, এখন পরলোকগতা হইয়াছেন, এখন ত ইনি আমার কেহই না। এখন ইনি অন্যের বশে পতিত হইয়াছেন; আমি কেন রোদন করিব?" সমস্ত লোকদিগকে ধর্ম্ম-কথা শুনাইবার জন্য অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন:—

ত্যজি দেহ পরলোকে গিয়াছেন যাঁরা, জীবিতের তুলনায় অসংখ্য তাঁহারা।*
সেই অসংখ্যের দলে প্রেয়সী আমার মিশিয়াছে; নাহি ফল ভাবনায় তার।

সম্মিতভাষিণী নাই, তবু, সে কারণ, শোকে নাহি অভিভূত হয় মোর মন।
যে তোমারে ছাড়ি গেছে, তাহারই কারণ শোকে যদি অভিভূত হয় তব মন,
মৃত্যুবশে সদাগত দেখিয়া নিজেরে শোকে অভিভূত হও কান্ন কর্ম্ম ছেড়ে।

গৃহে স্থিত, সুখাসীন অথবা শয়ান, অথবা পথেতে তুমি করিছ প্রয়াণ,—
যেখানেই যেই ভাবে কাটাও সময়, প্রতি নিমিষেতে তব হয় আয়ুঃক্ষয়।

দিন দিন আয়ুঃ-ক্ষীণ হয় আমাদের; আয়ুষ্কাল সমান নহে ত সকলের।
জীবিত দয়ার পাত্র; দুঃখের মোচন করিতে তাদের হও যত্নপরায়ণ,
কিন্তু যারা মরিয়াছে, তাহাদের তরে বৃথা কেন শোকে তব অশ্রুবিন্দু ঝরে?

এইরূপে চারিটী গাথায় মহাসত্ত্ব অনিত্যতার ভাব বুঝাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। সমবেত লোকেরা পরিব্রাজিকার শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিল। বোধিসত্ত্ব হিমবন্তে গিয়া ধ্যান নিরত হইলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্য-সমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন রাহুলজননী ছিলেন সম্মিতভাষিণী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩২৯—কালবাহু-জাতক।

[দেবদত্তের যখন ভিক্ষা, উপহার ও সম্মানপ্রাপ্তি বিলুপ্ত হয়, তখন শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তথাগতের উপর অতি অন্যায়-রূপে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রাণবধের জন্য ধানুষ্ক নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন দেবদত্ত নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায়ের কথা কাহারও অবিদিত রহিল না। তাঁহার জন্য নানা স্থানে নিয়ত যে ভক্তাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল, লোকে তাহা বন্ধ করিল, রাজাও তাঁহার মুখদর্শন বন্ধ করিলেন। এইরূপে লুপ্তলাভ ও হতমান হইয়া শেষে তিনি সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত উপহার-প্রাপ্তি ও সম্মানলাভের অভিলাষী হইয়া সমস্তই পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী করিতে পারিলেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত লুপ্তলাভ ও হতমান হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]†

পুরাকালে বারাণসীরাজ ধনঞ্জয়ের সময়ে বোধিসত্ত্ব শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাধ। তিনি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এবং বৃহৎকায় ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। একদা এক ব্যাধ এই দুইটী পক্ষীকেই ধরিয়া বারাণসীরাজকে উপহার দিল। রাজা তাঁহাদিগকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিলেন, সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজা খাওয়াইতে

---

* পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এই ভাব দেখা যায়। আলেকজাণ্ডারকে কিন্তু ভারতবর্ষীয় একজন সন্ন্যাসী ইহার বিপরীত বুঝাইয়াছিলেন। কাহাদের সংখ্যা অধিক, জীবিতদিগের বা মৃতদিগের,—আলেকজাণ্ডার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন, জীবিতদিগেরই সংখ্যা অধিক, কারণ মৃতদিগের ত কোন সত্তা নাই।

† ইহার সহিত সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতকের (২৪১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু তুলনীয়।

লাগিলেন এবং তাঁহাদের পানের নিমিত্ত শর্করামিশ্রিত জল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের যথেষ্ট আদর যত্ন হইতে লাগিল; যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু সুখকর, তাঁহারা সমস্তই পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর এক বনেচর কালবাহু নামক একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মর্কট আনিয়া রাজাকে দান করিল। শেষে আসিয়াছে বলিয়া তাহার আরও অধিক আদর যত্ন হইতে লাগিল এবং শুকদ্বয়ের আদর যত্নের ত্রুটি ঘটিল। রাধ বোধিসত্ত্ব-লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন, এজন্য তিনি ইহাতে কোন অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠের প্রকৃতিতে সেরূপ কোন উৎকৃষ্ট গুণ ছিল না বলিয়া মর্কটের আদর যত্ন তাহার অসহ্য হইল। সে অগ্রজকে বলিল, "দাদা, পূর্ব্বে এই রাজভবনে লোকে আমাদিগকেই সুস্বাদ ভোজ্য দিত, এখন আমরা কিছুই পাই না; এখন কালবাহু মর্কটই সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছে। রাজা ধনঞ্জয়ের নিকট উৎকৃষ্ট খাদ্য ও আদর যত্ন না পাইলে আমাদের এখানে থাকিয়া কি লাভ? চল, আমরা বনে গিয়া বাস করি।" অগ্রজের সহিত এই আলাপ করিবার সময়ে প্রোষ্ঠপাদ নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

অন্ন, পান পূর্ব্বে যাহা এ রাজভবনে পাইতাম, কপি তাহা ভুঞ্জে এইক্ষণে।
পূর্ব্বের মতন আর করে না যতন ধনঞ্জয়; এস করি কাননে গমন।

ইহা শুনিয়া রাধ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

লাভালাভ, সুখদুঃখ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা সব(ই) অনিত্যতাবশ।
আজ আছে, কাল নাই, করি এ বিচার কর, প্রোষ্ঠপাদ ভাই, দুঃখ পরিহার।

কিন্তু ইহা শুনিয়াও প্রোষ্ঠপাদ সেই মর্কটের প্রতি অসূয়াশূন্য হইতে পারিল না। সে তৃতীয় গাথা বলিল :—

রাধ, তুমি বুদ্ধিমান্, জানা আছে তব কি হইবে ভবিষ্যতে, কি বা অসম্ভব।
কি উপায়ে আমরা পারিব তাড়াইতে অধম মর্কটে এই রাজবাটী হ'তে
বল, দাদা, দয়া করি, ধরি দুটী পায়, দেখিলে ইহারে হেথা, তিষ্ঠা হয় দায়।

ইহা শুনিয়া রাধ চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

দেখিয়া ভ্রূকুটি এর, কর্ণসঞ্চালন, রাজকুমারেরা ভয় পাইবে যখন,
তখনি ইহারে সবে দূর করি দিবে; নির্ব্বাসন পথ কপি নিজেই লভিবে।
বহুদূরে পুনর্ব্বার বনের মাঝারে ভ্রমিতে হইবে এরে অন্নপান তরে।

ঠিক তাহাই ঘটিল; কয়েক দিন যাইতে না যাইতে কালবাহুর ভ্রূকুটি ও কর্ণাদি অঙ্গের ভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারেরা ভয় পাইল; তাহারা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল; রাজা 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করিয়া কালবাহুর কীর্ত্তি জানিতে পারিলেন এবং আদেশ দিলেন, "ওকে দূর করিয়া দাও।" এইরূপে কালবাহু বিতাড়িত হইল এবং শুকদ্বয় পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল কালবাহু, আনন্দ ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ এবং আমি ছিলাম রাধ।]

৩৩০—শীলমীমাংসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার উভয় বস্তুই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।* এই আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজের পুরোহিত ছিলেন।]

* ১ম খণ্ডের শীলমীমাংসা-জাতক (৮৬) এবং ২য় খণ্ডের শীলমীমাংসা-জাতক (২৯০)। বর্ত্তমান খণ্ডের এই নামধেয় ৩৬২ম জাতকও দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব নিজের চরিত্র পরীক্ষার্থ তিন দিন হিরণ্যফলক হইতে কার্ষাপণ হরণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে রাজার নিকট চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। তিনি রাজার সম্মুখে নীত হইয়া বলিলেন :—

শীলেই কল্যাণ হয়, শীলের সমান এ জগতে অন্য গুণ নাহি বিদ্যমান।
বিষধর সর্প এক ছিল শীলবান্, সেই হেতু কেহ তার না বধিল প্রাণ।

প্রথম গাথায় এইরূপে শীলের গুণ বর্ণনা করিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন। অনন্তর, একদিন এক শ্যেন মাংস বিক্রেতার দোকান হইতে একখণ্ড মাংসপেশী গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন অন্য অনেক শকুন তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক পাদ, নখ, তুণ্ড প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। শ্যেন সেই পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মাংসপেশীটা ত্যাগ করিল এবং অপর একটা শকুন উহা গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহাকেও উক্তরূপে উৎপীড়িত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর যে যে শকুন একে একে উহা গ্রহণ করিল, অপর শকুনে তাহাদেরও অনুধাবন করিল; যাহারা একে একে ছাড়িয়া দিতে লাগিল, কেবল তাহারাই নিরুপদ্রব হইল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'মানুষের বাসনা মাংসপেশীসদৃশী, ইহা পোষণ করিলে দুঃখ, পরিত্যাগ করিলে সুখ।' এই চিন্তা করিয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

যতক্ষণ শ্যেনের নিকটে মাংস ছিল, অন্য শ্যেনে আসি এরে কত কষ্ট দিল।
কিন্তু মাংসখণ্ড শেষে ছাড়িল যখন, কেহ না করিল এর পশ্চাতে ধাবন।
সেইরূপ এ জগতে যারা অকিঞ্চন, হয় না কখন(ও) তারা হিংসার ভাজন।*

বোধিসত্ত্ব নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পথে সন্ধ্যাকালে কোন গ্রামে এক গৃহস্থের গৃহে শয়ন করিলেন। ঐ গৃহস্থের পিঙ্গলা নাম্নী এক দাসী ছিল। সে এক পুরুষের সহিত সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিল, 'তুমি অমুক সময়ে আসিও।' অনন্তর সে প্রভুদিগের পা ধুইয়া দিল এবং তাঁহারা যখন শয়ন করিলেন, তখন জারের আগমন-প্রতীক্ষায় দেহলীর উপর বসিয়া, 'এই আসিতেছে', 'এই আসিতেছে' ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে প্রথম ও মধ্যম যাম অতিক্রম করিল; শেষে যখন ভোর হইল, তখন 'সে এখন আসিবে না' ভাবিয়া নিরাশ হইল এবং শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মেয়েমানুষটা, আমার জার এখনই আসিবে, এই আশায় এতক্ষণ বসিয়া ছিল, এখন সে আসিবে না বুঝিয়া নিরাশ হইয়াছে এবং সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইন্দ্রিয়-সেবার আশাই দুঃখের নিদান এবং নৈরাশ্য সুখকর।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ফলবতী আশা সুখের আগার; নৈরাশ্যেও হয় সুখের সঞ্চার।
আশায়, নৈরাশ্যে ভেদ কিছু নাই, আশাতেও সুখ, নৈরাশ্যেও তাই।
যথাকালে তার দেখা দিবে জার, এই আশা বড় ছিল পিঙ্গলার।
সে আশা নৈরাশ্যে হ'ল পরিণত, তখন পিঙ্গলা সুখে নিদ্রাগত।

বোধিসত্ত্ব পরদিন ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিলেন, এক তাপস ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাসীন আছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'ইহলোকেই বল, পরলোকেই বল, ধ্যানসুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন সুখ নাই।' এই চিন্তা করিয়া তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

* "ইহজগতে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ সুখলাভের একমাত্র নিদান"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৬ম্ অধ্যায়।

সমাধিতে যে আনন্দ উপজে আত্মার ইহামুত্র তার তুল্য নাহি অন্য আর।
সমাধিস্থ আত্মপর কাহার(ও) কখন না করেন হিংসা, তাঁর মহিমা এমন।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানস্থ হইয়া অভিজ্ঞালাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

☞ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ম ও ১৭৮ম অধ্যায়ে এবং সাংখ্যসূত্রে (৪।১১) পিঙ্গলার কথা আছে। "পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৭৮ম অধ্যায়। "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"—সাংখ্যসূত্র (৪।১১)। মহাভারতে শ্যেনের পরিবর্ত্তে ক্রৌঞ্চের উল্লেখ দেখা যায়—"ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে দেখিলেই নিরামিষ ব্যক্তিরা তাহাকে বিনাশ করে, ইহা দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল।" সাংখ্যসূত্রে (৪।৫) কিন্তু শ্যেনের নামই আছে—"শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্।" ইহার ব্যাখ্যাও অন্যরূপ:—একব্যক্তি এক শ্যেনশাবক পুষিয়াছিল, কিছুকাল পরে, বৃথা কষ্ট সেই কেন বলিয়া সে উহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহাতে শ্যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া সুখী হইল, এবং পালকের বিচ্ছেদে দুঃখীও হইল (অর্থাৎ সংসারে কেবল সুখ নাই)।

তুং—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশা দাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ॥

৩৩১—কোকালিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু তক্কারিক-জাতকে * সবিস্তর বর্ণিত আছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত বাচাল ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার বাচালতাদোষ সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে একটা প্রকৃষ্ট উপমা খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। উহার উপরে একটা আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে একটা কাকের কুলায়ে একটা কৃষ্ণা কোকিলা নিজের অণ্ড নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল। কাকী ঐ অণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। যথাকালে তাহা হইতে কোকিল-শাবক নির্গত হইল; কাকী তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া জানিত। সে তুণ্ড দ্বারা খাদ্য আনিয়া ঐ শাবকটীকে খাওয়াইত। কিন্তু পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বেই একদিন শাবকটী অকালে কোকিলরবে ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া কাকী ভাবিল, 'এ যে এখনই অন্য ডাক ডাকিতেছে; বড় হইলে না জানি আরও কি করিবে!' সে তুণ্ডাঘাতে উহার প্রাণ নাশ করিয়া কুলায় হইতে ফেলিয়া দিল। মৃত শাবকটী রাজার পাদমূলে পতিত হইল।

রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্রবর, এ কি হইল?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন যে উপমা খুঁজিতেছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি।' তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, তাহারা অকালে অধিক কথা বলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাই প্রাপ্ত হয়। এটা, মহারাজ, কোকিল-শাবক, অকালে ডাকিয়াছিল, কাজেই, 'এটা আমার পুত্র নয়' ইহা বুঝিতে পারিয়া কাকী ইহাকে তুণ্ডাঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যই

---

* ৪৮১-সংখ্যক। দ্বিতীয় খণ্ডের কচ্ছপ-জাতকও (২১৫) দ্রষ্টব্য।

হউক, ইতর প্রাণীই হউক, যে অকালে বহুভাষী হয়, তাহার এইরূপই দুর্দশা ঘটিয়া থাকে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

অকালে যে নিরর্থক বহুকথা কয়, কোকিল-শাবক-সম নিহত সে হয়।

সুশাণিত শস্ত্রাঘাতে, কিংবা হলাহলে
তত শীঘ্র ঘটে না ক বিনাশ কাহার,
যত শীঘ্র অসংযত বচনের ফলে
অকাল-ভাষীর হয় জীবন-সংহার।

অতএব কালাকাল সকল সময়
হইবে সংযতভাষী অতি সাবধানে ;
পরম আত্মীয় যেই, তার(ও) সন্নিধানে
যা আসে মুখে তা বলা সমীচীন নয়।

পরিণাম করি চিন্তা সুধী বিচক্ষণ যথাকালে বলে যেই সংযত বচন,
হেলায় অরাতিকুলে পারে সে নাশিতে, সুপর্ণ যেমন ক্ষম ভুজঙ্গে গ্রাসিতে।

রাজা বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া তদবধি মিতভাষী হইলেন, এবং বোধিসত্ত্বের পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে উত্তরোত্তর অধিক দান করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই কোকিল শাবক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৩২—রথলট্‌ঠি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের পুরোহিতকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একদা রথারোহণে নিজের ভোগগ্রামে যাইতেছিলেন। পথে বড় ভিড় হইয়াছিল, রথ হাঁকাইয়া যাইতে যাইতে তিনি কতকগুলি শকট আসিতেছে দেখিলেন এবং "তোমাদের গাড়ী সরাও", "তোমাদের গাড়ী সরাও" বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথাপি কেহই গাড়ী সরাইল না দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে অগ্রগামী শকটের চালককে লক্ষ্য করিয়া প্রতোদ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা রথধুরে প্রতিহত হইয়া তাঁহারই ললাটে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ আহত স্থান ফুলিয়া উঠিল। তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট "গাড়োয়ানেরা আমায় মারিয়াছে" বলিয়া অভিযোগ করিলেন। রাজা শকটচালকদিগকে ডাকাইয়া বিচার করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, পুরোহিতেরই দোষ।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন যে, গাড়োয়ানেরা তাঁহাকে মারিয়াছে, কিন্তু তিনি নিজেই এই অভিযোগে পরাস্ত হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ঈদৃশ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার বিনিশ্চয়ামাত্য ছিলেন। * একদা রাজার পুরোহিত নিজের ভোগগ্রামে যাইবার কালে, এক্ষেত্রে যেরূপ শুনিয়াছ, সেইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকটে অভিযোগ করিলে রাজা নিজেই বিচারাসনে বসিয়া শকটচালকদিগকে ডাকাইলেন এবং অভিযোগের বিষয়ে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বলিলেন, "তোরা আমার পুরোহিতকে মারিয়াছিস্; তাঁহার কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে।" অনন্তর তিনি আদেশ দিলেন, "এই ব্যাটাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া রাজভাণ্ডারে আনয়ন কর।" ইহা

* বিনিশ্চয়ামাত্য—বিচারক (Judge)।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনি, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা অনুসন্ধান না করিয়াই এই বেচারিদের সর্ব্বস্বহরণের ব্যবস্থা করিলেন! কিন্তু এরূপও দেখা যায়, লোকে কোন কোন সময়ে নিজেকেই নিজে প্রহার করিয়া 'অপরে আমায় প্রহার করিয়াছে' এইরূপ বলিয়া থাকে। অতএব, যাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান না করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা সবিশেষ শুনিয়া আদেশ দিবেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন:—

আঘাত করিয়া বলে হয়েছি আহত, জয়ী বলে হইয়াছি আমি পরাজিত;—
হেন মিথ্যা-অভিযোগ শুনি কত শত সর্ব্বদা রাজার দ্বারে হয় উপস্থিত।
ধর্ম্ম-অবতাররূপ কিন্তু রাজা যিনি, বিচার কি করিবেন এক পক্ষে শুনি?

এই হেতু পণ্ডিতেরা শুনেন যতন
উভয় পক্ষের যাহা আছে বলিবার,
শুনি সব যথাধর্ম্ম করেন বিচার,
উচ্চ নীচ ভেদ নাই ধর্ম্মাধিকরণে।

অলস গৃহস্থ, কামভোগী আর প্রব্রাজক—তবু প্রজ্ঞা নাই যার,
না শুনি বিচার করে যে ভূপতি, পণ্ডিত, অথচ যেবা ক্রুদ্ধমতি—
অসাধু ইহারা বলিনু নিশ্চয়, করুন এখন যাহা ইচ্ছা হয়।

ক্ষত্রিয় রাজার এই ধর্ম্ম সনাতন, উভয় পক্ষের কথা করিয়া শ্রবণ,
যথাশাস্ত্র দোষ গুণ করেন নির্ণয় অর্থী আর প্রত্যর্থীর, যেরূপ বা হয়।
সাবধানে শুনি সব করিলে বিচার, দিন দিন বৃদ্ধি হয় সুযশ রাজার।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা যথাধর্ম্ম বিচার করিলেন; যথাধর্ম্ম বিচারে পুরোহিতের দাষই প্রতিপন্ন হইল।

[সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৩৩—গোধা-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে (সুত্যাগ-জাতক, ৩২০)। ভূস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী যখন প্রাপ্য আদায় করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন পথে ব্যাধেরা তাঁহাদের ভোজনের জন্য একটা পাককরা গোধা দিয়াছিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে জল আনিতে পাঠাইয়া নিজেই সমস্ত গোধাটা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছিলেন, "ভদ্রে, গোধাটা পলাইয়া গিয়াছে।" স্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন, "বেশ করিয়াছে; পাককরা গোধা পলাইয়া গেলে আমরা কি করিতে পারি?"

অনন্তর ঐ রমণী জেতবনে জল পান করিয়া শাস্তার নিকট উপবেশন করিলে, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসিকে তোমার স্বামী তোমার সম্বন্ধে হিতকাম, সস্নেহ ও উপকারক ত?" রমণী বলিলেন, "ভদন্ত, আমি ইঁহার সম্বন্ধে হিতাকাঙ্ক্ষিণী ও স্নেহপরায়ণা বটি; কিন্তু ইনি আমার সম্বন্ধে নিঃস্নেহ।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তাহা হউক, তুমি কোন চিন্তা করিও না, এ লোকটীর স্বভাবই এই, কিন্তু যখন তোমার গুণ স্মরণ করে, তখন এ তোমাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করিয়া থাকে।" অনন্তর উক্ত দম্পতীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের পুটভক্ত জাতকের (২২৩) সহিতও ইহার সাদৃশ্য বিবেচ্য। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথা উক্ত জাতক হইতে অবিকল গৃহীত।

এই আখ্যায়িকার অতীত বস্তুও, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই মত। প্রভেদের মধ্যে এই :—তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন ব্যাধেরা দুই জনকেই ক্লান্ত দেখিয়া তাঁহাদের ভোজনার্থ একটা পাককরা গোধা দিয়াছিল এবং রাজকন্যা ইহা লতা দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া পথ চলিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটা সরোবর দেখিয়া পথ ছাড়িয়া একটা অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি গিয়া সরোবর হইতে পদ্মপত্রে জল আনয়ন কর; তাহার পর আমরা মাংস খাইব।" রাজকন্যা তখন গোধাটাকে শাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং জল আনিবার জন্য গেলেন। রাজপুত্র সেই অবসরে সমস্ত গোধাটা উদরস্থ করিলেন; কেবল উহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগটী হাতে লইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এদিকে রাজকন্যা জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "ভদ্রে, গোধাটা শাখা হইতে অবতরণ করিয়া বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; আমি ছুটিয়া তাহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরিয়াছিলাম, টানাটানিতে লাঙ্গুলটা ছিঁড়িয়া গেল এবং আমি যে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহাই আমার হাতে রহিল।" "তা হউক, আর্য্যপুত্র! অগ্নিপক্ক গোধা যদি পলাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? চলুন, আমরা এখন যাই।" ইহা বলিয়া জলপানপূর্ব্বক তিনি (পতির সহিত) বারাণসীতে গমন করিলেন।

রাজপুত্র রাজপদ লাভ করিয়া এই রমণীকে অগ্রমহিষী করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পদানুরূপ মানমর্য্যাদা দিলেন না। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে পদোচিত সম্মান দিবার ইচ্ছায় একদিন রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "রাণী মা, আমরা আপনার নিকট কিছুই পাই না, ইহা সত্য নয় কি? আমাদের দিকে আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়ে না কেন?" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমিও ত রাজার কাছে কিছুই পাই না। নিজে না পাইলে আপনাদিগকে কি দিব বলুন? রাজা আমাকে এখন কি দিয়া থাকেন? বনবাস হইতে যখন ফিরি, তখন একটা অগ্নিপক্ক গোধা ইনি একাই খাইয়াছিলেন।" "সে কি, রাণী মা? মহারাজ কখনও এমন কাজ করিবেন না। আপনি ও কথা আর মুখে আনিবেন না।" "আমি যাহা বলিলাম, তাহা আপনি ভাল বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু মহারাজ ও আমি বেশ বুঝিয়াছি।" অনন্তর রাণী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

চিনিনু তোমায়, যবে, রথিকুলবর, বসিলাম দুই জনে কানন ভিতর।
অগ্নিপক্ক গোধা করি বন্ধন ছেদন অশ্বত্থের শাখা হ'তে করে পলায়ন!
বাহিরে বল্কল-বেশ, কিন্তু নিম্নে তার ছিল বর্ম্ম, ছিল সুশাণিত তরবার।
তথাপি রোধিতে নাহি পারিলেন, হায়; অগ্নিপক্ক গোধা বনে পলাইয়া যায়!"

রাণী এইরূপ সভামধ্যে রাজার দুর্ব্ব্যবহার স্পষ্টভাবে প্রকটিত করিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যে, যেদিন হইতে আপনি পতির অপ্রিয় হইয়াছেন, সেদিন হইতে এখানে রহিয়াছেন কেন? ইহাতে আপনাদের দুই জনেরই অপ্রীতি হইতেছে ত বৈ নয়।" অনন্তর তিনি এই দুইটী গাথা বলিলেন :—

নমস্কার করে যেই কর তারে নমস্কার,
সেবে যে, সেবিবে তারে—এই লোক-ব্যবহার।
প্রতি-উপকারে তুষ্ট রাখে উপকারী জনে,
হিতৈষীর হিত-চেষ্টা করে লোকে প্রাণপণে।
ভুলেও যে করে না ক সাহায্য কার(ও) কখন,
অপরের সহায়তা পাইবে সে কি কারণ?

যে তোমায় করে ত্যাগ, তুমি ত্যাগ কর তায়,
তাহার সংসর্গতরে মন যেন নাহি ধায়।
বিরূপ যে তব প্রতি, তাহার প্রীতির তরে
বৃথা কেন কর চেষ্টা? যাও চলি স্থানান্তরে।
তরু দেখি ফলহীন পাখীরা অন্যত্র যায়;
মনোমত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায়।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপ বলিতে না বলিতেই মহিষীর গুণের কথা রাজার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি বলিলেন, "আমি এতদিন তোমার গুণের দিকে লক্ষ্য করি নাই। এখন পণ্ডিত পুরুষের কথায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আমার সমস্ত রাজ্য তোমায় দান করিলাম।

যথাসাধ্য প্রিয় তব করিব সাধন; কৃতজ্ঞতা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ভূষণ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমর্পণ করিনু তোমায়, যাকে যাহা ইচ্ছা হয়, দাও তুমি তায়।"

ইহা বলিয়া রাজা দেবীকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করিলেন এবং 'ইঁহারই অনুগ্রহে মহিষীর গুণের কথা আমার মনে পড়িল', ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্বকেও প্রচুর উপঢৌকন দিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতাচার্য্য।]

৩৩৪—রাজাববাদ জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাববাদ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) সবিস্তর বলা হইবে। এই প্রসঙ্গে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন কালের রাজারাও পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। তিনি রমণীয় হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন, বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি সমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে একদা রাজা, কেহ তাঁহার অগুণবাদী আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একে একে রাজভবনস্থ লোকদিগকে, রাজভবনের বহিঃস্থ লোকদিগকে, নগরের অভ্যন্তরস্থ লোকদিগকে, নগরের বহিঃস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিন্দা করে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন, জনপদবাসীদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য তিনি অজ্ঞাতবেশে জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি নিজের অগুণবাদী লোক দেখিতে পাইলেন না; সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শেষে, হিমবন্ত প্রদেশের অধিবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবে, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে তিনি বনে বিচরণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যভিবাদিত হইয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

* ইহার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের ১০১ম জাতক তুলনীয়।

বোধিসত্ত্ব বন হইতে সুপক্ব বটফল আহরণ করিয়া ভোজন করিতেন। এই ফলগুলি বলকারক এবং শর্করাচূর্ণের ন্যায় মধুর ছিল। তিনি রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "মহাপুণ্যবন্, আপনি এই মধুর বটফল ভোজন করিয়া জল পান করুন।" রাজা তাহাই করিয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এই পাকা বটফলগুলি যে এত মধুর হইয়াছে, ইহার কারণ কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "পুণ্যাত্মন্, রাজা এখন যথাধর্ম্ম এবং নিরপেক্ষভাবে শাসন করেন, সেই জন্যই ফলগুলি মধুর হইয়াছে।" "অধার্ম্মিক রাজার সময়ে কি ফলগুলি অমধুর হয়, ভদন্ত?" "হাঁ পুণ্যাত্মন্, রাজা অধার্ম্মিক হইলে তৈল, মধু, গুড় ইত্যাদি এবং বন্য ফলমূল সমস্ত অমধুর হয়, তাহাদের বলকারিকা শক্তি থাকে না; কেবল ইহাই নহে, সমস্ত রাজ্যই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজারা ধার্ম্মিক হইলে সমস্ত খাদ্যই মধুর ও বলকারক হয়, সমস্ত রাজ্যই বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।" রাজা বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, নিশ্চয় তাহাই বটে।" কিন্তু তিনি যে নিজেই রাজা একথা না জানাইয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

সেখানে গিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের উক্তির সত্যতা পরীক্ষার্থ ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, 'এখন দেখা যাউক', এই সঙ্কল্পে তিনি পুনর্ব্বার উক্ত আশ্রমে গমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ আলাপ করিয়া তাঁহাকে বটফল খাইতে দিলেন। কিন্তু রাজার মুখে ইহা এবার তিক্ত লাগিল। তিনি, "আঃ কি বিস্বাদ!" ইহা বলিয়া উহা থুৎকারের সহিত ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "ভদন্ত, এই ফল বড় তিক্ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাপুণ্যবন্, রাজা এখন নিশ্চয় অধার্ম্মিক হইয়াছেন; রাজারা অধার্ম্মিক হইলে বন্যফলমূলাদি সমস্তই নীরস ও তেজোহীন হইয়া থাকে।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিলেন :—

গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব যদ্যপি নিজে বক্রপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে ঋজু পথ পরিহরি যায় বক্র পথে।

সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচারে রত, দেখি তাঁরে পাপ-পথে ধায় অন্য যত।
অধর্ম্মের পথে যদি চলেন নৃপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি।

গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব যদ্যপি নিজে ঋজু পথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতারে দেখিয়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ঋজু পথে গিয়া।

সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি নিজে হন পুণ্যব্রতে রত, দেখি তাঁরে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সুখী সর্ব্বজন, পুণ্যপথে করে সবে সদা বিচরণ।

বোধিসত্ত্বের মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া রাজা তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমিই পূর্ব্বে বটফল মধুর করিয়াছিলাম, আবার আমিই ইহা তিক্ত করিয়াছি। এখন আবার ইহা মধুর করিব।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনপূর্ব্বক সমস্তই পূর্ব্ববৎ মধুর ও সুখকর করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ অধর্ম্মাচারী রাজার রাজ্যে যে অশান্তি ঘটে, মণিচোর-জাতকেও (১৯৪) তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

৩৩৫—জম্বুক-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সুগতলীলানুকরণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে।* এখানে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শাস্তা সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদত্ত তোমায় দেখিয়া কি করিল?" সারিপুত্র উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আপনার অনুকরণে তিনি আমার হাতে একখানা ব্যজন দিয়া শুইলেন; তাহার পর কোকালিক জানুদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অতএব আপনার অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি দুঃখই পাইলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া দুঃখ পাইল, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তের একটা গুহায় বাস করিতেন। একদিন তিনি একটা মহিষ বধ করিয়া আহারান্তে জল পান করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা শৃগাল তাঁহাকে দেখিতে পাইল। পলাইবার সাধ্য নাই দেখিয়া শৃগাল তাঁহার সম্মুখে পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "জম্বুক, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" শৃগাল বলিল, "ভদন্ত, আমি আপনার সেবা করিব।" "তবে আমার সঙ্গে এস।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং প্রতিদিন মাংস আনিয়া তাহার পোষণ করিতে লাগিলেন।

সিংহের প্রসাদ পাইয়া শৃগাল হৃষ্টপুষ্ট হইল এবং একদিন তাহার মনে গর্ব্ব জন্মিল। সে সিংহের নিকটে গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি চিরদিন আপনার গলগ্রহ হইয়া আছি। আপনি নিত্য মাংস আনিয়া আমায় পোষণ করিতেছেন; আজ আপনি এখানেই থাকুন; আমি গিয়া একটা হাতী মারি এবং নিজে খাইয়া আপনার জন্য মাংস আনয়ন করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জম্বুক, তোমার এ সাধ ভাল হয় নাই; যাহারা হাতী মারিয়া মাংস খায়, তাহাদের কুলে তোমার জন্ম হয় নাই। আমিই বরং হাতী মারিয়া তোমাকে তাহার মাংস খাওয়াইতেছি। হস্তী মহাকায় জন্তু; যাহা তোমার জাতিবিরুদ্ধ, তাহা করিতে যাইও না। আমার কথা শুন :—

মহাকায় দীর্ঘদন্ত মাতঙ্গে বধিতে যে জন্তুর আছে শক্তি এই পৃথিবীতে,
হয়নি সে কুলে জন্ম, শৃগাল, তোমার। অতএব বৃথা গর্ব্ব কর পরিহার।

কিন্তু শৃগাল সিংহের নিষেধ না মানিয়া গুহা হইতে বাহির হইল, তিনবার হুক্কু হুক্কু করিয়া শব্দ করিল, এবং পর্ব্বতপাদে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিতে পাইল, একটা কৃষ্ণকায় হস্তী যাইতেছে। অমনি তাহার কুম্ভোপরি পতিত হইবার অভিপ্রায়ে সে লম্ফ দিল; কিন্তু কুম্ভোপরি না পড়িয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তাহার সম্মুখের পা তুলিয়া শৃগালের মস্তকোপরি রাখিল; মস্তক তখনই ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল। শৃগাল মুমূর্ষুরব করিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল; হস্তী ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব গিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে শৃগালকে নিহত দেখিয়া ভাবিলেন, 'নিজের গর্ব্বহেতুই শৃগালের প্রাণ গেল।' অনন্তর তিনি এই তিনটী গাথা বলিলেন :—

সিংহ নহে, তবু যেই করে অভিমান, বলবীর্য্যে হই আমি সিংহের সমান,
ধরাশায়ী হ'যে মৃত্যু ঘটিবে তাহার, আক্রমি হস্তীরে যথা ঘটিল শিবার।

* প্রথমখণ্ডের লক্ষণ-জাতক (১১) ও বিরোচন জাতক (১৪৩) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের বিলীনক-জাতক (১৬০), বীরক জাতক (২০৪) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বিরোচন জাতকে পার্ষ্ণিঘাতের কথা আছে।

মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ বলি পরিচিত, বৃষস্কন্ধ, মহাবলবীর্য্য-সমন্বিত —
না ভাবিয়া, পরিণাম, হয় যদি কেহ বিবাদেতে অগ্রসর ইঁহাদের সহ,
ধরাশায়ী হ'য়ে মৃত্যু ঘটিবে তাহার আক্রমি হস্তীরে যথা ঘটিল শিবার।

আপন ওজন বুঝি চলে যেই জন, না ভাবিয়া কোন কথা বলে না কখন,
সুমন্ত্রণা লয় সদা পণ্ডিত সকাশে, মিথ্যা কথা কভু যার মুখে নাহি আসে,
কর্ত্তব্য সাধনে সেই সফলতা পায়; অরিকুল তার ঠাঁই মানে পরাজয়।

বোধিসত্ত্ব এই গাথাত্রয়ে ইহলোকের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

৩৩৬—বৃহচ্ছত্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ধূর্ত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।*]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। একদা বারাণসীরাজ মহতী সেনা লইয়া কোশল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়ী হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কোশলরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন।

কোশলরাজের ছত্রনামক এক পুত্র ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে পলায়নপূর্ব্বক তক্ষশিলায় গিয়া বেদত্রয় ও অষ্টাদশ শিল্পে† ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে করিতে‡ এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামের নিকটে এক বনের মধ্যে পঞ্চ শত তাপস পর্ণশালায় বাস করিতেন। রাজকুমার তাঁহাদের নিকট গিয়া স্থির করিলেন, ইঁহাদের কাছেও কিছু শিখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক, ঐ সকল তাপসের যাহা জানা ছিল, তাহা আয়ত্ত করিলেন এবং কালক্রমে তাঁহাদেরই গুরুস্থানীয় হইলেন।

রাজকুমার একদিন তাপসদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ§, আপনারা মধ্যদেশে যান না কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "মধ্যদেশের লোক না কি সুপণ্ডিত, তাহারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অনুমোদন করায়¶, আশীর্ব্বচন বলায়, এবং যাহারা এইরূপ পরীক্ষায়

* পূর্ব্বে যে ইহার কোন প্রত্যুৎপন্নবস্তু বলা হইয়াছে, তাহা দেখা যায় না। ১ম খণ্ডের কুহক-জাতকে (৮৯) ধূর্ত্তের কথা আছে বটে; কিন্তু সেখানেও প্রত্যুৎপন্নবস্তু উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) বলা হইবে, এইরূপ লিখিত আছে।

† "অট্‌ঠরসান্ চ সিপ্‌পানি।" পূর্ব্বে কয়েকটী জাতকে ইহাকে 'অষ্টাদশ বিদ্যা' এইরূপ ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। বিদ্যা (science) এবং শিল্প (art) এক নহে। অষ্টাদশ শিল্প বলিলে কি কি বুঝিতে হইবে? সংস্কৃত সাহিত্যে চতুঃষষ্টি কলা বা শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—ধনুর্ব্বেদ, নৃত্য, গীত ইত্যাদি বোধ হয় ইহারই দুই চারিটী এক এক সঙ্গে মিশাইয়া পালিগ্রন্থকারেরা শিল্পসংখ্যা আঠারটী মাত্র ধরিয়াছেন।

‡ 'সব্বসময়-সিপ্পানি সিক্‌খন্তো'। সময়=দৃষ্টি (doctrine)।

§ 'মারিস' (সংস্কৃত মারিষ)—সম্মানার্থক সম্বোধন পদ ('মাদৃশ' শব্দ কি?)

¶ কেহ ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে বা চীবরাদি দান করিলে, সে যে উত্তম কাজ করিয়াছে, ভিক্ষুদিগকে ইহা বলিতে হয়। ইহার নাম অনুমোদন করা। ইহা পাশ্চাত্য সমাজের post-prandial speech-স্থানীয়, তবে ইহার সহিত মাদকদ্রব্য-সেবনের কোন সংস্পর্শ নাই।

অকৃতকার্য্য হয়, তাহাদিগকে ভৎসনা করে। আমরা সেই ভয়েই মধ্যদেশে যাই না।" "আপনারা সেজন্য ভীত হইবেন না; আমিই এ সকল কাজ করিব।" "তাহা করিলে আমরা যাইতে পারি।" ইহা বলিয়া সকলেই স্ব স্ব ভিক্ষাপাত্রাদি উপকরণ লইয়া যথাসময়ে মধ্যদেশে উপনীত হইলেন।

বারাণসীরাজ কোশলরাজ্য হস্তগত করিবার পর তাহার শাসনার্থ কর্ম্মচারী * নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং কোশলরাজের যে সঞ্চিত ধন ছিল, সমস্ত লইয়া নিজে বারাণসীতে ফিরিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ঐ ধন ধাতুনির্ম্মিত ভাণ্ডে পূরিয়া উদ্যানের ভিতরে মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন তাপসেরা যখন বারাণসীতে উপনীত হইলেন, রাজা তখন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন।

তাপসেরা রাজোদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাদের চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন †, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া নিজের বেদির উপর বসাইলেন; তাঁহাদের আহারার্থ যবাগূ ও খাদ্য দিলেন, এবং যতক্ষণ তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত না হইলেন, ততক্ষণ নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছত্র সুকৌশলে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া রাজার মন হরণ করিলেন এবং ভোজনান্তে অতি বিচিত্র ভাষায় অনুমোদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজা আরও সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার অনুরোধে তাপসেরা অঙ্গীকার করিলেন যে, অতঃপর তাঁহারা রাজোদ্যানেই বাস করিবেন।

ছত্র নিধি উদ্ধার করিবার মন্ত্র জানিতেন। উদ্যানে বাস করিবার অবসর পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা আমার যে পৈতৃক ধন আনিয়াছেন, তাহা কোথায় পুতিয়া রাখিয়াছেন?' অনন্তর মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সমস্ত ধন সেই উদ্যানেই নিহিত আছে। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'এই ধন লইয়া, ইহারই বলে আমাকে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে হইবে।' তিনি তাপসদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি কোশলরাজের পুত্র। বারাণসীপতি যখন আমাদের রাজ্য জয় করেন, তখন আমি অজ্ঞাতবেশে বাহির হইয়া এতকাল নিজের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছি। এখন আমি আমার পৈতৃকধন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ইহা দ্বারা আমার পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিব। আপনারা কি করিবেন, বলুন।" তাপসেরা উত্তর দিলেন, "আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।" "বেশ, তাহাই করিবেন" বলিয়া ছত্র বড় বড় চামড়ার থলি প্রস্তুত করাইলেন এবং রাত্রিকালে ভূমি খনন করিয়া ধনভাণ্ডগুলি তুলিলেন। তিনি থলিগুলি ধন দ্বারা এবং ভাণ্ডগুলি তৃণদ্বারা পূর্ণ করাইলেন, এবং ঐ পঞ্চশত তাপস ও অন্য বহুলোক দ্বারা সমস্ত ধন বহন করাইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া তিনি বারাণসীরাজের সমস্ত কর্ম্মচারীকে বন্দী করাইলেন এবং প্রাকার, অট্টালিকা প্রভৃতির এরূপ সুন্দর সংস্কার করিলেন যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারই ইহা যুদ্ধদ্বারা অধিকার করিবার সম্ভাবনা থাকিল না। এইরূপে নিরুদ্বেগ হইয়া ছত্রকুমার শ্রাবস্তীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে লোকে বারাণসীরাজকে সংবাদ দিল যে, তাপসেরা উদ্যানে হইতে ধন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তিনি উদ্যানে গিয়া ভাণ্ডগুলি খুলিয়া দেখিলেন, ভিতরে কেবল তৃণ রহিয়াছে। ধননাশে তাঁহার মহাশোক জন্মিল; তিনি নগরে গিয়া কেবল 'তৃণ', 'তৃণ' এই

* 'রাজযুত্তে ঠপেত্বা'—পাঠান্তর 'রাজপুত্তে'। পূর্ব্বকালে দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনার্থ রাজবংশজ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হইত।

† 'ইরিযাপথে পসীদিত্বা'। ইরিযাপথ=ঈর্য্যাপথ অর্থাৎ স্থান, শয়ন, গমন ও আসন। ভিক্ষুগণ এমন ভাবে দাঁড়াইবেন, শুইবেন, চলিবেন ও বসিবেন, যেন তাহাতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট না হয়।

বলিয়া প্রলাপ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই ইঁহার শোক অপনোদন করিতে পারিবে না। অতএব আমিই ইঁহাকে নিঃশোক করিব।' অনন্তর একদিন আলাপের সময়ে রাজা যখন প্রলাপ করিতে লাগিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :—

তৃণ তৃণ বলি করিছ প্রলাপ ;
কে তোমার তৃণ করেছে হরণ ?
তৃণ ছাড়া কথা নাই কেন মুখে ?
বল কোন্ তৃণে তব প্রয়োজন ?

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

এসেছিল হেথা ছত্র ব্রহ্মচারী,
বহুশাস্ত্রবিৎ অতি দীর্ঘকায় ;
ধন রত্ন মম সব করি চুরি
ভাণ্ডে পূরি তৃণ পলাইয়া যায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

অল্প-বিনিময়ে বহু পাইবার ইচ্ছা যদি থাকে, ইহাই তাহার
কর্তব্য, রাজন্ ; ছত্র সেকারণ পৈতৃক সম্পত্তি করেছে গ্রহণ
বিনিময়ে রাখি তৃণরাশি তার। দুঃখ এতে কেন হইবে তোমার ?

ইহা শুনিয়া রাজা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শীলবান্ লোকে করে কি কখন একরূপ অসাধু পথাবলম্বন ?
মূঢ়েই সতত এই পথে চলে ; চরিত্র যাহার পদে পদে টলে,
দুঃশীল সে জন নাহিক সংশয় ; কেবল পাণ্ডিত্যে কিবা ফল হয় ?

রাজা এইরূপে ছত্রের নিন্দা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের কথায় বীতশোক হইয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল সেই দীর্ঘকায় ছত্র এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৩৭—পীঠ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি জনপদ হইতে জেতবনে আসিয়াছিলেন এবং পাত্রচীবর যথাস্থানে রাখিয়া ও শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া শ্রামণেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শ্রাবস্তীনগরের কোন্ কোন্ ব্যক্তি আগন্তুক ভিক্ষুদিগের অভ্যর্থনা ও যত্ন করিয়া থাকেন ?" "মহাশয়, এখানে অনাথপিণ্ড-নামক মহাশ্রেষ্ঠী এবং বিশাখা-নাম্নী মহোপাসিকা আছেন। ইঁহারা ভিক্ষুসঙ্ঘের মহোপকারী—এমন কি মাতা-পিতৃস্থানীয়।" ভিক্ষু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ" এবং পরদিন ভোরেই অনাথপিণ্ডের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন অন্য কোন ভিক্ষুই সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অসময়ে উপস্থিত হইলেন বলিয়া তিনি গৃহস্থিত কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন না। কাজেই সেখানে কিছু না পাইয়া তিনি বিশাখার দ্বারে গেলেন। কিন্তু সেখানেও বড় বেশী আগে গেলেন বলিয়া কিছুই পাইলেন না। এইরূপে এখানে সেখানে পর পর গিয়া তিনি পুনর্ব্বার যখন ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, যবাগূ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন, ভক্তপ্রাপ্তির আশায় একবার এখানে, একবার সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন ; এবং শেষবার প্রত্যেক স্থানেই গিয়া দেখিলেন, ভক্ত-বিতরণও শেষ হইয়াছে। তখন তিনি বিহারে প্রতিগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি ত দেখিলাম, দুই বাড়ীর লোকেই শ্রদ্ধাহীন, অথচ এই ভিক্ষুরা বলেন যে, একরূপ শ্রদ্ধান্বিত গৃহস্থ আর নাই।" তিনি দুই বাড়ীর লোককেই নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক যে ভিক্ষু জনপদ হইতে আসিয়াছেন তিনি নাকি অসময়ে গৃহস্থদের বাটীতে গিয়াছিলেন বলিয়া ভিক্ষা পান নাই। সেইজন্য এখন তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তোমার ক্রোধের কারণ কি? যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও তাপসেরা গৃহস্থের দ্বারে গিয়া ভিক্ষা পান নাই, তথাপি তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। হিমবন্ত প্রদেশে দীর্ঘকাল বাস করিবার পরে তিনি একদা লবণ ও অম্ল সেবন করিবার জন্য বারাণসীতে গিয়া এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

তখন বারাণসীতে একজন শ্রদ্ধাবান্ ও ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। 'নগরে কোন্ গৃহস্থ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্', বোধিসত্ত্ব যখন ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন লোকে এই ব্যক্তিরই নাম করিল। কাজেই বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঐ সময়ে শ্রেষ্ঠী রাজদর্শনে গিয়াছিলেন; তাঁহার কোন লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলনা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল না; কাজেই বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠী রাজভবন হইতে ফিরিতেছিলেন; তিনি পথে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং আসনে বসাইলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালন, তৈলমর্দ্দন, যবাগূখাদ্যাদি-দানে বোধিসত্ত্বকে তৃপ্ত করিয়া ভোজনকালে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং ভোজন সমাপ্ত হইলে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, এতকাল কোন অর্থী, কোন ধার্ম্মিক শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহ হইতে সমুচিত সৎকারাভ্যর্থনা না পাইয়া প্রতিনিবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু আজ আমার লোকজন আপনাকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া, আপনি কি আসন, কি পানীয়, কি পাদোদক, কি যবাগূভক্ত—কিছুই না পাইয়া ফিরিতেছিলেন। ইহা আমাদেরই দোষ; দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

> বসিবার তরে দেয় নি আসন*,
> ভোজ্যপেয় কিছু দেয় নি তোমায়;
> হইয়াছে দোষ, ক্ষম তপোধন;
> এই ভিক্ষা আমি মাগি তব পায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন:—

> ক্রুদ্ধ আমি, শ্রেষ্ঠী, হইনা কখন, হয় নি আমার কোপের কারণ,
> অথবা অপ্রিয়, শুধু একবার মনেতে বিতর্ক হয়েছে আমার—
> প্রত্যাখ্যান করা অতিথি-জনের বুঝি কুলধর্ম্ম হবে ইহাদের।

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী দুইটী গাথা বলিলেন:—

> পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম এ কুলের অভ্যর্থনা করা অতিথি জনের।
> আসন পানীয়-খাদ্য-আদি দান করি রাখি মোরা অতিথির মান
>
> পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম এ কুলের অভ্যর্থনা করা অতিথি জনের।
> সেবে যথা লোকে জ্ঞাতিবন্ধুগণ, করি সেই ভাবে অতিথি অর্চ্চন।

---

* "ন তে পীঠং অদাসিংহ"—গাথার এই অংশ হইতেই এই জাতকের নাম 'পীঠজাতক' হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব সেখানে কিয়দ্দিন বাস করিয়া বারাণসীর শ্রেষ্ঠীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন এবং তৎপরে হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহে সিদ্ধিলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩৩৮—তুষ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে কুমার অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর জননী কোশলরাজের কন্যা। প্রবাদ আছে, অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার জননীর প্রবল সাধ জন্মিয়াছিল যে, মহারাজ বিম্বিসারের দক্ষিণ জানুর রক্ত পান করিবেন। * পরিচারিকাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে এই উৎকট বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন। যখন বিম্বিসার ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিষীর নাকি এইরূপ দোহদ জন্মিয়াছে; ইহার পরিণাম কি, বলুন।" দৈবজ্ঞেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, দেবীর গর্ভজাত সন্তান আপনার প্রাণবধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে।" রাজা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র যদি আমাকেই মারিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তাহাতে দুঃখ কি?' তিনি শস্ত্রদ্বারা দক্ষিণ জানু চিরিয়া সুবর্ণ-পাত্রে রক্ত ধারণ করিলেন এবং দেবীকে উহা পান করাইলেন।

কিন্তু রাজ্ঞী ভাবিলেন, 'যদি আমার গর্ভজাত পুত্র পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তবে সে পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই।' এই কারণে তিনি গর্ভপাত করিবার জন্য কুক্ষি মর্দ্দন করাইতে ও কুক্ষিতে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বেদ দেওয়াইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, লোকে বলিতেছে, আমার পুত্র নাকি আমার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্য লইবে। তাহাতে ক্ষতি কি? আমি ত অজর ও অমর হইয়া আসি নাই। আমাকে পুত্রমুখ দেখিতে দাও। এখন হইতে গর্ভপাতনের জন্য আর কখনও ওরূপ অবৈধ চেষ্টা করিও না।" কিন্তু রাজ্ঞী নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি তাহার পর উদ্যানে গিয়া কুক্ষি মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা ইহাও জানিতে পারিলেন এবং রাজ্ঞীর উদ্যানগমন বারণ করিলেন।

যথাকালে রাজ্ঞী পূর্ণগর্ভা হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। জন্মিবার পূর্ব্বেই কুমার পিতৃশত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এজন্য নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইল অজাতশত্রু।† তিনি কুমারোচিত আদর-যত্নের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুসহ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সুস্বাদ ভক্ষ্য ভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরিচারকেরা কুমারকে বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া রাজার কাছে দিল। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহবশতঃ রাজা পুত্রকে তুলিয়া কোলে বসাইলেন, পুত্রগত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পুত্রকেই আদর করিতে লাগিলেন—ধর্ম্মকথা আর তাঁহার কাণে গেল না। শাস্তা তাঁহার প্রমাদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন কালে রাজারা পুত্রদের আচরণসম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে রাখিয়াছিলেন এবং আদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের মৃত্যু হইলে ইহাদিগকে আনিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিও।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজকুমার এবং ব্রাহ্মণকুমারকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। বারাণসী-রাজের এক পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার নিকটে গিয়া বেদত্রয় এবং সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজকুমার সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য

* তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে জীবকের আখ্যায়িকাতেও এই অস্বাভাবিক সাধের উল্লেখ দেখা যায়।

† পালি সাহিত্যে আরও কোন কোন শব্দের এইরূপ বিচিত্র ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন, হিন্দুদিগের পুরন্দর (শত্রুদুর্গবিনাশক ইন্দ্র), বৌদ্ধদিগের পুরিন্দদ, কেননা তিনি পূর্ব্বজন্মে পুরীতে পুরীতে বহু দান করিয়াছিলেন।

অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি রাজকুমারের শরীর অবলোকন করিয়া বুঝিলেন, 'এই ব্যক্তির পুত্র ইহাকে বিপদে ফেলিবে।' অনন্তর, 'আমি অনুভাববলে ইহার বিঘ্ন নিরাকরণ করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি চারিটী গাথা রচনা করিয়া কুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন দেখিবে, তোমার পুত্রের বয়স্ ষোল বৎসর হইয়াছে, তখন অন্ন ভোজন করিবার কালে প্রথম গাথাটী পড়িবে; যখন মহাসভায় লোকে তোমায় দর্শন করিতে আসিবে, তখন দ্বিতীয় গাথাটী পড়িবে; প্রাসাদে অধিরোহণ করিবার সময়ে সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটী পড়িবে এবং নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলির উপরে দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটী পড়িবে। রাজপুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ হইলেন, শেষে রাজার মৃত্যু হইলে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন উদ্যানক্রীড়ার্থ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে কুমার তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'পিতার প্রাণবধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে।' তিনি নিজের ভৃত্যদিগের নিকটে এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিল, "এ অতি উত্তম সঙ্কল্প; বৃদ্ধাবস্থায় রাজশ্রী লাভ করিলে তাহা বিফল; যে কোন উপায়ে রাজাকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।" কুমার বলিলেন, "আমি পিতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

অনন্তর একদিন কুমার কিছু বিষ লইয়া পিতার সহিত সায়মাশে উপবেশন করিলেন। রাজা অন্নপাত্রে অন্ন পতিত হওয়া মাত্র প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

তুষের কেমন স্বাদ, কি আস্বাদ তণ্ডুলের,
ইন্দুরের জানা তাহা আছে বিলক্ষণ,
একটী একটী করি ছাড়াইয়া তুষ তাই
আঁধারেই করে তারা তণ্ডুল ভক্ষণ।

'ধরা পড়িয়াছি' এই ভয়ে কুমার অন্নপাত্রে বিষ মিশাইতে পারিলেন না। তিনি আসন হইতে উঠিলেন, পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "আজ ত আমার অভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। এখন কি উপায়ে রাজাকে মারিব, তাহা বল।" তাহারা সকলে তদবধি উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে, যাহাতে অন্য কেহ শুনিতে না পারে এই ভাবে, মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং বলিল, "এক উপায় আছে; যখন দরবার হইবে, তখন আপনি খড়্গ লইয়া অমাত্যদিগের মধ্যে থাকিবেন এবং রাজাকে যেমন অন্যমনস্ক দেখিবেন, অমনি খড়্গের আঘাতে তাঁহাকে বধ করিবেন।" কুমার বলিলেন, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।" তিনি দরবারের সময়ে খড়্গ লইয়া সভায় গেলেন এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাজাকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই রাজা দ্বিতীয় গাথাটী আবৃত্তি করিলেন:—

অরণ্যে সঙ্গীর সনে, গ্রামে বসি কাণে কাণে
করিয়াছ যে মন্ত্রণা, জানি সমুদায়;
এখনও যে কারণ হেথা তব আগমন,
অজ্ঞাত আমার কাছে কিছুমাত্র নয়।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমার বৈরভাব জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি পলায়ন করিয়া ভৃত্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহারা সাত আট দিন পরে বলিল, "কুমার, আপনি যে আপনার পিতার শত্রু, তাহা তিনি জানেন না। আপনি কেবল ইহা অনুমান করিয়াছেন।

যাহা হউক, আপনি ইঁহাকে না মারিলে চলিবে না।" ইহার পর একদিন কুমার খড়্গ লইয়া সোপানশীর্ষস্থ প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

জাতি-ধর্ম্ম-অনুসারে জন্মিল যে পুত্র, তার
আশঙ্কায় কপি তারে দন্তের দংশনে
নির্ম্মুষ্ক করিয়া দিল, শিশু বলি না ছাড়িল—
পুত্র-হেতু হেন ভয় উপজিল মনে।*

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমাকে বন্দী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি ভয়ে পলাইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "পিতা আমাকে দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছেন।" তাহারা অর্দ্ধমাস এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া বলিল, "কুমার, আপনার পিতা যদি এই ষড়যন্ত্র জানিতেন, তাহা হইলে এতদিন সহ্য করিয়া থাকিতেন না। এ আপনার অনুমানমাত্র। তাঁহাকে যে কোন উপায়ে মারুন।" অনন্তর কুমার একদিন খড়্গ লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক, 'আজ আসিলেই খড়্গাঘাতে নিহত করিব' এই উদ্দেশ্যে পল্যঙ্কের নিম্নে শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাজা সায়মাশ-গ্রহণানন্তর অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া শয়নের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটী বলিলেন :—

ভয়ে ভয়ে হেথা সেথা গমনাগমন তব,
কাণা ছাগ চরে যথা সর্ষপের ক্ষেতে;
জানি সব, জানি আর রয়েছে যে লুকাইয়া
দুষ্টাশয় পুষি মনে শয্যার নিম্নেতে।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা সবই জানিয়াছেন; এখন আমার প্রাণবধ করিবেন।' তিনি ভয় পাইয়া শয্যার নিম্নদেশ হইতে বাহির হইলেন, খড়্গখানি রাজার পাদমূলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "দেব, আমায় ক্ষমা করুন" এবং উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি ভাব, তুমি যাহা কর তাহা কেহই জানে না।" তিনি কুমারকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা বোধিসত্ত্বের গুণ বুঝিতে পারিলেন। ইহার পর কালক্রমে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক কুমারকে বন্ধনাগার হইতে বাহির করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, প্রাচীনকালের রাজারা শঙ্কিতব্যকে শঙ্কা করিয়া চলিতেন।" কিন্তু বিম্বিসারের ইহাতেও চৈতন্যোদয় হইল না।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত মূষিক-জাতক (৩৭৩) তুলনীয়। Gesta Romanorum-নামক পাশ্চাত্য কথাগ্রন্থেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে [১০৩ (৯৫)]। বানর নিজ পুত্রকে নির্ম্মুষ্ক করে, ইহা ত্রয়োধর্ম্ম জাতকেও (৫৮) দেখা যায়।

৩৩৯—বাবেরু-জাতক।†

[তীর্থিকদিগের উপহারাদিপ্রাপ্তি ও মানসম্ভ্রমলাভ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখন তীর্থিকেরা লোকের নিকট

---

* ত্রয়োধর্ম্ম-জাতক (৫৮) দ্রষ্টব্য।

† বাবেরু কোন্ স্থানের নাম তাহা স্থির করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে ইহা বাবিলন।

প্রচুর উপহার পাইতেন; কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে, সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের যেরূপ হয়, তাঁহাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল; তাঁহারা লোকের নিকট উপহার বা মানসম্ভ্রম কিছুই পাইতেন না। ভিক্ষুরা তাঁহাদের এই অবস্থান্তরসম্বন্ধে একদা ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও যতদিন গুণবানের আবির্ভাব ঘটে নাই, ততদিন নির্গুণেরাই উৎকৃষ্ট উপহারাদি পাইতেন; কিন্তু গুণবান্‌দিগের আবির্ভাবের পর তাঁহাদের উপহারপ্রাপ্তি কিংবা মানসম্ভ্রমভোগ, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ময়ূরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি পরমরূপবান্ হইয়াছিলেন এবং এক অরণ্যে বাস করিতেন। এই সময়ে কতিপয় বণিক্ নৌকায় একটা 'দিশা কাক' * লইয়া বাবেরু রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বাবেরু রাজ্যে নাকি কোন পক্ষী ছিল না। তত্রত্য অধিবাসীরা গমনাগমন করিবার কালে দেখিতে পাইল, বণিক্‌দিগের নৌকার মাস্তুলের উপর কাকটা বসিয়া আছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ, ইহার শরীরের বর্ণ কি মনোহর! ইহার গলপ্রান্তে মুখ ও তুণ্ডই বা কি সুন্দর! ইহার চক্ষু দুইটী যেন মণিগোলক!" তাহারা কাকের এইরূপ প্রশংসা করিয়া বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগকে এই পাখীটা দিন্; আমাদেরই ইহা আবশ্যক; আপনারা ত স্বদেশে অন্য পাখী পাইবেন।" বণিকেরা উত্তর দিল, "যদি প্রয়োজন হয়, মূল্য দিয়া ক্রয় করুন।" "এক কাহণ লইয়া দিন্"! "না, এক কাহণে দিব না।" অনন্তর বাবেরুবাসীরা ক্রমে দর বাড়াইয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা, একশ কাহণ লইয়া দিন।" বণিকেরা বলিল, "এ পাখীটা দিয়া আমাদেরও বহু উপকার হয়; কিন্তু তোমাদিগকেও চটাইতে পারি না।" তাহারা একশ কাহণ লইয়া কাকটাকে বিক্রয় করিল।

বাবেরুবাসীরা কাকটাকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিল, এবং তাহার আহারার্থ নানাপ্রকার মৎস্য, মাংস ও বন্যফল দিয়া যত্ন করিতে লাগিল। সেদেশে অন্য পাখী ছিল না বলিয়া দশবিধ অসদ্ধর্ম্মযুক্ত † কাকই পরম আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

ইহার পর উক্ত বণিকেরা আবার বাবেরুরাজ্যে যাইবার সময়ে একটা উৎকৃষ্ট ময়ূর সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা ময়ূরটাকে এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকা রব করিত, হাততালি দিলে নাচিত। যখন বাবেরুরাজ্যের বহুলোক ঐ নৌকা দেখিতে সমবেত হইল, তখন ঐ ময়ূরটা নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পক্ষবিধূননপূর্ব্বক মধুর রব করিতে ও নাচিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাবেরুবাসীরা অত্যন্ত প্রীত হইল এবং বণিক্‌দিগকে বলিল, "মহাশয়গণ, এই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত পক্ষিরাজটী আমাদিগকে দান করুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা প্রথমবারে একটা কাক আনিয়াছিলাম, তাহা তোমরা লইয়াছ। এবার এই উৎকৃষ্ট ময়ূরটা আনিয়াছি; এটাকেও চাহিতেছ। তোমাদের দেশে, দেখিতেছি, আর পাখী লইয়া আসিতে পারিব না।" "তাহা হউক, মহাশয়গণ; আপনারা দেশে গিয়া অন্য ময়ূর পাইবেন, এটা আমাদিগকে দিয়া যান।" অনন্তর মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে তাহারা এক হাজার কাহণ দিয়া

---

* 'দিসাকাক'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন বিদেশী কাক। কিন্তু বিদেশী কাক বলিলে কি বুঝাইবে? পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার জন্য পোষা কাক সঙ্গে লইয়া যাইত এবং দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিত। কাক সহজ বুদ্ধিবলে যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিত যে, সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাক দিশাকাক নামে অভিহিত হইত।

† কাকের দশ অসদ্ধর্ম্ম :—নির্লজ্জত্ব, অতিভয়শীলত্ব, আহারলোভত্ব, আহারগূহনত্ব, গূঢ়হারত্ব পুন রূপরিবেসনত্ব, অশুচিভক্ষণত্ব, অনিষ্টতলকথনত্ব, অনিষ্টরাবত্ব, চোরত্ব, বলিপুষ্টত্ব।

উহা ক্রয় করিল। তাহারা উহাকে সপ্তরত্নময় বিচিত্র পঞ্জরে রাখিল এবং উহার আহারার্থ মৎস্য, মাংস, বন্যফল, মধু, লাজ, শর্করামিশ্রিত জল ইত্যাদি দিয়া আদর যত্ন করিতে লাগিল। ফলতঃ ময়ূররাজই এখন সমধিক আদরের পাত্র হইল। ময়ূরের আগমনের পর কাকের আদর কমিল; সে পূর্ব্বের মত খাদ্য-পানীয়ও পাইত না। এমন কি, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করিত না। খাদ্য ও ভোজ্য না পাইয়া কাক শেষে কা কা রব করিতে করিতে মলপূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল।

শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীতবস্তুর মধ্যে এইরূপে সম্বন্ধ দেখাইয়া অভিসম্বুদ্ধ হইলেন এবং নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

যতদিন দেখে নাই চিত্রপুচ্ছ, শিখাবান্, মঞ্জুস্বর ময়ূর কেমন,
মৎস্যমাংস-উপচারে বাবেরুবাসীরা সবে করেছিল কাকের পূজন।
কিন্তু যবে মঞ্জুভাষী ময়ূর নৌকায় আসি বাবেরুতে হ'ল উপস্থিত,
কাকের আদর যত্ন— সুমধুর ভোজ্যপেয়— অমনি হইল অন্তর্হিত।

যতদিন ঘটে নাই অজ্ঞান-তিমিরনাশী ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের উদয়,
পাইত লোকের কাছে ভক্তি, পূজা, নানাবিধ শ্রমণ-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়।
কিন্তু যবে বুদ্ধ আসি চিত্তগ্রাহী ব্রহ্মভাষে করিলেন ধর্ম্মের দেশন,
হৃতমান, হৃতলাভ হইল তীর্থিক সব; আর কেহ করে না যতন।

[সমবধান—তখন নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

৩৪০—বিসহ্য-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) বলা হইয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে শাস্তা অনাথপিণ্ডদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবরাজ শক্র আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দান করিও না; কিন্তু প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা তাঁহার এ নিষেধ না মানিয়া দান করিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বিসহ্য। তিনি পঞ্চশীলবান্ ও দানব্রত ছিলেন; দান করিতে পারিলেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত। তিনি নগরের চতুর্দ্বার, নগরের মধ্যভাগ এবং নিজের বাসগৃহ, এই ছয় স্থানে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন ছয় লক্ষ লোক ভিক্ষার্থ সমাগত হইত। বোধিসত্ত্ব নিজে এবং এই সকল ভিক্ষু একইরূপ ভক্ত গ্রহণ করিতেন। ফলতঃ বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে দান করিতেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন ছিল না।

বোধিসত্ত্বের দানের প্রভাবে শক্রভবন কম্পিত হইল,—দেবরাজের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে আসনচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?' তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন, বিসহ্য-শ্রেষ্ঠী মুক্তহস্তে এরূপ দান বিতরণ করিতেছেন যে, জম্বুদ্বীপে আর হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন নাই। তিনি ভাবিলেন, 'বিসহ্য বুঝি এই দানের বলে আমাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং শক্র হইবে, এই ইচ্ছা করিয়াছে! অতএব ধননাশ করিয়া ইহাকে দরিদ্রদশায় ফেলিব, আর যাহাতে দান না করিতে পারে, তাহা করিব।' ইহা

* জাতকমালায় এই আখ্যায়িকার নাম অবিসহ্য শ্রেষ্ঠি জাতক।

স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের ধন, ধান্য, তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য, এমন কি দাস দাসী ও কর্ম্মচারিগণ—সমস্ত অপহরণ করিলেন। যাহারা এইরূপে দান হইতে বঞ্চিত হইল, তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জানাইল, "স্বামিন্, দানশালাগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে, আপনি যেখানে যাহা রাখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমাদের যাহার যাহা আবশ্যক, এখান হইতে লও; আমার দান কিছুতেই বন্ধ করিও না।" অনন্তর তিনি ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, দানপ্রবর্ত্তন করাও।" কিন্তু ঐ রমণী সমস্ত ঘর খুঁজিয়া মাষমাত্র দ্রব্যও দেখিতে পাইলেন না; তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; সমস্ত বাড়ীই খালি।" তাঁহারা সপ্তরত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাহাও শূন্য; তাঁহারা দুইজন ভিন্ন গৃহে অন্য কোন লোকও দেখা গেল না।

মহাসত্ত্ব তখন পুনর্ব্বার ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, দান ত বন্ধ করিতে পারিব না; সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, কিছু পাও কি না।" ঐ সময়ে এক ঘাসিয়াড়া নিজের কাস্তে, বাঁক ও ঘাস বান্ধিবার দড়ি বোধিসত্ত্বের দরজার কাছে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের পত্নী ইহা কুড়াইয়া লইলেন এবং স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, জীবনে কখনও ঘাস কাটি নাই; আজ ঘাস কাটিয়া আনিব এবং তাহা বেচিয়া অবস্থানুরূপ দান করিব।"

দানব্রত বন্ধ হইবে এই ভয়ে বোধিসত্ত্ব সেই কাস্তে, বাঁক ও দড়ি লইয়া নগরের বাহির হইলেন, এক ঘাসের জমিতে গেলেন, ঘাস কাটিয়া দুইটা আঁটি বান্ধিলেন, 'একটায় আমাদের আহার চলিবে, একটায় দান করিতে পারিব' এই স্থির করিয়া আঁটি দুইটা বাঁকে বান্ধিলেন এবং নগরদ্বারে গিয়া উহা বেচিয়া যে দুই মাষা পাইলেন, তাহার একটা যাচককে দিলেন। কিন্তু সেখানে বহুযাচক উপস্থিত ছিল; সকলেই বলিতে লাগিল, "আমায় দিন," "আমায় দিন।" কাজেই বোধিসত্ত্ব অপর ভাগও দান করিলেন এবং ভার্য্যার সহিত সেদিন অনাহারে কাটাইলেন। এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। কিন্তু সপ্তম দিবসে যখন তিনি তৃণাহরণ করিতেছিলেন, তখন ললাটে রৌদ্র লাগিবামাত্র তাঁহার চক্ষু পুড়িতে লাগিল; তিনি সংজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তৃণগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এরূপ হইবারই কথা, কেন না তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার-দেহ ছিলেন; তাহার উপর আবার সপ্তাহকাল আহার করেন নাই। শক্র তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন; তিনি তখনই গিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—

এতদিন, বিপ্র, দিয়াছ তুমি দান; তার ফলে ঘটিয়াছে বিত্ত-অবসান।
এখন সংযতভাবে দানেতে বিমুখ হ'য়ে ভোগ কর স্থায়ী সম্পদের সুখ।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "শক্র নিজেই নাকি দান করিয়া, শীলরক্ষা করিয়া, পোষধব্রত পালন করিয়া ও সপ্তব্রতপদের উদ্‌যাপন* করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছেন। যে দানব্রত আপনার ঐশ্বর্য্যের মূল, আপনি এখন তাহাই বারণ করিতেছেন। এরূপ আচরণ সাধুজনবিগর্হিত।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন:—

* "সত্তবত্তপদানি পূরেত্বা"—মাতাপেত্তিভরণং, কুলেজেট্ঠাপচায়নং, সণ্হসখিলসম্ভাসণং, পেসুনেয্যপ্পহায়নং, মচ্ছেরবিনয়ং, সচ্চং, অক্কোধনং।

শুনিয়াছি সাধুমুখে এই উপদেশ,
যদিও সাধুর ঘটে দুর্দ্দশা অশেষ,
তথাপি তাঁহারা নাহি হয়েন কখন
অকার্য্যসাধনে রত, সহস্রনয়ন।
শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে যদি আত্মভোগ তরে
না দিয়া অপরে কেহ ধন রক্ষা করে,
শত ধিক্ ধনে তার, ত্রিদশ-ঈশ্বর!
হেন ধনে প্রয়োজন নাহিক আমার।

যে পথে চলিয়া যায় একখানি রথ,
অন্য রথ চলে পুনঃ ধরি সেই পথ।
পূর্ব্বে যে পথের আমি লয়েছি শরণ।
এখনও করিব, শক্র, সে পথে গমন।

যতক্ষণ থাকে কিছু, দিব অকাতরে,
কিছুই না থাকে যদি দিব কি প্রকারে?
যদিও এখন আমি অতীব দুর্গত,
তবু না ভুলিব দানরূপ মহাব্রত।

বোধিসত্ত্বকে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উদ্দেশ্যে দান কর?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি শক্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব চাই না, সর্ব্বজ্ঞত্ব-লাভের জন্য দান করি।" শক্র তাঁহার বচনে প্রীত হইয়া স্বহস্তে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জন করিলেন; তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর তৎক্ষণাৎ অপার আনন্দে পূর্ণ হইল। শক্রের অনুভাববলে তাঁহার সর্ব্ববিধ বিভব ও উপকরণাদি ফিরিয়া আসিল। শক্র বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তুমি এখন হইতে প্রতিদিন দ্বাদশ লক্ষ ধন দান করিও।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের গৃহে অপরিমাণ ধন রাখিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠিবনিতা এবং আমি ছিলাম বিষহ-শ্রেষ্ঠী।]

৩৪১—কন্দরী-জাতক।

এই জাতকের আখ্যায়িকা কুণাল-জাতকে (৫২৩) সবিস্তর বলা যাইবে।

৩৪২—বানর-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে বেণুবনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।] *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। একদা তাঁহার হৃদয়মাংস খাইবার জন্য গঙ্গাবাসিনী এক শিশুমারীর বলবান্ দোহদ জন্মিল এবং সে শিশুমারকে এই অভিলাষ জানাইল। শিশুমার স্থির করিল, 'বোধিসত্ত্বকে জলে ডুবাইয়া মারিব এবং হৃদয়মাংস আনিয়া শিশুমারীকে দিব।' এই উদ্দেশ্যে সে মহাসত্ত্বকে বলিল, "এস না, ভাই, ঐ দ্বীপে বন্যফল খাইতে যাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি কেমনে যাইব?" "তোমাকে আমার পিঠে বসাইয়া লইতেছি।" বোধিসত্ত্ব শিশুমারের মনোভাব জানিতেন না; তিনি এক লাফে তাহার পিঠে বসিলেন। শিশুমার কিয়দ্দূর গিয়া ডুবিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন?" "তোমাকে মারিয়া আমার ভার্য্যাকে তোমার হৃদয়মাংস খাইতে দিব।" "মূর্খ, তুমি ভাবিয়াছ, আমার হৃদয়মাংস বুঝি আমার বুকের ভিতর আছে।" "তবে তুমি উহা কোথায় রাখিয়াছ?" "ঐ যে উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে, দেখিতে পাইতেছ না?"

* শিশুমার-জাতক (২০৮), বানরেন্দ্র-জাতক (৫৭) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

"দেখিতে ত পাইতেছি। উহা আমায় দিবে কি?" "দিব বৈ কি।" শিশুমার মূর্খতাবশতঃ বোধিসত্ত্বকে লইয়া নদীতীরে সেই উডুম্বর বৃক্ষের মূলে গেল। বোধিসত্ত্বও তাহার পিঠ হইতে লাফ দিয়া উডুম্বর গাছের উপর গিয়া বসিলেন এবং এই গাথাগুলি বলিলেন :—

পেরেছি ফিরিতে আমি জল হ'তে স্থলে, আবার কি পড়িব, হে, তোমার কবলে?
কাজ নাই আম, জাম, কাঁটালে আমার, সাগরের পারে আছে বাগান যাহার।
তার চেয়ে উডুম্বর ফল ভাল, ভাই, খেতে যাহা বিপদের শঙ্কা কোন নাই।

আকস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায় যে না পারে নির্দ্ধারিতে অবিলম্বে, হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে; পাইবে যাতনা মূঢ় অনুতাপানলে।

আকস্মিক বিপদ্ হইলে উপস্থিত, প্রত্যুৎপন্নমতি করে উপায় বিহিত।
শত্রুর কবলে তার না হয় পতন, অনুতাপ-ভোগ তার না হয় কখন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শিশুমার এবং আমি ছিলাম সেই বানর।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ) এই আখ্যায়িকাটী প্রায় এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে কেবল শিশুমারের পরিবর্ত্তে মকরের নাম আছে।

৩৪৩—কুন্তনি-জাতক *

[কোশলরাজের প্রাসাদে একটা ক্রৌঞ্চী থাকিত। জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহাকে অবলম্বন করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ক্রৌঞ্চী নাকি কোশলরাজ্যের দৌত্য করিত †। তাহার দুইটী শাবক ছিল। একদা রাজা ক্রৌঞ্চীকে একখানা পত্র দিয়া অন্য এক রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চী চলিয়া গেলে রাজভবনস্থ বালকেরা শাবক দুইটীকে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। সে ফিরিয়া শাবকদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার শাবক দুইটী মারিয়াছে?" লোকে বলিল, "অমুকে অমুকে মারিয়াছে।"

এই সময়ে রাজবাড়ীতে একটা পোষা বাঘ ছিল। তাহার প্রকৃতি অতি ভীষণ ও পরুষ ছিল; সে কেবল বন্ধনবলেই স্থির হইয়া থাকিত। একদিন ঐ বালকেরা সেই বাঘ দেখিতে গেল। ক্রৌঞ্চীও তাহাদের সঙ্গে বাঘের কাছে গেল, এবং 'ইহারা যেমন আমার শাবক দুইটী মারিয়াছে, আমিও ইহাদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেছি', এই উদ্দেশ্যে বালকদিগকে ধরিয়া ব্যাঘ্রের পাদমূলে ফেলিয়া দিল। বাঘ তৎক্ষণাৎ মুর্ মুর্ করিয়া তাহাদিগকে উদরস্থ করিল। 'এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল' ভাবিয়া ক্রৌঞ্চী তখনই উড়িয়া হিমবন্তে প্রস্থান করিল।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ, ভাই, রাজবাড়ীর একটা ক্রৌঞ্চী নাকি যে ছেলেরা তাহার শাবকগুলি মারিয়াছিল, তাহাদিগকে বাঘের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া নিহত করাইয়াছে এবং নিজে পলাইয়া গিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় অবগত হইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ক্রৌঞ্চী নিজের অপত্যঘাতকদিগের জীবনান্ত করাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে যথাধর্ম্ম ও নিরপেক্ষভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারও গৃহে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্তা একটা ক্রৌঞ্চী থাকিত এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তখনও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে কেবল এই :—ক্রৌঞ্চী ব্যাঘ্র দ্বারা বালকদিগের প্রাণবধ করাইয়া চিন্তা করিল, 'আমি আর এখানে বাস করিতে পারি না; আমাকে অন্যত্র যাইতে

* কুন্তনি = ক্রৌঞ্চী (শ্যেনজাতীয় একপ্রকার পক্ষী)।

† ইহাতে দেখা যায় পক্ষী দ্বারা পত্রপ্রেরণ পুরাকালে এদেশেও অপরিজ্ঞাত ছিল না। নলোপাখ্যানেও ইহার ধ্বনি আছে।

হইবে; কিন্তু যাইবার সময়েও রাজাকে না বলিয়া যাইব না, তাঁহাকে বলিয়া যাইব।' অনন্তর সে রাজার নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইল এবং বলিল, "প্রভু, আপনারই অনবধানবশতঃ বালকেরা আমার শাবক দুইটী মারিয়াছে, আমিও ক্রোধবশতঃ সেই বালকদিগের প্রাণবধ করাইয়াছি। অতএব আমার আর এখানে থাকিবার সাধ্য নাই।

থাকিয়া তোমার গৃহে পেয়েছি আদর কত নিত্য,
এখন তোমারি দোষে যাই আমি চলিয়া অন্যত্র।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন:—

পাপে পাপ-প্রতিশোধ করিয়াছ, তবে কেন আর
বৈরভাব উপশম হইবে না এখন তোমার?
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছ, এই ভাবি মনে,
ভুলিয়া অপত্যশোক থাক তুমি আমার ভবনে।

ক্রৌঞ্চী বলিল:—

ক্ষতি যার হয়, আর ক্ষতি তার করে যেই জন,
উভয়ের মধ্যে পুনঃ জনমে না প্রীতির বন্ধন।
তাই আর এই স্থানে থাকিতে না মন মোর লয়;
চলিলাম, নৃপবর, ছাড়ি তোমা, যেথা ইচ্ছা হয়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন:—

ক্ষতি যার হয়, আর ক্ষতি তার করে যেই জন,
এই উভয়ের মধ্যে, জন্মে পুনঃ প্রীতির বন্ধন,
যদি তারা উভয়েই হয় স্থির, ধীর, শুদ্ধমতি।
কেবল মূর্খের মধ্যে এ সদ্ভাব অসম্ভব অতি।
তাই বলি যেও না ক; থাক তুমি ভবনে আমার;
আমরা ত মূর্খ নই; হবে পুনঃ প্রীতির সঞ্চার।

ক্রৌঞ্চী বলিল, "সে যাহাই হউক, প্রভু, আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না।" ইহা বলিয়া সে রাজাকে প্রণাম করিল এবং হিমবন্তপ্রদেশে উড়িয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই ক্রৌঞ্চী সেই ক্রৌঞ্চী ছিল এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, ১৩৯ অধ্যায়) রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পক্ষী পূজনীর যে কথা আছে, তাহাও প্রায় এইরূপ। পূজনী নিজের পুত্রহন্তা রাজকুমারের চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়াছিল; রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, অপকারীর প্রত্যপকার করায় উভয়েরই তুল্যাপরাধ হইয়াছে, অতএব পূজনীর স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পূজনী সে কথা না শুনিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। 'কুন্তণি' শব্দটী 'পূজনী' শব্দেরই রূপান্তর কি?

তন্ত্রাখ্যায়িকায় দেখা যায়, একটা সাপে এক কাকের শাবক খাইয়াছিল বলিয়া কাক এক সোণার বালা চুরি করিয়া সাপের গর্ত্তে রাখিয়া দেয়, যাহার বালা চুরি যায়, সে খুঁজিতে খুঁজিতে সাপের বাসায় উহা পায় এবং সাপটাকে মারিয়া ফেলে।

৩৪৪—আম্রচোর-জাতক।

[এক স্থবির অতি সাবধানে আম্রফল রক্ষা করিতেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, এই ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক জেতবনের প্রত্যন্তে এক আম্রবণে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আম্রবৃক্ষ হইতে যে সকল ফল পড়িত, তিনি সেগুলি নিজে খাইতেন, নিজের আত্মীয়স্বজনকেও

দিতেন। একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে কয়েকজন আত্রগোর আম পাড়িয়া কতক খাইয়াছিল, কতক লইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে চারি জন শ্রেষ্ঠিকন্যা অচিরবতীতে স্নান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই আম্রবণে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ স্থবির ফিরিয়া আসিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পান এবং 'তোমরাই আমার আম খাইয়াছ' বলিয়া ধূম ধাম করেন। শ্রেষ্ঠিকন্যাগণ বলিল, "ভদন্ত, আমরা এই মাত্র আসিতেছি, আমরা আপনার আম খাই নাই।" "তবে শপথ করিয়া বল যে খাও নাই।" "শপথ করিতেছি, ভদন্ত"। এই বলিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাগণ শপথ করে। স্থবির এইরূপে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়া দেন।

তাঁহার এই কীর্ত্তির কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু নাকি, তিনি যে আম্রবণে বাস করেন সেখানে শ্রেষ্ঠিকন্যারা প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ব্যক্তি এখন যেমন, পূর্ব্বেও সেইরূপ আম্ররক্ষক ছিল এবং শ্রেষ্ঠিকন্যা-দিগকে শপথ পর্য্যন্ত করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন এক জটাধারী কূটতপস্বী বারাণসীর নিকটে নদীতীরস্থ এক আম্রবণে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক আম্র-রক্ষা করিত; যে সকল আম পড়িত, সেগুলি নিজে খাইত ও আত্মীয়স্বজনকে দিত এবং নানা-রূপ মিথ্যাচরণদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র একদিন ভাবিতে লাগিলেন, সম্প্রতি মনুষ্যলোকে কে মাতাপিতার সেবা করে, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পরিজনদিগের সম্মান করে, কে দানশীল, শীলরক্ষক ও পোষধ-ব্রতাচারী, কে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করে, আর কেই বা অনাচারে রত হইয়াছে?' তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা মনুষ্যলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উক্ত আম্ররক্ষক দুরাচার কূটজটাধারীকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই ভণ্ডজটাধারী কৃৎস্নপরিকর্ম্ম প্রভৃতি শ্রামণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আম্রবণ রক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতেছে, ইহাকে সমুচিত ভয় দেখাইতে হইবে।' অনন্তর ঐ তপস্বী ভিক্ষায় বাহির হইলে শক্র নিজের অনুভাববলে সমস্ত আম পাড়িয়া লুকাইয়া রাখিলেন—বোধ হইল যেন চোরে সব লইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে বারাণসী হইতে চারিজন শ্রেষ্ঠিকন্যা ঐ আম্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল। কূটতপস্বী আশ্রমে ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া "তোরাই আমার আম খাইয়াছিস্" বলিয়া আটক করিলেন। তাহারা বলিল, "ভদন্ত, আমরা এই মাত্র আসিয়াছি; আমরা আপনার আম খাই নাই।" "তবে শপথ করিয়া বল্।" "শপথ করিলে ত যাইতে পারিব?" "হাঁ, শপথ করিলে যাইতে পারিবি।" তখন "যে আজ্ঞা" বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠা, সে শপথ করিল :—

কলপ দিয়া সাজায় মাথা, পাকা চুলগুলি
শন্না দিয়া একে একে ফেলে টানি তুলি,—
এমন বুড়া সোয়ামী যেন ভাগ্যে তাহার হয়,
আম চুরি যে পোড়ামুখী কর্‌ল, মহাশয়।

তপস্বী তাহাকে পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাদ্বারা শপথ করাইলেন। সে বলিল :—

বয়স্ হবে বিশ, পচিশ বা উনত্রিশ বছর,
তবু ভাগ্যে জুটবে না ক মনের মতন বর;
বুড়া কালেও আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌বে না তাহার,
আমগুলি যে পোড়ামুখী খেয়েছে তোমার।

দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা শপথ করিয়া পৃথক্ স্থানে গেলে তৃতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিল :—

বাহির হবে বঁধুর তরে একলা অভিসারে,
যাবে দূরে, কথা আছে দেখ্‌তে পাবে তারে,
তবু বঁধু দেখা তারে দিবে না নিশ্চয়,
আম চুরি যে পোড়ামুখী কর্‌ল, মহাশয়।

তৃতীয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা শপথ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইলে চতুর্থী শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিল :—

সেজে গুজে মালা প'রে চন্দন দিয়ে গায়
একলা খাটে শুয়ে যেন রাত্তির সে কাটায়,
খেয়েছে যে পোড়ামুখী এই বাগানের আম ;
সত্যি সত্যি, তিন সত্যি দিব্বি গালিলাম।

"তোমরা অতি উৎকৃষ্ট শপথ করিয়াছ, সম্ভবতঃ অন্য লোকেই আম খাইয়াছে। অতএব তোমরা এখন যাইতে পার।" এই বলিয়া তপস্বী শ্রেষ্ঠিকন্যাদিগকে বিদায় দিল। তখন শক্র ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কূটতপস্বীকে এমন ভয় দেখাইলেন যে, সে পলাইবার পথ পাইল না।

[সমবধান—তখন এই আম্রবঙ্কক বৃক্ষ ছিল সেই কূটজটাধারী, এই শ্রেষ্ঠিকন্যা চারিটী ছিল সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা চারিটী, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৪৫—গজকুম্ভ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অলস ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের এক সম্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাস্থাপন করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বড় অলস ছিলেন। কি ধর্ম্মের আবৃত্তি, কি প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নদ্বারা জ্ঞানের উন্নতি, কি কার্য্যকারণনির্ণয়ে চিত্তের একাগ্রতাসাধন, কি আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতির † সেবাশুশ্রূষা, ‡—প্রকৃতিগত আলস্যবশতঃ ইহার কোন বিষয়েই তাঁহার যত্ন ছিল না। যেখানে দশজনে বসিয়া গল্পগুজব করিত, তিনি সেখানে বসিয়াই সময় কাটাইতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তাঁহার আলস্যের কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি

* 'গজকুম্ভ' এক প্রকার অতি মন্দগামী জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজী অনুবাদক 'কুম্ভ' শব্দটীকে 'কূর্ম্ম' মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ কূর্ম্ম শব্দ পালিতে 'কুম্ম' হয়। বিশেষতঃ (আখ্যায়িকায় যেরূপ দেখা যায়) কূর্ম্ম কখনও বাগানে বিচরণ করে না, তরু-কোটরেও বাস করে না। আমার মনে হয়, ইহা শম্বুকজাতীয় প্রাণী ; বর্ষাকালে একরূপ শম্বুক বাগানে বিচরণ করিয়া গলিত পত্রাদি খাইয়া থাকে। ইহার পৃষ্ঠের কুম্ভাকার এবং ইহার শুণ্ডদ্বয় দেখিয়া লোকে যে ইহাকে গজকুম্ভ বলিত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয়, কোন অভিধানে এই শব্দটী পাওয়া গেল না। সিংহলী জাতকেও 'গজকুম্ভ' শব্দটী অবিকল গৃহীত হইয়াছে। সিংহল দ্বীপে না কি এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটকে লোকে গজকুম্ভ বলে।

† আচার্য্য ও উপাধ্যায়—এই শব্দ দুইটীর সম্বন্ধে মনু বলেন :—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ,
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।
একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ,
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে। ২।১৪০, ১৪১।

[কল্প=যজ্ঞবিদ্যা ; রহস্য=উপনিষৎ।] ইহাতে বুঝা যায়, যিনি আধ্যাত্মিক গুরু, তিনি আচার্য্য ; যিনি সাধারণ শিক্ষাদাতা এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, তিনি উপাধ্যায়।

‡ ধর্ম্মের আবৃত্তি=উদ্দেস (উদ্দেশ)। প্রশ্নপ্রতিপ্রশ্ন=পরিপুচ্ছা (পরিপৃচ্ছা)। কার্য্যকারণনির্ণয়ে একাগ্রতা =যোনিসোমনসিকার (যোনি=প্রজ্ঞা, জ্ঞান)। উপাধ্যায়াদির শুশ্রূষা=বত্তপটিবত্ত।

করিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভিক্ষু নাকি এমন নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও আলস্যাভিভূত হইয়া সময়ক্ষেপ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি বড় অলস ছিল।" অনন্তর তিনি সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। বারাণসীরাজের প্রকৃতি অতি অলস ছিল। বোধিসত্ত্ব রাজার এই কুস্বভাব দূর করিবার উপায় দেখিতেন। একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা অতি অলস গজকুম্ভ দেখিতে পাইলেন। এই অলস প্রাণী নাকি সমস্ত দিন চলিয়াও এক কি দুই অঙ্গুলির বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাকে দেখিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এই প্রাণীর নাম কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, লোকে ইহাকে গজকুম্ভ বলে, ইহারা অতি অলস, সমস্ত দিন এইভাবে চলিয়াও এক কি দুই অঙ্গুলি মাত্র অগ্রসর হইতে পারে।" অনন্তর তিনি গজকুম্ভের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে গজকুম্ভ, তোমাদের ত এইরূপ মন্দগতি; যদি দাবাগ্নি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি কর, বল ত?

লোল জিহ্বা বিস্তারিয়া দাবাগ্নি যখন
ধায়, করি ভস্মীভূত পথে যাহা পায়,
মন্দগতি সরীসৃপ, শুধাই তোমায়,
কি উপায়ে রক্ষা কর তখন জীবন?"

ইহা শুনিয়া গজকুম্ভ বলিল :—

শত শত আছে হেথা তরুর কোটর, পৃথিবীতে রয়েছে বিবর বহুতর,
যদি না প্রবেশি মোরা কোনটীতে তার, তবেই মরণ ঘটে আমা সবাকার।

তখন বোধিসত্ত্ব আর দুইটী গাথা বলিলেন :—

মন্দগতি যেখানেতে মঙ্গল-নিদান, সেখানে যে ত্বরা করি হয় আগুয়ান,
কল্যাণ কারণ পুনঃ ক্ষিপ্রতা যেখানে, তন্দ্রাবেশে মন্দ মন্দ চলে সেই খানে;—
স্বার্থনাশ ঘটে তার নাহিক সংশয়, পদাঘাতে শুষ্কপর্ণ চূর্ণ যথা হয়।

বিলম্বে কর্ত্তব্য যাহা, বিলম্বে যে করে, আশুকরণীয়ে তথা তন্দ্রা পরিহরে,
শুক্লপক্ষে শশী যথা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সেরূপ সৌভাগ্য তার বাড়িবে নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্বের বাক্য শুনিয়া রাজা তদবধি আলস্য ত্যাগ করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অলস ভিক্ষু ছিল সেই গজকুম্ভ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

৩৪৬—কেশব-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রীতিভোজন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজন হইত। সেই শ্রেষ্ঠীর গৃহ সর্ব্বদা ভিক্ষুদিগের বিশ্রামভূমি (পানাহারের স্থান) ছিল, উহা ভিক্ষুদিগের কাষায়বসনের আভায় উদ্ভাসিত, এবং ভিক্ষুগাত্রস্পৃষ্ট পূত বাতে পবিত্র হইত। একদিন কোশলরাজ নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘ দেখিতে পাইয়া সঙ্কল্প করিলেন, 'আমিও এই আর্য্যসঙ্ঘকে নিয়ত ভিক্ষাদান করিব।' তিনি বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন,

"আমাকেও ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবিরত দান করিবার অনুমতি দিন।" তখন হইতে রাজভবনে প্রতিদিন ভিক্ষুদিগকে একবৎসরের পুরাতন গন্ধশালির অন্ন ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ঐ খাদ্য যে প্রীতির ও স্নেহের সহিত কেহ স্বহস্তে পরিবেষণ করিবে, এমন লোক ছিল না, রাজমন্ত্রীরা অন্ন পরিবেষণ করাইতেন, (কিন্তু স্বহস্তে দিতেন না), কাজেই ভিক্ষুরা সেখানে বসিয়া আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহারা নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত অন্ন লইয়া স্ব স্ব শিষ্যগৃহে যাইতেন, শিষ্যদিগকে ঐ অন্ন দান করিতেন এবং শিষ্যেরা সুস্বাদ বা বিস্বাদ যাহা দিত, তাহাই খাইতেন।

একদিন রাজার জন্য বহুবিধ ফল আনীত হইয়াছিল। রাজা বলিলেন, "এ সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দাও।" কিন্তু ভৃত্যেরা ভোজনগৃহে গিয়া ভিক্ষুদিগের জনপ্রাণী দেখিতে পাইল না। তাহারা রাজাকে এই কথা জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তাঁহাদের ভোজনকাল উপস্থিত হয় নাই কি?" "ভোজনকাল এই বটে, কিন্তু ভিক্ষুরা মহারাজের গৃহ হইতে অন্ন লইয়া স্ব স্ব প্রিয় শিষ্যদিগের বাটীতে যান, এখানে যে অন্ন পান সমস্ত তাহাদিগকে দান করেন, এবং তাহারা ভাল মন্দ যাহা দেয়, তাহাই আহার করিয়া থাকেন।" রাজা ভাবিলেন, 'আমরা ত সুস্বাদ অন্নই দিয়া থাকি, অথচ তাহা ভক্ষণ না করিয়া ভিক্ষুরা অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন, ইহার কারণ কি? শাস্তাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা বিহারে গেলেন এবং শাস্তাকে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, সেই খাদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা প্রীতিসহকারে প্রদত্ত হয়। স্নেহসহকারে, প্রীতি উৎপাদন করিয়া ভোজ্যবণ্টন করে, আপনার গৃহে এরূপ লোকের অভাব। কাজেই ভিক্ষুরা আপনার গৃহ হইতে অন্ন লইয়া স্ব স্ব প্রীতিভাজন শিষ্যদিগের গৃহে যায় এবং তত্তৎস্থানে অন্নগ্রহণ করে। মহারাজ, প্রীতির মত রস আর নাই। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে চতুর্মধুর দিলেও তাহা প্রীতিপ্রদত্ত শ্যামাক*ভক্তের ন্যায় রসনাতৃপ্তিকর নহে। পুরাকালে পণ্ডিতদিগের রোগ হইয়াছিল, পঞ্চকুলের রাজবৈদ্য † তাঁহাদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগের উপশম করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই পণ্ডিতেরা যখন আপনাদের প্রীতির পাত্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানকার লবণহীন নীবারশ্যামাকের যবাগূই অলবণ, জলমাত্রসিক্ত শাকের সহিত পান করিয়া তাঁহারা নীরোগ হইয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল কল্পকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং তাহার পর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া যান।

তৎকালে কেশবনামক এক তাপস পঞ্চশত তাপসের আচার্য্য ছিলেন এবং শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং সেই পঞ্চশত অন্তেবাসীর শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কেশব তপস্বীর হিতকামনা করিতেন এবং তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রীতির সঞ্চার হইল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশব সেই সকল তাপস সঙ্গে লইয়া লবণ ও অম্লসেবন করিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঋষিগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইলেন, নিজের গৃহেই ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া উদ্যানে বাস করাইলেন।

অতঃপর বর্ষাকাল অতীত হইলে কেশব রাজার নিকট বিদায় চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনি আমার আশ্রয়ে অবস্থিতি করুন; যুবক

* শ্যামাক—শ্যাম (শামা) নামক এক প্রকার ঘাসের বীজ। নীবার=বন্যব্রীহি, বনজধান্য।

† পঞ্চ ভেসজ্জকুলং। ইহাতে পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসাতন্ত্রাবলম্বী বৈদ্য-পরিবার বুঝিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

তপস্বীদিগকে হিমবন্তে পাঠাইয়া দিন।" "বেশ, তাহাই হউক" বলিয়া কেশব জ্যেষ্ঠ অন্তেবাসীর (বোধিসত্ত্বের) সহিত শিষ্যদিগকে হিমবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে একাকী বারাণসীতে রহিলেন। কল্প হিমবন্তে গিয়া তপস্বীদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশব কল্পের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইলেন; কল্পকে দেখিবার জন্য তাঁহার এত আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে, তিনি নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। অনিদ্রাবশতঃ তিনি ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক করিতে পারিলেন না, তন্নিবন্ধন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার উদরে ভয়ানক বেদনা জন্মিল। রাজা পঞ্চ বৈদ্যকুল লইয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না।

তখন কেশব রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার মরণ ইচ্ছা করেন, না আরোগ্য কামনা করেন?" রাজা বলিলেন, "সে কি ভদন্ত? আমি আপনার আরোগ্যই চাই।" "তাহা হইলে আমাকে হিমবন্তে পাঠাইয়া দিন।" "আচ্ছা, ভদন্ত, তাহাই করিতেছি।" রাজা নারদ-নামক অমাত্যকে বলিলেন, "ভদন্তকে লইয়া কতকগুলি বনেচর সমভিব্যাহারে হিমবন্তে যাও।" নারদ কেশবকে সেই ভাবেই হিমবন্তে লইয়া নিজে প্রতিগমন করিলেন।

কল্পকে দেখিবামাত্র কেশবের মানসিক রোগ প্রশমিত হইল; তাঁহার উৎকণ্ঠাও কমিয়া গেল। কল্প তাঁহাকে লবণহীন, অসিদ্ধ, জলমাত্রসিক্ত পত্রের সহিত শ্যামাক ও নীবারের যবাগূ খাইতে দিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পথ্য সেবন করিবামাত্রই তিনি রক্তামাশয় হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

অতঃপর কেশব কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত রাজা নারদকে পুনর্ব্বার হিমবন্তে প্রেরণ করিলেন। নারদ গিয়া দেখিলেন, কেশব আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, বারাণসীরাজ পঞ্চ বৈদ্যকুল লইয়াও আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই; কল্প আপনার কিরূপ চিকিৎসা করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিবার কালে নারদ নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

নরনাথ কাশীরাজ,—শকতি যাঁহার আছে সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিবার,
ছাড়ি তাঁরে ভগবান্ কেশবের প্রীতি কল্পের আশ্রমে কেন করিতে বসতি?

ইহা শুনিয়া কেশব বলিলেন :—

সব রমণীয় হেথা; দেখ, তরুগণ কেমন সুস্বাদ ফল করে বিতরণ।
ততোঽধিক সুমধুর কল্পের আলাপ সতত, নারদ, হরে আমার সন্তাপ।

"কল্প আমার তৃপ্তির জন্য অলবণ, অসিদ্ধ, জলমাত্রসিক্ত পর্ণ এবং শ্যামাক ও নীবারের যবাগূ পান করাইয়া থাকেন, তাহাতেই আমার শরীরের ব্যাধি উপশমিত হইয়াছে। আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি।" নারদ বলিলেন :—

রাজালয়ে তৃপ্ত যাঁর হইত রসনা
সমাংস শালির অন্ন করিয়া ভোজন,
এবে তিনি শ্যামাক নীবার অলবণ
খেয়ে কি আস্বাদ পান বুঝিতে পারি না।

কেশব বলিলেন :—

স্বাদু কিংবা স্বাদহীন, অল্প বা অধিক, প্রীতি যদি নাহি থাকে, সে খাদ্যেরে ধিক্।
প্রীতিই পরম রস, পরশে ইহার সব খাদ্যে পাই আমি আস্বাদ সুধার।

এই কথা শুনিয়া নারদ রাজার নিকট প্রতিগমন করিলেন এবং কেশব যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন নারদ; বকব্রহ্ম * ছিলেন কেশব এবং আমি ছিলাম কল্প।]

৩৪৭—অয়ঃকূট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে লোকোত্তর-চরিতসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমানবস্তু মহাকৃষ্ণ-জাতকে (৪৬৯) বলা হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন।

তখন লোকে মঙ্গলকামনায় দেবার্চ্চনা করিত এবং বহু ছাগ, মেষ প্রভৃতি বধ করিয়া দেবতাদিগকে পূজা দিত। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভেরীবাদনদ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কেহই প্রাণিহত্যা করিতে পারিবে না।

যক্ষেরা মাংসবলি হইতে বঞ্চিত হইয়া বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা হিমবন্ত প্রদেশে যক্ষসভা করিয়া এক অতি দুরাচার যক্ষকে বোধিসত্ত্বের প্রাণবধার্থ প্রেরণ করিল। এই দুরাত্মা গৃহচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ড এক জ্বলন্ত লৌহখণ্ড লইয়া তাহারই প্রহারে বোধিসত্ত্বকে নিহত করিবে, এই অভিপ্রায়ে রাত্রির মধ্যম যাম অতীত হইবামাত্র বোধিসত্ত্বের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্তভাব ধারণ করিল। ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তিনি সেই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং বজ্র হস্তে লইয়া যক্ষের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বোধিসত্ত্ব যক্ষকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এ এখানে দাঁড়াইয়া কেন? এ আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, না মারিতে আসিয়াছে?" তিনি যক্ষের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

গৃহের চূড়ার মত প্রকাণ্ড লৌহের খণ্ড ল'য়ে শূন্যে কেন দাঁড়াইয়া?
রক্ষিবে কি মোরে তুমি? অথবা ভেবেছ মনে দণ্ডাঘাতে বেলিবে মারিয়া?

বোধিসত্ত্ব যক্ষকেই দেখিতেছিলেন, তিনি শক্রকে দেখিতে পান নাই; যক্ষ কিন্তু শক্রের ভয়ে তাঁহাকে প্রহার করিতে পারিতেছিল না। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি তোমার রক্ষার জন্য এখানে আসি নাই, এই জ্বলন্ত অয়ঃকূটের আঘাতে তোমাকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। কিন্তু শক্রের ভয়ে প্রহার করিতে পারিতেছি না।" এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য সে দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

তোমার বধের তরে রাক্ষসের দূত হ'য়ে আগমন এখানে আমার;
কিন্তু শক্র দেবরাজ রক্ষিছেন নিজে আসি; তাই শির অক্ষত তোমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অপর দুইটী গাথা বলিলেন :—

দেবেন্দ্র, সুজার পতি, † দেবলোকে রাজ্য যাঁর, যদি রক্ষা করেন আমায়,
গর্জ্জুক পিশাচগণ, আসুক রাক্ষস যত, মন মোর ভয় নাহি পায়।

---

* বকব্রহ্ম—ব্রহ্মলোকবাসী অন্যতম দেবতা। ইনি অনিত্যত্ব স্বীকার করিতেন না, অতঃপর বুদ্ধ ইঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। [বকব্রহ্ম জাতকের (৪০৫) প্রত্যুৎপন্নবস্তু দ্রষ্টব্য।]

† বৌদ্ধমতে শক্রের স্ত্রীর নাম সুজা এবং সেইজন্য শক্রের নামান্তর সুজাম্পতি।

কুষ্মাণ্ড,* পাংশুপিশাচ,† যক্ষরক্ষো ভূতপ্রেত, পারে যত করুক গর্জন
উৎপাদিয়া মহাভীতি; তবু তারা সঙ্গে মোর যুঝিতে না সমর্থ কখন।

যক্ষকে বিদূরিত করিয়া শক্র মহাসত্ত্বকে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন ভয় নাই, এখন হইতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি নির্ভয়ে থাকুন।" অনন্তর তিনি শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

৩৪৮—অরণ্য-জাতক।

[কোন যুবক এক স্থূলা কুমারীর প্রলোভনে পড়িয়াছিল।‡ তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু খুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বলা হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া নিজে বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহিরে যাইতেন।

একদিন দস্যুরা কোন প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণপূর্ব্বক কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বন্দীদিগের মধ্যে এক কুমারী পলায়ন করিয়া বোধিসত্ত্বের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং তাহার হাবভাব দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্র প্রলুব্ধ হইল। সে যুবককে শীলভ্রষ্ট করিয়া বলিল, "চল আমরা এখান হইতে যাই।" যুবক বলিল, "বাবাকে আসিতে দাও; তাঁহাকে দেখিয়া যাইব।" "আচ্ছা, তাঁহাকে দেখিয়াই যাইবে।" ইহা বলিয়া কুমারী আশ্রমের বাহিরে গিয়া পথের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার পুত্র প্রথম গাথা বলিল:—

বন ত্যজি গ্রামে আমি চলি যদি যাই, বল, পিতঃ, দয়া করি, তোমায় শুধাই,
কি চরিত্র, কি আকার দেখিয়া লোকের মিশিব মিত্রের মত সঙ্গে তাহাদের?

বোধিসত্ত্ব পুত্রকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তিনটী গাথা বলিলেন:—

তাহার হইবে তুমি বিশ্বাসভাজন,
বিশ্বাসের পাত্র হ'তে যে চায় তোমার,
শুনিতে তোমার কথা যার আকিঞ্চন,
তব অপরাধে ক্রোধ না উপজে যার।

কায়মনোবাক্যে তব অনিষ্ট-কামনা ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) করে' না,
করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ, যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বন।

হরিদ্রাবর্ণের মত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমার
মিত্রতার উপযুক্ত; মর্কটের প্রায় তাহার চঞ্চল চিত্ত নানা দিকে ধায়,

* কুষ্মাণ্ড—দেবযোনিবিশেষ। "কুম্ভমাত্ররহস্যঙ্গা মহোদরা যক্ষা।"

† পাংশুপিশাচ—পুরীবাসী প্রেত, ইহাদের জঠর গুহার ন্যায় বৃহৎ, অথচ মুখ সূচীবৎ সঙ্কীর্ণ; কাজেই ইহাদের কখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

‡ 'স্থূলা' শব্দের ব্যাখ্যা খুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকের (৪৭৭) বর্তমান বস্তুতে দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলিয়াছেন, থুল্ল কুমারিকা বলিলে স্থূলাঙ্গী কুমারিকা বুঝায় না; যে কুমারী পঞ্চবিধ কামগুণে পূর্ণা, তাহাকে স্থূলা বলা যায়। এখানে স্থূল শব্দ ইংরাজী coarse শব্দের তুল্যার্থবাচক।

ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, এমন লোকের সংসর্গে বিপদ্, বৎস, ঘটে মানবের।
ত্যজিবে এরূপ বন্ধু অতি সাবধানে; যদিও থাকিতে হয় জনহীন স্থানে।

ইহা শুনিয়া তাপসকুমার বলিল, "পিতঃ, এই সকল গুণসম্পন্ন লোক আমি কোথায় পাইব? আমি কোথাও যাইব না; আপনার নিকটেই থাকিব।" অনন্তর সে প্রতিনিবৃত্ত হইল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব পুত্রকে কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন এবং উভয়েই অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্ম-লোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই যুবক এবং এই কুমারী ছিল সেই তাপসকুমার ও সেই কুমারী, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩৪৯—সন্ধিভেদ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার কালে পৈশুন্যশিক্ষাপদ সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা শাস্তা শুনিতে পাইলেন যে, ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা পরের নিন্দাবাদ সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। তিনি ষড়্‌বর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সকল ভিক্ষু দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও কলহ ভালবাসে, এবং যাহারা বাগ্‌বিতণ্ডাপরায়ণ, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ সংগ্রহ করিয়া থাক, সেজন্য যেখানে বিবাদ ছিল না, সেখানেও বিবাদ জন্মে এবং একবার জন্মিলে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, একথা সত্য কি?" ষড়্‌বর্গীয়েরা বলিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন শাস্তা তাহাদিগকে ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিশুন বাক্য তীক্ষ্ণ অসির প্রহারসদৃশ, দৃঢ় বিশ্বাসও ইহা দ্বারা নিমেষের মধ্যে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়; যে ইহাতে কাণ দেয়, সে নিজের বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সিংহ ও বৃষের দশা প্রাপ্ত হয়।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তক্ষশিলায় গিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজেই যথাধর্ম্ম রাজ্য করিতেন।

একদা এক গোপালক অরণ্যমধ্যস্থ গোশালায় গরুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ফিরিবার কালে অনবধানতাবশতঃ একটা গর্ভিণী গবীকে ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই গবীর সহিত একটা সিংহীর বন্ধুতা জন্মিল। তাহারা দৃঢ় সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে বিচরণ করিত। কিয়ৎকাল পরে গবী ও সিংহী উভয়েই এক একটা শাবক প্রসব করিল। এই শাবক দুইটীর মধ্যে কৌলিক মিত্রতাবশতঃ প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল; এবং তাহারা একত্র বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর এক বনেচর এই প্রাণিদ্বয়ের মিত্রতা লক্ষ্য করিল। সে বনজাত নানাবিধ দ্রব্য লইয়া বারাণসীতে গেল এবং রাজাকে সেই সমস্ত উপহার দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, বনে কিছু আশ্চর্য্য দেখিতে পাইলে কি?" বনেচর বলিল, "মহারাজ, আর কিছু দেখি নাই; কিন্তু এক সিংহ ও এক বৃষের মধ্যে অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাহারা এক সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে।" রাজা বলিলেন, "যদি তৃতীয় কোন প্রাণী ইহাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহা হইলে ভয়ের কারণ হইবে। যখন দেখিবে তৃতীয় কোন প্রাণী আসিয়া জুটিয়াছে, তখন আমার সংবাদ দিবে।" "যে আজ্ঞা মহারাজ।"

বনেচর বারাণসীতে গেলে এক শৃগাল সিংহ এবং বৃষের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বনেচর অরণ্যে ফিরিয়া ইহা দেখিতে পাইল এবং তৃতীয় এক প্রাণী যে আসিয়া জুটিয়াছে, রাজাকে এই কথা জানাইবার জন্য আবার নগরে গেল।

* পৈশুন্য—পরনিন্দা, পরের গ্লানি রটনা করিবার অভ্যাস।

এদিকে শৃগাল চিন্তা করিতে লাগিল, 'সিংহমাংস ও বৃষমাংস ভিন্ন অন্য এমন কোন মাংসই নাই, যাহা আমি না খাইয়াছি। এখন এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া ইহাদের মাংস খাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে উভয়ের কাণেই, 'ও তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছে' এইরূপ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইল এবং অচিরে উভয়ের মধ্যে কলহ জন্মাইয়া উভয়কে মরণদশায় আনয়ন করিল।

বনেচর গিয়া বারাণসীরাজকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় একটা জন্তু আসিয়া জুটিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কে সে?" "শৃগাল, মহারাজ।" "সে উভয়ের বন্ধুত্ব বিনাশ করিয়া উভয়কেই নিহত করাইবে। আমরা গিয়া দেখিব, সেই দুইটা জন্তুই মরিয়াছে।" ইহা বলিয়া রাজা রথারোহণে বনেচর-প্রদর্শিত পথে গিয়া দেখেন, তাহারা পরস্পর কলহ করিয়া মারা গিয়াছে এবং শৃগাল পরমপরিতোষসহকারে একবার সিংহের, একবার বৃষের মাংস খাইতেছে। দুইটা জন্তুই মরিয়াছে দেখিয়া রাজা রথে বসিয়াই সারথিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই গাথাগুলি বলিলেন:—

সিংহের যে খাদ্য তাহা বৃষে কভু ভক্ষণ না করে;
সিংহে সিংহী, বৃষে গবী লয় বাছি বিহারের তরে।
যে যে হেতু কলহের উদ্ভব হইয়া থাকে প্রায়,
কিছুই ত সাধারণ ইহাদের দেখা নাহি যায়।

তথাপি, সারথে, দেখ শৃগালের ধূর্ত্ততা কেমন,
একে অপরের কাছে নিন্দি করে বন্ধুত্ব ছেদন
তীক্ষ্ণ অসিধারে যথা; তাই বৃষ, আর পশুরাজ,
পশুকুলে যে অধম, তারি খাদ্য হইয়াছে আজ!

সন্ধিভেদী পিশুনের বচন যে করিবে বিশ্বাস,
মিত্রদ্রোহে সে মূর্খের ঘটিবে অচিরে সর্ব্বনাশ।
যে শয্যায় শুইয়াছে মহাবল এই পশুদ্বয়,
তাহাকেও সে শয্যায় শুইতে হইবে নিঃসংশয়।

কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান্, সন্ধিভেদী জনের বচন
অতি অশ্রদ্ধেয় ভাবি না করেন বিশ্বাস কখন।
এই হেতু তাঁহাদের হয় সুখে জীবনযাপন,—
অকৃত্রিম মিত্রলাভ, দেহ-অন্তে স্বরগে গমন।

রাজা এই গাথাগুলি বলিলেন, এবং সিংহের কেশর, চর্ম্ম, নখ ও দন্ত সংগ্রহ করাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্রভেদ'-নামক অংশে এবং হিতোপদেশের 'সুহৃদ্‌ভেদ'-নামক অংশে এই আখ্যায়িকাটাই বীজকথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; তবে তত্তৎ প্রকরণে সন্ধিভেদী ছিল দুইটা শৃগাল—করটক ও দমনক; এবং কলহে কেবল বৃষই নিহত হইয়াছিল।

বর্দ্ধারোহ-জাতকে (৩৬১) দেখা যায়, শৃগালের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছিল।

৩৫০—দেবতাপ্রশ্ন-জাতক।

এই দেবতাপ্রশ্ন উন্মার্গজাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

জাতক।

পঞ্চ নিপাত।

৩৫১—মণিকুণ্ডল জাতক।

[এক অমাত্য কোশলরাজের অন্তঃপুর দূষিত করিয়াছিল। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।*]

এই আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। দুষ্ট অমাত্য কোশলরাজকে আনিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করাইয়াছিল এবং বোধিসত্ত্বকে বন্ধনাগারে নিক্ষিপ্ত করাইয়াছিল। কাশীরাজ ধ্যান উৎপাদনপূর্ব্বক আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাতে চোররাজের দেহে দাহ জন্মিয়াছিল। চোররাজ তখন বারাণসীরাজের নিকট গিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন :—

দারা, পুত্র, অশ্ব, রথ, মণিকুণ্ডলাদি আভরণ—
ভোগের যা ছিল তব, হস্তগত আমার এখন।
এমন শোকের কালে কি হেতু না পাও কষ্ট মনে ?
বিস্তারিয়া বল শুনি, এত ধৈর্য্য লভিলে কেমনে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নের গাথাগুলি বলিলেন :—

কখন(ও) ভোগের বস্তু জীবদ্দশাতেই চলি যায়,
কখনও বা ছাড়ি ভোগ, মৃত্যুমুখে পশে জীব, হায়!
হেরি আমি, হে বিষয়ী, অনিত্যতা ভোগীর এমন,
ঐশ্বর্য্যাদিনাশ-শোকে অভিভূত হই না কখন।

শুক্ল পক্ষে শশধর উদিয়া আকাশে বৃদ্ধি পায়,
কিন্তু পুনঃ কৃষ্ণ পক্ষে ক্রমশঃ বিলীন হ'য়ে যায়।
যে সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে অগ্নি বর্ষি দহে চরাচর,
সায়াহ্নে নিস্তেজ সেই পশে অস্তাচলের ভিতর।
করি আমি, হে অরাতি, মনে মনে এই আন্দোলন
ঐশ্বর্য্যাদি-নাশ শোকে অভিভূত হই না কখন।

মহাসত্ত্ব চোররাজের নিকট এইরূপে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাঁহার আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন :—

অলস গৃহস্থ, কামী, প্রজ্ঞাহীন প্রব্রাজক, আর
যে রাজা উভয় পক্ষ না জানিয়া করেন বিচার,
পণ্ডিত অথচ যিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ
অসাধু বলিয়া সবে জানে এই পঞ্চবিধ জন।

---

* ২য় খণ্ডের সেয্যোজাতক (২৮২) এবং তৃতীয় খণ্ডের একরাজ-জাতক (৩০৩) দ্রষ্টব্য। ১ম খণ্ডের মহাশীলবজ্জাতকের (৫১) অতীত বস্তুও তুলনীয়।

উভয় পক্ষের কথা সাবধানে করিয়া শ্রবণ
ক্ষত্রিয় ভূপাল যিনি, করিবেন বিবাদভঞ্জন।
রাজা যদি সুবিচার করেন সতত স্থির মনে,
কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয় তাঁর; গুণগান করে সর্ব্বজনে।*

অনন্তর কোশলরাজ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোশলে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কোশলরাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

৩৫২—সুজাত-জাতক।

[কোন ভূস্বামীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি পিতার মৃত্যুর পর অবিরত পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেন; কিছুতেই শোক দমন করিতে পারেন নাই। শাস্তা দেখিতে পাইলেন, এই ব্যক্তির স্রোতাপত্তি-ফললাভের সময় আসিয়াছে। তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যাপূর্ব্বক একজন অনুচর শ্রমণ সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভূস্বামী তাঁহার উপবেশনের জন্য আসন স্থাপন করিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি কি শোক করিতেছ?" উপাসক উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, আমি শোকে কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ, পুরাকালে বিজ্ঞজনে পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া মৃত পিতার জন্য শোক পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ভূস্বামিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সুজাতকুমার। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহাতে তাঁহার পিতা এত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্মশান হইতে বৃদ্ধের অস্থি আহরণ করিয়া, উদ্যানে মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার মধ্যে নিহিত করিয়াছিলেন। তিনি যখনই সেখানে যাইতেন, তখনই পুষ্পদ্বারা সেই স্তূপের পূজা করিতেন। তিনি অবিরত পরিদেবন করিতেন এবং স্নান, অনুলেপন ও ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যেও মন দিতেন না।

বোধিসত্ত্ব পিতার এই দশা দেখিয়া ভাবিলেন, 'দাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা শোকে কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন, আমি ছাড়া আর কেহই ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। কোন একটা উপায় বাহির করিয়া ইঁহার শোকাপনোদন করিতে হইতেছে।'

অনন্তর একদিন নগরের বাহিরে একটা মরা গরু দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তৃণ ও জল লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ "খাও, খাও, পান কর, পান কর" বলিতে লাগিলেন। সেখান দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া বলিল, "সৌম্য সুজাত, তুমি কি পাগল হইয়াছ যে মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ?" বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এই সকল লোক তাঁহার পিতার নিকট গিয়া বলিল, "আপনার ছেলে পাগল হইয়াছে, সে একটা মরা গরুকে ঘাস ও জল খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভূস্বামীর পিতৃশোক দূরে গেল এবং পুত্রশোক উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া বলিলেন, "বাবা সুজাত, তুমি ত পণ্ডিত। তুমি কেন মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ?

* এই গাথা দুইটী রথলট্‌ঠিজাতকেও (৩৩২) দেখা যায়।

বুড়া গরু এটা গিয়াছে মরিয়া, তবু কেন তুমি ইহার লাগিয়া
কাটি কচি ঘাস, আনি ত্বরা করি করিছ প্রলাপ 'খাও খাও' বলি?

অন্ন আর জলে মরা গরুটার দেহে না হইবে প্রাণের সঞ্চার।
পাগলের মত বৃথা এ প্রলাপ কর কি কারণ? বল মোর বাপ।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন:—

আছে মাথা এর, আছে পা ক'খানি, কাণ দুইটার(ও) হয়নি ক হানি,
তাই মনে হয় গরুটা উঠিযা, হে অবোধ পিতঃ, বেড়াবে চরিয়া।

পিতামহ মোর গিয়াছেন চলি, শির, হস্ত, পাদ তাঁহার সকলি
হইয়াছে ভস্ম, তবু স্তূপপাশে রোদন আপনি করেন কি আশে?
কাণ্ড আপনার বুঝিতে না পারি; কে বড় পাগল, দেখুন বিচারি।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বের পিতা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্র পণ্ডিত; ইহলোকের ও পরলোকের কৃত্য সমস্তই ইহার জানা আছে। আমাকে প্রবোধ দিবার জন্যই বাছা এই কাজ করিয়াছে।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "বৎস সুজাত, তুমি প্রজ্ঞাবান্; সমস্ত সংস্কারই * যে অনিত্য, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমি এখন হইতে আর শোক করিব না। তোমার মত পুত্রই পিতার শোকাপনোদন করিতে পারে।

ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সলিলসেচনে
অচিরাৎ যথা হয় নির্ব্বাপিত,
হৃদয়ের ব্যথা উপদেশদানে
করিয়াছ সেই মত প্রশমিত।

শোকশল্য মোর হৃদয় মাঝারে
প্রবিষ্ট হইয়া দিতেছিল ক্লেশ;
উপদেশদানে উদ্ধারিলে তারে;
পিতৃশোক মোর হইল নিঃশেষ।

শুনিয়া তোমার বচন, সুজাত, শোকশল্য মোর হ'ল অপগত।
আবিলতা এবে গিয়াছে ঘুচিয়া, কান্দিব না আর পিতারে স্মরিয়া।

প্রজ্ঞা আর দয়া যাহার ভূষণ, সে করে অন্যের শোকাপনোদন,
করিলে যেমন, সুজাত, পিতার বুক হতে শোক-শল্যের উদ্ধার।"

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সুজাত।]

৩৫৩—ধোনসাখ-জাতক। †

[শাস্তা শিশুমারগিরির সন্নিহিত ভেষকলাবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে রাজকুমার বোধির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। বোধি উদয়নের পুত্র, তিনি এই সময়ে শিশুমারগিরিতে বাস করিতেন। তিনি শিল্পনিপুণ একজন বর্দ্ধকীকে ডাকাইয়া কোকনদ নামক একটা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার আজ্ঞা ছিল যে, ঐ প্রাসাদ যেন অন্যান্য রাজাদিগের প্রাসাদের মত না হয়। কিন্তু পাছে ঐ শিল্পী অন্য কোন রাজার জন্যও এতাদৃশ

---

* 'সংস্কার' শব্দের অর্থ ৯৬ পৃষ্ঠের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

† এই জাতকের 'ধোনসাখ' নাম কেন হইল, বুঝা যায় না। ৪র্থ গাথাতে 'ধোনসাখ' ন্যগ্রোধ শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং টীকাকার অর্থ করিয়াছেন 'পত্থটসাখ = প্রসৃতশাখ (with spreading branches); কিন্তু 'ধোন' শব্দের অর্থ যে কিরূপে 'প্রসৃত' হইল, তাহা কোথাও বলা হয় নাই।

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, এই ঈর্ষ্যায় তিনি হতভাগ্যের চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়াছিলেন। এই নৃশংস ব্যাপার ক্রমে ভিক্ষুদিগের জ্ঞান-গোচর হইল। তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ, ভাই, বোধিরাজ এরূপ সুনিপুণ শিল্পীর চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করিয়াছেন। অহো! তিনি কি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই রাজপুত্র অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার ছিল; কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই পাষণ্ড এক সহস্র ক্ষত্রিয়ের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক দেবতাদিগকে মাংস বলি দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। জম্বুদ্বীপের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বালকেরা তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসীরাজের পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও তাঁহার নিকট গিয়া বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই রাজপুত্র স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার ছিলেন। মহাসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা ও দুরাচারভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ বৎস, তুমি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার। পারুষ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী; সেই ঐশ্বর্য্যের অপগম হইলে লোকে সাগরবক্ষে ভগ্নপোতের ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। অতএব তুমি নিজের কুস্বভাব ত্যাগ কর।" অনন্তর নিম্নলিখিত দুইটী গাথা দ্বারা তিনি রাজকুমারকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

কুশল, সম্পদ্, স্বাস্থ্য, সকলি অনিত্য ভবে।
ঘটে যদি ভাগ্যের বিপ্লব,
বিশাল সাগরবক্ষে ভগ্নপোত নাবিকের
দশা যেন নাহি হয় তব।

কর্ম্ম-অনুরূপ ফল,— শুভে শুভ, পাপে পাপ,
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম;
যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন পায় ফল;—
প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। *

ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন; পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া উপরাজ্য লাভ করিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিঙ্গিক-নামক এক নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁহার পুরোহিত হইলেন। পিঙ্গিক ঐশ্বর্য্যলোভে একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি এই রাজা দ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপের অন্য সকল রাজাকে বন্দী করাইতে পারি, তাহা হইলে ইনি একরাজ হইবেন এবং আমিও একরাজের পৌরোহিত্য করিতে পারিব।' অনন্তর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া তিনি রাজাকে নিজের পরামর্শমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করাইলেন। রাজা মহতী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন এবং এক রাজার নগর আক্রমণপূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব আত্মসাৎ করিলেন এবং সহস্র ভূপালপরিবৃত হইয়া তক্ষশিলা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই নগরের প্রাকারাদির এরূপ সংস্কার করাইয়াছিলেন যে, ইহা শত্রুপক্ষের দুর্জ্জেয় হইয়াছিল।

বারাণসীরাজ গঙ্গাতীরে † এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ও

---

* দ্বিতীয় গাথাটী চুল্লনন্দিক-জাতকেও (২২২) দেখা যায়।

† তক্ষশিলায় গঙ্গা কোথায়? বোধ হয় এখানে গঙ্গা শব্দে শুধু 'নদী' বুঝাইতেছে। 'গঙ্গা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নদী' বসাইলেও অসঙ্গতি থাকে না।

উপরে চন্দ্রাতপ বিন্যাস করিয়া তাহার মধ্যে নিজের শয্যা রচনা করাইলেন এবং সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তিনি জম্বুদ্বীপের সহস্র রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও তিনি তক্ষশিলা অধিকার করিতে পারিলেন না। এইজন্য একদিন তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমি এতগুলি রাজা সঙ্গে আনিয়াও তক্ষশিলা অধিকার করিতে অসমর্থ হইলাম; এখন কি করা যায়, বলুন।" পুরোহিত পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই সহস্র রাজার চক্ষু উৎপাটন করুন, ইহাদের কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক পঞ্চবিধ মধুর মাংস * লউন; তাহা দ্বারা এই বটবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করুন, অন্ত্রগুলি দ্বারা মালার আকারে বৃক্ষটীকে বেষ্টন করুন, রক্তদ্বারা ইহার কাণ্ডে পঞ্চাঙ্গুলিক দিন; তাহা হইলে অচিরেই আমাদের জয় হইবে।" "এ অতি উত্তম প্রস্তাব," ইহা বলিয়া রাজা যবনিকার অন্তরালে মহাবল মল্লদিগকে রাখিয়া দিলেন, রাজাদিগকে একে একে ডাকাইয়া নিষ্পীড়ন দ্বারা নিঃসংজ্ঞ করাইলেন, তাঁহাদের চক্ষুগুলি উৎপাটন করাইলেন, তাঁহাদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক মাংস তুলিয়া লইলেন, দেহগুলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন, উক্তরূপে বৃক্ষদেবতার পূজা করিলেন, বলিদানোপযোগী ভেরী বাজাইলেন এবং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে নগরের অট্টালক হইতে একটা যক্ষ আসিয়া তাঁহার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার মহা যন্ত্রণা হইল; তিনি বেদনায় উন্মত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষের মূলে ফিরিয়া আসিলেন এবং রচিত শয্যায় উত্তানভাবে শুইয়া পড়িলেন। তখন একটা গৃধ্র একখানি তীক্ষ্ণাগ্র অস্থি গ্রহণ করিয়া ঐ বৃক্ষের উপর বসিয়া মাংস খাইতেছিল। মাংস খাইয়া সে অস্থিখানি ফেলিয়া দিল; লৌহশূলের ন্যায় তীক্ষ্ণ অস্থির অগ্রভাগ রাজার বামচক্ষুর উপর পতিত হইল; তাহাতে সেই চক্ষুও বিদ্ধ হইল। এতকাল পরে এখন বোধিসত্ত্বের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "প্রাণিগণ বীজানুরূপ ফলের ন্যায় কর্ম্মানুরূপ পরিণতি লাভ করে, আচার্য্য যেন বর্ত্তমান ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য্য যে উপদেশ
দিলা মম মঙ্গলকারণ :—
'যাতে অনুতাপ হয়, এমন পাপের কাজ
করিও না কভু বাছাধন।' †

এই সেই বটবৃক্ষ, সুবিস্তৃত শাখা যার
করিলাম চন্দনে চর্চ্চিত,
পিঙ্গিকের কথা শুনি সহস্র ক্ষত্রিয়ে আনি
যার তলে করিনু নিহত।

যে দুঃখ পাইল তারা, নিজে ভোগ করিতেছি
সেই স্থানে বসিয়া এখন,
হাতে হাতে ফলিয়াছে আমার পাপের ফল
অনুতাপে দগ্ধ এবে মন।"

* জীবদেহের পাঁচটী অঙ্গের মাংস মধুর বলিয়া গণ্য। কিন্তু সেই পাঁচটী অঙ্গ কি কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

† এই গাথাটী চুল্লনন্দিক-জাতকেও (২২২) দেখা যায়।

এইরূপে পরিদেবনপূর্ব্বক তিনি অগ্রমহিষীকে স্মরণ করিয়া বলিলেন ;—

প্রেয়সী উর্ব্বরী, শ্যামা * ললিতবিলাসবতী,
দেহ-যষ্টি চন্দনে চর্চ্চিত
হেরি তব, পরাজয় মানে সৌভাঞ্জন-শাখা
মলয় মারুতে আন্দোলিত।

কোথা র'লে এ সময় ? মরিতে বসেছি আমি ;—
ততোঽধিক যাতনা আমার,
জীবনের অবসানে তব চন্দ্রমুখখানি
দেখিতে না পাইলাম আর।

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রাজা দেহত্যাগ করিলেন এবং নরকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। ঐশ্বর্য্যলুব্ধ পুরোহিত তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না ; পুরোহিতের নিজের ভাগ্যেও ঐশ্বর্য্যলাভ হইল না। রাজার মৃত্যু হইলেই তাঁহার সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন বোধি রাজকুমার ছিলেন সেই চোররাজ ; দেবদত্ত ছিল পিঙ্গিক ; এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

৩৫৪—উরগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে এক পুত্রশোকাতুর ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভার্য্যা ও পিতার মরণে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছিল,† তাহার বৃত্তান্ত, এবং এই জাতকের বর্ত্তমান বস্তু একরূপ। এই প্রসঙ্গেও শুনা যায়, শাস্তা পূর্ব্ববৎ উক্ত ভূস্বামীর গৃহে গিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি শোকার্ত্ত হইয়াছ ?" ভূস্বামী উত্তর দিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আমার পুত্রের মৃত্যু হওয়া অবধি আমি শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ ভদ্র। যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গে, যাহা নশ্বর তাহাই বিনষ্ট হয়। একরূপ বিপ্রযোগ যে কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা স্থানবিশেষের ভাগ্যে ঘটে, তাহা নহে ; নিখিল বিশ্বে, ‡ ত্রিলোকে § এমন কেহ নাই, যে মরণশীল নহে। একরূপ কোন সংস্কারই ¶ দেখা যায় না, যাহা চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে। সত্ত্বমাত্রেই মরণধর্ম্মশীল, সংস্কারমাত্রেই ভঙ্গুর। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুত্রের মৃত্যু হইলে, যাহা নশ্বর তাহার নাশ হইল ভাবিয়া শোক করেন নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা উক্ত ভূস্বামীর অনুরোধে সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন :—]

---

* 'শ্যামা' শব্দটী বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত :—শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে ॥

† অম্বক-জাতকে (২০৭) মৃত পত্নীর এবং সুজাত-জাতকে (৩৫২) মৃত পিতার জন্য শোকের কথা আছে। মৃতরোদন-জাতকে (৩১৭) মৃতভ্রাতার জন্য শোকের উল্লেখ দেখা যায়।

‡ 'অপরিমাণেসু চক্কবালেসু'—অসংখ্য চক্রবালে। বৌদ্ধ সাহিত্যে চক্রবালগুলি সমতল বলিয়া বর্ণিত ; ইহার মধ্যভাগে মেরু। প্রত্যেক চক্রবালের জন্য স্বতন্ত্র সূর্য্য ও চন্দ্র নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশ্বে এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল বিদ্যমান রহিয়াছে।

§ 'তিসু ভবেসু' অর্থাৎ কামভব, রূপভব ও অরূপভব। কামভব বলিলে কামলোকে সত্তা বুঝায়। কামলোক ১১ ভাগে বিভক্ত—৬টী দেবলোক, মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্যোনি, ও নিরয়। শেষের চারিটী 'অপায়' নামে পরিচিত। ইহার পর রূপব্রহ্মলোক ; ইহা ১৬টী অংশে বিভক্ত। সর্ব্বোপরি চারিটী অরূপব্রহ্মলোক।

¶ সংস্কার—যাহা কিছু জাত, যাহা কিছু কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই সংস্কার নামে বিদিত এবং সমস্তই অনিত্য। কেবল আকাশ ও নির্ব্বাণ এই দুইটী নিত্য। 'সব্বে সংখারা অনিচ্চা'='সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্'।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর দ্বারসন্নিহিত এক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা, এই দুইটী সন্তান ছিল। পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি নিজেই অনুরূপ কুল হইতে একটী কুমারী আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বাড়ীতে একজন দাসীও ছিল। ইহাকে লইয়া তাঁহারা ছয় জন এক বাটীতে থাকিতেন—বোধিসত্ত্ব নিজে, তাঁহার ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও দাসী। এই ছয়টী প্রাণী অতি সম্প্রীতভাবে পরমসুখে একত্র বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব অপর পাঁচজনকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ দিতেন :—"তোমরা যেরূপ পাইবে, সেই মত দান করিবে, শীল রক্ষা করিয়া চলিবে, পোষধব্রত পালন করিবে, যে কোন সময়েই যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা মনে রাখিবে। তোমরা যে মরণশীল, ইহা ভাবিবে ; প্রাণিমাত্রেরই মরণ ধ্রুব এবং জীবিত অধ্রুব, ইহা চিন্তা করিবে। সমস্ত সংস্কারই অনিত্য ও ক্ষয়শীল ইহা জানিয়া দিবারাত্র অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত এবং অপ্রমত্তভাবে 'মরণস্মৃতি' রক্ষা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব পুত্রের সহিত ক্ষেত্রে গিয়া কর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি চাষ করিতে লাগিলেন, তাহার পুত্র ক্ষেত্রের খড়কুটা একত্র করিয়া তাহাতে আগুন দিল। এই স্থানের অবিদূরে একটা বল্মীকের ভিতর একটা বিষধর সর্প থাকিত। ধূম লাগিয়া তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া বিবর হইতে বাহির হইল এবং 'এই লোকটাই আমাকে কষ্ট দিয়াছে' ভাবিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্রের দেহে চারিটা দন্ত প্রবেশ করাইয়া দংশন করিল। ইহাতে সে তখনই প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

পুত্র মরিয়া ভূতলে পড়িয়াছে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব গরুগুলি ফেলিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং যখন দেখিলেন তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া একটা বৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন এবং সেখানে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিলেন। তিনি একবারও রোদন বা পরিদেবন করিলেন না ; 'ভঙ্গুর পদার্থই ভাঙ্গে ; যে মরণধর্ম্মশীল সে মরিয়াছে ; সংস্কারমাত্রেই অনিত্য, সংস্কার মাত্রেরই ধ্বংস হয়' এইরূপ অনিত্যভাব মনে আনিয়া পূর্ব্ববৎ ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্বের এক প্রতিবেশী তাঁহার ক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বাড়ী যাইতেছ কি ?" সে উত্তর দিল "হাঁ, মহাশয়।" "তাহা হইলে আমাদের বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিবে, আজ পূর্ব্বের ন্যায় দুই জনের আহার আনিতে হইবে না ; এক জনের আনিলেই চলিবে ; এতদিন দাসী একাই আমাদের আহার লইয়া আসিত ; আজ যেন তাঁহারা চারি জনেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং গন্ধপুষ্পাদি হস্তে লইয়া এখানে আসেন।" ঐ ব্যক্তি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং ব্রাহ্মণীকে ঐ সকল কথা জানাইল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন ?" সে উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র মারা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেহের কম্পনমাত্রও হইল না। ঈদৃশ প্রশান্তচিত্তা ব্রাহ্মণী শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং আহার হাতে লইয়া অপর তিনজনের সহিত ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইঁহাদের কেহই রোদন বা পরিদেবন করিলেন না। মৃতপুত্র যেখানে ছিল, সেই ছায়াতেই বসিয়া বোধিসত্ত্ব আহার করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের আহার শেষ হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিলেন, শবটী চিতায় তুলিলেন, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রেতপূজা করিলেন এবং তৎপরে মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল না। সকলের মনে তখন মরণস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের শীলের তেজে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে এইস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে চায়?' অনন্তর কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, ঐ পাঁচটী প্রাণীর শীলতেজেই তাঁহার আসন উত্তপ্ত হইয়াছে। তিনি ইহাতে প্রসন্ন হইয়া স্থির করিলেন, 'আমি ইহাদের নিকটে গিয়া সিংহনাদে ইহাদের সহিত আলাপ করিব এবং তাহার পর ইহাদের গৃহ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়া আসিব।"

এই সঙ্কল্প করিয়া শক্র অতিবেগে চিতার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা একটা মানুষ পোড়াইতেছি।" "আমার মনে হইতেছে, তোমরা মানুষ পোড়াইতেছ না, একটা মৃগ মারিয়া পাক করিতেছ।" "না প্রভু, তাহা নয়; আমরা মানুষই পোড়াইতেছি।" "তবে হয়ত এ লোকটা তোমাদের শত্রু ছিল।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ আমার ঔরস পুত্র ছিল, প্রভু; শত্রু নয়।" "পুত্রকে বোধ হয় তুমি ভাল বাসিতে না।" "প্রভু, এ আমার অতি প্রিয় পুত্র ছিল।" "তবে কান্দিতেছ না কেন?" বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়দ্বারা না কান্দিবার কারণ বলিলেন:—

ব্যাধি বা বার্দ্ধক্যে হলে জীর্ণ কলেবর
বিষয়-ভোগের শক্তি না থাকে তখন;
তাই জীব ত্যজি দেহ যায় লোকান্তর,
ত্যজে জীর্ণ ত্বক্ যথা ভুজঙ্গমগণ। *

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায় হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্র ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ লোকটা আপনার কে হইত?" ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন, "বাছাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, স্তন্যপান করাইয়াছিলাম, হাত পা চালাইতে শিখাইয়াছিলাম। নিজের গর্ভজাত পুত্রকে এইরূপে মানুষ করিয়াছিলাম।" "ছেলের বাপে পুরুষধর্ম্মবশতঃ না কান্দিতে পারেন; মায়ের মন ত অতি কোমল; আপনি কান্দিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন:—

এসেছিল কোথা হতে, ডাকে নাই কেহ; না বলিয়া গেছে চলি ছাড়ি এই দেহ;
আগমন যে প্রকার, গমন(ও) তেমন; কি হেতু করিব শোক তাহার কারণ?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতি বন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।

* তুং গীতা ২।২২— বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া শক্র বোধিসত্ত্বের কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, এই লোকটী তোমার কে হইত?" কুমারী উত্তর দিলেন, "প্রভু, ইনি আমার ভাই ছিলেন।" "মা, ভগিনী ত ভাইকে বড় ভাল বাসে, তথাপি তুমি কান্দিতেছ না, ইহার কারণ কি?" তখন সেই কুমারী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন:—

ত্যজি অন্নজল, কান্দি, কৃশ করি কায় কি ফল লভিব আমি, শুধাই তোমায়।
শোকে অভিভূত মোরে করিয়া দর্শন আরও কষ্ট পাইবেন জ্ঞাতিবন্ধু-জন।

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ভগিনীর কথা শুনিয়া শক্র ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ লোকটী তোমার কে হইত!" তিনি উত্তর দিলেন "প্রভু, ইনি আমার পতি ছিলেন।" "পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী বিধবা ও অনাথা হয়; তুমি তবে কান্দিতেছ না কেন?" তখন ঐ রমণী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন:—

আকাশে যাইতে দেখি পূর্ণ শশধরে বৃথা যথা কান্দে শিশু পাইবার তরে,
তেমনি নিষ্ফল শোক প্রেতের কারণ; মৃতদেহে সঞ্চরে কি আবার জীবন?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ভার্য্যার কথা শুনিয়া শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, এ লোকটী তোমার কে ছিল?" দাসী উত্তর দিল, "ইনি আমার প্রভু ছিলেন।" "এ তোমাকে নিশ্চয় পীড়ন ও প্রহার করিত এবং দুর্ব্বাক্য বলিত, কাজেই, আপদ্ গেল ভাবিয়া তুমি কান্দিতেছ না।" "প্রভু, এমন কথা বলিবেন না; ইঁহার প্রকৃতি ওরূপ ছিল না। ইনি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন; ইহার প্রীতির ও দয়ার কথা কি বলিব? লোকের কোলে পিঠে গড়া ছেলেও যা, ইনিও আমার তাই ছিলেন।" "তবে কান্দিতেছ না কেন?" দাসী না কান্দিবার কারণ বলিতেছে:—

জলের কলস যদি ভাঙ্গে একবার, যুড়িতে তাহার চেষ্টা বৃথা যে প্রকার,
তেমতি নিষ্ফল শোক প্রেতের কারণ, মৃতদেহে সঞ্চরে কি আবার জীবন?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?

জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়,
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

সকলের মুখেই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া শক্র প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা অপ্রমত্তভাবে মরণস্মৃতি রক্ষা করিয়াছ। এখন হইতে তোমাদিগকে আর স্বহস্তে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে না। আমি দেবরাজ শক্র। আমি তোমাদের গৃহ অপরিমাণ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিব; তোমরা দান দিবে, শীল রক্ষা করিবে, পোষধ পালন করিবে এবং অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ পরিবারকে উপদেশ দিয়া শক্র তাহাদের গৃহে অপরিমিত ধন রাখিলেন এবং স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন কুব্জোত্তরা * ছিলেন সেই দাসী; উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কন্যা; রাহুল ছিলেন সেই পুত্র, ক্ষেমা ছিলেন সেই মাতা; এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণ।]

৩৫৫—ঘট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের এক অমাত্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে †, ইহারও বর্ত্তমান বস্তু সেইরূপ। অমাত্য বড় উপকারী ছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহার বহু সম্মান করিতেন; কিন্তু শেষে কর্ণেজপদিগের কথা শুনিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারানিক্ষিপ্ত করেন। অমাত্যবর কারাগৃহে থাকিয়াই স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিলেন; রাজাও তাহার গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। শাস্তা অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোন অনর্থ ঘটিয়াছিল?" অমাত্য উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, কিন্তু অনিষ্ট হইতেই আমার ইষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে; আমি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, কেবল তুমিই যে অনিষ্ট হইতে ইষ্ট আহরণ করিয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর উক্ত অমাত্যের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক 'ঘটকুমার' এই নাম পাইয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলা নগরে গিয়া সর্ব্বশিল্প আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এক অমাত্য বোধিসত্ত্বের অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ অমাত্যকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে বঙ্করাজ রাজত্ব করিতেন। অমাত্য বঙ্করাজের নিকটে গিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, † সেই প্রকারে তাঁহাকে নিজের কুপরামর্শমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। বঙ্করাজ

* ইনি কৌশাম্বী নগরের ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর গর্ভদাসী ছিলেন, ইহার নাম ছিল উত্তরা। দেহ ঈষৎ কুব্জ ছিল বলিয়া ইনি কুব্জোত্তরা আখ্যা পাইয়াছিলেন। ঘোষিত শ্রেষ্ঠী ভদ্রিক শ্রেষ্ঠীর কন্যা শ্যামাবতীকে নিজের কন্যারূপে পালন করিয়াছিলেন। কুব্জোত্তরা শ্যামার পরিচর্য্যা করিতেন এবং শেষে শ্যামার সঙ্গে উজ্জয়িনীরাজ উদয়নের বিবাহ হইলে সেখানে গিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া "বহুশ্রুতা উপাসিকা" এই আখ্যা লাভ করেন। ইঁহার যত্নে শ্যামাবতীও বৌদ্ধ উপাসিকা হইয়াছিলেন। উদয়নের অন্য এক মহিষীর চক্রান্তে অগ্নিদাহে শ্যামাবতীর মৃত্যু হয়; কিন্তু কুব্জোত্তরা সে সময়ে মারা গিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

† শ্রেয়ো-জাতক (২৮২)।

বারাণসীরাজ্য অধিকার করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ হইয়া আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন; বঙ্করাজের শরীরে দারুণ জ্বালা হইল। তিনি কারাগারে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বের সুবর্ণমুকুরোপম, প্রফুল্ল-পদ্মশ্রীযুক্ত মুখ অবলোকন করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

অপর সকলে মগ্ন শোকের সাগরে; অশ্রুধারা তাহাদের নয়নেতে ঝরে;
কিন্তু তুমি যথাপূর্ব্ব প্রসন্নবদন। বল, ঘট, শোক তব নাই কি কারণ?

বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি দ্বারা অশোকের কারণ বলিলেন :—

শোক করি, বল, বঙ্ক, কেহ কি কখন অতীত সুখের মুখ করে দরশন?
কিংবা শোকে ভবিষ্যতে সুখ কি ঘটায়? কোন কালে শোক কারো হিতকর নয়।

আহারে না থাকে রুচি শোকের জ্বালায়; রক্তাভাবে পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ হয় কায়।
শোকে যদি অভিভূত হয় কোন জন, দেখিয়া দুর্দ্দশা তার হাসে শত্রুগণ।

লভেছি এমন পদ আমি ধ্যানবলে, গ্রামে বা অরণ্যে থাকি, জলে কিংবা স্থলে,
কোথাও হবেনা সাধ্য শোকের কখন স্পর্শিতে হৃদয় মোর, শুন, হে রাজন্।

যত কিছু কাম্য সুখ অন্তর মাঝারে ধ্যানবলে যদি কেহ উৎপাদিতে নারে,
লভুক সে অধিকার অখণ্ড ধরার, তথাপি অদৃষ্টে সুখ না আছে তাহার।

এই গাথা চারিটী শুনিয়া বঙ্ক বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাসত্ত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অপরিহীনধ্যানবলে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন বঙ্করাজ এবং আমি ছিলাম ঘট রাজা।]

৩৫৬—কারণ্ডিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে ধর্ম্মসেনাপতির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, ব্যাধ, ধীবর প্রভৃতি যে সকল দুঃশীল লোক স্থবিরের নিকটে আসিত, অথবা তিনি যাহাদিগকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইতেন সকলেরই নিকট তিনি শীল ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, "তোমরা শীল গ্রহণ কর।" তাহারা স্থবিরকে সম্মান করিত বলিয়া তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিতে পারিত না, তাহারা মুখে শীল গ্রহণ করিত, কিন্তু কাজে উহা রক্ষা করিত না, যাহার যে ব্যবসায়, সে তাহাই করিয়া বেড়াইত। ইহা জানিয়া স্থবির একদিন নিজের সার্দ্ধবিহারিক-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই সকল লোকে আমার নিকট শীলব্রত গ্রহণ করে বটে, কিন্তু পালন করে না।" সার্দ্ধবিহারিকেরা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শীলব্রত দিয়া থাকেন, ইহারা আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা গ্রহণ করে। অতঃপর আপনি এরূপ লোকদিগকে শীলব্রত দিবেন না।"

সার্দ্ধবিহারিকদিগের উত্তর শ্রবণে স্থবির অসন্তুষ্ট হইলেন। ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ, ভাই, স্থবির সারিপুত্র নাকি যাহাকে দেখেন তাহাকেই শীলব্রত দান করেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, সারিপুত্র পূর্ব্বেও যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই, না চাহিলেও, শীলব্রত দান করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। এই আচার্য্য

কৈবর্ত্ত প্রভৃতি যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই অযাচিতভাবে, "শীল গ্রহণ কর," "শীল গ্রহণ কর" বলিয়া শীলব্রত দিতেন ; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া কখনও শীল রক্ষা করিত না। আচার্য্য একদিন অন্তেবাসীদিগকে লোকের এইরূপ আচরণের কথা জানাইলেন। অন্তেবাসীরা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ইহাদের রুচির বিরুদ্ধে শীল দান করেন, সেই জন্যই ইহারা উহা ভঙ্গ করে। এখন হইতে যাহারা চাহিবে তাহাদিগকেই শীল দিবেন, অযাচকদিগকে দিবেন না।" এই উত্তরে আচার্য্যের অনুতাপ জন্মিল ; তথাপি তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই পূর্ব্ববৎ শীল দিতেন।

একদিন কোন গ্রামের লোকে ব্রাহ্মণবাচনের * জন্য ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আচার্য্য কারণ্ডিককে † ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি যাইব না ; তুমি এই পঞ্চশত শিষ্য লইয়া যাও ; এবং আশীর্ব্বাদান্তে লোকে আমার জন্য যে অংশ দিবে, তাহা লইয়া আইস।" কারণ্ডিক সেখানে গেলেন এবং ফিরিবার কালে পথে একটা কন্দর দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমাদের আচার্য্য যাহাকে দেখেন, না চাহিলেও তাহাকে শীল দান করেন ; এখন হইতে যাহাতে কেবল যাচকদিগকেই শীল দান করেন, তাহার উপায় দেখিতেছি।' ইহা ভাবিয়া যখন সেই শিষ্যগণ সুখে বিশ্রাম করিতে বসিল, তখন তিনি উঠিয়া একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তুলিয়া কন্দরের মধ্যে ফেলিলেন এবং তাহার পর পুনঃ পুনঃ আরও শিলা ফেলিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা উঠিয়া বলিল, ' আচার্য্য, আপনি এ কি করিতেছেন ?" বোধিসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। তখন শিষ্যেরা ছুটিয়া প্রধান আচার্য্যকে ঐ কাণ্ড জানাইল। আচার্য্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

একাকী অরণ্যে আগ্রহের সহ শিলা করি আহরণ
কন্দরের মধ্যে ফেল বার বার, কারণ্ডিক, কি কারণ ?

ইহা শুনিয়া আচার্য্যের প্রবোধার্থ কারণ্ডিক বলিলেন :—

সাগরবেষ্টিত ধরা সমতল হবে করতলবৎ,
তাই ভাঙ্গি গিরি শিলা খণ্ড আনি করি দরীগর্ভসাৎ।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন :—

বিপুলা পৃথিবী, কি সাধ্য লোকের করে সমতল তায় ?
এই এক গুহা পূরিতে তোমার হইবে জীবন ক্ষয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

ধরা সমতল করিতে শকতি কারো যদি নাহি থাকে,
তা হ'লে, ব্রাহ্মণ, আমিও একটী প্রশ্ন করি আপনাকে :—
নানা মতিগতি নানা মানুষের, ভাবিয়াছেন কি মনে,
শীলব্রত দিয়া এক(ই) পথে আনি চালাইব সব জনে ?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উচিত উত্তর দিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অন্য লোকের সহিত তাঁহার একমত না হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "কারণ্ডিক, আমি আর এরূপ করিব না।

---

* ব্রাহ্মণেরা ভোজনান্তে নিমন্ত্রণকারককে আশীর্ব্বাদ করিতেন। বোধ হয় এইজন্য ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণবাচন একার্থবাচক হইয়াছে।

† বোধিসত্ত্বেরই নাম ছিল কারণ্ডিক।

সংক্ষেপে আমার হিতের কারণ দিলা যেই উপদেশ,
পালিব যতনে যতদিন মোর না হবে জীবন শেষ।
পারে না ক কেহ ধরারে করিতে সমতল সব ঠাঁই,
একপথে সব মানুষে আনিতে সাধ্য মানুষের নাই।" *

আচার্য্য এইরূপে শিষ্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন। শিষ্যও আচার্য্যের চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম কারুণিক মাণবক।]

৩৫৭—লটুকিকা-জাতক। †

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার। তাহার হৃদয়ে প্রাণীর প্রতি ক্ষণমাত্রও দয়া দেখা যায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অতি নিষ্করুণ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুদর্শন ও মহাকায় হইয়াছিলেন এবং অশীতিসহস্রপরিমিত বারণযূথের অধিপতি হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেন।

একদা এক লটুকা হস্তীদিগের বিচরণক্ষেত্রে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল। অণ্ডগুলি পরিণত হইলে শাবকেরা তাহাদের আবরণ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। তাহাদের পক্ষোদ্গম হয় নাই, উড়িবারও সাধ্য নাই, এমন সময়ে মহাসত্ত্ব অশীতিসহস্রবারণ পরিবৃত হইয়া আহারার্থ বিচরণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

হস্তী দেখিয়া লটুকা ভাবিল, "ঐ হস্তিরাজ আমার শাবকদিগকে পাদতলে মর্দ্দিত করিয়া মারিয়া ফেলিবে। সময় থাকিতে, আমি শাবকদিগের পরিত্রাণার্থ ইঁহার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত রক্ষা প্রার্থনা করিব।" ইহা স্থির করিয়া সে নিজের পক্ষদ্বয় তুলিয়া পৃষ্ঠোপরি একত্র করিল ‡ এবং বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে থাকিয়া এই গাথা বলিল :—

গজরাজ—ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাঁহার, §
এ অরণ্যে একমাত্র যাঁর অধিকার—

---

* স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস্ য়ুরোপের পশ্চিমখণ্ডবাসী খ্রীষ্টানদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করিবার জন্য বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শেষে রাজত্যাগ করিয়া এক মঠে বাস করিতেন। এই সময়ে কতকগুলি ঘড়ি লইয়া তিনি প্রতিদিন যাহাতে সমস্ত ঘড়িতেই ঠিক এক সময় রাখে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেন না। অনন্তর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কি মূর্খ! যখন এই নির্জীব পদার্থগুলিকে একভাবে চালাইতে পারিতেছি না, তখন কি যুক্তিবলে চৈতন্যসম্পন্ন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে একপথে চালাইবার জন্য এত রক্তপাত করিয়াছিলাম ?"

† বর্ত্তকজাতীয় একপ্রকার পক্ষী (পালি—লটুকিক)।

‡ অর্থাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছে এই ভাব দেখাইল।

§ অনেক স্থানেই মহাবলগজ সম্বন্ধে 'ষট্টিহায়ন' এই বিশেষণ দেখা যায়। হস্তীর আয়ুষ্কাল প্রচলিত বিশ্বাসমত ১২০ বৎসর ধরিলে ষাট বৎসর বয়সে তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে, বোধ হয় এইরূপ মনে করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যেও "কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ" উৎকৃষ্ট হস্তী বলিয়া পরিগণিত।

যশস্বী, যূথের পতি ; লটুকা দুর্ব্বলা অতি
পক্ষ যুড়ি মাগে বর তাঁহার নিকটে,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না ঘটে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার শাবকগুলি রক্ষা করিতেছি।" তিনি গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন যে শাবকগুলি তাঁহার দেহের তলদেশে নিরাপদ্ রহিল, এবং যখন আশি হাজার হাতী সকলেই চলিয়া গেল, তখন লটুকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটা একচর হস্তী আসিতেছে; সে আমাদের কথা শুনিবে না। সে আসিলে তাহার নিকটও অভয় প্রার্থনা করিও এবং শাবকগুলি রক্ষা করিও।" মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লটুকা একচর গজের প্রত্যুদ্গমন করিয়া, পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে প্রাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

অরণ্যনিবাসী গজকুলের রতন,
নির্ভয়ে করেন যিনি একা বিচরণ,
পর্ব্বতের সানুদেশে, অবলা লটুকা এসে
মাগিছে প্রাঞ্জলি হয়ে যুড়ি পক্ষদ্বয়,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না হয়।

একচর গজ এই কথা শুনিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :—

বধিব, লটুকে, তোর শাবক সকল ;
দিতে কি পারিবি বাধা ? তোর নাই বল।
আন্ গিয়া শত শত তোর মত পাখী যত ;
বাম পদাঘাতে মোর চূর্ণ হবে সব ;
কি সাহসে ডিম্ব হেথা করিলি প্রসব ?

ইহা বলিয়াই সে শাবকগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং মূত্র স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বৃংহণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। লটুকা বৃক্ষশাখায় বসিয়া বলিল, "এখন নিনাদ করিতে করিতে যাও; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিবে, আমি কিছু করিতে পারি বা না পারি। তুমি জান না যে কায়বল ও জ্ঞানবলের মধ্যে কত অন্তর। আমি তোমাকে তাহা শিখাইতেছি।" এইরূপে দুষ্ট হস্তীকে তর্জ্জন করিতে করিতে সে চতুর্থ গাথা বলিল :—

সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে কায়বল
ফলেনা কাহারো ভাগ্যে কেবল সুফল।
মূর্খের যে বল থাকে, তা'রেই ফেলে বিপাকে ;
নিজে টানি আনে মূর্খ নিজের মরণ ;
বল শুধু হয় তার বিনাশ-কারণ।

ছানাগুলি অবলায় করিলে তুমি সংহার,
প্রতিশোধ এর তুমি পাইবে অচিরে ;
দিবে সমুচিত দণ্ড দুর্ব্বলে বলীরে।

ইহা বলিয়া লটুকা কয়েকদিন একটা কাকের পরিচর্য্যা করিল। কাক তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি ?" লটুকা উত্তর দিল, "আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন তুণ্ডাঘাতে সেই একচর গজের চক্ষু দুইটা খুঁড়িয়া তুলেন।" কাক বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন

লটুকা এক নীল মক্ষিকার উপাসনা আরম্ভ করিল। নীলমক্ষিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিব?" লটুকা বলিল, "আমি চাই যে, কাক যখন একচর গজের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিবেন, আপনি তখন সেই ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িবেন।" নীল-মক্ষিকা বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" অবশেষে লটুকা এক মণ্ডূকের পরিচর্য্যা করিল। মণ্ডূক জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি চাও?" "যখন সেই একচর গজ অন্ধ হইয়া জল অন্বেষণ করিবে, আপনি তখন পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া ডাকিবেন। তাহা শুনিয়া সে যখন পর্ব্বতের উপরে উঠিবে, আপনি তখন অবতরণ করিয়া প্রপাতের * অধোদেশে ডাকিবেন। আপনার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা।" মণ্ডূক এই কথা শুনিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।"

অনন্তর একদিন কাক তুণ্ডাঘাতে সেই হস্তীর দুইটী চক্ষুই উৎপাটন করিল, এবং নীলমক্ষিকা ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িল। ডিম্বজাত কৃমিগুলি হস্তীর মেদমাংস খাইতে লাগিল, এবং সে বেদনায় উন্মত্ত ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া জলের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই সময়ে মণ্ডূক পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া শব্দ করিল। 'ওখানে নিশ্চয় জল আছে' এই বিশ্বাসে হস্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিল; ইত্যবসরে ভেক অবতরণ করিয়া প্রপাতে গেল এবং সেখানে থাকিয়া আবার শব্দ করিল। হস্তী তখন আবার ভাবিল, 'ঐ খানেই বুঝি জল আছে' এবং প্রপাতাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া সে প্রপাতের অধোদেশে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া লটুকা বলিল, "এতদিনে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম।" অনন্তর সে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া হস্তীর স্কন্ধোপরি বিচরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পর নিজের কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কাহারও সহিত শত্রুতা করা ভাল নয়; দেখনা কেন, এমন মহাবল হস্তীকেও এই চারিটী প্রাণী একত্র হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন:—

লটুকা, মণ্ডূক, কাক, নীলমক্ষি আর,—
মিলিয়া করিল এরা গজের সংহার।
বৈরভাব অকারণ করে যেই উৎপাদন,
এই পরিণাম তার করি দরশন
কারো সঙ্গে শত্রুতা না করিবে কখন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই একচর গজ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

☞এই জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের (১।১৫) চটক দম্পতীর আখ্যায়িকা প্রায় এক। পঞ্চতন্ত্রে দুষ্ট হস্তীর বধের জন্য চটকার সহায় হইয়াছিল এক কাষ্ঠকূট, এক ভেক ও এক মক্ষিকা।

৩৫৮—চুল্লধর্ম্মপাল জাতক।

[দেবদত্ত নানা জন্মে বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশার্থ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবার কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য জন্মে দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে নাই; কিন্তু চুল্লধর্ম্মপাল-জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন কেবল সাত মাস, সেই সময়ে দেবদত্ত তাঁহার হস্ত, পাদ ও মস্তক ছেদন করিয়াছিল এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর অসির আঘাতে মালার আকারে ক্ষত

* প্রপাত—ভৃগুদেশ (precipice)।

বিক্ষত করিয়াছিল। দদ্দর জাতকে * দেখা যায় দেবদত্ত তাঁহার গ্রীবানিষ্পীড়ন করিয়া প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং চুল্লীতে মাংস পাক করিয়া খাইয়াছিল। ক্ষান্তিবাদি-জাতকে † দেখা যায়, সে তাঁহাকে দুই সহস্রবার কশাঘাত করাইয়াছিল, তাঁহার হস্ত, পাদ, নাসা ও কর্ণ ছেদন করাইয়াছিল, তাঁহাকে জটা ধরিয়া টানিয়া লওয়াইয়াছিল, এবং উত্তান ভাবে শোওয়াইয়া তাঁহার উদরে পদাঘাত করিয়াছিল। এই নিদারুণ প্রহারে সেই দিনই বোধিসত্ত্বের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। চুলনন্দিক জাতকে এবং বৈবৃতিক কপি-জাতকেও ‡ দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণসংহার করিয়াছিল। এইরূপে বহুজন্মেই দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেও সে এই চেষ্টা পরিহার করে নাই।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণসংহারার্থ সর্ব্বদাই চক্রান্ত করিতেছে। সে ধানুষ্ক নিয়োজিত করিয়াছিল, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় অবগত হইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এখন সে আমার কিছুমাত্র ভয় জন্মাইতে পারে না। আমি যখন তাহার পুত্র হইয়া 'ধর্ম্মপালকুমার' এই নাম ধারণ করিয়াছিলাম, তখনও সে আমার প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং আমার দেহের চারি পাশে অসিধারা এরূপ আঘাত করাইয়াছিল যে ক্ষতগুলি রক্তপুষ্পমালার ন্যায় দেখাইয়াছিল" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে মহাপ্রতাপ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল ধর্ম্মপাল। তাঁহার বয়স্ যখন সাত মাস, সেই সময়ে একদিন মহিষী তাঁহাকে গন্ধোদকে স্নান করাইয়া অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন এবং বসিয়া খেলা দিতেছিলেন। এই সময়ে রাজা সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহিষী পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং পুত্রস্নেহে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। রাজা ভাবিলেন, 'এ, দেখিতেছি, পুত্র পাইয়া এখনই গর্ব্বিত হইয়াছে; আমাকে আর বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না, পুত্র যখন বড় হইবে, তখন হয়ত আমাকে মানুষ বলিয়াই মনে করিবে না। আমি এখনই ইহার পুত্রের প্রাণবধ করাইব।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন এবং রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চোরঘাতককে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি ঘাতকোচিত বেশে এখানে এস।" সে কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং রক্তমালা ধারণ করিয়া, স্কন্ধোপরি পরশু রাখিয়া এবং উপধান ও ঘটি হাতে লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেব, কি উদ্দেশ্যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "তুমি দেবীর শয়নাগারে গিয়া ধর্ম্মপালকে লইয়া আইস।"

রাজা যে ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, মহিষী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া কান্দিতেছিলেন। চোরঘাতক গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল, তাঁহার হাত হইতে কুমারকে কাড়িয়া লইল এবং তাঁহাকে লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'এখন কি করিব, মহারাজ?" "এক খানা ফলক আনাও এবং আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপর উহাকে শোওয়াও।" ঘাতক তাহাই করিল। এদিকে চন্দ্রাদেবী বিলাপ করিতে করিতে

---

* ইতঃপূর্ব্বে যে দুইটী দদ্দর জাতক পাওয়া গিয়াছে [২য় খণ্ড (১৭২) এবং বর্ত্তমান খণ্ড (৩০৪)] সে দুইটীতে এ ঘটনার উল্লেখ নাই।

† ৩১৩।

‡ এ দুইটী জাতক কোথায় আছে তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

§ উপধান—যে কাঠের উপর মাথা রাখিয়া লোকের শিরশ্ছেদ করা হয় (block)। ঘটি বোধ হয় রক্ত ধরিবার জন্য।

পুত্রের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিলে ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" "ধর্ম্মপালের হাত দুই খানা কাটিয়া ফেল।" এই নিদারুণ আজ্ঞা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী বলিলেন, "আমার ছেলেটীর বয়স্ সাত মাস মাত্র। বাছা আমার কিছুই জানে না; উহার কোন দোষ নাই; যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা আমার। অতএব আমারই হাত কাটিবার আজ্ঞা দিন।" এই প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিযাছে রোষ।
অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন; প্রকৃত দোষীর হোক হস্তের ছেদন।

রাজা ঘাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে বলিল, 'কি করিব, মহারাজ"? রাজা বলিলেন "বিলম্ব না করিয়া হাত দুইখান কাটিয়া ফেল।" ঘাতক তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে কুমারের বংশকোরকসদৃশ কোমল হস্তযুগল কাটিয়া ফেলিল। হাত কাটা গেল, কিন্তু কুমার ক্রন্দন করিলেন না, ক্ষান্তি ও মৈত্রীর বলে যাতনা সহ্য করিলেন। চন্দ্রা কিন্তু তাঁহার ছিন্ন হস্তকোটি কোলে লইলেন এবং রক্তাক্তদেহে পরিদেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে হইবে, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "পা দুই খানি কাট।" তাহা শুনিয়া চন্দ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিযাছে রোষ।
অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন, প্রকৃত দোষীর হোক পাদের ছেদন।

রাজা পুনর্ব্বার ঘাতককে আদেশ দিলেন, সে কুমারের দুই খানি পাই কাটিয়া ফেলিল। চন্দ্রা পা দুইখানিও কোলে লইয়া রক্তাক্ত দেহে পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, ছেলের হাত পা কাটা গেলেও মা তাহার পোষণ করে। আমি মজুর খাটিয়া বাছাকে প্রতিপালন করিব; আপনি ইহাকে আমায় দিন।" এ দিকে ঘাতক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের আদেশ পালিত হইয়াছে ত? আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি?" "এখনও শেষ হয় নাই।" "তবে আর কি করিতে হইবে?" মাথাটা কাট।" তখন চন্দ্রা তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিযাছে রোষ।
অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন, প্রকৃত দোষীর হোক মস্তকচ্ছেদন।

ইহা বলিয়া তিনি নিজের মস্তক বাড়াইয়া দিলেন। তখন ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ, কি করিব?" "ছেলেটার মাথা কাট।" ঘাতক মাথা কাটিয়া বলিল, "রাজাজ্ঞা সম্পন্ন হইল কি?" "এখনও হয় নাই।" "আর কি করিতে হইবে?" 'ইহাকে অসিমুখে এরূপে ধারণ কর যে ক্ষতটা দেহ বেষ্টন করিয়া রক্তপুষ্প মালার মত দেখায়।" ঘাতক তখন ধড়টা উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিয়া উহাকে অসির অগ্রভাগদ্বারা ধরিল এবং এরূপ ভাবে ক্ষতবেষ্টিত করিল যে বোধ হইতে লাগিল, উহা মালা পরিয়াছে। এইরূপে আঘাত করিবার সময়ে মাংসখণ্ডগুলি রাজার বেদীর উপর পড়িতে লাগিল। চন্দ্রা সেই মাংসখণ্ডগুলি কুড়াইয়া কোলে তুলিতে লাগিলেন এবং বেদীর উপরেই পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন:—

হিতৈষী অমাত্য কেহ নাই কি রাজার, দয়াবশে নিবারিতে এই অত্যাচার?
বলিতে ইঁহারে, "প্রভু, করো না নিধন, এ তব ঔরস পুত্র, কুলের নন্দন।"
হিতকামী জ্ঞাতিজন নাই কি রাজার দয়াবশে নিবারিতে এই অত্যাচার?
বলিতে ইঁহারে, "প্রভু, করো না নিধন, এ তব আত্মজ পুত্র, কুলের নন্দন।"

এই দুই গাথা বলিবার পর চন্দ্রাদেবী হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিলেন এবং তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

যে বাহুতে করিতাম চন্দনলেপন, ছিন্ন, রক্তলিপ্ত তাহা হয়েছে এখন।
পৃথিবী আছিল যার উত্তরাধিকার, ছিন্ন পাদ, ছিন্ন শির, এ দশা তাহার।
শোকেতে শ্বাসের রোধ হতেছে আমার, কি বলিব? নাহি আর সাধ্য বলিবার।

চন্দ্রা এইরূপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, এবং বাঁশবনে আগুন লাগিলে বাঁশ যেমন ফাটিয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ ফাটিয়া গেল, সেখানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। রাজাও আর পল্যঙ্কে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তিনি বেদীর উপর পড়িয়া গেলেন; বেদীর কাষ্ঠফলক চিরিয়া দুই ভাগ হইল; তিনি তাহার ভিতর দিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অনন্তর এই বিপুলা ধরিত্রী (যাহার ঘনত্ব দ্বিলক্ষাধিক চতুর্নহুত * যোজন) তাঁহার অগুণের ভারবহনে অসমর্থা হইয়া বিদীর্ণ হইল; মহাবিবর দেখা দিল; অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া রাজকুল ব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিবেষ্টন করিল এবং তাঁহাকে অবীচিতে নিক্ষেপ করিল। অমাত্যেরা চন্দ্রাদেবীর ও বোধিসত্ত্বের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই রাজা, মহাপ্রজাপতী ছিলেন চন্দ্রা এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মপালকুমার।]

৩৫৯—সুবর্ণমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে শ্রাবস্তীবাসিনী এক কুলকন্যার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত শ্রাবস্তীবাসী কোন গৃহস্থের কন্যা। ইনি শ্রদ্ধাবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে অনুরক্তা, সদাচারশীলা, সুপণ্ডিতা এবং দানাদিপুণ্যব্রতা ছিলেন। ঐ নগরেই উক্ত গৃহস্থের স্বজাতি, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিক † অপর এক পরিবারে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। তাঁহার মাতা পিতা বলিলেন, "আমাদের কন্যা শ্রদ্ধাবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, ত্রিরত্নে অনুরক্তা, দানাদি পুণ্যাভিরতা, কিন্তু আপনারা মিথ্যাদৃষ্টিক, আপনারা আমাদের কন্যাকে যথারুচি দান করিতে, ধর্ম্মকথা শুনিতে, বিহারে যাইতে, শীলরক্ষা করিতে ও পোষধ পালন করিতে দিবেন না, অতএব আমরা আপনাদের ঘরে তাহাকে সম্প্রদান করিব না, আপনাদের ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত কোন কুল হইতে কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া লউন।" কিন্তু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও বরপক্ষের লোকে বলিল, "আপনাদের কন্যা আমাদের গৃহে গিয়া, যাহা যাহা বলিলেন, ইচ্ছামত সমস্তই করিবেন, আমরা বারণ করিব না; কন্যাটী আমাদিগকে দিন।" ইহাতে কন্যার মাতা পিতা বলিলেন, "যদি আপনারা এরূপ অঙ্গীকার করেন, তবে আমাদের কন্যাকে লইতে পারেন।"

অনন্তর শুভ নক্ষত্রে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল এবং বরপক্ষ বধূ লইয়া গেল। পতিগৃহে গিয়া ঐ কুলকন্যা বধূচিত সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, পতিকেই দেবতা জ্ঞান করিলেন, এবং শ্বশুর শাশুড়ীর রীতিমত সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন; "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আমাদের কুলহিতৈষী স্থবিরদিগকে কিছু দান করি।" পতি উত্তর দিলেন, "বেশ ত, তুমি যথারুচি দান কর।" ইহা শুনিয়া রমণী স্থবিরদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাযত্নে তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং একান্তে আসীন হইয়া বলিলেন, "ভদন্তগণ, এই কুলের সকলেই মিথ্যাদৃষ্টিক; ইঁহারা শ্রদ্ধারহিত এবং ত্রিরত্নের গুণানভিজ্ঞ। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারেন, ততদিন আপনারা এই গৃহে আসিয়াই ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" স্থবিরেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদবধি প্রত্যহ উক্ত বাটীতে গিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

* নহুত—একের পিঠে আটাশটা শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা।

† অর্থাৎ বৌদ্ধেতর কোন সম্প্রদায় ভুক্ত।

ইহার পর ঐ রমণী স্বামীকে আর একদিন বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, স্থবিরেরা প্রতিদিনই এখানে আসিতেছেন, অথচ আপনি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করেন না কেন?" তাঁহার স্বামী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি দেখা করিব।" পরদিন যখন স্থবিরদিগের ভোজন শেষ হইল, তখন রমণী তাঁহার স্বামীকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্বামী স্থবিরদিগের নিকটে গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন ধর্ম্মসেনাপতি তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। তিনি স্থবিরের ধর্ম্মকথা শুনিয়া এবং চালচলন ও আকার প্রকার দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তদবধি স্বহস্তেই স্থবিরদিগের আসনাদি সজ্জিত করিতেন, পানীয় জল ছাঁকিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের ভোজনকালে ধর্ম্মকথা শুনিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি কাটিয়া গেল। অতঃপর একদিন স্থবির সারিপুত্র স্বামী স্ত্রী উভয়ের নিকট ধর্ম্মকথা বলিবার কালে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহাতে দুই জনেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর মাতা পিতা হইতে বাড়ীর দাস কর্ম্মকর পর্য্যন্ত * সকলেরই মিথ্যা দৃষ্টি অপনীত হইল এবং সকলেই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত হইল।

আরও কিছুদিন অতীত হইলে ঐ রমণী স্বামীকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি লাভ? আমার ইচ্ছা হয় যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।" স্বামী উত্তর দিলেন, "উত্তম প্রস্তাব; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" ইহা বলিয়া তিনি পত্নীকে মহাসমারোহে ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে লইয়া গেলেন, তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজে শাস্তার নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রথমে প্রব্রজ্যা ও পরে উপসম্পদা দিলেন। অনন্তর স্বামী, স্ত্রী, উভয়েই বিদর্শনসম্পন্ন † হইয়া অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক দহর ভিক্ষুণী নিজের এবং স্বামীর, উভয়েরই সদ্ধর্ম্মপরায়ণতার হেতু হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই প্রব্রজ্যা লইয়া বিদর্শনসম্পন্ন হইয়াছেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই রমণী যে কেবল এখন স্বামীকে রাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি প্রাচীন পণ্ডিতদিগকে মরণপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।" অনন্তর কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি ভিক্ষুদিগের প্রার্থনানুসারে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতিমনোহভিরাম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, বিষাণ রজতদামসদৃশ, চক্ষু দুইটী মণিগোলকোপম এবং মুখ রক্তকম্বল পিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার পদচতুষ্টয় যেন লাক্ষারসে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ‡ তাঁহার ভার্য্যাও সর্ব্বাংশে তাঁহারই ন্যায় অঙ্গশ্রীসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহারা সুখে সম্প্রীতভাবে বাস করিতেন। অশীতিসহস্র বিচিত্র মৃগ বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিত।

পতী পত্নী এইরূপে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দিন এক ব্যাধ মৃগবীথিতে পাশ স্থাপন করিল, বোধিসত্ত্ব মৃগদিগের পুরতঃ গমন করিবার কালে উহাতে তাহার পদ বদ্ধ হইল। তিনি পাশ ছিন্ন করিবার জন্য পা টানিলেন, ইহাতে তাঁহার চর্ম্ম ছিন্ন হইল; তিনি আবার পা টানিলেন; ইহাতে মাংস ছিন্ন হইল; আবারও টানিলেন, ইহাতে স্নায়ু কাটিয়া গেল এবং পাশ গিয়া অস্থিতে সংলগ্ন হইল। কিছুতেই পাশ ছিঁড়িতে না পারিয়া বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে অভিভূত হইলেন এবং মৃগেরা পাশবদ্ধ হইলে যেরূপ রব করে, সেইরূপ রব করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মৃগেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। তাঁহার ভার্য্যাও পলাইয়াছিলেন; কিন্তু মৃগদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ

---

* দাসেরা ক্রীত (slaves), 'কর্ম্মকরেরা' বেতনভোগী স্বাধীন শ্রমজীবী (servants)।

† পালি 'বিপস্সনা'—তত্ত্বজ্ঞান (ইহা অর্হদ্দিগের একটী লক্ষণ)।

‡ মৃগরূপী বোধিসত্ত্বের রূপবর্ণনার জন্য এইটাই মামুলী রীতি। তুং ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক (১২)।

আমার স্বামীরই ভয়ের কারণ জন্মিয়াছে।' তিনি অতিবেগে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাশ্রুমুখে বলিলেন, 'স্বামিন্ আপনি ত মহাবল; আপনি কেন এই পাশে কাতর হইয়াছেন? বল প্রয়োগ করিয়া এখনই ইহা ছিঁড়িয়া ফেলুন।" তিনি স্বামীর উৎসাহবর্দ্ধনার্থ নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

মহামৃগ—স্বর্ণের আভা যাঁর পায়—
তিনি কেন পাশে বদ্ধ? করুন বিক্রম,
ছিঁড়ুন এ চর্ম্মরজ্জু, চলুন আবার
চরি গিয়া বনে মোরা। আপনা বিহনে
আর না হইবে সুখ কপালে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

বিক্রমপ্রকাশে ত্রুটি করি নাই কোন।
দেহের সমস্ত বলপ্রয়োগে করেছি
ধরাতলে পদাঘাত—যদি সে উপায়ে
ছিঁড়িতে পারি এ পাশে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।
যতই ছিঁড়িতে চাই এ দৃঢ় বন্ধনে,
ততই যাতনা বাড়ে পায়েতে আমার।

তখন মৃগী বলিলেন, "স্বামিন্, ভয় পাইবেন না। আমি নিজের ক্ষমতাবলে ব্যাধের নিকটে যাচ্ঞা করিব, নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়া আপনার জীবন ভিক্ষা লইব।" মহাসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মৃগী তাঁহার রক্তাক্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া রহিল। এদিকে ব্যাধ অসি ও শক্তি হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মৃগী বলিলেন, "স্বামিন্, ব্যাধ আসিতেছে; আমি নিজের ক্ষমতাবলে আপনাকে মুক্ত করিব; আপনি ভয় পাইবেন না।" বোধিসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মৃগী ব্যাধের আগমনপথে গেলেন এবং একটু হটিয়া পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু, আমার স্বামী স্বর্ণমৃগ শীলাচারসম্পন্ন এবং অশীতি সহস্র মৃগের অধিপতি।" এইরূপে বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার্থ নিজের প্রার্থনা জানাইবার কালে মৃগী তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ভূতলে পলাশপর্ণ করুন আস্তৃত
মাংস রাখিবার তরে, নিষ্কাশিত করি
অসি তব, অগ্রে বধ করুন আমায়,
তার পর বধিবেন এই মৃগরাজে।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিল, 'তাইত, যাহারা মানুষ তাহারাও ত স্বামীর জন্য নিজের প্রাণ দেয় না; তির্য্যগ্জাতির ত দূরের কথা! এ কি ব্যাপার? এই প্রাণী মধুর মানুষী ভাষায় কথা বলিতেছে! আমি আজ ইহার এবং ইহার পতির, উভয়েরই জীবন দান করিব।' সে মৃগীর প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া চতুর্থ গাথা বলিল :—

মৃগীর মুখেতে পূর্ব্বে মানুষীর ভাষা
শুনি নাই, দেখি নাই হেন মৃগী কভু।
বধিব না তোমারে বা মহামৃগে আমি,
যাও চলি, হও সুখী বিহরি এ বনে।

বোধিসত্ত্বকে সুখী দেখিয়া মৃগী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং ব্যাধকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে পঞ্চম গাথা বলিল:—

মৃগরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ মোর
উপজিল মনে আজ, সেইরূপ যেন
জ্ঞাতিমিত্রগণ সহ আনন্দ অপার
তব ভাগ্যে, ব্যাধরাজ, হয় চিরকাল।

বোধিসত্ত্বও ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্যাধ আজ আমার, এই মৃগীর এবং অশীতি সহস্র মৃগের জীবন দান করিয়াছে। এ আমার আশ্রয়স্থানীয় হইয়াছে; আমারও কর্তব্য যে ইহাকে আশ্রয় দি।' বোধিসত্ত্ব উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ছিলেন; তিনি স্থির করিলেন, 'যে আমায় দান করিয়াছে, তাহাকে প্রতিদান করা উচিত।' তিনি নিজের বিচরণ-ক্ষেত্রে একখণ্ড মণি দেখিয়াছিলেন। এখন ব্যাধকে তাহা দান করিয়া বলিলেন, 'সৌম্য, এখন হইতে প্রাণাতিপাত ইত্যাদি পাপ করিও না; এই মণি লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন কর, স্ত্রী পুত্র পালন কর এবং দানশীলাদি পুণ্যপরায়ণ হও।" এইরূপে ব্যাধকে উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

[সমবধান—তখন ছন্ন * ছিল সেই ব্যাধ; এই দহর ভিক্ষুণী ছিলেন সেই মৃগ এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

৩৬০—সুশ্রোণি-জাতক। †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ, ভদন্ত।" "কি দেখিয়া?" "এক অলঙ্কৃত রমণী দেখিয়া।" "দেখ ভিক্ষু, কিছুতেই রমণীদিগের চরিত্র রক্ষা করা যায় না। পুরাণ পণ্ডিতেরা রমণীদিগকে সুপর্ণভবনে রাখিয়াও তাহাদের চরিত্র-রক্ষণে সমর্থ হন নাই।" অনন্তর শাস্তা উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে সেই প্রাচীন কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে তাম্ররাজ রাজত্ব করিতেন। সুশ্রোণি-নাম্নী এক পরম সুন্দরী রমণী তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব সুপর্ণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নাগদ্বীপ সেরুম দ্বীপ-নামে অভিহিত হইত। বোধিসত্ত্ব ঐ দ্বীপে সুপর্ণভবনে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে যাইতেন এবং মানববেশ ধারণ করিয়া তাম্ররাজের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া লোকে সুশ্রোণিকে বলিল, "আমাদের রাজার সহিত এক পরম রূপবান্ যুবক দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে।" ইহাতে সুশ্রোণির ঐ যুবককে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি একদিন অলঙ্কার পরিধান করিয়া দ্যূতমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন এবং পরিচারিকাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিতে লাগিলেন; বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে দেখিলেন এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

* একজন ভিক্ষুর নাম। এই ব্যক্তি তীর্থিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

† এই জাতক কাকবতী-জাতকেরই (৩২৭) রূপান্তর।

সুপর্ণরাজ বোধিসত্ত্ব স্বীয় অনুভাববলে বারাণসীতে ঝটিকা উত্থাপিত করিলেন। গৃহপতন-ভয়ে রাজভবনের সমস্ত লোক বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে অন্ধকার জন্মাইলেন এবং সুশ্রোণিকে লইয়া আকাশ পথে নাগদ্বীপে নিজের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। সুশ্রোণি কোথায় গিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিল না। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং পূর্ব্ববৎ বারাণসীতে রাজার সহিত দ্যূত ক্রীড়া করিতে যাইতেন।

রাজার স্বর্গ নামক একজন গন্ধর্ব্ব ছিল। মহিষী কোথায় গিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি স্বর্গকে বলিলেন, "তুমি যাও, সমস্ত স্থলপথ ও জলপথ তন্ন তন্ন করিয়া, দেবী কোথায় গিয়াছেন তাহা নির্ণয় কর।" এই বলিয়া তিনি স্বর্গকে বিদায় দিলেন।

স্বর্গ পাথেয় গ্রহণ করিয়া বাহির হইল এবং বারাণসীর দ্বারসন্নিহিত গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া চলিতে চলিতে শেষে ভৃগুকচ্ছ নগরে * উপস্থিত হইল। তখন ভৃগুকচ্ছের কতিপয় বণিক্ সুবর্ণভূমিতে † যাইতেছিল। স্বর্গ তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, "আমি গন্ধর্ব্ব; আপনারা যদি নৌকাভাড়া না লন, তাহা হইলে আপনাদের তৃপ্তির জন্য আমি গান বাজনা করিব। আপনারা আমাকে লইয়া চলুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা সম্মত হইলাম।" অনন্তর তাহারা স্বর্গকে লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা নির্ব্বিঘ্নে বহুদূর অগ্রসর হইলে নাবিকেরা স্বর্গকে ডাকিয়া বলিল, "গান বাজনা কর।" স্বর্গ বলিল "গান করিব বটে, কিন্তু আমি গান করিলে মাছগুলা ছুটাছুটি করিবে; তাহাতে পোত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা আছে।" নাবিকেরা বলিল, "সে কি কথা? সামান্য একটা লোকে গান করিবে, তাহাতে মাছগুলা বিচলিত হইবে কেন? তুমি আরম্ভ কর।" "করিতেছি; কিন্তু শেষে যেন আপনারা আমার উপর রাগ না করেন।" ইহা বলিয়া স্বর্গ বীণার মূর্চ্ছনা দিয়া তন্ত্রীর স্বরের সহিত গীতস্বরের সুন্দর লয় রাখিয়া গান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মৎস্যগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। একটা মকর লাফ দিয়া নৌকার উপর পড়িল এবং তাহাতে নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। স্বর্গ একখানি কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া বায়ুবেগে চলিতে চলিতে নাগদ্বীপস্থ সুপর্ণভবন সন্নিহিত একটা বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইল।

সুপর্ণরাজ যখন দ্যূতক্রীড়ার জন্য যাইতেন, তখন সুশ্রোণি বিমান হইতে অবতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি বেলাভূমিতে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গগন্ধর্ব্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?" স্বর্গ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সুশ্রোণি বলিলেন, "ভয় নাই।" তিনি এইরূপে আশ্বাস দিয়া স্বর্গকে দুই হাতে তুলিয়া বিমানে লইয়া গেলেন, এবং শয্যায় শোওয়াইলেন। অনন্তর স্বর্গ সুস্থ হইল। তখন সুশ্রোণি তাহাকে দিব্য ভোজ্য খাইতে দিলেন, দিব্য গন্ধোদকে স্নান করাইলেন, দিব্য বস্ত্র পরিধান করাইলেন, সুগন্ধি দিব্য পুষ্পে বিভূষিত করিলেন এবং পুনর্ব্বার দিব্য শয্যায় শয়ন করাইলেন। তিনি এইরূপে স্বর্গের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন সুপর্ণরাজ ফিরিয়া যাইতেন, তখন তিনি স্বর্গকে লুকাইয়া রাখিতেন; কিন্তু সুপর্ণরাজ চলিয়া গেলেই কামমোহিত হইয়া তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন।

* বর্ত্তমান ভরোচ।

† সুবর্ণভূমি—ব্রহ্মদেশ (গ্রীক্‌দিগের Golden Chersonese)।

ইহার প্রায় দেড়মাস পরে বারাণসীর কয়েকজন বণিক্ কাষ্ঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিবার জন্য নাগদ্বীপের সেই বটবৃক্ষের নিকট অবতরণ করিল। স্বর্গ তাহাদের সহিত নৌকারোহণ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল, রাজার সহিত দেখা করিল এবং দ্যূতক্রীড়ার সময়ে বীণা লইয়া প্রথম গাথা গান করিল :—

তিমিরের * গন্ধ ল'য়ে বহিছে পবন ;
পশিছে শ্রবণে ক্ষুদ্র সাগর-গর্জ্জন ;†
হেথা হ'তে বহুদূরে, সুশ্রোণি সাগর-পারে
আছে তাম্রননে পুনঃ মিলন-আশায় ;
ভাবিয়া সে কথা মোর বুক ফেটে যায়।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কিরূপে সাগর-পারে করিলে গমন ?
কি উপায়ে নাগদ্বীপ করিলে দর্শন ?
বল করি কি উপায় দেখিতে পাইলে তায় ;
জানিতে হয়েছে মোর বড় কৌতূহল ;
সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি বিস্তারিয়া বল।

স্বর্গ তখন তিনটী গাথা বলিল :—

বণিকেরা যেতেছিল অর্থের কারণ
ভৃগুকচ্ছ হ'তে করি পোতে আরোহণ ;
মকরে ভাঙ্গিল তরী ; একটী ফলক ধরি
ভাসিতে ভাসিতে মোর রক্ষা হ'ল প্রাণ ;
দেখিলাম নাগদ্বীপে সুপর্ণবিমান।

চন্দনে যাঁহার গাত্র নিত্য লিপ্ত হয়,
এমন রমণী এক দেখিলা আমায়।
সস্নেহে তনয়ে যথা অঙ্কে তুলি ল'ন মাতা,
আমায় কোমল করে করি উত্তোলন
সুপর্ণবিমানে ভদ্রা করিলা স্থাপন।

মদিরাক্ষী দিলা মম ভোগের কারণ
দিব্য অন্ন, জল, বস্ত্র, বিচিত্র শয়ন,
দিলা আত্মদেহ পরে আমার ভোগের তরে,
ইহার অধিক আর বলিয়া কি কাজ ?
বলিলাম সত্য কথা, শুন, তাম্ররাজ।

গন্ধর্ব্ব যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন সুপর্ণের মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি সুপর্ণভবনে লইয়া গিয়াও এই রমণীর চরিত্র রক্ষা করিতে পারিলাম না! এরূপ দুঃশীলা রমণীতে আমার কি কাজ ?' অনন্তর তিনি সুশ্রোণিকে আনিয়া রাজাকে দিলেন এবং সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি আর কখনও সেখানে আসেন নাই।

---

* টীকাকার বলেন, 'তিমির' একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার পুষ্প।

† 'কুসমুদ্দো'। ক্ষুদ্র সাগর বলিবার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, সুপর্ণ যাহা দুর্লঙ্ঘ্য মনে করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব, যে উপায়েই হউক, তাহা পার হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুপর্ণরাজ।]

৩৬১—বর্ণারোহ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই মহাস্থবিরদ্বয় একদা নিতান্ত নির্জন স্থানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার নিকট বিদায় লইয়া নিজেরাই স্ব স্ব পাত্রচীবর হস্তে লইলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিহারপূর্ব্বক জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এক জন সেবক ইঁহাদেরই বাসস্থানের নিকটে অবস্থিতি করিত। স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে পরমসুখে একত্র বাস করিতেছেন দেখিয়া সে ভাবিল, 'দেখা যাউক, ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে পারা যায় কি না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে স্থবির সারিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আর্য্য মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, বাপু?" "তিনি আপনার অগুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে সারিপুত্রের কোন প্রতিপত্তিই থাকিবে না; জাতি, গোত্র, কুল, জন্মস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যুৎপত্তি বা বুদ্ধি, কিছুতেই তিনি আমার তুল্যকক্ষ নহেন।" সারিপুত্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি এখন যাও।"

এই ব্যক্তি পরদিন আবার স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নের নিকটে গিয়া উক্তরূপ বলিল। তিনিও একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, এখন তুমি যাও" এবং নিজেই সারিপুত্র স্থবিরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, এই উচ্ছিষ্টভোজী তোমায় কিছু বলিয়াছে কি?" "হাঁ, ভাই।" "আমাকেও বলিয়াছে; ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।" "বেশ কথা, তাড়াইয়া দাও।" তখন মহামৌদ্গল্যায়ন আঙ্গুলে তুড়ি দিতে দিতে সেই পিশুনকারককে বলিলেন, "দূর হও, তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে না।" কাজেই সে দূরীভূত হইল।

স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ষাবাস ত সুখে সম্পন্ন হইয়াছে?" "ভদন্ত, এক উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।" "দেখ সারিপুত্র, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া শেষে পলাইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সেই বনে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র কোন পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। এক শৃগাল তাহাদের পরিচর্য্যা করিত; সে উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিল। সে এক দিন ভাবিতে লাগিল, 'আমি কখনও সিংহের বা বাঘের মাংস খাই নাই। এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে হইবে। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মারা যাইবে; তখন ইহাদের মাংস খাইব।' এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া সে সিংহের নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, ব্যাঘ্রের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, সৌম্য!" "ভদন্ত, তিনি আপনার নিন্দা করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে কি দেহের সৌন্দর্য্যে, আয়তনে ও গাম্ভীর্য্যে, কি জাতিবলবীর্য্যে, এই সিংহ আমার কলামাত্র গুণও পাইবে না।" ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল, "তুমি দূর হও; ব্যাঘ্র আমার সম্বন্ধে কখনও এমন কথা বলিবে না।" ইহার পর শৃগাল ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া তাহাকেও এইরূপ কথা বলিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র সিংহের নিকটে

* তু°—সন্ধিভেদ-জাতক (৩৪৯); তিব্বতদেশীয় গল্প (৩৩); পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ প্রকরণের বীজকথা।

গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি কি এই কথা বলিয়াছ?" এই প্রশ্ন করিবার সময়ে ব্যাঘ্র প্রথম গাথা বলিল :—

'বর্ণের প্রকর্ষে জাতিবলবীর্য্যে সুবাহু * আমার তুল্যকক্ষ নয়,'
বলেছ কি তুমি একথা, সুদন্ত? বলেছ যে ইহা বিশ্বাস না হয়।

ইহা শুনিয়া সিংহ শেষের চারিটী গাথা বলিল :—

'বর্ণের প্রকর্ষে জাতিবলবীর্য্যে সুদন্ত আমার সমকক্ষ নয়,'
বলেছ কি তুমি একথা সুবাহু? বলেছ যে ইহা বিশ্বাস না হয়।

পিশুন বচন করিয়া শ্রবণ চাও যদি তুমি বধিতে আমায়,
এখন হইতে এক সঙ্গে থাকা তোমার আমার ঘটিবে না, হায়।

যার তার কথা বিশ্বাস যে করে শীঘ্র তার হয় বান্ধব-বিচ্ছেদ,
থাকে না মিত্রতা, জনমে শত্রুতা; পরের কথায় হয় সুহৃদ্‌ভেদ।

পাছে করে মোর অনিষ্ট এ ভয়ে সদা সাবধানে করে যেই জন
মিত্রের চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বলি না কখন।
তনয় যেমন নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে জননীর বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
মিত্রের হৃদয়ে তেমনি বিশ্বাস স্থাপিতে পারিলে লোকে সুখ পায়।
দুইটী হৃদয় পরস্পর যদি এইরূপ হয় বিশ্বাসভাজন,
প্রকৃত মিত্রতা তাহাকেই বলে, নাহি সাধ্য কারো করে তা ছেদন।

সিংহ এই গাথা চারিটী দ্বারা মিত্রগুণ বর্ণনা করিলে ব্যাঘ্র নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইল এবং অতঃপর উভয়েই সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল। শৃগাল সেখান হইতে পলাইয়া অন্যত্র গেল।

[সমবধান—তখন এই উচ্ছিষ্টভোজী ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্র এবং আমি ছিলাম সেই দেবতা, যিনি বনের মধ্যে এই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

৩৬২—শীলমীমাংসা জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, রাজা নাকি এই ব্যক্তিকে শীলসম্পন্ন মনে করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহার অধিক সম্মান করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা যে আমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করেন, তাহা আমি শীল-সম্পন্ন এই নিমিত্ত, না আমি শাস্ত্রচর্চ্চায় রত এই মনে করিয়া?' তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার মীমাংসা করিয়া দেখিবেন শীলের মহত্ত্ব অধিক, না শাস্ত্রজ্ঞানের। এই জন্য একদিন তিনি কোষাধ্যক্ষের ফলক † হইতে একটী কার্ষাপণ তুলিয়া লইলেন। কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া সেদিন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। ক্রমে যখন তৃতীয় বারও ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলেন, তখন কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে লোপ্‌ত্রখাদক বলিয়া ধরাইয়া দিলেন এবং রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্রাহ্মণ কি অপরাধ করিয়াছেন?" "ইনি রাজকীয় ধন আত্মসাৎ করিয়াছেন।" "কি গো ঠাকুর, এ কথা সত্য কি?" "মহারাজ, আমি আপনার ধন আত্মসাৎ করি নাই। আমার সন্দেহ হইয়াছিল, জগতে শীল বড়, না শাস্ত্রজ্ঞান বড়। এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত আমি তিনবার কার্ষাপণ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার পর ইনি আমাকে বন্ধন করিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছেন। এখন বুঝিতে পারিলাম, শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শীলই উৎকৃষ্ট, আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই, আমি প্রব্রজ্যা

---

* 'সুবাহু' ব্যাঘ্রের এবং 'সুদন্ত' সিংহের নাম।

† যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া স্বর্ণমুদ্রাদি গণা যায়।

গ্রহণ করিব।" অতঃপর রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লইয়া নিজের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত না ফিরিয়াই তিনি জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা চাহিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন, উপসম্পদ্‌ও দিলেন। উপসম্পন্ন হইবার অল্পদিন পরেই তিনি বিদর্শন লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ব্রাহ্মণ নিজের শীলমীমাংসা করিতে গিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন এবং বিদর্শন লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা শীলের গুণ পরীক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পৌরোহিত্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব পঞ্চশীল পালন করিতেন; রাজাও তাঁহাকে শীলসম্পন্ন জানিয়া সবিশেষ শ্রদ্ধা করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাজা যে আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন, ইহার কারণ কি? আমি শীলবান্ এজন্য, না আমি বিদ্বান্ এজন্য?" এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ তিনি, বর্ত্তমান বস্তুতে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ করিলেন এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তখনও সমস্তই সেই প্রকার ঘটিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন আমি বুঝিতে পারিলাম, বিদ্যা অপেক্ষা শীলেরই প্রভাব অধিক।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

শীল আর বিদ্যা, এই দুয়ের ভিতর, কোন্‌টী পাইতে যোগ্য অধিক আদর?
হয়েছিল মনে এই প্রশ্নের উদয়; বিদ্যা হ'তে শীল বড়, জানিনু নিশ্চয়।

উচ্চ কুলে জন্ম কিংবা অতি সুশ্রী দেহ, শীল-তুলনায় এরা নহে কিছু কেহ।
শীল-ধনে ধনী যেই বিদ্যায় তাহার নাহি কোন প্রয়োজন, বুঝিলাম সার।

রাজা বল, প্রজা বল, * করে যেই জন ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মের পথে বিচরণ,
ইহকাল, পরকাল, নষ্ট হয় তার; অধর্ম্মের হেতু ঘটে দুর্গতি অপার।

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চারি, চণ্ডাল, পুক্কস, যদি নাহি হয় কেহ অধর্ম্মের বশ,
দেহান্তে সমতা লভে ত্রিদিব-ভবনে, জাতিভেদ পায় লোপ শীলের কারণে।

বেদ বল, বংশ বল, কিংবা মিত্রগণ, কেহ নয় পারত্রিক সুখের কারণ।
কেবল বিশুদ্ধ শীল করিলে পালন, হয় জীব পরকালে সুখের ভাজন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে শীলের গুণ বর্ণনা করিয়া রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন, সেই দিনেই হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই ব্যক্তি, যিনি শীলের প্রভাব পরীক্ষা করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন।]

৩৬৩—হ্রী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের বন্ধু এক প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার উভয় বস্তুই এক নিপাতের নবম বর্গের শেষ জাতকে (অকৃতজ্ঞ-জাতক—৯০) সবিস্তর বলা হইয়াছে।

---

* বত্তিয়ো বেস্‌সো।

এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর লোকজন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, তাহাদের সমস্ত দ্রব্যই কাড়িয় লইল দেখিয়া, পলায়ন করিয়াছে, এই কথা যখন বারাণসী শ্রেষ্ঠীর কর্ণগোচর হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে যাহারা ইহাদের নিকট গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে নাই বলিয়াই ইহারা এখন প্রতি-সৎকার লাভ করিতে পারিল না।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিয়াছিলেন *

কুপথে চলিতে মনে নাই যার ভয়, 'মিত্র আমি তব' শুধু মুখে এই কয়,
ঘৃণা কিন্তু করে সদা তোমারে অন্তরে, তব হিত অনুষ্ঠান কদাপি না করে।
মুখে এক, কাজে আর, হেন শঠ জনে কখনো আপন বলি ভাবিও না মনে।

করিতে পারিবে যাহা কর তা' স্বীকার, অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার;
অঙ্গীকার করি যে না করে সম্পাদন, মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন।†

'পাছে করে মোর অনিষ্ট', এ ভয়ে সদা সাবধানে করে যেই জন
চরিত্রে মিত্রের ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বলি না কখন।
তনয় যেমন নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে জননীর বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
মিত্রের হৃদয়ে তেমনি বিশ্বাস স্থাপিতে পারিলে লোকে সুখ পায়।
দুইটী হৃদয় পরস্পর যদি এইরূপ হয় বিশ্বাসভাজন,
প্রকৃত মিত্রতা তাহাকেই বলে, নাহি সাধ্য কারো করে তা ছেদন।‡

কল্যাণমিত্রের সহ মিত্রতার ভার যতনে বহন করে বুদ্ধি আছে যার।
প্রশংসার যোগ্য ইহা, সুখের আকর, উপজে আনন্দ ইথে উত্তর উত্তর।

করিলে বিবেকশান্তিরসামৃত পান জীবের যাতনা যত হয় অন্তর্দ্ধান।
ধর্ম্মপ্রীতিরস পান করিয়া তখন, নির্ভয়ে নিষ্পাপে জীব করে বিচরণ।§

[মহাসত্ত্ব এইরূপে পাপ মিত্রসংসর্গে উদ্বিগ্ন হইয়া বিজনবাসজনিত ক্ষমতাবলে ধর্ম্মদেশনের সর্ব্বোত্তমফলরূপ মহানির্ব্বাণামৃত-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী।]

৩৬৪—খদ্যোত-প্রাণক-জাতক।

এই খদ্যোতপ্রাণক প্রশ্ন মহা-উন্মার্গ জাতকে (৫৪৬) সবিস্তর বলা যাইবে।

৩৬৫—অহিতুণ্ডিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ইতঃপূর্ব্বে শালক জাতকে (২৪৯) সবিস্তর বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও সেই বৃদ্ধ পল্লীগ্রামবাসী এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়া তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিতেন ও প্রহার করিতেন। ইহাতে বালকটী বিহার হইতে পলাইয়া যায়। তাহার পর ভিক্ষু তাহাকে আবার প্রব্রজ্যা দেন এবং আবারও পূর্ব্বের মত উৎপীড়িত করেন। এইরূপে সে যখন তৃতীয় বার প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখনও ভিক্ষু তাহাকে পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা লইতে বলিলেন। কিন্তু সে এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, প্রব্রজ্যা-গ্রহণ ত দূরের কথা, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেও ইচ্ছা করিল না।

---

* বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদবশতঃ এই গাথাগুলি অনাথপিণ্ডদের মুখে দেওয়া হইয়াছে। অকৃতজ্ঞ জাতকে দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদ ঘটনাটী শাস্তাকে জানাইয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়া শাস্তা মিত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটী গাথা বলিয়াছিলেন। এখানেও উপসংহার-ভাগ হইতে বুঝা যায় যে, গাথাগুলি শাস্তারই উক্তি।

† এই গাথাটী সুত্তনিপাতেও (৩২০) আছে।

‡ বর্ণারোহজাতকেও (৩৬১) এই গাথাটী আছে।

§ ধর্ম্মপদ ২০৫ (সুখবর্গ)। নিদ্দরো—নির্দ্দর। এই 'দর' হইতে বাঙ্গালা 'ডর' হইয়াছে।

একদিন ধর্ম্মসভায় এই কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ নিজের শ্রামণেরের সহিত এক সঙ্গেও থাকিতে পারেন না, তাহাকে ছাড়িতেও পারেন না। সে তাঁহার দোষ দেখিয়া এখন তাহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চায় না। সে নিজে কিন্তু ভাল ছেলে।"

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, পূর্ব্বেও এই শ্রামণের স্থহৃদয় ছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধের দোষ দেখিয়া শেষে তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চায় নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :-]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ধান্যবণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধান্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এক অহিতুণ্ডিক একটা মর্কট ধরিয়া তাহাকে সাপের সহিত খেলা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। সাপুড়ে মর্কটটাকে বোধিসত্ত্বের নিকটে রাখিয়া সাত দিন সাপ খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এই সময়ে মর্কটটার জন্য খাদ্য ও ভোজ্য দিতেন।

সাতদিন অতীত হইলে সাপুড়ে ফিরিয়া আসিল। সে উৎসবক্রীড়ায় সুরাপান করিয়া মত্ত হইয়াছিল; আসিয়াই বংশদণ্ড দ্বারা মর্কটটাকে তিনবার প্রহার করিল, তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া একটা উদ্যানে গেল এবং সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে মর্কট কোনরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া একটা আমগাছে উঠিল এবং সেখানে বসিয়া আম খাইতে লাগিল। সাপুড়ে জাগিয়া দেখে, মর্কট গাছে উঠিয়াছে। সে ভাবিল, 'ইহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া ধরিতে হইবে।' অনন্তর সে মর্কটের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া প্রথম গাথা বলিল :—

বান্ধু আমার, মুখ দেখে তোর দুখ থাকে না প্রাণে,
পাশা খেলায় হারি আমি এসেছি এখানে।
দু'চারটা আম দে ফেলে, বাপ, খেয়ে পেট জুড়াই;
তোর(ই) বুদ্ধির জোরে আমি অন্নবস্ত্র পাই।

ইহা শুনিয়া মর্কট শেষ গাথাগুলি বলিল :—

মিছা কথা বল্‌ছ তুমি কখন যা হয় নাই;
মর্কটের মুখ চাঁদপানা হয়, কোথায় শুন্‌লে, ভাই?

ধানের গোলায় খিদের জ্বালায় ছিলাম আমি পড়ি,
মাতাল হ'য়ে মার্‌লে আমায়; ভুলব কেমন করি?

যে কষ্টেতে দোকানঘরে করেছি শয়ন,
রাজা গেলেও ভুল্‌তে তাহা পার্‌ব না কখন।
যে ভয় তুমি দেখাইলে, পড়লে মনে তা'
দিব না আম একটী তোমায়, যতই চাও না।

ভদ্রবংশে জন্মেছে যেই, সুখে থাকে ঘরে,
সুখে থাকে জীব যেমন মায়ের জঠরে।
অকাতরে দান করে, বুদ্ধি আছে যার,
তাকেই কেবল মিত্র বলি জানি আপনার।

ইহা বলিয়া মর্কট গহনবনে প্রবেশ করিল।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই অহিতুণ্ডিক, এই শ্রামণের ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই ধান্য-বণিক্।]

৩৬৬ গুম্মিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কি দেখিয়া?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া।" "দেখ ভিক্ষু, গুম্মিক-নামক এক যক্ষ পথে মধুসদৃশ যে হলাহল রাখিয়া দিত, তাহাও যেরূপ, পঞ্চকামগুণও * সেইরূপ।" অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক সার্থবাহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি একদা পঞ্চশত শকটে পণ্যদ্রব্য পূরিয়া বিক্রয়ার্থ যাইবার কালে রাজপথের নিকটস্থ এক অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অনুচরদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "দেখ, এই পথে বিষাক্ত পত্রপুষ্পফল প্রভৃতি আছে; তোমরা পূর্ব্বে যাহা খাও নাই, এমন কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিলে আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া খাইও না। এখানে যক্ষেরা পথে ভক্তপুট ও মধুর বন্যফল রাখিয়া তাহার উপর বিষ ছড়াইয়া দিয়া থাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সকল দ্রব্যও খাইও না।" বণিক্‌দিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সেই অরণ্যপথে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে গুম্মিক-নামক এক যক্ষ সেই বনের মধ্যভাগে পথের উপর কতকগুলি পাতা ছড়াইয়া হলাহল-মিশ্রিত মধু রাখিয়া দিত এবং নিজে যেন মধু সংগ্রহ করিতেছে এই ভাব দেখাইবার জন্য পথের এপাশে ওপাশে গাছগুলা টোকা দিতে দিতে যাতায়াত করিত। যাহারা জানিত না, তাহারা ভাবিত, কেহ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পথের উপর মধু রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা উহা খাইত এবং মারা যাইত। তখন যক্ষেরা আসিয়া তাহাদের মাংস খাইত।

বোধিসত্ত্বের অনুচরেরাও এই মধু দেখিতে পাইল এবং যাহারা স্বভাবতঃ লোলজিহ্ব, তাহারা লালসা দমন করিতে অসমর্থ হইয়া উহা ভক্ষণ করিল; কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান্‌ তাহারা 'জিজ্ঞাসা করিয়া খাইব' এই স্থির করিয়া উহা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। বোধিসত্ত্ব উহাদিগকে দেখিবামাত্র যাহার হাতে যাহা ছিল সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন। যাহারা প্রথমেই খাইয়াছিল তাহারা মরিয়া গেল; যাহারা অল্পমাত্র উদরস্থ করিয়াছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে বমনকারক ঔষধ দিলেন এবং বমনান্তে চতুর্ম্মধুর খাওয়াইলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের অনুভাববলে তাহাদের জীবন রক্ষা হইল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া পণ্য বিক্রয়পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা এই অভিসম্বুদ্ধ গাথাগুলি বলিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :—

দেখিতে মধুর মত, রসে গন্ধে খাঁটি মধু, কিন্তু অতি তীব্র হলাহল,
অরণ্যে গুম্মিক রাখে, খাদ্য সংগ্রহের তরে ভুলাইতে পথিকের দল।

ভাবিয়া প্রকৃত মধু সেই উগ্র বিষ যারা লোভে পড়ি করিল ভক্ষণ,
যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে মূর্খগণ সেইক্ষণে ত্যজিল জীবন।

হিতাহিত বিচারিয়া সেই বিষ পরিত্যাগ করেছিল বুদ্ধিমান্‌ যারা;
দারুণ বিষের জ্বালা ভুগিল না সে কারণ, সুখে গৃহে ফিরিল তাহারা।

---

* পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে যে সকল বাসনা জন্মে, সেগুলি "পঞ্চকামগুণ" নামে অভিহিত।

এইরূপ, মানুষের সর্ব্বনাশ হেতু হেথা মার করে লোভ প্রদর্শন
পঞ্চকামগুণ-রূপ অতিতীব্র হলাহল প্রতিপদে করিয়া ক্ষেপণ।
এই পঞ্চকামগুণ প্রত্যক্ষ যমের মত গুহারূপ দেহমাঝে রয়;
অথবা আমিষযুক্ত ব্যাধের বাগুরা যথা— লোভে তার জীব নষ্ট হয়।

সুধী যাঁরা, সাবধানে জানিয়া আসন্নমৃত্যু অনুক্ষণ করেন বর্জ্জন
ঐ পঞ্চকামগুণে, কভু না করেন কিছু, হয় যাহে পাপ-উৎপাদন।

সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৩৬৭—শাল্লিক-জাতক।*

["দেবদত্ত আমার ত্রাস পর্য্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই", শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই বাক্য অবলম্বনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রাম্যগৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষের মূলে ক্রীড়া করিতেন। একদা কোন বৃদ্ধ বৈদ্য গ্রামে কোন কাজ না পাইয়া বাহিরে গিয়া ঐ বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল, বিটপান্তরে একটা সাপ মাথা গুটাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে ভাবিল, 'আমি ত গ্রামে কিছুই পাইলাম না; এই বালকদিগকে ভুলাইয়া সর্পটার দ্বারা দংশন করাইতে পারিলে, ইহাদের চিকিৎসা করিয়া কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "যদি শালিকের ছানা দেখিতে পাও, তবে ধর কি না, বল ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ধরি বই কি।" "তবে দেখ, ঐ ডালের মধ্যে একটা শালিকের ছানা শুইয়া রহিয়াছে।" উহা যে সাপ, তাহা না জানিয়া বোধিসত্ত্ব গাছে চড়িলেন এবং গলা ধরিয়া বুঝিলেন উহা সাপ। তখন তিনি উহাকে নড়িতে চড়িতে না দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন এবং জোরে ফেলিয়া দিলেন। সর্পটা গিয়া বৈদ্যের গ্রীবাদেশে পড়িল এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া এমন খাবল খাবল করিয়া কামড়াইতে লাগিল যে, সে সেখানেই পড়িয়া গেল। সাপটাও তখন পলায়ন করিল। তখন অনেক লোক আসিয়া মৃত বৈদ্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মহাসত্ত্ব সেই সমবেত লোকদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

শারিকা-শাবক বলি কৃষ্ণসর্পে ধরাইল যে কুবুদ্ধিদাতা আমাদের;
দেখ ব্যর্থ অভিসন্ধি। সে সর্পদংশনে শেষে মৃত্যু তার ঘটিল নিজের।

করেনি প্রহার কভু, দেয়নি আঘাত কোন, তবু তারে মারিতে যে চায়,
এই দুষ্ট-বুদ্ধি বৈদ্য মরিল যেরূপে আজ, মরে নিজে সেই দুষ্টাশয়।†

বায়ু প্রতিকূলে কেহ পাংশুমুষ্টি নিক্ষেপিলে পড়ে তাহা তা'রি নিজ গায়,
যে উপায়ে এ পাপাত্মা অন্যের বধের চেষ্টা করেছিল, নিজে মরে তায়।

নির্দ্দোষ নির্ম্মলচিত্ত, শুদ্ধমতি পুরুষের কর যদি অনিষ্ট-কামনা,
পাবে বিপরীত ফল, ফিরি আসি গায়ে পড়ে প্রতিবাতক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বৃদ্ধ বৈদ্য, এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ বালক।]

* পালি শালিয়, বাঙ্গালা শালিক। † এই গাথা এবং ইহার পরবর্ত্তী আর একটী গাথা প্রায় এক।

৩৬৮—ত্বক্‌সার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, এই জাতকেও সমস্তই তদ্রূপ হইয়াছিল, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এই জাতকে] বৈদ্যের মৃত্যু হইলে গ্রামবাসীরা "মানুষ খুন করিলি" বলিয়া বালকদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং "চল্, তোদিগকে রাজার নিকট লইয়া যাই" বলিয়া তাহাদিগকে বারাণসীতে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব পথে অপর বালকদিগকে এই উপদেশ দিলেন:—"তোমরা ভয় পাইও না, রাজার সমক্ষেও নির্ভয়ে ও প্রফুল্লমুখে থাকিবে। রাজা আমাদিগেরই সহিত প্রথমে কথা বলিবেন; তখন কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিব।" তাহারা "এ অতি উত্তম পরামর্শ" বলিয়া তাহাই করিল। রাজা তাহাদের নির্ভয় ও সন্তুষ্টভাব দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালকেরা নরহত্যাপরাধে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছে; কিন্তু ঈদৃশ কষ্ট পাইয়াও ইহারা, ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, পরম সন্তোষের চিহ্ন দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইহারা কি কারণে দুঃখ করিতেছে না।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়া বেন্ধেছে সবায়, তবু হাসি সবাকার মুখে দেখা যায়।
পড়িয়া শত্রুর হাতে, বল, কি কারণ, হও নাই তোমা সবে বিষাদে মগন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শেষ গাথাগুলি বলিলেন:—

বিপত্তির কালে কেহ করিয়া ক্রন্দন পায় কি সুফল কভু, বলুন, রাজন্।
শত্রু হাসে দেখি তারে বিপদে কাতর, কান্দি না আমরা সেই হেতু, নৃপবর।

কিন্তু যেই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জন বিপদেতে অভিভূত নহেন কখন,
হেরি তাঁর অবিকৃত সুপ্রসন্ন মুখ শত্রুগণ মনে মনে পায় বড় দুখ।

মন্ত্র জপি, শুনি উপদেশ পণ্ডিতের, উৎকোচে তুষিয়া মন রাজপুরুষের,
করিয়া প্রয়োগ কিংবা সুমিষ্ট বচন, অথবা করিয়া নিজ কুলের কীর্ত্তন
দমন করিবে শত্রু; যে উপায় যেথা প্রযোজ্য, প্রয়োগ তাহা করিবেক সেথা।

কিন্তু আপনার কিংবা অন্যের চেষ্টায় ইচ্ছামত ফল যদি নাহি পাওয়া যায়,
নির্ব্বিকার থাকে সুধী; ভাবে এই সার, করিয়াছি, সাধ্য যাহা, কি করিব আর?

বোধিসত্ত্বের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাজা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন, তাঁহারা নির্দ্দোষ। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করাইলেন এবং মহাসত্ত্বের মহাসম্মান করিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্যের পদ দিলেন এবং অপর বালকদিগকেও অতি সম্মানের সহিত অন্যান্য পদে নিযুক্ত করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ, স্থবির ও অনুস্থবিরেরা ছিলেন সেই সকল বালক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বালক।]

* পালি 'তচসার', বাঙ্গালা 'বাঁশ'।

৩৬৯—মিত্রবিন্দ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কটুভাষী ও অবাধ্য ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহামিত্রবিন্দ জাতকে * বলা যাইবে।]

এই মিত্রবিন্দক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছিল। তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত সে নিরয়বাসীদিগের যন্ত্রণাস্থানে উপনীত হইয়াছিল। সেখানে সে উৎসাদ নরককে এক নগর মনে করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে সে মস্তকে ক্ষুরচক্র ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে বোধিসত্ত্ব দেবপুত্র হইয়া উৎসাদ নরকে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মিত্রবিন্দক জিজ্ঞাসা করিবার কালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিল :—

কি আমি করেছি, যাতে কষ্ট এত দেবগণ?
কি পাপে এ ক্ষুরচক্র মস্তকে করে ভ্রমণ?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :—

স্ফাটিক, রাজত, মণিময়, হিরণ্ময়, ছাড়িয়া প্রাসাদ তুমি এই চতুষ্টয় †
কি হেতু আসিলে হেথা? দুরাকাঙ্ক্ষ যারা, কর্ম্মফল এইরূপে ভোগ করে তারা।

অতঃপর মিত্রবিন্দক তৃতীয় গাথা বলিয়াছিল :—

ভেবেছিনু অন্য স্থানে আরও পাব সুখ, তাই ছেড়ে এসে শেষে ভুঞ্জি এত দুখ।

তখন বোধিসত্ত্ব শেষের গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

আগে চার, পরে আট, ষোল পরে তার, বত্রিশ রমণী পেলে, তথাপি তোমার
আশা না পূরিল, তাই করিছ এখন তীক্ষ্ণধার ক্ষুরচক্র মস্তকে বহন।
ইচ্ছা-হত পুরুষের মস্তক উপর এইরূপে ক্ষুরচক্র ভ্রমে নিরন্তর।

আকাঙ্ক্ষা তাদের বৃদ্ধি পায় অনুক্ষণ, কিছুতেই হয় নাক বাসনা পূরণ;
'আরও চাই' এই ভাব মনে নিরন্তর, ক্ষুরচক্র তাই বহে মস্তক উপর।

ইহার পর মিত্রবিন্দক যখন আবার কিছু বলিতেছিল, সেই সময়ে চক্র তাহার উপরে পতিত হইয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিল; কাজেই সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তখন দেবপুত্র দেবস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ও কটুভাষী ভিক্ষু ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম সেই দেবপুত্র।]

৩৭০—পলাশ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপনিগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু প্রজ্ঞা-জাতকে ‡ বলা যাইবে। এই জাতকে দেখা যায়, শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পাপকে সর্ব্বদাই শঙ্কা করিতে হয়, বটাঙ্কুরের ন্যায় অল্পমাত্র হইলেও ইহা লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও শঙ্কিতব্যকে শঙ্কা করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* প্রথম খণ্ডের ৪১শ, ৮২ম, ১০৪ম জাতক এবং চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৯ সংখ্যক জাতক দ্রষ্টব্য।

† এই চারিটী মূলে যথাক্রমে রমণক, সদামত্ত, দুভক ও ব্রহ্মত্তর নামে অভিহিত হইয়াছে। দিব্যাবদানে (মৈত্রকন্যকাবদান) প্রাসাদের পরিবর্ত্তে চারিটী নগরের নাম দেখা যায়—রমণক, সদামত্ত, নন্দন ও ব্রহ্মোত্তর।

‡ প্রজ্ঞা-জাতক কোথায় আছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন এবং প্রতিদিন হিমবন্ত প্রদেশের এক হ্রদে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিয়া কুলায়ে ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার গমনাগমন-পথে এক প্রকাণ্ড পলাশবৃক্ষ ছিল। যাইবার ও ফিরিবার কালে তিনি তাহার শাখায় বিশ্রাম করিতেন। এইরূপে তাঁহার সঙ্গে উক্ত বৃক্ষবাসিনী দেবতার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

একদা এক পক্ষী কোন বটবৃক্ষের পক্ব ফল খাইয়া ঐ পলাশবৃক্ষে বসিয়াছিল, এবং যেখানে কাণ্ড হইতে শাখা নির্গত হইয়াছে, সেই খানে মলত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পর সেখানে বটের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। উহা যখন চতুরঙ্গুলি-প্রমাণ হইল, তখন রক্তবর্ণের অঙ্কুরের সঙ্গে হরিদ্বর্ণ পত্র শোভা পাইতে লাগিল। হংসরাজ তাহা দেখিয়া বৃক্ষদেবতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই পলাশ, যে বৃক্ষে বটের অঙ্কুর জন্মে, অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া নাকি তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব এই অঙ্কুরটাকে আর বাড়িতে দিও না, দিলে তোমার বিমান নষ্ট করিবে। এখনই গিয়া, ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেল। যাহা আশঙ্কার কারণ, তাহাকে আশঙ্কা করাই কর্ত্তব্য।" পলাশদেবতার সঙ্গে উল্লিখিতরূপে আলাপ করিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

হংস বলে পলাশেরে * "হইয়াছে অঙ্কুর উত্থিত,
আছে এবে কোলে, শেষে মর্ম্মচ্ছেদ করিবে নিশ্চিত।"

পলাশ-দেবতা ইহা শুনিলেন, কিন্তু এই উপদেশ গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

বাড়ুক এ বটাঙ্কুর, হব আমি আশ্রয় ইহার
জনক জননী যথা, পুত্র এই হইবে আমার।

অতঃপর হংসরাজ তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

কোলে যারে পুষিতেছ, ভয়ানক ক্ষীরতরু সেই,
বৃদ্ধি এর নহে ভাল, জানাইয়া গেনু আমি এই।

বৃক্ষদেবতাকে পুনর্ব্বার এই উপদেশ দিয়া হংসরাজ পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক চিত্রকূটপর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। তদবধি আর তিনি ঐ পলাশবৃক্ষের নিকটে যাইতেন না। এদিকে বটের চারাটী ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। তাহাতেও এক বৃক্ষদেবতা উৎপন্ন হইলেন। বট বৃদ্ধি পাইয়া পলাশকে বিদীর্ণ করিল এবং শাখাসুদ্ধ পলাশদেবতার বিমান পড়িয়া গেল। তখন পলাশ-দেবতা হংসরাজের কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "হংসরাজ এই অনাগত ভয় দেখিতে পাইয়াই আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই।" এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে পলাশদেবতা চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

সুমেরুসদৃশ এই বটতরু দেখাইছে ভয়,
না শুনি হংসের কথা এবে মোর এ দুর্দ্দশা হয়।

বটতরু ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইল, পলাশকে খণ্ড বিখণ্ড করিল, কেবল উহার কাণ্ডটা স্থাণুর ন্যায় অবশিষ্ট থাকিল। পলাশ-দেবতার বিমানও সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :—

নহে বাঞ্ছনীয় বৃদ্ধি, নাশিবে আশ্রয়ে সেই আপনি বাড়িয়া।
শঙ্কিতব্যে সে কারণ অঙ্কুরে উৎপাটি সুধী দেয় ফেলাইয়া।

---

* এই অংশ শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই সুবর্ণ-হংস।]

৩৭১—দীঘিতিকোসল-জাতক। *

[কৌশাম্বীর কতিপয় ভিক্ষু পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিয়াছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা জেতবনে উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিলে, শাস্তা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লোকের যেমন ঔরসপুত্র, তোমরাও সেইরূপ আমার মুখজ পুত্র। † পিতা যে উপদেশ দেন, তাহা লঙ্ঘন করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে। তোমরা কিন্তু আমার উপদেশানুসারে চল না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিতেন না। যে রাজা তাঁহাদের মাতাপিতাকে নিহত করিয়াছিলেন, ও রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সেই রাজাই যখন বনমধ্যে তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারা মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন নাই। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

এই জাতকের উভয় বস্তুই সঙ্ঘভেদক-জাতকে ‡ সবিস্তর বলা হইবে।]

বারাণসীরাজ বনমধ্যে একপার্শ্বে ভর দিয়া পড়িয়া আছেন, এই অবস্থায় দীর্ঘায়ুঃ কুমার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার টিকি ধরিয়া তুলিলেন এবং ভাবিলেন, 'যে পাপিষ্ঠ আমার মাতাপিতাকে বধ করিয়াছে, আজ তাহাকে চৌদ্দ টুক্‌রা করিয়া কাটিব।' কিন্তু অসি উত্তোলন করিবার কালে তিনি মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, 'আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিব না। অতএব এই পাপিষ্ঠকে কেবল ভয় দেখাইয়া নিরস্ত হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

> প'ড়েছ আমার হাতে তুমি অসহায়, পরিত্রাণ লভিবারে আছে কি উপায়?

তখন বারাণসীরাজ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

> প'ড়েছি তোমার হাতে আমি অসহায়, পরিত্রাণ লভিবারে নাহিক উপায়।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন:—

> বিনা সুচরিত, § বিনা সুমিষ্ট বচন, আর কিছু রখিবে না তোমার মরণ।
> কোটি স্বর্ণমুদ্রা যদি করিতে প্রদান, তথাপি না হ'ত আজ তব পরিত্রাণ।
>
> অমুক দিয়াছে গালি, করেছে প্রহার,
> পরাভব করিয়াছে, হরিয়াছে ধন,
> এ ভাব যে জন করে মনেতে পোষণ,
> বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা থাকে সদা তার।
>
> অমুক দিয়াছে গালি, করেছে প্রহার।
> পরাভব করিয়াছে, হরিয়াছে ধন,
> যে না করে এই ভাব মনেতে পোষণ,
> বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা থাকে নাক তার। ¶

---

* তুল০ জাতক ৪২৮; মহাবগ্‌গ ১০, ২।

† অর্থাৎ তোমরা আমার উপদেশ শুনিয়া ও তদনুসারে চলিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়াছ।

‡ সঙ্ঘভেদক-জাতক কোথায় আছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

§ অর্থাৎ আমার পিতৃদত্ত উপদেশপালন।

¶ ধর্ম্মপদ ৫ (৩-৫)।

শক্রতায় শক্রতার নাহি হয় উপশম;
মৈত্রী করে শত্রুজয় এই ধর্ম্ম সনাতন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার অনিষ্ট করিব না, আপনিই আমার প্রাণবধ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিজের অসি বারাণসীরাজের হস্তে দিলেন। তখন বারাণসীরাজও শপথ করিয়া বলিলেন, "আমিও আপনার অনিষ্ট করিব না।" অনন্তর তিনি দীর্ঘায়ুঃ কুমারের সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অমাত্যদিগের সম্মুখে লইয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, ইনি কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ুঃ কুমার; ইনি আমার প্রাণ দিয়াছেন, আমি ইঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারি না।" ইহার পর তিনি কুমারকে নিজের দুহিতা দান করিলেন এবং তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি উভয় রাজাই পরমসুখে ও সম্প্রীতভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তদানীন্তন মাতাপিতা এখন মহারাজকুলে বর্ত্তমান এবং আমি ছিলাম দীর্ঘায়ুঃ কুমার।]

৩৭২—মৃগপোতক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বৃদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। শ্রামণের প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত; কিন্তু শেষে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে বৃদ্ধ শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে অসমর্থ হইয়া একদিন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক বৃদ্ধ শ্রামণেরের মৃত্যুবশতঃ পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছেন; ইনি বোধ হয় 'মরণস্মৃতি' ভাবনার বহির্ভূত হইবেন।" * এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই বালকের মৃত্যুনিবন্ধন এই ভিক্ষু পরিদেবনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রত্ব করিতেন। তখন কাশীরাজ্যবাসী এক ব্যক্তি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া বন্যফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তিনি একদিন বনমধ্যে এক মাতৃহীন মৃগশাবক দেখিয়া তাহাকে আশ্রমে আনয়ন করিলেন এবং আহার দিয়া পুষিতে লাগিলেন। মৃগশাবক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইল। তপস্বী তাহাকে নিজের পুত্রস্থানীয় করিয়া পোষণ করিতে লাগিলেন। এক দিন মৃগশাবক অত্যধিক তৃণ খাইয়া তাহা জীর্ণ করিতে পারিল না ও মরিয়া গেল। তপস্বী তখন, "হায়, আমার পুত্র মরিয়াছে" বলিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ শক্র মনুষ্যলোক পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি তপস্বীর এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়া আকাশে আসীন হইলেন এবং প্রথম গাথা বলিলেন :—

অনাগার, ছেদিয়াছ সংসার-বন্ধন; তথাপি প্রেতের তরে শোক কি কারণ?

ইহা শুনিয়া তাপস দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কি মানুষ, কিবা মৃগ, হৃদয়ে সবার একত্র থাকিলে হয় প্রেমের সঞ্চার;
তাই, শক্র, হয় যবে বিয়োগ একের, সংবরিতে অশ্রু নাই সাধ্য অপরের।

---

* অর্থাৎ ইনি বোধ হয় মরণস্মৃতি ভাবনা করেন না; করিলে, শ্রামণেরের মৃত্যুতে কখনও এত কাতর হইতেন না।

তখন শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

মরিয়াছে যেবা, কিংবা মরিবে যে জন, তার তরে কর যদি অশ্রু বিসর্জ্জন,
ক্রন্দনের অবসান হবে কি জীবনে ? ক্রন্দন নিষ্ফল ইহা সাধুগণে ভণে।
অতএব, ঋষি, তুমি কান্দিও না আর, কান্দিলেও পাইবে না সে মৃগ আবার।

রোদনে পাইত প্রাণ যদি প্রেতগণ, তা'হ'লে সকলে মিলি করিয়া রোদন,
আপন আপন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে।

শক্র এইরূপ বলিলে, তখন তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, রোদনে কোন ফল নাই। অনন্তর তিনি শক্রের স্তুতি করিয়া তিনটী গাথা বলিলেন :—

ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ,মম হ'ল অপনীত; দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয়-নিহিত; শোকার্ত্তের পুত্রশোক হ'ল অপনীত।

অপনীত শল্য এবে; নাহি শোক আর; আবিলতা' মনে কিছু নাহিক আমার।
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন, শুনিয়া তোমার, শক্র, প্রবোধ-বচন।

শক্র এইরূপে তাপসকে উপদেশ দিয়া স্বীয়স্থানে গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই তাপস, এই শ্রামণের ছিল সেই মৃগ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ জড়ভরতের উপাখ্যানেও দেখা যায়, ভরতমুনি মৃগশাবককে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

৩৭৩—মুষিক-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে তুষ জাতকে * সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা দেখিলেন, রাজা যুগপৎ নিজের পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে অজাতশত্রু হইতেই রাজার মহতী বিপৎ ঘটিবে। অতএব তিনি বলিলেন, "মহারাজ, 'যে আশঙ্কার পাত্র, তাহাকে শঙ্কা করিতে হইবে' এই নীতির অনুসরণ করিয়া প্রাচীনকালের রাজারা নিজের পুত্রদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেহ চিতায় ভস্মীভূত হইলেই কুমারেরা রাজত্ব করিবেন" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কালে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজের যবকুমার নামক পুত্র তাঁহার নিকট সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গৃহে প্রতিগমন করিতে অভিলাষী হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য অঙ্গবিদ্যাপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির পুত্র হইতে বিঘ্ন ঘটিবে। তিনি এই বিঘ্নশান্তির মানসে, কি উপমা প্রয়োগ করিলে কুমারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের একটা অশ্ব ছিল এবং সেই অশ্বের পায়ে একটা ব্রণ হইয়াছিল। ব্রণের চিকিৎসার জন্য অশ্বটাকে গৃহেই রাখা হইত। অশ্বশালার অনতিদূরে একটা কূপ ছিল। একটা মূষিকা অশ্বশালায় প্রবেশপূর্ব্বক অশ্বের ঐ ক্ষত হইতে পূয খাইতে আরম্ভ করিল। অশ্বটা একদিন বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, মূষিকা যখন ব্রণ খাইতে আসিল, তখন তাহাকে

* ৩৩৮-সংখ্যক।

পদাঘাতে নিহত করিল ও কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। পূষ খাইবার জন্য মূষিকা আসিতেছে না দেখিয়া অশ্বপালেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "অন্য দিন মূষিকা পূষ খাইতে আসিত; এখন তাহাকে দেখা যায় না কেন?"

বোধিসত্ত্ব সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'অন্যে না জানিয়া, 'মূষিকা কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে; আমি কিন্তু জানি যে, অশ্ব তাহাকে মারিয়া কূপে ফেলিয়া দিয়াছে।' তিনি এই ঘটনাটীকেই উপমার বিষয়ীভূত করিয়া প্রথম গাথা রচনাপূর্ব্বক রাজকুমারকে দিলেন। অনন্তর তিনি আর একটী উপমা খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে সেই অশ্বটীর ব্রণ ভাল হইল; সে একদিন যবের ক্ষেত্রে গিয়া যব খাইবার মানসে বৃতির ছিদ্র দিয়া নিজের মুখ বাড়াইল। বোধিসত্ত্ব এই ঘটনাটীকেও উপমাস্থানীয় করিয়া দ্বিতীয় গাথাটী রচনা করিলেন ও কুমারকে দিলেন। তৃতীয় গাথাটী তিনি নিজের প্রজ্ঞাবলেই রচনা করিলেন এবং উহা কুমারকে দিবার সময়ে বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে স্নানের পুষ্করিণীতে যাইবার সময়ে প্রথম সোপানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথম গাথাটী আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। যখন বাসগৃহে প্রবেশ করিবে, তখন সর্ব্বনিম্নের সোপানে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বিতীয় গাথাটী আবৃত্তি করিয়া যাইবে, এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিলে তৃতীয় গাথা পাঠ করিবে।" এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

কুমার রাজধানীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ, পরে পিতার মৃত্যু হইলে নিজেই রাজা হইলেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার যখন ষোল বৎসর বয়স্ হইল, তখন রাজ্যলোভে তাহার পিতৃহত্যা করিবার বাসনা জন্মিল। সে পরিচারকদিগকে বলিল, "আমার পিতা এখনও যুবা; ইঁহার শ্মশান-সৎকার দেখিবার কালে আমি নিজেও জরাজীর্ণ হইব। সে সময়ে রাজ্যলাভ করিলে তাহাতে কি ফল হইবে?" পরিচারকেরা উত্তর দিল, "দেব, প্রত্যন্তপ্রদেশে গিয়া বিদ্রোহী হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর নহে; আপনি কোন উপায়ে পিতার প্রাণসংহার করিয়াই রাজ্য গ্রহণ করুন।" এই পরামর্শই উত্তম বিবেচনা করিয়া কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং রাজা সায়ংকালে যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন, সেখানে অসিহস্তে অবস্থিত হইয়া স্থির করিল, 'এখানেই পিতার প্রাণবধ করিব।'

সে দিন সন্ধ্যাকালে রাজা মূষিকা-নাম্নী দাসীকে আদেশ দিলেন, "স্নানের পুষ্করিণীতে গিয়া সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আইস, আমি স্নান করিব।" সে গিয়া পুষ্করিণীপৃষ্ঠ পরিষ্কার করিবার সময়ে কুমারকে দেখিতে পাইল। পাছে নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা প্রচারিত হয়, এই ভয়ে কুমার দাসীকে দুই টুক্‌রা করিয়া কাটিল এবং পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। এদিকে রাজা স্নানের জন্য আসিলেন। অন্যান্য লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "মূষিকা কোথায় গেল, সে যে এখনও ফিরিল না।" সেই সময়ে রাজাও নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিতে বলিতে পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন:—

কোথা গেল বলে সবে, কিন্তু জানেনা ক কেহ।
কেবল আমিই জানি, কূপে আছে মূষিকার দেহ।

ইহা শুনিয়া কুমার ভাবিল, 'আমি যাহা করিয়াছি, পিতা তাহা জানিতে পারিয়াছেন'

* স্নানের পুষ্করিণী (নহান পোক্‌খরণী) বোধ হয় এক প্রকার 'বাউলি' হইবে, কারণ পরে দেখা যায়, দাসী উহার উপরিভাগ পরিষ্কার করিয়াছিল।

ইহাতে সে ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং পরিচারকদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। তাহারা সাত আট দিন পরে তাহাকে আবার বলিল, "দেব, রাজা যদি জানিতেন, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন না; তিনি সম্ভবতঃ অনুমানবলেই উহা বলিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার প্রাণবধ করুন।" এই কথায় কুমার পুনর্ব্বার একদিন খড়্গ হস্তে লইয়া সোপানপাদমূলে অবস্থিত হইল এবং যখন রাজা সেখানে আসিলেন, তখন কিরূপে তাঁহাকে প্রহার করিবে, তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। ঠিক সময়ে রাজা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা আবৃত্তি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন :—

ফিরিছ গর্দ্দভবৎ ইতস্ততঃ বল কি কারণ?
কূপে বধি মূষিকারে যব খেতে হয়েছে মনন?

কুমার ভাবিল, রাজা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। সে উদ্ভ্রাসে পলায়ন করিল; কিন্তু অর্দ্ধমাস অতীত হইতে না হইতেই 'রাজাকে দর্ব্বীপ্রহারে বধ করিব' এই সঙ্কল্পে এক দীর্ঘদণ্ড দর্ব্বী হস্তে লইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাজা তখন নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিতে বলিতে সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিলেন :—

নির্ব্বোধ বালক তুমি, শিশুর মতন বয়স্ তোমার এবে; হস্তে উত্তোলন
করিয়াছ দীর্ঘদণ্ড দর্ব্বী তবে কেন? অচিরে যমের বাড়ী যেতে হবে জেন।

সেদিন আর কুমারের পলায়নের সাধ্য রহিল না, সে রাজার পাদমূলে পড়িয়া নিজের জীবন ভিক্ষা করিল। রাজা তাহাকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে অলঙ্কৃত রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, এ বিঘ্ন যে ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই, আমার সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণাচার্য্য আমাকে এই গাথা তিনটী দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অতিমাত্র হৃষ্টতুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত শেষ গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :—

অন্তরীক্ষে বাস, * কিংবা আত্মজ আমার হয় নাই হেতু মোর জীবন রক্ষার।
উদ্যত নিজেরি পুত্র করিতে হনন; শ্লোকের মাহাত্ম্যে আজ পাইনু জীবন।

তুচ্ছ বা উত্তম কিংবা মধ্যম প্রকার, যতনে অর্জ্জন কর সকল বিদ্যার।
যদিও প্রয়োগে আশু না আসে তোমারি, যে বিদ্যার যে উদ্দেশ্য, বুঝহ বিচারি।
হয়ত আসিতে পারে এমন সময়, তুচ্ছ বিদ্যা হ'তে ভাল হবে ফলোদয়।

ইহার পর কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল এবং সেই কুমারই সিংহাসন লাভ করিল।

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

৩৭৪—খুল্লধনুগ্র্হ-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাহার গৃহস্থাশ্রমের ভার্য্যার প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষু যখন বলিলেন, "ভদন্ত, আমার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীই আমার উৎকণ্ঠার কারণ," তখন শাস্তা বলিলেন, "শুন ভিক্ষু, এই রমণী যে কেবল এখনই তোমার অনিষ্টকারিকা, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারই জন্য অসিদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* অন্তরীক্ষ—দেববিমান। যেখানে বাস করিলে বোধ হয় লোকে এরূপ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া 'থুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিত' এই নাম পাইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য মনে করিলেন, 'এই ব্রাহ্মণকুমার আমার ন্যায় শিল্পপারদর্শী হইয়াছে'; অতএব তিনি তাঁহাকে নিজের কন্যা দান করিলেন। তিনি পত্নীসহ বারাণসী যাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে একটা হস্তী একটা অঞ্চল জনহীন করিয়াছিল। কেহই সেই পথে অধিরোহণ করিতে সাহস করিত না। লোকে চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিতকে ঐ পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ বারণ করিল; কিন্তু তিনি ভার্য্যাকে লইয়া সেই বনপথে অধিরোহণ করিলেন। তিনি যেমন বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, অমনি হস্তী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তিনি হস্তীর কুম্ভে শর বিদ্ধ করিলেন। ঐ শর অতি তীক্ষ্ণ ছিল; উহা এমন বেগে নিক্ষিপ্ত হইল যে হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিয়া পশ্চাদ্ভাগ দিয়া বাহির হইল। ইহাতে হস্তীটা সেইখানেই ভূপতিত হইল। ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত এইরূপে উক্ত অঞ্চল নিরুপদ্রব করিয়া বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন দস্যু পথিকদিগের উপর অত্যাচার করিত। লোকে ধনুর্গ্রহ পণ্ডিতকে এ পথেও যাইতে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ঐ পথে অধিরোহণ করিলেন এবং দস্যুরা যেখানে একটা মৃগ মারিয়া পথপার্শ্বে মাংস পাক করিয়া আহার করিতেছিল, সেইখানে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাকে নানাভরণ-শোভিতা ভার্য্যাসহ আসিতে দেখিয়া দস্যুরা ধরিবার জন্য উৎসাহিত হইল। কিন্তু তাহাদের দলপতি পুরুষলক্ষণজ্ঞ ছিল; সে ধনুর্গ্রহকে দেখিবামাত্রই বুঝিল, তিনি একজন অসামান্য লোক; কাজেই, তিনি যে একাকী ইহা দেখিয়াও, সে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দিল না।

ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত ভার্য্যাকে এই বলিয়া দস্যুদিগের নিকট পাঠাইলেন, "যাও, বল গিয়া, 'যে মাংস পাক করিতেছ, তাহা হইতে আমাদিগকে একটা শূলের মাংস দাও'; এবং উহারা যে মাংস দিবে তাহা লইয়া আইস।" ঐ রমণী গিয়া বলিল, "আমাদিগকে একটা শূলের মাংস দাও।" "ঐ ব্যক্তি অসাধারণ পুরুষ", ইহা বলিয়া দস্যুদলপতি মাংস দেওয়াইল। কিন্তু ঐ মাংস অপক্ব ছিল, কারণ দস্যুরা ভাবিয়াছিল, 'আমরা যে মাংস পাক করিয়াছি, তাহা উহাকে খাইতে দিব কেন?' থুল্লধনুর্গ্রহ নিজের বীর্য্য বুঝিতেন; দস্যুরা তাঁহাকে অপক্ব মাংস দিয়াছে দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। দস্যুরা ভাবিল, 'কি? ঐ বুঝি কেবল একমাত্র ব্যাটাছেলে, আর আমরা সব মেয়ে মানুষ!' তাহারা তর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ধনুর্গ্রহ উনপঞ্চাশটা বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের উনপঞ্চাশ জনকে ধরাশায়ী করিলেন; কিন্তু দস্যুদলপতিকে বিদ্ধ করিবার জন্য আর বাণ ছিল না। তাঁহার তূণীরে নাকি কেবল পঞ্চাশটী বাণ ছিল; তাহার একটী দ্বারা তিনি হস্তী বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া এই সময়ে উনপঞ্চাশটী বাণই ছিল। তিনি দস্যু দলপতিকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিলেন এবং 'ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব' এই সঙ্কল্পে ভার্য্যার হস্তে যে খড়্গ ছিল, তাহা চাহিলেন। কিন্তু এই সময়েই উক্ত রমণী দস্যুদলপতির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার হস্তে খড়্গের মুষ্টি এবং স্বামীর হস্তে উহার ফলক স্থাপিত করিল। দস্যু মুষ্টি ধরিয়া ফলক টানিয়া লইল এবং এক আঘাতে ধনুর্গ্রহের শিরশ্ছেদ করিল।

এইরূপে ধনুর্গ্রহকে বধ করিয়া দস্যু ঐ রমণীকে গ্রহণ করিল এবং যাইবার সময়ে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিল। রমণী উত্তর দিল, "তক্ষশিলায় যে সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন, আমি

তাঁহার কন্যা।” “এই ব্যক্তি তোমাকে কিরূপে লাভ করিয়াছিল?” “এই ব্যক্তি আমার পিতার ন্যায় সর্ব্বশিল্পে সুপণ্ডিত হইয়াছিল। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পিতা আমাকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া, যে ব্যক্তি কুলধর্ম্মতঃ আমার স্বামী, তাঁহারই প্রাণবধ করাইয়াছি।” ইহা শুনিয়া দস্যু ভাবিল, ‘যে পাপিষ্ঠা এইরূপে নিজের পতিকে মারিতে পারে, সে অন্য কাহাকে দেখিয়া আমাকেও মারিতে পারে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত।’ এই সঙ্কল্প করিয়া যাইতে যাইতে সে পথিমধ্যে একটা ছোট নদীর তীরে উপস্থিত হইল। ঐ নদীটা সচরাচর অগভীর, কিন্তু সেই সময়ে জলপূর্ণ ছিল। সে রমণীকে বলিল, “ভদ্রে, এই নদীতে একটা দুর্দ্দান্ত কুম্ভীর আছে; এখন কি করা যায়, বল ত।” রমণী বলিল, “স্বামিন্, আপনি আমার সমস্ত আভরণ উত্তরাসঙ্গে পুটুলি করিয়া ওপারে রাখিয়া আসুন; শেষে আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন।” দস্যু বলিল, “বেশ পরামর্শ দিয়াছ।” অনন্তর সে সমস্ত আভরণ লইয়া নদীতে নামিল এবং ব্যস্ততার ভাণ দেখাইয়া পরপারে গমনপূর্ব্বক দুষ্টাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রমণী তাহা দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, “স্বামিন্, আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন যে! এরূপ করিতেছেন কেন? আসুন, আমাকেও লইয়া যান।” দস্যুর সহিত এইরূপ কথা কহিবার সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলঃ—

হে ব্রাহ্মণ, লয়ে মোর সর্ব্ব আভরণ নদী পার হয়ে তুমি করিছ গমন!
ফের শীঘ্র, ত্বরা করি মোরে কর পার; আমি যে একান্ত এবে অধীনী তোমার।

ইহা শুনিয়া দস্যু পরপারে থাকিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলঃ—

ছিল না সংসর্গে মম, তবু মোর তরে সংসর্গেতে ছিল যার তারে ত্যাগ করে!
ধ্রুব ত্যজি অধ্রুবের যে করে সেবন বিশ্বাসের পাত্র সেই নহে কদাচন।
কিজানি কখন(ও) যদি অপরের তরে পাপিষ্ঠা আমার(ও) কভু জীবনান্ত করে!
অতএব এই স্থান ত্যজিয়া এখন নিরাপদ্ দূরদেশে করিব গমন।*

“আমি আরও দূরতর স্থানে যাইতেছি, তুমি এখানে থাক” এই বলিয়া দস্যু আভরণভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল; পাপিষ্ঠা যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। উদ্দাম প্রবৃত্তির দোষেই সে পাপিষ্ঠার এইরূপ বিপত্তি ঘটিল। সে অনাথা হইয়া এক এড়গজ † গুল্মের নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঐ সময়ে শক্র ভূলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুর্দ্দম্য কুপ্রবৃত্তির দোষে স্বামিবিহীনা ও জারপরিত্যক্তা সেই রমণীকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, ‘উহাকে নিগ্রহ করিয়া ও লজ্জা দিয়া আসিতে হইবে।’ তিনি মাতলি ও পঞ্চশিখকে ‡ সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া বলিলেন, “মাতলি তুমি মৎস্য হও; পঞ্চশিখ, তুমি শকুন হও; আমি নিজে শৃগাল হইয়া মাংসপিণ্ড মুখে লইয়া এই রমণীর সম্মুখবর্ত্তী স্থান দিয়া যাইব। আমাকে সেখান দিয়া যেমন যাইতে দেখিবে, মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে লম্ফ দিয়া আমার পুরোভাগে পড়িবে, আমি মুখধৃত মাংসপিণ্ড ত্যাগ করিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লম্ফ দিব। তখন শকুনরূপী পঞ্চশিখ, মাংস পিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িবে, মৎস্যরূপী মাতলিও পুনর্ব্বার নদীতে গিয়া পড়িবে।” তাঁহারা উভয়েই “যে আজ্ঞা, দেবরাজ”

* এই গাথার সহিত ৩১৮-সংখ্যক জাতকের তৃতীয় গাথা তুলনীয়।

† Cassia Tora.

‡ পঞ্চশিখ একজন গন্ধর্ব্বের নাম। জাতকে ইনি শক্রের অনুচররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বলিয়া সম্মতি বিজ্ঞাপন করিলেন। মাতলি মৎস্য হইলেন, পঞ্চশিখ শকুন হইলেন; শক্র শৃগাল হইয়া মুখে মাংসপিণ্ড লইলেন এবং ঐ রমণীর পুরোভাগে গমন করিলেন। তখন মৎস্য জল হইতে উল্লম্ফন করিয়া শৃগালের সম্মুখে পড়িল; শৃগাল মুখধৃত মাংসপিণ্ড ফেলিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লাফ দিল, শকুন মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, শৃগাল দুয়ের কিছুই লাভ করিতে না পারিয়া সেই এড়গজ গুল্মের দিকে বিষণ্ণবদনে চাহিয়া রহিল। ঐ রমণী তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'অতিলালসাবশতঃ এই শৃগাল মৎস্য মাংস উভয়ই হারাইল।' অনন্তর সে যেন একটা কূটপ্রশ্নের সমাধান করিয়াছে এইভাবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া শৃগাল তৃতীয় গাথা বলিলঃ—

এড়গজ গুল্ম হতে অট্টহাস্য কার আমি করি গো শ্রবণ?
নৃত্যগীত বাদ্য আদি কিছুই ত নাই হেথা হাস্যের কারণ।
হেরি অতি বিপরীত চরিত তোমার আমি, শুন গো সুন্দরী!
ক্রন্দনের কালে হাস্য, এ অতি অদ্ভুত দৃশ্য, দেখলো বিচারি।

ইহা শুনিয়া সেই রমণী চতুর্থ গাথা বলিলঃ—

মূর্খ তুমি শিবাধম, বুদ্ধি ঘটে নাই, হারাইয়া মৎস্য মাংস মুখে তব ছাই।

তখন শৃগাল পঞ্চম গাথা বলিলঃ—

সহজে অন্যের ছিদ্র দেখিবারে পাই, আত্মছিদ্র এত ক্ষুদ্র আছে কিংবা নাই!
নিজ দোষে হারাইলে পতি আর জার, দুঃখ কি আমার বেশী, অথবা তোমার?

শৃগালের কথা শুনিয়া রমণী আবার বলিলঃ—

মৃগরাজ, সত্য তুমি বলিলে বচন; করিব এস্থান হতে অন্যত্র গমন;
লভি পুনঃ অন্য ভর্ত্তা, তাঁরে ভালবাসি, হইয়া থাকিব তাঁর চরণের দাসী।

অনন্তর সেই অনাচারিণী দুঃশীলার কথা শুনিয়া দেবরাজ শক্র অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেনঃ—

মৃত্তিকানির্ম্মিত স্থালী হরেছে যেজন, কাংস্যস্থালী পুনঃ সেই করিবে হরণ।
যে পাপে রয়েছ লিপ্ত তুমি অভাগিনী, পুনঃ সেই পাপ করি হবে কলঙ্কিনী।

পাপিষ্ঠাকে এইরূপে লজ্জা দিয়া এবং তাহার অনুতাপ জন্মাইয়া শক্র নিজস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত, ইহার ভার্য্যা ছিল সেই দুষ্টা রমণী এবং আমি ছিলাম দেবরাজ শক্র।]

☞ কণবের জাতক (৩১৮), পঞ্চতন্ত্র (লব্ধপ্রণাশ-তন্ত্র, ৮) এবং ঈষপের কুকুর ও প্রতিবিম্ব, এই তিনটী গল্পের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার সৌসাদৃশ্য তুলনীয়। কুকুরের পক্ষে কিন্তু প্রতিবিম্ব দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক।

আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনার মুখেই এই গল্প শুনিয়াছি। তাঁহারা নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিতেন:—

হায়রে জম্বুরালি, মৎস্য মাংস দুই হারালি।

ইহাতে শৃগাল উত্তর দিয়াছিল:—

আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্রং অন্বিষ্যামি।

জম্বুরালি=জম্বুক অর্থাৎ শৃগাল।

৩৭৫—কপোত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোলুপ ভিক্ষুর কথা ইতঃপূর্ব্বে নানা প্রকারে* বলা হইয়াছে। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে

* প্রথম খণ্ডের কপোতজাতক (৪২) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের লোলজাতক (২৭৪)।

ভিক্ষু, তুমি কি প্রকৃতই লোভী ?" "হাঁ, ভদন্ত।" "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তুমি অতি লোলুপ ছিলে এবং লোভের জন্য প্রাণ হারাইয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটা ঝুড়িতে বাস করিতেন। ঐ ঝুড়িটা তাঁহার নীড় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

একদা এক কাক মৎস্য-মাংসের লোভে বোধিসত্ত্বের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিল। সে একদিন বহু মৎস্য-মাংস দেখিয়া ভাবিল, 'ইহা খাইতে হইবে।' অনন্তর সে ঝুড়ির মধ্যে শুইয়া কোঁথাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এস ভাই, চরায় যাই"; কিন্তু কাক উত্তর দিল, "আমার অজীর্ণ হইয়াছে; আজ তুমিই একাকী যাও।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চলিয়া গেলেন, কাকও ভাবিল, 'আমার কণ্টকস্বরূপ শত্রু চলিয়া গিয়াছে; এখন যথারুচি মৎস্য-মাংস খাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল :—

এখন হয়েছি সুস্থ, রোগ আর নাই; এবে নিষ্কণ্টক আমি, গিয়াছে বালাই।
তুষিব হৃদয়ে এবে যত ইচ্ছা হয়; মাংসযুক্ত শাকে বল দিয়াছে আমায়।*

পাচক মৎস্যমাংস পাক করিয়া রন্ধনশালার বাহিরে গিয়া শরীরের ঘাম পুঁছিতেছিল, সেই সময়ে কাক ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া ঘোলের পাত্রের ভিতর লুকাইল; তাহাতে পাত্রটায় ক্লিট শব্দ হইল। তচ্ছ্রবণে পাচক ছুটিয়া ঘরের ভিতর গেল, কাকটাকে ধরিয়া তাহার সর্ব্বশরীর হইতে পালক তুলিয়া ফেলিল, কাঁচা আদা ও শ্বেত শরিষা বাটিয়া উহা পচা ঘোলের সহিত মিশাইল, এই মিশ্র পদার্থ কাকটার সর্ব্বশরীরে মাখাইল, একখানা খাপড়া দিয়া ঘসিয়া কাকের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিল, সুতা দিয়া ঐ খাপড়া খানা তাঁহার গলায় বান্ধিয়া দিল এবং তদবস্থায় তাহাকে সেই ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। অনন্তর পারাবত আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ বলাকা আমার বন্ধুর ঝুড়িতে শুইয়া আছে? বন্ধু আসিলে যে রাগ করিবে ও উহাকে মারিয়া ফেলিবে।" এইরূপ পরিহাস করিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

মেঘের নাতিনী বলাকা শিখিনী কে তুমি গো চৌরী রয়েছ ওখানে?
বয়স্য আমার বড়ই ক্রোধন; এস শীঘ্র, নয় মরিবে প্রাণে।†

ইহা শুনিয়া কাক তৃতীয় গাথা বলিল :—

পাচকের ছেলে ছিঁড়িয়া পালক আদাবাটা মাখি দিয়াছে গায়;
পরিহাস ভাই করিতে কি আছে, হেন দুর্দ্দশায় দেখি আমায়?

বোধিসত্ত্ব তখনও পরিহাসপূর্ব্বক চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

করিয়াছ স্নান, মেখেছ চন্দন, হইয়াছ তৃপ্ত অন্ন আর পানে;
গলেতে শোভিছে বৈদূর্য্য তোমার, গিয়াছিলে কিহে বারাণসীধামে? ‡

* অর্থাৎ মাংসের সহিত মিশ্রিত যে শাক পাক করা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই আমি বল পাইয়াছি।

† এই গাথা দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৪-ম জাতকেও দেখা যায়। মেঘদ্বারা বলাকায় গর্ভাধান হয়, পূর্ব্বের কবিরা এইরূপ বলিতেন। এখানে বলাকাকে মেঘের নাতিনী (অথবা নন্দিনী) বলা হইয়াছে। তু°—গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নুনমাবদ্ধমালাঃ সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ (মেঘদূত, ৯)।

‡ বারাণসীর নাম কজ্জঙ্গল বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইহার পর কাক পঞ্চম গাথা বলিল :—

মিত্র বা অমিত্র কেহ নাহি যেন থায় বারাণসীধামে ;
পালক ছিঁড়িয়া, খাপড়া বান্ধিয়া গলে দেয় সেইখানে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শেষ গাথাটী বলিলেন :—

প্রকৃতি তোমার এইরূপ ভাই ; আবারও পড়িবে হেন দুর্দ্দশায়,
মানুষের খাদ্য বিহগগণের সুখসেবনীয় কখন(ও) না হয়।

কাককে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব আর সেখানে তিষ্ঠিলেন না ; তিনি পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন সেই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক ; এবং আমি ছিলাম সেই কপোত।]

সপ্তনিপাত।

৩৭৬—অবার্য্য-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক তীর্থনাবিকের * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটা মূর্খ ও অজ্ঞান ছিল। সে বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের বা অপর কোন গুণী লোকের গুণ জানিত না। তাহার স্বভাব অতি উগ্র, পরুষ ও রূঢ় ছিল। একদা এক জনপদবাসী ভিক্ষু বুদ্ধের অর্চ্চনার জন্য যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে অচিরবতীর খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং পাটনীকে কহিলেন, "উপাসক, আমাকে ওপারে যাইতে হইবে; নৌকা দাও।" সে বলিল, "ভদন্ত, এখন অসময়; এ রাত্রি এপারেই কোথাও থাকুন।" "উপাসক, এখানে কোথায় থাকিব? আমাকে লইয়া চল।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনি বলিল, "তবে আয়, শ্রমণ।" অনন্তর সে স্থবিরকে নৌকায় তুলিল; কিন্তু ঠিক ভাবে নৌকা না চালাইয়া কিয়দ্দূর স্রোতের সহিত চলিল, ঢেউ তুলিয়া স্থবিরের চীবর ভিজাইল এবং অন্ধকার হইলে তাঁহাকে অপর পারে নামাইয়া দিল। স্থবির বিহারে গিয়া সেদিন আর বুদ্ধোপাসনার অবসর পাইলেন না। তিনি পরদিন শাস্তার নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন; শাস্তাও তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন আসিয়াছ?" স্থবির উত্তর দিলেন, "গত কল্য।" "তবে আজ কেন বুদ্ধোপাসনা করিতে আসিলে?" ইহার উত্তরে স্থবির পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও বড় রূঢ় ছিল; এ জন্মে তোমায় ক্লেশ দিয়াছে, পূর্ব্ব জন্মেও পণ্ডিতদিগকে ক্লেশ দিয়াছে।" অনন্তর স্থবিরের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে বন্যফলমূলে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর একদা লবণ ও অম্লসেবনের অভিপ্রায়ে তিনি বারাণসীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম দিন রাজোদ্যানে বাস করিলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার আকারপ্রকার দর্শনে প্রীত হইলেন; তাঁহাকে প্রাসাদের ভিতর লইয়া ভোজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি রাজকীয় উদ্যানেই বাস করিবেন এই অঙ্গীকার করাইলেন। রাজা প্রতিদিন তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে যাইতেন; বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "মহারাজ, রাজাদিগকে যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতে হয়; তাঁহারা অগতিচতুষ্টয় † পরিহারপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শন করিবেন।" প্রতিদিন এইরূপ উপদেশ দিবার কালে বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিতেন:—

> ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ তুমি অবনী-ঈশ্বর, হইবে না ক্রুদ্ধ কভু কাহারও উপর।
> থাকিয়া অক্রুদ্ধ নিজে ক্রুদ্ধের শাসন করেন যে রাজা তিনি ভক্তির ভাজন।
>
> গ্রামে বা অরণ্যে, সমুদ্রেতে কিংবা স্থলে সর্ব্বত্র এ উপদেশ পালুক সকলে—
> হইও না ক্রুদ্ধ কভু কাহার(ও) উপর; এই সার উপদেশ, শুন নৃপবর।

---

* তীর্থনাবিক—পাটনি।

† দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রতিদিন এই গাথা দুইটী শুনাইতেন। রাজা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা আয়ের একখানি গ্রাম দিতে চাহিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তিনি এইভাবে সেই উদ্যানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর একদিন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এখানে বহুকাল কাটাইলাম; এখন একবার জনপদে গিয়া ভিক্ষা করা যাউক; তাহার পরে ফিরিয়া আসিব।' এই উদ্দেশ্যে, তিনি রাজাকে কিছু না জানাইয়া, উদ্যানপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "বাবা, আমার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিয়াছে; একবার জনপদে গিয়া ভিক্ষা করিব, তাহার পর এখানে ফিরিব। তুমি রাজাকে এই কথা বলিবে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া গঙ্গার খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অবার্য্যপিতানামক এক পাটনি থাকিত। সে বড় মূর্খ ছিল; গুণবান্‌দিগের গুণের আদর করিতে জানিত না, নিজের ক্ষতিবৃদ্ধিও বুঝিত না। যাহারা গঙ্গা পার হইতে আসিত, সে প্রথমে তাহাদিগকে পার করিয়া দিত, পরে খেয়ার কড়ি চাহিত। যাহারা কড়ি দিত না, তাহাদের সহিত তাহার কলহ হইত। ইহাতে তাহার লাভ বড় অল্পই হইত, ভাগ্যে অনেক সময় প্রহারও জুটিত। লোকটার এতই অল্পবুদ্ধি ছিল।

এই নাবিকপ্রসঙ্গে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> পাটনি অবার্য্যপিতা খেয়া দিত গঙ্গায় তখন; অতিবড় মূর্খ সেই, অগ্রে পার করি লোকজন
> চাহিত খেয়ার কড়ি, সে কারণ কলহ হইত; অর্থলাভসুখ তার কখন(ও) না অদৃষ্টে ঘটিত।

বোধিসত্ত্ব এই নাবিকের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভদ্র, আমাকে ওপারে লইয়া চল।" সে বলিল, "শ্রমণ, আমাকে কি বেতন দিবে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমায় ভোগবৃদ্ধি, অর্থবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় বলিব।" পাটনি মনে করিল 'এ নিশ্চয় আমায় কিছু দিবে', সে তাঁহাকে অপর পারে লইয়া বলিল, "খেয়ার কড়ি দাও।" "আচ্ছা, দিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ত্ব প্রথমে ভোগবৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করিলেন :—

> পার করিবার আগে চাহিবে বেতন, পার করি চাহিবে না বেতন কখন।
> পার হবে, আর যেই হইয়াছে পার একই মনের ভাব নয় দুজনার।

পাটনি ভাবিল, 'এটা উপদেশ, ইহা ছাড়া বোধ হয় আমাকে আরও কিছু দিবে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ বাপু, এ তোমার ভোগবৃদ্ধির উপায়, এখন অর্থবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় বলিতেছি :—

> গ্রামে বা অরণ্যে, সমুদ্রেতে কিংবা স্থলে সর্ব্বত্র এ উপদেশ পালুক সকলে—
> হইও না ক্রুদ্ধ কভু কাহার(ও) উপর; অক্রোধীর ধর্ম্ম, অর্থ বাড়ে নিরন্তর।

এই গাথাদ্বারা পাটনিকে ধর্ম্ম ও অর্থবৃদ্ধির উপায় দেখাইয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাকে ধর্ম্ম ও অর্থবৃদ্ধি করিবার উপায় বুঝাইলাম।" কিন্তু সেই মূর্খ তাঁহার সেই উপদেশ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া বলিল, "শ্রমণ, তুমি কি আমায় খেয়ার কড়ি এই দিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ বাবা।" "আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই, আমাকে অন্য কিছু দাও।" "বাবা, ইহা ছাড়া ত আমার আর কিছু নাই।" "তবে আমার নৌকায় চড়িলে কেন?" ইহা বলিয়া সে বোধিসত্ত্বকে ভূমিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিল এবং তাঁহার মুখে প্রহার করিতে লাগিল।

[এই সময়ে শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তপস্বী যে উপদেশ দিয়া রাজার নিকট হইতে দক্ষিণা-স্বরূপ একখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, এক মূর্খকে ঠিক সেই উপদেশ দিয়া মুখে আঘাত পাইলেন। অতএব উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উপদেশ দিতে হয়, অপাত্রে উপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য।" অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি পরবর্ত্তী গাথা বলিলেন :—

শুনি যেই উপদেশ রাজা দান করে গ্রামবর,
সেই উপদেশ শুনি পাটলি মুখেতে মারে চড়।]

পাটলি যখন বোধিসত্ত্বকে এইরূপে প্রহার করিতেছিল, তখন তাহার ভার্য্যা ভাত লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং তপস্বীকে দেখিয়া বলিল, "স্বামিন্, এই ব্যক্তি তপস্বী এবং রাজকুলের গুরু; আপনি ইঁহাকে মারিবেন না।" ইহাতে সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া, "তুই এই ভণ্ড তপস্বীকে মারিতে দিবি না!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঐ রমণীকেও প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিল। তাহার হস্তের অন্নপাত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; সে পূর্ণগর্ভা ছিল; তাহার গর্ভপাতও হইল। তখন চারিদিক্ হইতে লোক সমবেত হইয়া পাটলিকে বেষ্টন করিল এবং "নরহত্যাকারী দস্যু" বলিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজা বিচার করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন।

[ইহা বলিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া উক্ত ঘটনাই আবার শেষ গাথা দ্বারা অভিব্যক্ত করিলেন :—

অন্নপাত্র ভেঙ্গে গেল, গর্ভপাত হ'ল; হিত উপদেশ দিয়া এ ফল লভিল।
কাঞ্চনে আদর নাহি করে পশুগণ; অবহেলে উপদেশ যত মূর্খ জন।

[অতঃপর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান তখন এই নাবিক ছিল সেই নাবিক; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস]

৩৭৭—শ্বেতকেতু-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ড ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু উদ্দালক-জাতকে (৪৮৭) বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণবালক তাঁহার নিকট বেদাভ্যাস করিত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠের নাম ছিল শ্বেতকেতু। সে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং বড় জাত্যভিমান করিত। সে একদিন অন্যান্য বালকের সহিত নগরের বাহিরে গিয়াছিল এবং নগরে ফিরিবার কালে এক চণ্ডালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" চণ্ডাল বলিল, "আমি চণ্ডাল।" শ্বেতকেতুর ভয় হইল, পাছে, যে বায়ু চণ্ডালের শরীর স্পর্শ করিয়াছে, তাহা তাহারও শরীর স্পর্শ করে। সে বলিল, "নিপাত যা, ব্যাটা চণ্ডাল! তোর মুখ দেখিলে অযাত্রা। যা, আমার অধোবাতে গিয়া চল্"। সে নিজে ছুটিয়া গিয়া চণ্ডালের উপরিবাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু চণ্ডালও শীঘ্রতর চলিয়া শ্বেতকেতুর উপরিবাতে দাঁড়াইল। ইহাতে শ্বেতকেতু আরও গালি দিতে লাগিল, এবং "নিপাত যা, ব্যাটা অপেয়ে" বলিয়া চীৎকার করিল। তখন চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গো?" শ্বেতকেতু বলিল,

"আমি ব্রাহ্মণকুমার।" "যদি ব্রাহ্মণ হও, তবে আমি যে প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দিতে পারিবে ত?" "পারিব বৈ কি?" "যদি না পার, তবে তোমাকে আমার দুই পায়ের তল দিয়া যাইতে হইবে।" শ্বেতকেতুর নিজ পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল; সে বলিল, "বেশ, তোর প্রশ্ন কর্"। চণ্ডাল সমস্ত উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "ব্রাহ্মণকুমার, দিক্ বলিলে কি বুঝায়?" "দিক্ ত চারিটা, পূর্ব্ব ইত্যাদি।" "আমি তোমাকে এ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি এই সামান্য কথা জান না, অথচ যে বাতাস আমার গায়ে লাগিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিতেছ!" ইহা বলিয়া সেই চণ্ডাল শ্বেতকেতুর ঘাড় ধরিয়া মাথা নীচু করিল এবং নিজের দুই পায়ের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া দিল।

ব্রাহ্মণবালকেরা গিয়া আচার্য্যের নিকট এই বৃত্তান্ত বলিল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে শ্বেতকেতু, তুমি চণ্ডালের পাদান্তরে চালিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" শ্বেতকেতু বলিল, "হাঁ গুরুদেব, সেই দাসীপুত্র চণ্ডাল 'দিক্ কাহাকে বলে ইহাও জান না' বলিয়া আমাকে নিজের পাদান্তরে চালিত করিয়াছে। এখন দেখিব ব্যাটার কত আস্পর্দ্ধা!" ইহা বলিয়া সে ক্রোধভরে বার বার চণ্ডালকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু আচার্য্য বলিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু, তাহার উপর রাগ করিও না; সে চণ্ডালপুত্র পণ্ডিত; সে তোমাকে সাধারণ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই; অন্য দিকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তুমি যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ বা শিখিয়াছ, তাহা ছাড়া আরও বহুতর বিষয় আছে, যাহা তুমি দেখ নাই, শুন নাই বা শিখ নাই।" এইরূপে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিবার কালে আচার্য্য নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

করিও না ক্রোধ তুমি, বৎস শ্বেতকেতু! ক্রোধ নহে মানুষের মঙ্গলের হেতু।
দেখ নাই, শুন নাই, এমন বিষয় আছে বহুবিধ ইথে নাহিক সংশয়।
মাতা পিতা পূর্ব্বদিক্ বলিয়া কীর্ত্তিত; প্রশস্ত দক্ষিণাদিক্ আচার্য্য নিশ্চিত।*

যে গৃহস্থ করে অন্নপানবস্ত্রদান, অভ্যাগত জনে করে আদরে আহ্বান,
সে জন উত্তম দিক্ জানিবে নিশ্চয়; এইরূপে শ্বেতকেতু হয় দিঙ্‌নির্ণয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিক্ সেই, আশ্রয়ে যাহার দুঃখ যায় দূরে, হয় আনন্দ অপার। †

মহাসত্ত্ব এইরূপে শ্বেতকেতুকে দিকের কথা বলিলেন। কিন্তু 'আমি চণ্ডালের পাদান্তরে চালিত হইয়াছি' এই অভিমানে শ্বেতকেতু সে স্থানে আর বাস করিল না, সে তক্ষশিলায় গিয়া এক বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সর্ব্বশিল্প অধ্যয়ন করিল, আচার্য্যের আজ্ঞা লইয়া তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিল এবং নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মত ও আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে করিতে বিবিধ

* মাতাপিতা জন্মদাতা বলিয়া পূর্ব্বদিক্ এবং আচার্য্য দক্ষিণার্হ বলিয়া দক্ষিণ দিক্।

† অর্থাৎ নির্ব্বাণ। এই গাথা ব্যাখ্যা করিবার জন্য টীকাকার তৈলপাত্র-জাতক (৯৬) এবং তাহার টীকা হইতে দুইটী গাথা তুলিয়াছেন :—

মাতা পিতা পূর্ব্বদিক্; আচার্য্য দক্ষিণ; উত্তর অমাত্য বন্ধু; স্ত্রীপুত্র পশ্চিম;
দাস ভৃত্যগণ অধঃ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধদিক্ বলি সবে করেন কীর্ত্তন।

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহন সতর্কতা অতি চাই,
নচেৎ উথলি পড়িবে ভূমিতে তৈল তব, শুন ভাই।
ঠিক সেইমত, অজ্ঞাত দিকের, প্রার্থনা করে যে জন,
অপ্রমত্তভাবে চিত্তরক্ষা যেন করে সেই অনুক্ষণ।

অজ্ঞাত বা অগতপূর্ব্ব দিক্—নির্ব্বাণ।

স্ত্রীপুত্র পশ্চিম, কেননা ইহারা মমতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে বলিয়া নির্ব্বাণলাভের পরিপন্থী।

স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। একদা সে কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পঞ্চশত তাপস উহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। সে তাঁহাদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং তাঁহাদের সমস্ত শিল্প, মন্ত্র ও আচার আয়ত্ত করিয়া লইল। অনন্তর সে এই সকল তাপসকর্তৃক পরিবৃত হইয়া একদিন বারাণসীতে উপস্থিত হইল এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজাঙ্গণে প্রবেশ করিল। রাজা তপস্বীদিগের চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্য নিজের উদ্যান ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একদিন তাপসদিগকে ভোজ্য পরিবেষণ করিয়া বলিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে উদ্যানে গিয়া আর্য্যদিগকে বন্দনা করিব।" শ্বেতকেতু উদ্যানে গিয়া তাপসদিগকে সমবেত করিল এবং বলিল, "মারিষগণ, অদ্য রাজা আসিবেন বলিয়াছেন; রাজাকে একবার আরাধনা করিলেই যাবজ্জীবন সুখে থাকা যায়। অতএব তোমরা কেহ কেহ বল্গুলিব্রতে রত হও,* কেহ কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ন কর, কেহ কেহ পঞ্চতপের অনুষ্ঠান কর, কেহ কেহ উৎকটুক প্রধান† কর, কেহ কেহ উদকগাহন কর্ম্ম কর, কেহ কেহ বা বেদমন্ত্র পাঠ করিতে থাক।" তপস্বীদিগকে এই আদেশ দিয়া শ্বেতকেতু নিজে পর্ণশালাদ্বারে পৃষ্ঠাশ্রয়যুক্ত আসনে উপবেশন করিল, সম্মুখে বিচিত্র আধারের উপর পঞ্চবর্ণসমুজ্জ্বল-বস্ত্রাচ্ছাদিত এক খণ্ড পুস্তক রাখিয়া দিল এবং চারি কিংবা পাঁচ জন সুশিক্ষিত বালক যে সকল স্থানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সেই গুলির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে রাজা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল লোকের মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি শ্বেতকেতুকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> ভোগের বাসনা নাই; কর্কশ অজিনবাস; যত্নের অভাবে দিয়ে বসিয়াছে জটার পাশ;
> পঙ্কলিপ্ত দন্তরাজি, করে না কভু মার্জ্জন; দেখিতে বিকটমূর্ত্তি; তবু কি প্রশান্ত মন!
> একমনে জপে মন্ত্র; মানুষের সাধ্য যত মুক্তিহেতু অনুষ্ঠান করে এরা অবিরত;
> অসার সংসার ইহা বুঝিয়াছে ঋষিগণ; অপায় হইতে মুক্তি লভেছে কি সে কারণ?

ইহা শুনিয়া পুরোহিত চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

> সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, অথচ যে জন পাপে রত, ধর্ম্মপথে চলে না কখন,
> সহস্র বেদেও কভু না পারে রক্ষিতে হেন শীলহীন জনে অপায় হইতে।

পুরোহিতের বাক্য শুনিয়া রাজা তাপসদিগের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন রহিলেন না। তখন শ্বেতকেতু ভাবিল, 'পূর্ব্বে এই রাজা তাপসদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু পুরোহিত সেই প্রসাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমার একবার পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করা আবশ্যক।' অনন্তর পুরোহিতের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া সে পঞ্চম গাথা বলিল:—

> সহস্র বেদেও যদি না পারে রক্ষিতে কোন শীলহীন জনে অপায় হইতে,
> বেদ-অধ্যয়ন তবে হবে কি নিস্ফল? সত্য, বিপ্র, শীল আর সংযম কেবল?

ইহার উত্তরে পুরোহিত ষষ্ঠ গাথা বলিলেন:—

> নিস্ফল না হয় কভু বেদ-অধ্যয়ন;
> সত্য যে সংযম শীল, তাহাও নিশ্চয়;

* অর্থাৎ অধোমুখ হইয়া ঝুলিতে আরম্ভ কর। (?)

† উৎকটুক প্রধান—উৎকটিকাসনস্থ হইয়া তপস্যা করা। এই আসনে পা দুইখানি বিস্তার করিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগের সহিত সমভাবে রাখিতে হয়।

বেদ-অধ্যয়নে হয় কীর্ত্তির অর্জ্জন;
শীল-সংযমের বলে শান্তিলাভ হয়।

পুরোহিত এইরূপে শ্বেতকেতুর আপত্তি খণ্ডন করিলেন, তপস্বীদিগের সকলকে গৃহী করিলেন এবং তাহাদিগকে ফলক * ও আয়ুধাদি দিয়া রাজার সর্ব্বপ্রধান উপস্থাপকদিগের মধ্যে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রবাদ আছে যে এইরূপেই মহত্তরকদিগের † উৎপত্তি হইয়াছিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল শ্বেতকেতু, সারিপুত্র ছিলেন সেই চণ্ডাল এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

৩৭৮—দরীমুখ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'ব্রহ্মদত্তকুমার।' তিনি যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন রাজপুরোহিতেরও এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুরোহিত-পুত্রের মুখ অতি শোভাময় ছিল ও তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'দরীমুখ।'‡

এই কুমারদ্বয় রাজকুলেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের প্রিয় সখা হইলেন এবং ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত এবং আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিবার ও দেশচরিত্র জানিবার অভিলাষে তাঁহারা বহু গ্রামনিগমাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং একটা দেবগৃহে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শাস্ত্রপাঠ শুনাইবার উদ্দেশ্যে পায়স পাক করা হইয়াছিল এবং যথাস্থানে আসন সজ্জিত করা হইয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা কুমারদ্বয়কে ভিক্ষার্থ উপস্থিত দেখিয়া মনে করিল, ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছেন; তখন তাহারা উভয়কে ভিতরে লইয়া গেল এবং মহাসত্ত্বের আসনে শুদ্ধবস্ত্র (শ্বেতবস্ত্র) ও দরীমুখের আসনে রক্তকম্বল আস্তৃত করিয়া দিল। দরীমুখ এই নিমিত্ত দেখিয়া জানিতে পারিলেন, সেইদিন তাঁহার বন্ধু বারাণসীর রাজা এবং তিনি তাঁহার সেনাপতি হইবেন। তাঁহারা সেখানে ভোজন করিলেন এবং শাস্ত্রপাঠ শুনিয়া গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক রাজোদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব মঙ্গলশিলাপট্টে শুইয়া পড়িলেন এবং দরীমুখ বসিয়া তাঁহার পাদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ইহার সাত দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। পুরোহিত তাঁহার শরীরকৃত্য

* ফলক—কাষ্ঠনির্ম্মিত ঢাল। বোধ হয় এই সময়ে চর্ম্মের ঢাল প্রচলিত ছিল না।

† মূলে 'মহত্তরকে কহা' এই আছে। মহত্তরক শব্দটী মহৎ শব্দের উত্তর 'তর' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন—বড় হইতেও বড়—এই অর্থ। রাজরক্ষীদিগের মধ্যে ইহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদ ছিল। See Life of Hiouen Thsang p. 257.

‡ দরী=গুহা। ইহা হইতে সৌন্দর্য্যের কোন আভাস পাওয়া যায় না। তবে কি বুঝিতে হইবে—পুরোহিত-তনয়ের মুখবিবর অস্বাভাবিকরূপে বড় ছিল বলিয়া তিনি এই নাম পাইয়াছিলেন?

সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং মৃত রাজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া সাতদিন উপর্য্যুপরি সুসজ্জিত রথ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত রথ-প্রেরণের ব্যাপার মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) বলা যাইবে।

রথ নগর হইতে নির্গত হইল; চতুরঙ্গিণী সেনা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল; শত শত বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। এই রূপে রথখানি শেষে উদ্যানদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। দরীমুখ বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন, "আমার সখার জন্য সুসজ্জিত রথ আসিয়াছে; তিনি অদ্যই রাজা হইয়া আমাকে সেনাপতি করিবেন; কিন্তু আমার গৃহস্থাশ্রমে কি প্রয়োজন? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে কিছু না বলিয়াই একান্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে পুরোহিত উদ্যানদ্বারে রথ রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, মঙ্গলশিলাপট্ট-শয়নে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পাদদ্বয়ের লক্ষণসমূহ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি পুণ্যবান্; ইনি দ্বিসহস্রদ্বীপ-পরিবৃত মহাদ্বীপ-চতুষ্টয়ের রাজত্ব করিতে সমর্থ; কিন্তু ইঁহার রীতি কিরূপ, তাহা দেখিতে হইবে।' অনন্তর তিনি এক-সঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে আদেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি মুখ হইতে বস্ত্র অপনীত করিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন, পুনর্ব্বার বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কিছুক্ষণ শয়ন করিলেন এবং যখন রথ থামিল, * তখন উঠিয়া শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন।

ইহা দেখিয়া পুরোহিত জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "দেব, এ রাজ্য আপনারই হইল।" "রাজা কি অপুত্রক ছিলেন?" "হাঁ দেব।" "তাহা হইলে আপত্তি কি?" অনন্তর সেই উদ্যানেই তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তিনি মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দরীমুখকে স্মরণ করিলেন না, মহাজন-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, নগরপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজদ্বারে অবস্থিত হইয়া অমাত্যদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিলেন এবং তৎপরে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে উদ্যান জনশূন্য হইয়াছে দেখিয়া দরীমুখ মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার সম্মুখে একটা শুষ্ক পত্র পতিত হইল। তিনি এই শুষ্ক পত্র দেখিয়া পদার্থমাত্রেরই ক্ষয়-ব্যয়ধর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন, সমস্তই যে ত্রিলক্ষণযুক্ত † ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং পৃথিবীকে আনন্দধ্বনি দ্বারা উন্নাদিত করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ‡ অমনি তাঁহার দেহ হইতে গৃহীর চিহ্ন সমস্ত অন্তর্হিত হইল, আকাশ হইতে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পতিত হইয়া তাঁহার শরীরে সন্নদ্ধ হইল; তিনি নিমিষের মধ্যে অষ্টপরিষ্কারধর, ঈর্য্যাপথসম্পন্ন, শতবর্ষবয়স্ক স্থবিরে পরিণত হইলেন এবং ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশস্থ নন্দমূল গুহায় চলিয়া গেলেন। §

এদিকে বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রভূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হওয়ায় তিনি চল্লিশ বৎসর কাল দরীমুখকে স্মরণ করিলেন না। অনন্তর চত্বারিংশ বর্ষে দরীমুখের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'দরীমুখ আমার সখা; সে এখন কোথায়?' তখন দরীমুখকে দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তদ-বধি কি অন্তঃপুরে, কি রাজসভায়, "আমার সখা দরীমুখ এখন কোথায়? যে আমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহার বহু সম্মান করিব," এইরূপ বলিতেন।

* রথ ত আগেই আসিয়াছিল।

† তিলক্খনং=অনিচ্চং, দুক্খং, অনত্তং। সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখ ভোগ করে, সমস্তই মিথ্যা।

‡ অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন।

§ প্রত্যেকবুদ্ধেরা এই গুহায় বাস করেন।

এইরূপে দবীমুখকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। প্রত্যেকবুদ্ধ দবীমুখও পঞ্চাশ বৎসরের পর একদিন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সখা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'সখা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রকন্যাদি পাইয়া তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে; আমি গিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশপথে ভ্রমণপূর্ব্বক রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং শিলাপট্টে সুবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। উদ্যানপাল তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসিল, "ভদন্ত, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" দবীমুখ উত্তর দিলেন, "নন্দমূলক গুহা হইতে।" "ভদন্তের নাম কি?" "ভদ্র, আমার নাম দবীমুখ প্রত্যেকবুদ্ধ।" "ভদন্ত কি আমাদের রাজাকে জানেন?" "জানি বৈ কি? যখন গৃহী ছিলাম, তখন তিনি আমার সখা ছিলেন।" "ভদন্ত, আপনাকে দেখিবার জন্য রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছে; আপনার আগমন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিব।" "যাও, বল গিয়া।" উদ্যানপাল গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, দবীমুখ আসিয়া শিলাপট্টে বসিয়া আছেন। রাজা বলিলেন, "তবে আমার সখা সত্য সত্যই আসিয়াছেন! আমি গিয়া তাঁহাকে দেখিব।" তিনি রথে আরোহণ করিলেন, বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গেলেন, প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিলেন এবং একান্তে আসীন হইলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেছ ত? তুমি ত ধনের জন্য প্রজাপীড়ন কর না? তুমি ত দানাদি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক?" অনন্তর তিনি রাজাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া আবার বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; এখন তোমার বিষয়ভোগ পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় আসিয়াছে।" রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—

পঙ্ক—মহাপঙ্ক বিষয়-সেবন, দৃঢ়মূল ইহা, ভয়ের কারণ।
ইহার মতন জীবে কলঙ্কিতে ধূলি, ধূম ছাড়া পাই না দেখিতে।
ত্যজ গৃহ ব্রহ্মদত্ত নৃপবর, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করহ সত্বর।

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা দ্বারা নিজের বিষয়ভোগবন্ধন বর্ণনা করিলেন:—

বিষয়-বাসনা বদ্ধ, বিষয়ানুরক্ত, বিষয়-ভোগেতে আমি হইয়াছি মত্ত।
সত্য বটে, এ আসক্তি ভয়ের কারণ; কিন্তু প্রাণ যাবে এরে করিলে বর্জ্জন।
তাই আমি অসমর্থ-ত্যজিতে এ বিষ; বহু পুণ্য কর্ম্ম কিন্তু করি অহর্নিশ। *

* এখানে টীকাকার বলিয়াছেন—যিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে নৈষ্ক্রম্যধর্ম্মকে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির অন্যতম উপায় বলিয়া জানিয়াছিলেন, তিনি এ জন্মে নিষ্ক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, ইহার কারণ কি? জগতে অষ্ট বিধ উন্মত্ত আছে:—(১) কামোন্মত্ত; ইহারা লোভের দাস, (২) ক্রোধোন্মত্ত, ইহারা নিষ্ঠুরতার দাস; (৩) দৃষ্ট্যুন্মত্ত, ইহারা বিপর্য্যাসবশগত, অর্থাৎ সকল বিষয়ে বিপরীত দর্শন করে। (৪) মোহোন্মত্ত; ইহারা অজ্ঞানের দাস; (৫) যক্ষোন্মত্ত; ইহারা ভূতপ্রেতাদির বশগত, (৬) পিত্তোন্মত্ত, ইহারা পিত্তকর্তৃক পীড়িত; (৭) সুরোন্মত্ত, ইহারা পানবশগত, (৮) ব্যসনোন্মত্ত; ইহারা শোকবশগত। বোধিসত্ত্ব এই জাতকে কামোন্মত্ত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে নৈষ্ক্রম্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য টীকাকার নিদানকথা হইতে তিনটী গাথা তুলিয়াছেন:—

অভিনিষ্ক্রমণ অতি বুদ্ধজন প্রিয়; পারমিতা মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয়।
যতনে এ পারমিতা কর হে পালন, সম্বোধি লভিতে যদি ব্যগ্র তব মন।
দীর্ঘকাল কারাগারে বদ্ধ জীব যথা মুক্তি চায়, নাহি পেয়ে কোন সুখ সেথা,
তেমতি জানিও অতি দুঃখকর তব ভীষণ বন্ধনাগার সর্ব্ববিধ ভব।
নিষ্ক্রমণ-অভিমুখে হও আগুয়ান, লভিবে সম্বোধি; পাবে চির পরিত্রাণ।

বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যাগ্রহণে অসামর্থ্য জানাইলেও প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখ তাঁহাকে ছাড়িলেন না; তাঁহাকে আবার উপদেশ দিলেন :—

বিষয়ী জনের ভাবি বিষ পরিণাম উদ্ধারিতে দয়াবশে উপদেশ দান
করেন যাঁহারা, যদি তাঁদের বচন অবহেলা করি চলে কোন মূর্খ জন,
শ্রেয়ঃ বলি মনে করে বিষয়-বাসনা, পুনঃ পুনঃ ভুঞ্জে সেই কঠোর যন্ত্রণা। *

মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ নরক ভীষণ মাতৃগর্ভ ; তাই তারে শঙ্কে সুধীগণ ;
কিন্তু কামাসক্ত জীব ত্যজিতে না পারে ভোগ, তাই পশে হেন যন্ত্রণা আগারে। †

গর্ভে প্রবেশ এবং পুষ্টিলাভ করিতে যে দুঃখ হয়, এইরূপে তাহা বলিয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে যে কষ্ট, তাহা দেখাইবার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখ, সার্দ্ধ গাথা বলিলেন :—

মল-রক্ত-শ্লেষ্মলিপ্ত দেহটী লইয়া আসে জীব গর্ভ হ'তে বাহির হইয়া।
যে যে দ্রব্য স্পর্শ তারা করে সে সময়, সকলেই দেয় কষ্ট ; সুখ নাহি হয়।

প্রত্যক্ষ আমার যাহা, বলিলাম তাই, অপরের মুখে আমি কিছু শুনি নাই।
বহুপূর্ব্ব জন্মকথা করি হে স্মরণ, তাই এই উপদেশ দিতেছি, রাজন্।

এই সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধ এইরূপে রাজাকে সুমধুর উপদেশ দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অবশিষ্ট অর্দ্ধ গাথা বলিলেন ;—

দরীমুখ বিচিত্র, মধুর নানা গাথা বলি বুঝাইলা সুমেধেরে ‡ ধর্ম্মকথা।

প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয়ভোগের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে নানা উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমি আপনাকে বিষয়-ভোগের দুঃখ এবং প্রব্রজ্যার সুখের কথা বলিলাম ; আপনি অপ্রমত্ত হউন।" অনন্তর সুবর্ণরাজহংসের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘগর্ভ মর্দ্দন করিতে করিতে তিনি নন্দমূলক পর্ব্বতে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ মহাসত্ত্ব মস্তকে দশনখসমুজ্জ্বল অঞ্জলি সংলগ্ন করিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দিলেন এবং রোরুদ্যমান প্রজাবৃন্দের মমতা এবং বিষয়-ভোগেচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া জীবনান্তে ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু লোকে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করিল। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৩৭৯—মেরু-জাতক। §

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার লোকে

* ধর্ম্মপদ ৫।৩২০।
† এই গাথার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের বায়নির্ব্বিন্ন জাতকের (২৯৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথা তুলনীয়।
‡ সুমেধ=সুনয় বা তীক্ষ্ণ মেধাবিশিষ্ট (রাজা ব্রহ্মদত্ত)।
§ বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমবন্ত প্রদেশের একটা পর্ব্বতের নাম মেরু (পালি—মেরু)।

তাঁহার চাল চলন দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিল; তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিল, তিনি ঐ গ্রামের সন্নিধানেই অবস্থিতি করিবেন এই অঙ্গীকার করাইয়াছিল, বনমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করাইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি আদর যত্ন করিয়াছিল। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে যখন কয়েকজন শাশ্বতবাদী * ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন লোকে তাঁহাদের পরামর্শে স্থবিরকে ত্যাগ করিয়া শাশ্বতবাদীদিগকেই আদর যত্ন করিতে লাগিল। অতঃপর যখন উচ্ছেদবাদীরা আসিল, তখন তাহারা শাশ্বতবাদীদিগকে ছাড়িয়া উচ্ছেদবাদীদিগের উপদেশানুসারে চলিতে লাগিল। পরিশেষে কয়েকজন অচেলক আসিল; তখন উচ্ছেদবাদীরাও পরিত্যক্ত হইল এবং অচেলকদিগের আদর বাড়িল। † গুণাগুণানভিজ্ঞ এইরূপ লোকের সংসর্গে অতি কষ্টে বাস করিয়া সেই ভিক্ষু বর্ষাবসানে প্রবারণ সমাপনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে প্রতিগমন করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি বর্ষাকাল কোথায় যাপন করিলে?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "প্রত্যন্তের সন্নিকটে।" "সুখে ছিলে ত" "ভদন্ত, গুণাগুণাজ্ঞ লোকের সংসর্গে থাকিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া গুণাগুণাজ্ঞদিগের সংসর্গে একদিনও অতিবাহিত করেন নাই; তুমি নিজের গুণাগুণাজ্ঞদিগের সংসর্গে থাকিলে কেন?" অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণ-হংসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাঁহারা উভয়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিতেন। একদিন তাঁহারা হিমবন্তে চরিয়া চিত্রকূটে ফিরিবার সময়ে পথিমধ্যে মেরু-নামক কাঞ্চন পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন এবং তাহার শিখরোপরি উপবেশন করিলেন। এই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পক্ষী ও চতুষ্পদগণ স্ব স্ব গোচরভূমিতে নানাবর্ণবিশিষ্ট দেখাইত, কিন্তু পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেই উহার প্রভায় কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিত। বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহার কারণ জানিতেন না। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে দুইটী গাথা বলিলেন:—

কাকোল, বায়স, আর পক্ষিকুলোত্তম আমরা, সবাই হেথা হই হেমোপম।
সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগাধম শৃগাল, সবাই হেমবর্ণ হেথা! এর নাম কিবা? ভাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

নগরাজ মেরু এই, ইহার প্রভায় সর্ব্বপ্রাণী বাসি হেথা হেমবর্ণ পায়।

ইহা শুনিয়া কনিষ্ঠ হংস অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন:—

সজ্জনে না পায় মান, করে তায় অপমান,
অথচ অসাধুজনে দেয় বহুমান,
এরূপ বিচিত্র প্রথা আছে প্রচলিত যেথা,
দিনেকের বাসযোগ্য নহে সেই স্থান।

শূর, ভীরু, দস্যু, জড়, উচ্চ, নীচ, ছোট, বড়,
যেখানে সকলে পায় সমান সম্মান,
করি সে স্থান বর্জ্জন চলে যান সাধুজন,
নাহি এ গিরির কোন তারতম্য জ্ঞান।

---

* শাশ্বতবাদী=যাহারা আত্মা ও লোক (spirit and matter) উভয়কেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করে। উচ্ছেদবাদীরা বলে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ধ্বংস পায়, ইহারা বৌদ্ধদের ন্যায় পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে না। অচেলক(ন+চেলক) অর্থাৎ নগ্ন সন্ন্যাসীরা, বোধ হয়, দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়।

কে উত্তম কে অধম, কাহাকে বলে মধ্যম,
এ বিচার করিবার শক্তি কিছু নাই;
নাহি বুঝে দিগ্ বিদিক্, এমন মেরুরে ধিক্!
ছাড়ি এরে চল মোরা অন্যস্থানে যাই।

এইরূপ বলিয়া উভয়েই উড়িয়া চিত্রকূটে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কনিষ্ঠ হংস এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ হংস।]

৩৮০—আশঙ্কা-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রকৃতই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, হাঁ ভদন্ত।" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?" "গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পত্নী ছিলেন, তিনি।" "দেখ শ্রমণ, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা, পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা ত্যাগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে তিন বৎসর মহাদুঃখে বাস করিয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে এক পুণ্যবান্ প্রাণী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐ অঞ্চলের পদ্মসরোবরের একটা পদ্মের গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরোবরের অন্যান্য পদ্ম পুরাণ হইয়া খসিয়া পড়িল, কিন্তু এই পদ্মটার কুক্ষি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, উহা শুকাইয়া পড়িল না। বোধিসত্ত্ব স্নান করিতে গিয়া ঐ পদ্ম দেখিয়া ভাবিলেন, 'অন্য সমস্ত পদ্ম পড়িয়া গেল, কিন্তু এই পদ্মটা পড়া দূরে থাকুক, ইহার কুক্ষিটা আরও বড় হইয়াছে; ইহার কারণ কি?' তিনি স্নানবস্ত্র পরিধান করিয়া জলের ভিতর দিয়া উহার নিকটে গেলেন এবং উহা খুলিয়া সেই কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি কন্যাটীকে নিজের দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং তাহাকে পর্ণশালায় আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কন্যাটী যোড়শবর্ষে উপনীত হইল। সে দেখিতে পরম সুন্দরী ও রূপবতী হইল; তাহার বর্ণ দেববর্ণের অপেক্ষা হীন হইলেও মনুষ্যের বর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হইল। একদা শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "এ মেয়েটী কোথায় পাইলেন।" বোধিসত্ত্ব যেরূপে উহাকে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। তখন শক্র বলিলেন, "ইহাকে কি দেওয়া যায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মারিষ, ইহার জন্য বাসস্থান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্যের ব্যবস্থা করুন।" "যে আজ্ঞা, ভদন্ত"। ইহা বলিয়া শক্র তাহার বাসের জন্য স্ফটিকপ্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন, এবং ভোগের জন্য দিব্য শয্যা, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার ও দিব্য অন্নপানের ব্যবস্থা করিলেন। কন্যাটী যখন প্রাসাদে অধিরোহণ করিতে চাহিত, তখন উহা অবতরণ করিত; এবং সে অধিরোহণ করিলেই উহা ঊর্দ্ধে উত্থিত

* ৪২৩।

হইয়া আকাশে অবস্থিত হইত। কন্যাটী বোধিসত্ত্বের সেবা শুশ্রূষা করিত এবং প্রাসাদে বাস করিত।

একদা এক বনেচর এই ব্যাপার দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই কন্যাটী আপনার কে হয়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এটী আমার কন্যা।" বনেচর বারাণসীতে গিয়া রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, আমি হিমবন্তপ্রদেশে এক তপস্বীর এক পরমসুন্দরী কন্যা দেখিয়া আসিয়াছি।" কেবল ইহাই শুনিয়া রাজা ঐ কন্যার প্রতি অনুরাগী হইলেন। তিনি বনেচরকে পথপ্রদর্শক করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ সেই অঞ্চলে গমন করিলেন এবং স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক বনেচরকে সঙ্গে লইয়া ও অমাত্যপরিবৃত হইয়া আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, রমণীরা ব্রহ্মচর্য্যের মলস্বরূপ; আমিই আপনার কন্যার প্রতিপালনের ভার লইব।"

বোধিসত্ত্ব কন্যাটীর 'আশঙ্কা' এই নাম রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মনে "পদ্মের ভিতর কি আছে" এই আশঙ্কা (সন্দেহ) হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জলে অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাজাকে "এই কন্যা লইয়া যাও" এরূপ সোজা উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই কুমারীর নাম জানেন, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া যাইতে পারেন।" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলেই জানিতে পারি।" "আমি বলিব না, আপনি যখন নিজে জানিতে পারিবেন, তখনই ইহাকে লইয়া যাইবেন।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদবধি 'কন্যাটীর কি নাম হইতে পারে, অমাত্যদিগের সহিত ইহার নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল নাম সহজে জানা যায় না, তিনি সেই সকল নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন, এবং বোধিসত্ত্বকে বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় অমুক নাম হইবে।" কিন্তু তিনি যখনই কোন নাম করিতেন, তখনই বোধিসত্ত্ব অস্বীকার করিয়া বলিতেন, "না, এ নাম নয়।" নাম অবধারণ করিতে গিয়া রাজা এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সিংহশার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুরা তদীয় হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ধরিতে লাগিল; সর্পের উপদ্রব হইল; মক্ষিকার উপদ্রব হইল এবং বহু লোকে হিমে অবসন্ন হইয়া মারা গেল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'এই রমণীতে আমার কি প্রয়োজন'? তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশঙ্কা কুমারী স্ফাটিক বাতায়ন খুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নাম জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। তুমি হিমবন্তেই থাক; আমরা চলিয়া যাইতেছি"। আশঙ্কা কুমারী বলিল, "আপনি চলিয়া গেলে কুত্রাপি মাদৃশী অন্য কোন রমণী পাইবেন না। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে চিত্রলতাবনে আশাবতী* নামে এক প্রকার লতা আছে; তাহার ফলের ভিতর দিব্য পানীয় জন্মিয়া থাকে। যাহারা উহা একবার মাত্র পান করে, তাহারা চারিমাস কাল মত্ত অবস্থায় থাকিয়া দিব্য শয্যায় শয়ন করে। এই লতা সহস্র বৎসরে একবার মাত্র ফল ধারণ করে। সুরাশৌণ্ড দেবপুত্রগণ দিব্যপান-পিপাসা সহ্য করিয়া বলিয়া থাকেন, 'আমরা এই ফল লাভ করিব।' তাঁহারা ঐ লতার কোন রোগ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিদিন উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি কিন্তু এক বৎসর মাত্র যাপন করিয়াই

* টীকাকার বলেন যে, ঐ লতার ফলে আশা সঞ্জাত হয় বলিয়া উহার নাম আশাবতী, আর যে সকল দেবতা ঐ দেবোদ্যানে প্রবেশ করিতেন, বৃক্ষলতাদির প্রভায় তাঁহাদের শরীরের বর্ণ বৈচিত্র্য ঘটিত, এই নিমিত্ত উহার নাম চিত্রলতাবন।

উৎকণ্ঠিত হইতেছেন! আশার ফললাভের নামই সুখ; আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।" অনন্তর সে এই তিনটী গাথা বলিল:—

চিত্রলতাবনে আছে আশাবতী লতা,
প্রসবে একটী ফল সহস্র বৎসরে;
দুরলব্ধ সেই ফল পাইবার তরে
পুনঃ পুনঃ পূজে তারে যতেক দেবতা।

আশায় বান্ধিয়া বুক থাকহ, রাজন্; ফলবতী আশা হয় সুখের কারণ।
আশায় নির্ভর করি পক্ষী এক ছিল; দুরাশা সে, তবু তাহা পূরণ হইল।
অতএব আশা ত্যাগ করো না, রাজন্; ফলবতী আশা হয় সুখের কারণ।

এই কথায় রাজার মন আবদ্ধ হইল, তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া এক একবারে দশ দশটী নাম বাহির করিতে লাগিলেন। এইরূপে নাম অনুসন্ধান করিতে করিতে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু কোন দশটী নামের মধ্যেই তাপসকন্যার নাম উঠিল না; "আপনার কন্যার অমুক নাম" বলিলেই বোধিসত্ত্ব উহা অস্বীকার করিতেন। তখন রাজা আবার ভাবিলেন, "এ রমণীতে আমার কি প্রয়োজন?" তিনি আশ্রম হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেবারও সেই কন্যা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা বলিলেন, 'তুমি থাক, আমি চলিলাম।" কন্যা বলিল, "কেন যাইতেছেন, মহারাজ?" "তোমার নাম জানিতে পারিলাম না বলিয়া।" "মহারাজ, নাম জানিতে পারিবেন না কেন? আশা কখনও অপূর্ণ থাকে না; এক বক পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত হইয়াও নিজের ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে আপনি কেন লাভ করিতে পারিবেন না? ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অপেক্ষা করুন।

প্রবাদ আছে যে একদিন একটা বক কোন পদ্মসরোবরে চরিয়াছিল, এবং সেখান হইতে উড়িয়া এক পর্ব্বতের মস্তকে গিয়া বসিয়াছিল। সে ঐ দিন পর্ব্বতোপরিই বাস করিল এবং পরদিন ভাবিল, 'আমি এই পর্ব্বত-মস্তকে বেশ সুখে আছি; যদি এখান হইতে অবতরণ না করিয়া এখানেই খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় পান করিয়া অন্যকার দিনও বাস করিতে পারি, তবে কি সুখই হয়!' ঠিক ঐ দিন দেবরাজ শক্র অসুরদিগকে পরাভবপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভাবিলেন, 'আমার মনোরথ ত পূর্ণ হইল; অবশ্যে এমন কেহ আছে কি, যাহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই?' অনন্তর চিন্তা করিয়া তিনি সেই বককে দেখিতে পাইলেন এবং স্থির করিলেন, 'ইহার মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে।' বক যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অদূরে একটা নদী বহিত। শক্র সেই নদীকে বন্যার জলে পূর্ণ করিয়া পর্ব্বতের মস্তকোপরি চালাইয়া দিলেন, কাজেই বক সেখানেই বসিয়া মৎস্য ভক্ষণ ও জলপান করিল এবং সেদিনও সেখানে বাস করিল। তাহার পর জল কমিয়া গেল। মহারাজ, এইরূপে বক তাহার আশা ফলবতী করিয়াছিল, আপনি কেন করিতে পারিবেন না?" অনন্তর সে আবার 'আশায় বান্ধিয়া বুক' ইত্যাদি গাথা বলিল।

রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং কন্যার রূপে আবদ্ধ ও বাক্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে অশক্ত হইলেন। তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া এক শত নাম সংগ্রহ করিলেন। ইহা করিতে করিতে আরও এক বৎসর অতিবাহিত হইল। এইরূপে একে একে তিন বৎসর অতীত হইলে রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "এই একশত নামের মধ্যে আপনার কন্যার নাম বোধ হয় অমুকটী হইবে।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না, মহারাজ, আপনি এখনও জানিতে

পারেন নাই।" "তবে এখন আমি প্রস্থান করি" বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। আশঙ্কাকুমারী পূর্ব্ববৎ স্ফাটিক বাতায়নের নিকটে ছিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি থাক, আমি চলিলাম।" কুমারী জিজ্ঞাসিল, "কেন মহারাজ?" "তুমি কেবল বাক্য দ্বারাই আমাকে তৃপ্ত করিতেছ, প্রণয় দ্বারা নহে; তোমার মধুর বচনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আমি তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; এখন প্রস্থান করিব।

ভুলিলে আমায় বলি মধুর বচন, কার্য্যে তব সন্তোষের না দেখি কারণ।
কুরণ্ডক মালা,* যার বর্ণ সমুজ্জ্বল, গন্ধহীন বলি তার হয় কিবা ফল?

মিত্রতাবন্ধন শুধু সুমিষ্ট বচনে স্থায়ী নাহি হয় কভু, শুন, বরাননে।
সুখভোগ হয় নাক কেবল কথায়; মিত্র যে, তাহারে ভালবাসা দিতে হয়।

প্রকৃত করিবে যাহা, বলিবে তাহাই, করিবে না যাহা, তাহা বলিতেও নাই।
করিবে না, তবু মুখে করিব যে বলে, ঘৃণা করে সেই জনে পণ্ডিত সকলে।

সেনাবল এতদিনে হইয়াছে ক্ষয়; পাথেয় ফুরায়ে গেছে; এ আশঙ্কা হয়,
প্রাণও বুঝি যায় যবে; হায়, সে কারণ, সময় থাকিতে আমি করিব গমন।

রাজার কথা শুনিয়া আশঙ্কাকুমারী বলিল, "মহারাজ, আপনি ত আমার নাম জানেন? এইমাত্র না তাহা উচ্চারণ করিলেন! এখন পিতার নিকট গিয়া আমার নাম বলুন এবং আমাকে লইয়া চলুন।

বলিলে যে নাম, রথিবর, এবে, সেই নাম আমি ধরি।
বল গে পিতারে, বল, মহারাজ, বল গিয়া ত্বরা করি।"

তখন রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার কন্যার নাম আশঙ্কা।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি যখন তাহার নাম জানিয়াছেন তদবধি সে আপনার হইয়াছে। আপনি তাহাকে লইয়া যান।" এই অনুমতি পাইয়া রাজা মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া স্ফাটিক বিমানের দ্বারে গমন করিলেন, এবং বলিলেন, "ভদ্রে, এখন এস, তোমার পিতা তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন।" আশঙ্কা বলিল, "আসুন মহারাজ, আমিও গিয়া পিতার নিকট বিদায় লইব।" অনন্তর সে স্ফাটিক প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিল, "যদি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবেন" বলিয়া ক্ষমা চাহিল এবং রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল। রাজা তাহাকে লইয়া বারাণসীতে গমন করিলেন; এবং বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়া তাহার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ব্যক্তির পত্নী ছিল আশঙ্কাকুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* মূলে 'নানা সেরেয্যকসুম' আছে। টীকাকার 'সেরেয্যকসুম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কণ্টক কুরণ্ডকসুম'। বোধ হয় ইহা কোন গন্ধহীন পীতবর্ণ পুষ্প।

৩৮১—মৃগালোপ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে, এক অবাধ্য ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি নাকি বড় অবাধ্য?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, ভদন্ত।" "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তুমি অবাধ্য ছিলে এবং সেই অবাধ্যতার জন্য পণ্ডিতদিগের উপদেশ পালন না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল 'অপরার'।* তিনি গৃধ্রগণপরিবৃত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার মৃগালোপ নামক পুত্র বিলক্ষণ বলশালী ছিল। অন্য গৃধ্রেরা যত ঊর্দ্ধে উড়িতে পারিত, মৃগালোপ সে সীমাও অতিক্রম করিয়া যাইত। গৃধ্রেরা গৃধ্ররাজকে জানাইল, "আপনার পুত্র অতি উচ্চে উড়িয়া থাকে।" গৃধ্ররাজ পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি নাকি অতি উচ্চে উড়িয়া থাক। অতি উচ্চে উড়িতে গেলে তোমার প্রাণ বিনাশ হইবে।

নিরাপদ্ নহে, বৎস, এই তব আচরণ;
অত ঊর্দ্ধে শকুনেরা করে না ক বিচরণ।

পৃথিবী যেখান হ'তে হইবে প্রতীয়মান
চতুষ্কোণ একখণ্ড কৃষ্ট ক্ষেত্রের সমান।
ফিরিবে সেখান হতে, এই যেন থাকে মনে,
উঠিতে তাহার ঊর্দ্ধে যাইও না কোন ক্রমে।

পূর্ব্বেও বিহঙ্গ কত করেছিল উড্ডয়ন
দর্পভরে স্বাভাবিক সীমার করি লঙ্ঘন;
বায়ুবেগে প্রাণনাশ হয়েছিল সবাকার;
তাই বলি অত ঊর্দ্ধে উড়িও না, বাছা, আর।

মৃগালোপ উপদেশের অবাধ্য ছিল; সে পিতার বাক্যে কর্ণপাত করিল না; সে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর অন্তরীক্ষে উড়িতে লাগিল; তাহার পিতা যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিয়া গেল, যে পথে কালবাত † প্রবাহিত হয় তাহাও ভেদ করিয়া গেল; শেষে সে বৈরম্ভ বাতের অভিমুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে যেমন বৈরম্ভবাতাহত হইল, অমনি তাহার শরীর খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া আকাশেই লীন হইয়া গেল।

[অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন:—

বৃদ্ধ পিতা অপরার, না শুনি বচন তাঁর
গেল কালবাত ভেদি বৈরম্ভের অধিকার।
পুত্র, দারা, অনুজীবী ছিল তার আর যত
অবাধ্যতা দোষে তার সকলেই হল হত।‡

---

* 'অপরার, এখানে গৃধ্রের নাম। পালিভাষায় ইহাতে তিল, কুলথ প্রভৃতি কতিপয় শস্যও বুঝায়।

† অন্তরীক্ষদেশের একটী বায়ুপ্রবাহের নাম। সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবহ, আবহ, সংবহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর নাম দেখা যায়।

‡ গৃধ্র ইহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। নচেৎ সকলেই 'হল হত,' ইহার পরিবর্ত্তে 'পড়িল বিপদে কত', এইরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

বৃদ্ধের শাসন-বাক্যে যে না করে কর্ণপাত,
অবশ্য সে অবাধ্যের ঘটিবেক বিনিপাত,
ঘটেছিল যথা উগ্র গৃধ্রনন্দনের যথা,
সীমা লঙ্ঘি উড়িল যে না শুনি পিতার কথা।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল গৃধ্রপোত, এবং আমি ছিলাম গৃধ্ররাজ।]

৩৮২—শ্রীকালকর্ণী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে অনাথপিণ্ডদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি স্রোতাপত্তি-ফলপ্রাপ্তির সময় হইতে অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন। ইঁহার ভার্য্যা, পুত্রকন্যা, দাস এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও সকলে শীল পালন করিতেন। একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত হইল, ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "অনাথপিণ্ডদ নিজেও শুচি তাহার পরিজনবর্গও শুচি।" সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "প্রাচীন পণ্ডিতেরাও সপরিবারে শুচি ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন, শীল রক্ষা করিতেন এবং পোষধকর্ম্ম করিতেন। তাঁহার ভার্য্যা, পুত্রকন্যা, দাস-ভৃত্যাদিও পঞ্চশীল পালন করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি 'শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠী' এই নামে বিদিত ছিলেন। একদা তিনি ভাবিলেন, 'যদি আমা অপেক্ষা শুদ্ধতর-চরিত কেহ আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যে পল্যঙ্কে উপবেশন করি বা যে শয্যায় শয়ন করি, তাঁহাকে তাহা দেওয়া সঙ্গত হইবে না, তাঁহাকে অনুচ্ছিষ্ট ও অপরিভুক্ত দ্রব্য দেওয়াই উচিত।' এই বিচার করিয়া তিনি নিজের বৈঠকখানার * এক পার্শ্বে নূতন পল্যঙ্ক ও একটী শয্যা প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন।

এই সময়ে চতুর্মহারাজিক † দেবলোকে মহারাজ বিরূপাক্ষের কন্যা কালকর্ণী ‡ এবং

* পালি উপট্‌ঠান=উপস্থান।

† ১ম খণ্ডের ৭০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধসাহিত্যে এই মহারাজগণ দিক্‌পালস্থানীয়—উত্তরদিকের রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণের রাজা বিরূঢ়, পশ্চিমের রাজা বিরূপাক্ষ, পূর্ব্বের রাজা বৈশ্রবণ।

‡ কালকর্ণী অলক্ষ্মী, কিন্তু অলক্ষ্মী হইলেও দেবতা, কাজেই পূজার্হা। হিন্দুরাও অলক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে অলক্ষ্মীর পূজা হয়। পূজক বাটীর বাহিরে গোবরের পুতুলে কৃষ্ণপুষ্প দিয়া পূজা করেন। ধ্যানের মন্ত্র এই:—

অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চ্চিতাং গৃহসম্মার্জ্জনীহস্তাং গর্দ্দভবাহনাং কলহপ্রিয়াং।

প্রণামের মন্ত্র এই:—

অলক্ষ্মীত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঞ্চ শাশ্বতীং॥
দারিদ্র্যকলহপ্রিয়ে দেবি ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রুগৃহে নিত্যং স্থিরা তত্র ভবিষ্যসি॥
গচ্ছ ত্বং নিলয়ং শত্রোর্গৃহীত্বা চাণ্ডলং মম।
মমাদ্যং পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি॥

ইহার পর বালকেরা কুলা বাজাইয়া অলক্ষ্মীকে বিদায় দেয়। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কোন কোন পল্লীতে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে রাত্রিকালে বালকেরা কুলা বাজাইয়া বলে, 'দূর যা, দূর যা, এ বাড়ীর অলক্ষ্মী ও বাড়ী যা।'

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা শ্রী, এই দুইজন বহু গন্ধ মাল্য লইয়া কেলি করিবার জন্য অনবতপ্ত হ্রদে গিয়াছিলেন। ঐ হ্রদে স্নানের জন্য বহু তীর্থ আছে;—বুদ্ধগণ বুদ্ধতীর্থে, প্রত্যেকবুদ্ধগণ প্রত্যেক বুদ্ধতীর্থে, ভিক্ষুরা ভিক্ষুতীর্থে, তপস্বীরা তাপসতীর্থে, চতুর্মহারাজিকাদি ষড়্‌বিধ কামস্বর্গের দেবপুত্রগণ দেবপুত্রতীর্থে এবং দেবকন্যাগণ দেবদুহিতৃতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। শ্রী ও কালকর্ণী সেখানে গিয়া 'আমি প্রথমে স্নান করিব,' 'আমি প্রথমে স্নান করিব' বলিয়া কলহ আরম্ভ করিলেন। কালকর্ণী বলিলেন, "আমি জগৎ শাসন করি, অতএব আমি অগ্রে স্নান করিবার উপযুক্ত।" শ্রী বলিলেন, "আমি মহাজনদিগের ঐশ্বর্য্যদায়ক পথের প্রদর্শিকা; অতএব আমি প্রথমে স্নান করিবার যোগ্য।" অনন্তর দুই জনেই বলিলেন, 'আমাদের মধ্যে কে অগ্রে স্নান করিবার যোগ্য, তাহা মহারাজচতুষ্টয় জানিবেন।" তদনুসারে তাঁহারা মহারাজদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের মধ্যে কে প্রথমে স্নান করিবার যোগ্য?" ধৃতরাষ্ট্র ও বিরূপাক্ষ উত্তর দিলেন, "আমাদের ইহা বিচার করিবার সাধ্য নাই।" তাঁহারা বিরূঢ় ও বৈশ্রবণের উপর বিচারের ভার দিলেন। তাঁহারাও বলিলেন, "আমরা অসমর্থ; তোমাদিগকে স্বামিপাদমূলে পাঠাইতেছি।" ইহা বলিয়া তাহারা কন্যাদ্বয়কে শক্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

শক্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "এই দুইজন আমার অনুচরদিগের কন্যা; আমি এই বিবাদের বিচার করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "বারাণসীতে শুচিপরিবার-নামক এক শ্রেষ্ঠী আছেন; তাঁহার গৃহে এক অনুচ্ছিষ্ট আসন ও এক অনুচ্ছিষ্ট শয্যা থাকে; যে ঐ আসনে উপবেশন ও ঐ শয্যায় শয়ন করিতে পারিবে, সেই অগ্রে স্নান করিতে উপযুক্ত হইবে।" ইহা শুনিয়া কালকর্ণী তৎক্ষণাৎ নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবিলেপনে অঙ্গলেপন ও নীলমণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডবৎ অতিবেগে দেবলোক হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মধ্যমযামে শ্রেষ্ঠিভবনের উপস্থানদ্বারে শয্যার অবিদূরে নীলরশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে আকাশে আসীনা হইলেন। শ্রেষ্ঠী চক্ষু উন্মেলন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিয়াই তাঁহাকে অতি অপ্রিয়া ও কুরূপা বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপা কে বসিয়া ওখানে? কার কন্যা তুমি বল, জানিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া কালকর্ণী দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

বিরূপাক্ষ সুতা আমি, কালকর্ণী নাম,
অলক্ষ্মী, প্রচণ্ডা বড়, শুন শ্রেষ্ঠিবর;
তোমার নিকট মাগি থাকিবার স্থান;
করিব এখানে আমি বাস নিরন্তর।

তখন বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

কিরূপ চরিত্র দেখি, কিরূপ আচার, লোকের নিকট হয় বসতি তোমার?
শুনিয়া উত্তর আমি করিব নির্ণয় প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করা কি না যায়।

ইহা শুনিয়া কালকর্ণী নিজের গুণবর্ণনার জন্য চতুর্থ গাথা বলিলেন:—

ভণ্ড, ধূর্ত্ত, ঈর্ষ্যা, ক্রোধন, মৎসরী, ইন্দ্রিয়ের যারা দাস,
এরা প্রিয় মম; হয় ইহাদের প্রলব্ধ অর্থের নাশ।

অতঃপর কালকর্ণী পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম গাথাও বলিলেন :—

ক্রোধন, অক্ষান্ত, পরপরীবাদ রত
নিন্দক, নিষ্ঠুর লোক ধরাধামে যত
প্রিয়তর এরা মোর জানিবে সতত।

অদ্য কিংবা কল্য কোন কার্য্য সম্পাদন করিলে নিজের হবে উন্নতিসাধন,
যে জন না জানে ইহা, উপদেশ দানে উপজে যাহার ক্রোধ পূজ্যে নাহি মানে

ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, ঘৃণার ভাজন সকল মিত্রের কাছে হয় যেই জন
সেই মম প্রিয়পাত্র আশ্রয়ে তাহার অসুখের লেশমাত্র থাকে না আমার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব অষ্টম গাথা দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন : —

ছাড়ি যাও, কালি, তুমি ত্বরা এই স্থান, আমাতে এ সব গুণ নাই বিদ্যমান।
আছে অন্য কত গ্রাম নিগম, নগর খোঁজ গে সে সব স্থানে মনোমত বর।

ইহাতে কালকর্ণী মনে কষ্ট পাইলেন এবং পরবর্ত্তী গাথা বলিলেন :—

আমিও তোমায় জানি মনের মতন কোন গুণ নাই তব, জানি বিলক্ষণ।
লক্ষ্মীছাড়া মানুষের নাহিক অভাব, অর্জ্জে যারা কু-উপায়ে প্রচুর বিভব।
আমি আর দেবনামা সোদর আমার, উভয়ে সে বিত্ত মোরা করি ছারখার।
কাজ কি তোমার সেই আসন-শয্যায়? এর চেয়ে বেশী পাব অন্যত্র নিশ্চয়।

কালকর্ণী প্রস্থান করিলে দেবকন্যা শ্রী সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সুবর্ণবর্ণের বিলেপন মাখিয়া এবং সুবর্ণসদৃশ অলঙ্কার ধারণ করিয়া উপস্থানদ্বারে পীতরশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে সমভূমিতে সমপাদে, সগৌরবভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :—

দিব্যবর্ণে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া ভূতলে সুন্দরভাবে কেগো দাঁড়াইয়া?
কে তুমি, কাহার কন্যা, বল শুভাননে। পরিচয় দাও, আমি জানিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া শ্রী বলিলেন :—

অপার ঐশ্বর্য্যশালী ধৃতরাষ্ট্র নামে মহারাজ সুবিখ্যাত এই ধরাধামে।
আমি তাঁর কন্যা এই দিনু পরিচয়; শ্রী আমি, আমিই লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়।
বহুপ্রজ্ঞা বলি পূজে আমারে সবাই, বাসস্থান মাগিতেছি আসি তব ঠাঁই।
বাস হেতু স্থান দাও, ওহে শ্রেষ্টিবর; থাকিব তোমার সঙ্গে আমি নিরন্তর।

ইহার পর শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন,

কিরূপ চরিত্র দেখি, কিরূপ আচার;
লোকের নিকট হয় বসতি তোমার?
উত্তর শুনিয়া, লক্ষ্মী, করিব নির্ণয়
প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করা কি না যায়।

শ্রী উত্তর দিলেন :—

শীতে, গ্রীষ্মে, বাতাতপে, দংশ-সরীসৃপ মাঝে ক্ষুধাতৃষ্ণা সহি অকাতরে
যথাকালে নিজ কার্য্য সাধিতে সতত ব্যস্ত— সে জন আমার মন হরে।

অক্রোধন, মিত্রবান্, ত্যাগী, শীলপরায়ণ; কুটিলতা জানে না কেমন,
সাধুপথে চরি সদা অর্জ্জে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; মৈত্রীভাবে পূর্ণ যার মন,
বচনে অমৃত ক্ষরে ঐশ্বর্য্যে নম্রতা ধরে, গৃহে হেন সুশীল জনের
বিপুলা হইয়া থাকি; উর্ম্মিমালা প্রতিভাত হয় যথা বক্ষে সাগরের

মিত্রামিত্র, উচ্চকক্ষ, সমকক্ষ নীচকক্ষ, পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে যে জন
হিত কি অহিত করে— সমভাবে সবে দেখে; মুখে কটু সরে না বচন,
সকলে সমান প্রীতি একপে দেখায় যারা, প্রিয় তারা হয় মোর অতি,
ইহকালে পরকালে তাদের সংস্পর্শে থাকি চিরদিন করি হে বসতি।

কিন্তু যদি কেহ মোরে লভি ভাবে গর্ব্বভরে শ্রী আমার বান্ধা আছে ঘরে,
উক্ত কোন গুণ ত্যাগ করি সে বিশ্বাসভরে কুপথেতে বিচরণ করে,

নরককুণ্ডের তুল্য ভাবি আমি সে মূর্খেরে, অবিলম্বে ত্যজি তারে যাই;
পাপের সংস্পর্শ যেথা, শ্রী কি কভু থাকে সেথা? শুধু পুণ্যশীলে আমি চাই।
নিজ কর্ম্মবলে হয় লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী লাভ, এই রীতি সর্ব্বত্র জগতে।
লক্ষ্মীবান্, লক্ষ্মীছাড়া একে কভু অপরেরে করিতে না পারে কোন মতে।

মহাসত্ত্ব শ্রীদেবীর এই বাক্য শুনিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "অই অনুচ্ছিষ্ট আসন ও শয্যা আপনারই উপযুক্ত, আপনি উপবেশন ও শয়ন করুন।" শ্রী সেখানে থাকিলেন এবং পর দিন প্রত্যূষকালে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্মহারাজিক দেবলোকে গমনপূর্ব্বক অনবতপ্ত হ্রদে অগ্রে স্নান করিলেন। শ্রেষ্ঠি গৃহের সেই শয্যা শ্রীদেবীকর্ত্তৃক পরিভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া "শ্রীশয়ন" নামে অভিহিত হইল। 'শ্রীশয়নের' এইরূপেই উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই জন্যই এখনও লোকের গৃহে লক্ষ্মীর জন্য যে শয্যা থাকে, তাহাকে শ্রীশয়ন বলে।*

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন শ্রীদেবী এবং আমি ছিলাম সেই শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠী।]

☞ দেবীদ্বয়ের বিবাদসম্বন্ধে এই জাতকের সহিত সুধাভোজন-জাতক (৫৩৫) তুলনীয়। কিন্তু শেষোক্ত জাতকে শ্রীকেও নানা দোষযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৮৩—কুক্কুট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি", শাস্তা এই কথা জিজ্ঞাসিলে ঐ ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া কামক্লিষ্ট হইয়াছি, ভদন্ত।" ইহাতে শাস্তা বলিয়াছিলেন "দেখ, রমণীরা বিড়ালীর ন্যায়, তাহারা বঞ্চনা করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া পুরুষকে প্রথমে আপনার বশে লয়, শেষে তাহার বিনাশ করে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বনে কুক্কুটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু শত কুক্কুটপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে এক বিড়ালী বাস করিত। সে বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কুক্কুটদিগকে বঞ্চনা করিয়া ভক্ষণ করিত। বোধিসত্ত্ব তাহার কাছে নিজেকে ধরা দেন নাই। ইহাতে বিড়ালী ভাবিল, 'এই কুক্কুট অত্যন্ত শঠ, কিন্তু এ আমার শঠতা ও উপায়কুশলতা জানে না; আমি তোমার ভার্য্যা হইব, এই কথা বলিয়া

* আমাদের গৃহে লক্ষ্মীর কৌটা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি থাকে, লক্ষ্মীর শয্যা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ইহাকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজের বশে আনিতে ও খাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে, বোধিসত্ত্ব যে বৃক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহার গোড়ায় গিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় যাচ্ঞা করিল :—

চিত্রপত্রে আচ্ছাদিত সর্ব্বাঙ্গ তোমার, শিরে প্রলম্বিত চূড়া অতি চমৎকার।
হইব তোমার ভার্য্যা এই সাধ মনে,- এস ত্বরা করি, মোরে লভ বিনা পণে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই বিড়ালী আমার সমস্ত জ্ঞাতিজন ভক্ষণ করিয়াছে, এখন প্রলোভন দেখাইয়া আমাকেও খাইতে চায়; ইহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

তুমি মনোরমে হও চতুষ্পদ প্রাণী, দ্বিপদ আমরা সবে, জানত, কল্যাণি।
মৃগীসনে বিহগের বিবাহ-বন্ধন সম্ভবে না, কর অন্যে পতিত্বে বরণ।

বিড়ালী ভাবিল, 'কুক্কুটটা দেখিতেছি অতীব শঠ, যাহা হউক, ইহাকে যে কোন উপায়ে প্রতারিত করিয়া খাইবই খাইব।' ইহার পর সে তৃতীয় গাথা বলিল :—

বিশুদ্ধা কুমারী আমি, এ রূপ-যৌবন করিব, বিহগরাজ, তোমায় অর্পণ।
মিষ্ট ভাষে বসি পাশে তুষিব তোমায়, ধর্ম্মপত্নী বলি তুমি লওহে আমায়।
কিংবা যদি ইচ্ছা হয়, করহ প্রচার, আজ হতে দাসী আমি হইব তোমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ আপদ্‌কে তিরস্কার করিয়া দূর করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শকুন্ত-ঘাতিনী তুমি রক্ত কর পান, ধূর্ত্তাইয়া বধ নিত্য কুক্কুটের প্রাণ,
ধর্ম্মপত্নী হবে বলি পতিত্বে আমায় এসেছ বরিতে, ইহা ভাবা নাহি যায়।

ইহা শুনিয়া বিড়ালী পলায়ন করিল; সে দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইল না।

[অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন :—

চতুরা রমণী যদি দরশন করে রূপগুণযুত কোন পুরুষপ্রবরে,
ভুলায় তাহারে বলি মধুর বচন, বিড়ালী বলিয়াছিল কুক্কুটে যেমন।

আকস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায় যেনা পারে নির্দ্ধারিতে অবিলম্বে, হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে; পাইবে যাতনা মূঢ় অনুতাপানলে।*

আকস্মিক বিপদ্ হইলে উপস্থিত, প্রত্যুৎপন্নমতি করে উপায় বিহিত;
শত্রুর কবলে তার না হয় পতন, না পড়ে বিড়ালীগ্রাসে কুক্কুট যেমন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই কুক্কুটরাজ।]

দ্রঃ ৪৪৮ সংখ্যক জাতকের আখ্যায়িকাও প্রায় এইরূপ। ইহাতে দেখা যায়, একটা উদ্রানুরী একটা কুক্কুটকে কবলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কুক্কুটের বন্ধু এক কুক্কুর উদ্রানুরীটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

ভরহুত স্তূপে এই জাতক প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে; তাহা দেখিয়া মনে হয় আখ্যায়িকাটিতে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ আরও একটী গাছ ছিল।

---

* এই গাথা এবং পরবর্ত্তী গাথার অধিকাংশ বানর জাতকেও (৩৪২) দেখা যায়।

৩৮৪ ধর্ম্মধ্বজ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক ভণ্ড ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "এ ব্যক্তি কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পক্ষিগণপরিবৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যস্থ এক দ্বীপে বাস করিতেন। একদা কাশীরাজ্যবাসী কতিপয় বণিক্ একটা দিশা কাক * সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে তাহাদের পোত-ভঙ্গ হইল। কাক ঐ দ্বীপে গিয়া ভাবিল, 'এখানে দেখিতেছি বহু পক্ষী আছে; আমাকে ভণ্ডামি করিয়া ইহাদের অণ্ড ও শাবকগুলি খাইতে হইবে।' সে পক্ষিসমূহের মধ্যে অবতরণপূর্ব্বক নিজের মুখ বিস্তার করিয়া ও একপদে ভর দিয়া ভূতলে দাঁড়াইল। পক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে উত্তর দিল "আমার নাম ধার্ম্মিক।" "এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?" আমি দ্বিতীয় পাদ নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী সে ভার ধারণ করিতে পারিবে না।" "হাঁ করিয়া আছ কেন?" "আমি অন্য কোন আহার গ্রহণ করি না; কেবল বায়ু পান করি।" এইরূপ বলিয়া সে পক্ষীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; শ্রবণ কর।" অনন্তর তাহাদের উপদেশার্থ সে প্রথম গাথা বলিল :—

শুন মোর উপদেশ, জ্ঞাতি বন্ধুগণ, ধর্ম্মপথে অপ্রমাদে কর বিচরণ।
করহ ধর্ম্মের সেবা, হইবে কল্যাণ। ধার্ম্মিকেরা ইহামুত্র সদা সুখ পান।

কাক যে তাহাদের অণ্ড খাইবার অভিপ্রায়ে কুহক করিয়া এইরূপ বলিতেছে, পক্ষীরা তাহা বুঝিতে পারিল না; তাহারা কাকের প্রশংসার্থ দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

ভদ্র, ধর্ম্মপরায়ণ এ বিহগবর, রহিয়াছে এক পদে করিয়া নির্ভর,
করিতেছে, আমাদের হিতের কারণ, বড়ই মধুর ভাবে ধর্ম্মের দেশন।

শকুনেরা এইরূপে উক্ত দুঃশীল কাকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আপনি অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অণ্ড ও শাবকগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।" ইহা বলিয়া তাহারা চরায় যাইতে লাগিল। কাকও, তাহারা চরায় গেলে, পেট পূরিয়া অণ্ড ও শাবক খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের যখন ফিরিবার সময় হইত, তখন সে শান্তশিষ্ট ভাবে মুখ ব্যাদান করিয়া ও একপদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পক্ষীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শাবকগুলি দেখিতে পাইত না; তাহারা "কে আমাদের শাবক খাইয়াছে" বলিয়া মহাশব্দে বিরাব করিত। সেই কাককে পরমধার্ম্মিক ভাবিয়া তাহারা কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন সন্দেহ করিত না।

অনন্তর একদিন মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইতঃপূর্ব্বে ত আমাদের কোন বিঘ্ন ছিল না; কিন্তু যে দিন এই কাক আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইতেছে।" ইহা স্থির করিয়া একদিন তিনি অন্যান্য পক্ষীর সহিত চরায় গেলেন এইরূপ দেখাইয়া পথ হইতে ফিরিলেন এবং এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

* মূলে 'দিসা কাক' এই শব্দ আছে। বাবেরু জাতকেও (৩৩৯ এই শব্দ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ২।৵০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

এদিকে কাক, পাখীগুলা চরায় গিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিঃশঙ্কমনে আসন হইতে উঠিল তাহাদের নীড়ে গিয়া অণ্ড ও শাবক উদরস্থ করিল এবং ফিরিয়া গিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক একপদে দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্তর পক্ষীরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বোধিসত্ত্ব সকলকে সেইস্থানে সমবেত করিয়া বলিলেন, "কে আমাদের শাবকগুলির বিঘ্ন ঘটাইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি অদ্য স্বচক্ষে পাপ কাককেই শাবক খাইতে দেখিয়াছি। অতএব এস, আমরা আপদ্‌টাকে ধরিয়া ফেলি।" ইহা বলিয়া তিনি সমস্ত পক্ষী আনয়নপূর্ব্বক কাকটাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, কাক পলায়ন করিলেও যেন উহাকে পুনর্ব্বার ধরা হয়। অনন্তর তিনি শেষ গাথাগুলি বলিলেন :—

জাননা চরিত এর, সেহেতু ইহার প্রশংসা ধরেনা মুখে তোমা সবাকার।
মুখে বলে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, শুধু আমাদের অণ্ড ও শাবকে পেট পুরিতে নিজের।

মুখে বলে একরূপ, কাজে করে আর; বাক্যে আছে কার্য্যে নাই ধরম ইহার।

বদনে মধুরবাণী, মনের ভিতর প্রবেশিতে দুরাত্মার সাধ্য নাহি কার।
কূপশায়ী কৃষ্ণসর্প এই পাপাশয় ধর্ম্মধ্বজ শুধু পল্লীগ্রামে সাধু হয়।
সরল পল্লীর লোক, সাধ্য কি তাদের দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি জানে হেন পামরের?

তুণ্ডপক্ষপদাঘাতে বধ দুরাত্মারে থাকিতে সংসর্গে এর কেহ নাহি পারে।

এইরূপ বলিয়া শকুনরাজ নিজেই এক লম্ফে কাকের মস্তকে পড়িয়া তুণ্ডাঘাত করিলেন, তখন অন্য পক্ষীরাও তুণ্ড, পাদ ও পক্ষদ্বারা প্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং ধূর্ত্ত কাক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

[সমবধান—তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই শকুনরাজ।]

☞ এই গল্পের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত বিড়ালতপস্বী ও জরদ্‌গব গৃধ্রের গল্প তুলনীয়।

৩৮৫—নন্দিকমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি গৃহীদিগের ভরণপোষণ কর, ইহা সত্য কি?" "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তাঁহারা তোমার কে হন?" "তাঁহারা আমার মাতাপিতা।" "সাধু, ভিক্ষু, সাধু। প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মাতাপিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কোশলরাজ্যে সাকেত নগরে কোশলরাজ রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার নাম হইয়াছিল 'নন্দিক মৃগ'। তিনি শীলাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং মাতাপিতার পোষণ করিতেন।

কোশলরাজ তখন বড় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, তিনি প্রজাদিগকে কৃষিকার্য্যাদি করিবার অবসর দিতেন না; প্রতিদিন বহুজনপরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় যাইতেন। একদিন প্রজারা সভা করিয়া প্রস্তাব করিল, "মহাশয়গণ, রাজা আমাদের কাজকর্ম্ম মাটি করিতেছেন এবং গৃহস্থালী উচ্ছিন্ন করিতেছেন। আমরা যদি অঞ্জনবনোদ্যানটী ঘিরিয়া, তাহাতে একটা দরজা রাখি, ভিতরে পুকুর কাটি, ঘাস রুই, লাঠি, মুগুর ইত্যাদি হাতে লইয়া বনে যাই, সেখানকার সমস্ত গুল্মে

আঘাত করিয়া মৃগগুলা বাহির করি, লোকে যেমন গরুর পাল রাখালে লইয়া যায় সেই রূপে মৃগদিগকে ঘিরিয়া উদ্যানের ভিতর তাড়াইয়া আনি, এবং দরজা বন্ধ করিয়া রাজাকে সংবাদ দিই, তাহা হইলে কেমন হয়? তাহা হইলে, বোধ হয়, আমরা আপন আপন কাজকর্ম্ম করিবার অবসর পাইব।" সকলেই এই মন্ত্রণায় সায় দিয়া বলিল, "ইহাই আমাদের প্রকৃষ্ট উপায়।" অনন্তর তাহারা সকলে সমবেত হইয়া উদ্যানটীকে সাজাইল এবং বনে গিয়া প্রতিদিকে এক যোজন পরিমিত স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে নন্দিক তাঁহার মাতাপিতাকে লইয়া একটা ক্ষুদ্র গুল্মের ভিতর ভূমিতে শুইয়াছিলেন। লোকে ঢাল ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া ঐ গুল্মটী বেষ্টন করিল এবং কেহ কেহ মৃগ খুঁজিবার জন্য গুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া নন্দিক স্থির করিলেন, "আজ আমাকে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মাতাপিতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! বাবা! এই লোকগুলা গুল্মের ভিতর আসিলে আমাদের তিন প্রাণীকেই দেখিতে পাইবে। আপনারা কেবল একটী উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে পারেন। আপনাদের জীবন আমার জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাদের জীবন রক্ষা করিব; লোকে যখন গুল্মে প্রহার আরম্ভ করিবে, আমি তখনই বাহির হইব; তাহারা ভাবিবে, এই ক্ষুদ্র গুল্মে কেবল একটা মৃগ ছিল। ইহা ভাবিয়া তাহারা গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিবে না; আপনারা সাবধান হইয়া থাকিবেন।" অনন্তর তিনি মাতাপিতার নিকট ক্ষমা লইয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এদিকে লোকে গুল্মের নিকটে গিয়া গুল্মে প্রহার করিল; অমনি নন্দিক তাহা হইতে বাহির হইলেন। লোকে মনে করিল, এই গুল্মে কেবল একটা মৃগই ছিল; কাজেই তাহারা গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিল না। নন্দিক গিয়া মৃগদিগের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

লোকে সমস্ত মৃগ ঘিরিয়া উদ্যানের ভিতর তাড়াইয়া লইয়া গেল, দ্বার বন্ধ করিয়া রাজাকে জানাইল এবং স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

তদবধি রাজা প্রতিদিন উদ্যানে গিয়া একটা মৃগ শরবিদ্ধ করিতেন এবং কখন তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন, কখনও বা লোক পাঠাইয়া আনাইতেন। মৃগেরা আপন আপন বার স্থির করিয়া ছিল; যাহার যখন বার আসিত, সে তখন এক পার্শ্বে গিয়া থাকিত; রাজা তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেন। নন্দিক পুষ্করিণীতে জল পান করিতেন এবং তৃণ খাইতেন; অনেক দিন তাঁহার বার উপস্থিত হয় নাই।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর নন্দিককে দেখিবার জন্য তাঁহার মাতা পিতার বড় ইচ্ছা হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাদের পুত্র নন্দিক মৃগরাজ নাগবলসম্পন্ন এবং বীর্য্যবান্, সে যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত বৃতি লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিবে। তাহাকে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা পথের নিকট গিয়া রহিলেন এবং এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আপনি কোথায় যাইতেছেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "সাকেতে।" তখন পুত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথম গাথা বলিলেন:—

সাকেত নগরে, দ্বিজ, হয় যদি তোমার গমন,
যাইবে অঞ্জন বনে, আছে যেথা মোদের নন্দন
নন্দিক নামেতে মৃগ, দয়া করি বলিবে তাহায়,
বৃদ্ধ তোর মাতা পিতা, বাছা, তোরে দেখিবারে চায়।

'বেশ, বলিব" এই আশ্বাস দিয়া ব্রাহ্মণ সাকেতে গেলেন এবং পর দিনই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া "নন্দিক মৃগ কে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দিক তাঁহার সমীপে গিয়া বলিলেন, "আমি নন্দিক।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাঁহার মাতাপিতার ইচ্ছা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া নন্দিক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি যাইতে পারি; বৃতি লঙ্ঘন করিয়াও যাইতে পারি; কিন্তু আমি রাজদত্ত পানভোজনাদি ভোগ করিয়াছি; কাজেই তাঁহার নিকট ঋণী হইয়াছি, বিশেষতঃ এই মৃগদের সঙ্গে বহুদিন একস্থানে রহিয়াছি; অতএব রাজার এবং ইহাদের কোন উপকার না করিয়া এবং নিজের বলের পরিচয় না দিয়া প্রস্থান করা সঙ্গত হইবে না। যে দিন আমার বার আসিবে, সে দিন ইহাদের সকলেরই কল্যাণসাধন করিয়া মনের সুখে ফিরিয়া যাইব।" এই অর্থ সুব্যক্ত করিবার জন্য নন্দিক দুইটী গাথা বলিলেন:—

অন্নপান আদি বহুদ্রব্য ভোগ করেছি রাজার ঠাঁই,
শুধু অন্ননাশ করেছি রাজার, ইহা না দেখাতে চাই।

চাপহস্তে যবে আসিবেন রাজা বিঁধিতে আমার বাণে
সম্মুখে তাঁহার পার্শ্ব আপনার রাখিব নির্ভয়প্রাণে।
উপজিবে সুখ তখন আমার, ঋণ হ'তে মুক্তি পাব;
সে সুখের দিন আসিবে যখন পিতৃদরশনে যাব।

ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নন্দিকের বার উপস্থিত হইল। সে দিন রাজা বহু অনুচরসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মহাসত্ত্ব একপার্শ্বে অবস্থিত রহিলেন। রাজা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। এ অবস্থায় অন্য মৃগেরা মরণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে; কিন্তু বোধিসত্ত্ব পলায়ন করিলেন না; মৈত্রীভাবকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে নিজের বিশাল পার্শ্ব রাজার দিকে ফিরাইয়া দিলেন, এবং নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বের মৈত্রীভাবের প্রভাবে রাজা শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, শরনিক্ষেপ করিতেছেন না কেন; উহা নিক্ষেপ করুন।" 'মৃগরাজ, শর নিক্ষেপ করিতে আমার সাধ্য নাই।" "তবেই ত মহারাজ গুণবান্দিগের গুণ বুঝিতে পারিতেছেন।" রাজা বোধিসত্ত্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধনুক ত্যাগ করিলেন, এবং বলিলেন, "এই অচেতন তুচ্ছ ধনুকও যখন তোমার গুণ জানিতে পারিয়াছে, তখন আমি সচেতন মানুষ হইয়াও কেন জানিতে পারিব না? আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমায় অভয় দিতেছি।" "মহারাজ, আমাকে অভয় দিলেন; কিন্তু এই উদ্যানস্থ মৃগদিগের সম্বন্ধে কি করিবেন?" "ইহাদিগকেও অভয় দিলাম।" অনন্তর, ন্যগ্রোধমৃগ-জাতকে যে কথা বলা হইয়াছে, সেই ভাবে, সমস্ত বনচর মৃগ, আকাশচর পক্ষী এবং জলচর মৎস্যাদির জন্য রাজার নিকট অভয় গ্রহণ করিয়া এবং রাজাকে পঞ্চশীলে স্থাপিত করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, অগতিসমূহ পরিহার করিয়া দশরাজধর্ম্ম পালন করেন এবং অক্রোধন ভাবে যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন।

দান, শীল, ত্যাগ, ক্ষান্তি, তপঃ, সারল্য, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা আর অবিরোধ এই সব
কুশলকারক ধর্ম্ম রয়েছে আমাতে, তাই
নিয়ত পরমা প্রীতি, মানসিক শান্তি পাই।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে গাথাকারে রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকদিন রাজার নিকট বাস করি-

লেন, তাহার পর, সমস্ত প্রাণীই যে অভয় পাইয়াছে, সুবর্ণভেরীবাদন দ্বারা নগরে সেই সংবাদ ঘোষণা করাইয়া তিনি রাজাকে অপ্রমত্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া মাতাপিতাকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

[চতুষ্পদ মৃগকুলে লভিয়া জনম পূর্ব্বে হয়েছিনু দেখিতে সুন্দর,
ধরিয়া নন্দিক নাম সেবিতাম মাতা পিতা, ছিনু আমি মৃগকুলেশ্বর।

তখন কোশল রাজ্যে প্রাসাদের অবিদূরে অঞ্জন নামেতে ছিল বন;
ছিল উহা নিয়োজিত রাজার আদেশক্রমে আমারই বাসের কারণ।
একদা বধিতে মোরে অধিজ্যধনুক করে, যুড়ি তাহে অতি তীক্ষ্ণ শর
প্রবেশি সে বনমাঝে বহু অনুচরসহ দেখা দিলা কোশল-ঈশ্বর।

নিষ্কম্প-হৃদয়ে তাঁর সম্মুখেতে রাখি পার্শ্ব থাকিলাম আমি দাঁড়াইয়া;
পাইলাম বড় সুখ, হইলাম ঋণমুক্ত; মাতৃপার্শ্বে গেলাম ছুটিয়া।

এই কয়েকটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন তখনকার সেই মৃগমাতা ও মৃগপিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

৩৮৬–খরপুত্র-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিয়াছে?" "আমার গৃহস্থাশ্রমের ভার্য্যা।" "দেখ ভিক্ষু, তোমার এই স্ত্রী অনর্থকারিকা; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতে যাইতেছিলে, কেবল পণ্ডিতদিগের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে যখন সেনক রাজত্ব করিতেন, তখন বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। সেনকের সহিত তখন এক নাগরাজের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। সেই নাগরাজ না কি নাগভবন হইতে বাহির হইয়া স্থলে খাদ্য গ্রহণ করিতেন। একদিন গ্রাম্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "ওরে, একটা সাপ রে।" বলিয়া তাঁহাকে লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপণে প্রহার করিয়াছিল। রাজা সেনক তখন উদ্যানে কেলি করিতে যাইতেছিলেন, গ্রাম্য বালকেরা কি করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন তাহারা একটা সাপ মারিতেছে, তখন তিনি আদেশ দিলেন, "মারিতে দিওনা ছোঁড়াগুলাকে তাড়াইয়া দাও।"

গ্রাম্য বালকেরা বিতাড়িত হইলে নাগরাজ প্রাণলাভ করিলেন, নাগভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক বহু রত্ন লইয়া আসিলেন নিশীথকালে সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত রত্ন দান করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার কৃপাতেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" রাজার সহিত এইরূপে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া নাগরাজ তদবধি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন।

তিনি নাগকন্যাদিগের মধ্য হইতে এক কামপরায়ণা নাগকন্যাকে রাজার রক্ষণার্থ নিয়োজিত করিলেন এবং রাজাকে একটী মন্ত্র দিয়া বলিলেন, "যখন এই কন্যাকে দেখিতে পাইবেন না, তখন এই মন্ত্র আবৃত্তি করিবেন।"

সেনক একদিন উদ্যানে গিয়া ঐ নাগকন্যার সহিত জলকেলি করিতেছিলেন, এমন সময়ে সে একটা উদকসর্প দেখিয়া মনুষ্যবিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সহিত কুক্রিয়ায় রত। হইল। রাজা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'নাগকন্যা কোথায় গেল?' অনন্তর তিনি সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া দেখিতে পাইলেন, সে কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিলেন। সে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল। নাগরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি যে ফিরিয়া আসিলে?" সে উত্তর দিল, "আপনার বন্ধু, তাঁহার কথা শুনি নাই বলিয়া, আমার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া সে আঘাতের চিহ্ন দেখাইল। নাগরাজ প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না; তিনি চারিজন নাগবালক ডাকিয়া তাহাদিগকে সেনকের নিকট পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, "তোমরা গিয়া সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবে এবং নিঃশ্বাসবাত দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত ও নিহত করিবে। রাজা যখন শয়ন করিলেন, নাগবালকেরা গিয়া তখন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। ঐ সময় রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "ভদ্রে, নাগকন্যাটী কোথায় গিয়াছে জান কি?" রাণী উত্তর দিলেন, "না, মহারাজ!" "আমি আজ যখন পুষ্করিণীতে কেলি করিতেছিলাম, তখন সে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া এক উদকসর্পের সহিত অনাচার করিয়াছিল; তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য "আর কখনও এরূপ করিও না" বলিয়া আমি তাহাকে বংশদণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়াছিলাম। এখন আমার ভয় হইতেছে, সে পাছে নাগলোকে গিয়া আমার বন্ধুকে আর কিছু বলিয়া আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করে।" এই কথা শুনিয়া নাগবালকেরা তখনই নাগলোকে প্রতিগমনপূর্ব্বক নাগরাজকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইল। নাগরাজ শ্রবণমাত্র অতি দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনকের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন, সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং "ইহাই আমার দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করুন" বলিয়া সেনককে এমন একটী মন্ত্র দিলেন, যাহার প্রভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। মন্ত্র দিবার কালে তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই মন্ত্রটী অমূল্য। কিন্তু আপনি যদি কখনও ইহা অপরকে দান করেন, তাহা হইলে তখনই আপনাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতে হইবে।" "বেশ আমি সতর্ক হইয়া চলিব," বলিয়া রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি পিপীলিকার পর্য্যন্ত ভাষা বুঝিতে সমর্থ হইলেন।

একদিন সেনক রাজবেদীর উপর বসিয়া মধু ও গুড় মিশাইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বিন্দু মধু, এক বিন্দু গুড় এবং একখণ্ড পিষ্টক ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া একটা পিপীলিকা চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "রাজার বেদীতে মধুর কলসী ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার গুড়ের ও পিষ্টকের শকট উল্টিয়া পড়িয়াছে; তোমরা কে কোথায় আছ, মধু, গুড় ও পিষ্টক খাও এসে।" রাজা পিপীলিকার এই চীৎকার শুনিয়া হাস্য করিলেন। রাজার কাছে রাণী বসিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজা হাসিলেন কেন?' ইহার পর রাজা ভোজন ও স্নান শেষ করিয়া * পল্যঙ্কে উপবেশন করিলে এক পুং মক্ষি তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এস ভদ্রে, আমরা কেলি করি।" স্ত্রীমক্ষি বলিল, 'স্বামিন্, একটু অপেক্ষা করুন'।

* অগ্রে ভোজন, শেষে স্নান, ইহা কিছু অস্বাভাবিক। পূর্ব্বে রাজা খাইতেছিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে, স্নান বাকী রাখিয়াছিলেন কেন?

রাজার জন্য এখনই গন্ধ আসিবে; তাহা বিলেপন করিলে, রাজার পাদমূলে গন্ধচূর্ণ পড়িবে; আমি সেখানে থাকিয়া সুগন্ধা হইব, তাহার পর রাজার পৃষ্ঠে বসিয়া আমরা কেলি করিব।” রাজা একথা শুনিয়াও হাসিলেন। রাণী আবার ভাবিলেন, ‘রাজা কি দেখিয়া হাসিলেন? ইহার পর রাজা যখন সায়মাশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন একটা অন্নপিণ্ড ভূতলে পড়িল; তাহা দেখিয়া একটা পিপীলিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, “রাজভবনে অন্নশকট ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু অন্ন আহার করে এমন কেহ এখানে নাই।” ইহা ভাবিয়া রাজা আবার হাসিলেন। রাণী সুবর্ণ চমস লইয়া রাজাকে পরিবেষণ করিতেছিলেন; তাঁহার সন্দেহ হইল, ‘রাজা আমাকে দেখিয়াই হাসিতেছেন কি?’ তিনি শয্যায় উঠিয়া রাজার সহিত শয়ন করিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আপনি কি কারণে হাসিলেন, বলুন।” রাজা উত্তর দিলেন, “আমার হাসিবার কারণ জানিয়া তোমার কি হইবে?’ কিন্তু শেষে রাণী পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করায় তিনি হাসিবার কারণ বলিলেন। তখন রাণী প্রার্থনা করিলেন, “আপনি যে মন্ত্র জানেন, তাহা আমাকে দিতে হইবে।” রাজা উত্তর দিলেন, “তাহা আমার দিবার সাধ্য নাই”। কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও রাণী পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা বলিলেন, “আমি যদি তোমাকে এই মন্ত্র দিই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।” রাণী ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, “আপনি মরুন বা বাঁচুন, আমাকে মন্ত্রটী দিন।” রাজা স্ত্রৈণতাবশতঃ “আচ্ছা, দিব” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং এই মন্ত্র দিয়া আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইবে’ ইহা বলিয়া রথারোহণে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র নরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, ‘এই মূর্খ রাজা স্ত্রীর অনুরোধে অগ্নি-প্রবেশ করিতে যাইতেছে; ইহার প্রাণরক্ষা করিব।’ তিনি অসুরকন্যা সুজাকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সুজাকে ছাগী করিলেন ও নিজে ছাগ হইলেন এবং সমবেত জনসমূহের অদৃশ্য হইয়া রাজরথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কেবল রাজরথের সৈন্ধব গর্দ্দভ এবং রাজা নিজে দেখিতে পাইলেন, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। রাজার সহিত বাক্যালাপ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এমন ভাবে দেখা দিলেন, যেন ছাগীর সহিত মৈথুন ধর্ম্মে রত হইয়াছেন। রথবাহী একটা সৈন্ধব গর্দ্দভ বলিল, “সৌম্য ছাগ, ছাগ যে মূর্খ ও নির্লজ্জ ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখি নাই। যে অত্যাচার কেবল সংগোপনেই অনুষ্ঠাতব্য, তুমি আমাদের এত প্রাণীর সমক্ষে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অথচ কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছ না! এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে।

পণ্ডিতের মুখে শুনি ছাগলের বুদ্ধি নাই,
হেরিয়া ইহার কাণ্ড বুঝিলাম সত্য তাই।
লোকের সমক্ষে করে কর্ত্তব্য যাহা গোপনে;
তথাপি মূর্খের কিছু লজ্জা নাহি হয় মনে।

ইহা শুনিয়া ছাগরূপী শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :—

মূর্খতায়, খরপুত্র, কম তুমি নও বড়,
রজ্জুতে আবদ্ধ আছ, বাঁকিয়াছে ওষ্ঠাধর,
অবনত হয়ে আছে মুখখানি লজ্জাভারে,
তবু মূর্খ মুক্তি পেলে পলায়ন নাহি করে।

তুমি মূর্খ, তোমা হইতে বেশী মূর্খ সেই জন,
রথে চড়ি উদ্যানেতে করিতেছে যে গমন।

রাজা উভয় প্রাণীরই কথা বুঝিতে পারিলেন এবং সেই জন্য ইহা শুনিয়াই শীঘ্র রথ ফেরত পাঠাইলেন। এদিকে গৰ্দ্দভ ছাগের কথা শুনিয়া চতুর্থ গাথা বলিল :—

মূর্খ আমি, অজরাজ, জান তাতে ক্ষতি নাই,
সেনক রাজারে তুমি মূর্খ কেন বল, ভাই?

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝাইবার জন্য শক্র পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

লভিয়া উত্তম মন্ত্র ভার্য্যারে করিবে দান,
সেই হেতু হারাইবে এই মূর্খ নিজ প্রাণ।
নিজের হইলে মৃত্যু, বল ত, গৰ্দ্দভবর,
এ ভার্য্যা কি এরই ভার্য্যা থাকিবে তাহার পর?

ছাগের বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন, "অজরাজ, আমার কেহ হিতকারী থাকিলে সে তোমা ভিন্ন আর কেহ নয়। বলত, এখন আমার কর্ত্তব্য কি।" শক্র উত্তর দিলেন "মহারাজ, কোন প্রাণীরই আত্মা হইতে প্রিয়তর কিছু নাই। কোন একজনকে ভাল বাসিলেই যে তাহার জন্য আত্মবিনাশ করিতে বা আত্মসম্পৎ নাশ করিতে হইবে, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আপনার মত যারা, কর্ত্তব্য তাদের নয়
প্রিয়ের সেবার তরে করিতে নিজের ক্ষয়।
জগতে আত্মার তুল্য নাহি অন্য কোন ধন;
তাই বুদ্ধিমান্ করে সতত আত্মরক্ষণ।
থাকিলে জীবন, যবে হবে তব অভ্যুদয়,
শত শত প্রিয় ব্যক্তি লভিবে তুমি নিশ্চয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে উপদেশ দিলেন। রাজা ইহাতে অতি তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজরাজ, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি শক্র; তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তোমাকে মৃত্যু হইতে মোচন করিবার জন্য আসিয়াছি।" "দেবরাজ, আমি এই নারীকে মন্ত্র দিব বলিয়াছিলাম; এখন কি করিব?" 'তোমাদের দুই-জনেরই যাহাতে বিনাশ হয়, এমন কাজ করা অসঙ্গত। 'শিক্ষা দিতে হইলে এই উপচার প্রয়োগ করিতে হয়' ইহা বলিয়া রাণীকে কয়েকবার প্রহার করাইবে; তাহা হইলেই তিনি আর মন্ত্র গ্রহণ করিতে চাহিবেন না।" রাজা, "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্বও রাজাকে এই পরামর্শ দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর রাজা উদ্যানে গিয়া রাণীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে, মন্ত্র গ্রহণ করিবে কি?" রাণী বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তাহা হইলে যথারীতি উপচার কর।" "কি উপচার?" "তোমার পৃষ্ঠে শতবার আঘাত করা হইবে, কিন্তু তুমি তাহাতে কোন রূপ আর্ত্তনাদ করিতে পারিবে না।" রাণী মন্ত্র পাইবার লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক।" রাজা ভৃত্যদিগের হাতে কশা দিয়া রাণীর উভয় পার্শ্বে প্রহার আরম্ভ করাইলেন। দুই তিন আঘাত সহ্য করিবার পর রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার মন্ত্রে প্রয়োজন নাই।" কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, 'তুই আমাকে মারিয়া মন্ত্র লইতে চাহিয়াছিলি" বলিয়া তিনি রাণীর পৃষ্ঠদেশ নিশ্চর্ম্ম করাইলেন। রাণীর সাধ্য রহিল না, যে মন্ত্রের কথা আর মুখে আনেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, ইঁহার পত্নী ছিল সেই রাণী, সারিপুত্র ছিলেন সেই অশ্ব (গর্দ্দভ ?) এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ আরব্য নৈশোপাখ্যান-মালার দ্বিতীয় আখ্যায়িকার সহিত এই আখ্যায়িকার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

৩৮৭—সূচী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু মহা-উম্মার্গজাতকে * প্রদত্ত হইবে। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক কর্ম্মকারকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বংশগতশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন। বোধিসত্ত্ব যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহার অবিদূরে অন্য এক গ্রামে এক হাজার ঘর কর্ম্মকার বাস করিত। এই সহস্র কর্ম্মকারের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিল এবং বহু ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার এক পরম রূপবতী, অপ্সরোপম ও জনপদকল্যাণীলক্ষণসম্পন্না কন্যা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকে বাসী, পরশু, ফলা, পাচন † প্রভৃতি প্রস্তুত করাইবার জন্য যখন ঐ গ্রামে যাইত, তখন প্রায়ই এই কন্যাকে দেখিতে পাইত এবং স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া পথে ঘাটে, যেখানে দশজনে এক সঙ্গে বসিত বা মিলিত, সেখানেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত। বোধিসত্ত্ব তাহার রূপের কথা শুনিয়াই তাহার প্রতি জাতানুরাগ হইলেন, সেই রমণীকে নিজের পাদচারিকা করিবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট-জাতীয় লৌহ গ্রহণপূর্ব্বক এক অতি সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় সূচিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং উহার এক প্রান্তে বিঁধ কাটিলেন। উহা এমন হাল্‌কা হইল যে, জলে ফেলিলে ভাসিতে লাগিল। তিনি এই সূচিকার জন্য উক্তরূপে একটী কোষও প্রস্তুত করিলেন এবং তাহারও এক প্রান্তে বিঁধ কাটিলেন। এই প্রকারে তিনি একে একে উক্ত সূচিকার জন্য সাতটী কোষ গঠন করিলেন। কিরূপে যে তিনি এই অদ্ভুত কার্য্য করিলেন তাহা অবক্তব্য, কারণ বোধিসত্ত্বদিগের জ্ঞানমাহাত্ম্যবশতঃ তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাই সুসম্পন্ন হয়।

বোধিসত্ত্ব সূচীটী একটা নালিকার মধ্যে ফেলিয়া থলিতে পুরিলেন এবং তাহা লইয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রধান কর্ম্মকার যে রাস্তার ধারে বাস করেন, সেখানে গেলেন এবং তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইয়া সূচীর গুণ ব্যাখ্যা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কে মূল্য দিয়া আমার নিকট হইতে এই সূচী ক্রয় করিবে গো?" তিনি প্রধান কর্ম্মকারের গৃহসমীপে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা দ্বারা সূচিকার গুণ বর্ণনা করিলেন :—

শাণে ঘসা সরু অতি সূচ কিনবে কে ?
খুব চোখাল আগাটী তার, দেখনা এসে।
তার ছেঁদাটীও বেশ,
পরাতে তায় সূতা কারো হয় না কোন ক্লেশ।

---

* ৫৪৬। † প্রাজন (সংস্কৃত) ; বাঙ্গালা ও পালি "পাচন"।

ইহা বলিয়া তিনি আবার দ্বিতীয় গাথা দ্বারা সূচিকার গুণ বর্ণনা করিলেন :—

মাজা ঘসা আগাগোড়া সুগোল সূচ নিবে ?
এমন শক্ত, ঘা দিলে তায় নেহাই বিন্ধিবে।
তার ছেঁদাটীও বেশ।
পরাতে তায় সূতা কারো হয় না কোন ক্লেশ।

এই সময়ে প্রধান কর্ম্মকার প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়াছিলেন এবং সেই কুমারী তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল। লোকের বুকে টাট্‌কা মাংসপিণ্ড আবদ্ধ হইলে সহস্র ঘট জল পান করিলে যেমন তাহার শান্তি হয়, বোধিসত্ত্বের মধুরস্বর শুনিয়া কুমারীরও সেইরূপ হইল। সে ভাবিল, 'কে এত মধুরস্বরে কামারের গ্রামে সূচিকা বিক্রয় করিতেছে? সে এখানে কি কাজে আসিয়াছে? একবার জানিতে হইতেছে।' অনন্তর সে তালবৃন্তখানি রাখিয়া ঘরের বাহিরে গেল এবং বারন্দায় দাঁড়াইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত কথা বলিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে; এই বোধিসত্ত্ব উক্ত কুমারীর জন্যই এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। কুমারী তাঁহাকে বলিল, "যুবক, এ রাজ্যের সকল লোকে এই গ্রামে সূচী প্রভৃতি কিনিতে আসে। তুমি কি অবোধ! কর্ম্মকারের গ্রামে সূচী বিক্রয় করিতে চাও! তুমি সারাদিন সূচীর গুণ ব্যাখ্যা করিলেও কেহই তোমার হাত হইতে উহা গ্রহণ করিবে না। যদি মূল্য পাইতে ইচ্ছা কর, তবে গ্রামান্তরে যাও।

সূচ বল, বড়শী বল, যে জন যা চায়।
এই খানে তা তৈয়ার হয়ে অন্য গাঁয়ে যায়;
হেথা হাজার ঘর কামার,
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?

নানা রকম অস্ত্র শস্ত্র এখান হ'তে যায়,
এখানকার যে কামার ভাল জানে তা সবায়।
হেথা হাজার ঘর কামার,
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?

কুমারীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি জান না বলিয়াই এরূপ বলিতেছ?

বুদ্ধি যার থাকে ঘটে বেচ্‌তে পারে সে
যত ইচ্ছা তত সূচ কামারের গাঁয়ে।
যে জন নিপুণ কর্ম্মকার,
কোন্‌টা সোজা, কোন্‌টা কঠিন জানা আছে যার,
জিনিস দেখ্‌লেই বুঝিতে সে পারে গুণ তার।

যে সূচ আনি, সুলোচনে, বেচ্‌তে এসেছি,
পিতা তোমার একটীবার তা দেখ্‌তে পান যদি,
আমায় দিবেন আদর করে,
তোমার সঙ্গে আর যত ধন আছে তাঁহার ঘরে।

প্রধান কর্ম্মকার উভয়ের সমস্ত কথা শুনিয়া "মা, একবার এখানে এস" বলিয়া কন্যাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন "কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলে?" কুমারী বলিল, "বাবা, একটী

লোক সূচ বেচিতেছে; তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।" "তাকে ডাক।" কুমারী গিয়া ডাকিল এবং বোধিসত্ত্ব গিয়া প্রধান কর্ম্মকারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রধান কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ গ্রামে বাস কর?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি অমুক গ্রামে বাস করি এবং অমুক কর্ম্মকারের পুত্র।" "এখানে আসিয়াছ কেন?" "সূচ বেচিতে।" "বাহির কর; তোমার সূচ দেখিব।" বোধিসত্ত্ব ইচ্ছা করিলেন যে, সকলের সম্মুখে নিজের গুণের পরিচয় দিবেন। এই জন্য তিনি বলিলেন, "এক এক করিয়া না দেখিয়া সকলে এক সঙ্গে দেখিলে ভাল হয় না কি?" প্রধান কর্ম্মকার বলিলেন "উত্তম কথা"। তিনি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মকার একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "তোমার সূচ আন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচার্য্য, একটা নেহান * ও একটা জলপূর্ণ কাংস্যস্থালী আনিতে আদেশ করুন।" তখন ঐ দুই দ্রব্য আনীত হইল, বোধিসত্ত্ব থলি হইতে নালিকা বাহির করিয়া দিলেন। প্রধান কর্ম্মকার তাহা হইতে সূচী বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এই কি তোমার সূচ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ সূচ নহে; সূচের কোষ।" প্রধান কর্ম্মকার পরীক্ষা করিয়া ইহার কোন্‌টী আগা, কোন্‌টী গোড়া বুঝিতে পারিলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব উহা হাতে লইয়া নখ দ্বারা কোষটী অপনীত করিলেন, "এইটা সূচ, এইটা কোষ" বলিয়া সমস্ত লোককে দেখাইলেন এবং সূচীটী প্রধান কর্ম্মকারের হস্তে দিয়া কোষটী তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া দিলেন। তখন প্রধান কর্ম্মকার বলিলেন, "এইটী বোধ হয় সূচ।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এটাও সূচের কোষ"। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার নখ দ্বারা কোষটী পৃথক্ করিলেন। এইরূপে তিনি একে একে সাতটী কোষ প্রধান কর্ম্মকারের পাদমূলে রাখিয়া প্রকৃত সূচীটী তাঁহার হাতে দিলেন। অমনি সহস্র কর্ম্মকার ধন্য ধন্য করিয়া অঙ্গুলি ছোটন ও চেল সঞ্চালন করিয়া উঠিল। তাহার পর প্রধান কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার এই সূচের বল কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, আচার্য্য, "কোন বলবান্ পুরুষকে নেহান্‌টা তুলিতে বলুন, জলের থালাখানা তাহার নীচে রাখিতে বলুন এবং নেহানের মাঝখানে এই সূচ ধরিয়া ঘা দিতে বলুন।" প্রধান কর্ম্মকার তাহাই করিলেন এবং নেহানের মধ্যে সূচীর অগ্রভাগ ধরিয়া ঘা দিলেন। সূচীটা তৎক্ষণাৎ নেহান বেধ করিয়া জলের উপর এমনভাবে পড়িল যে তাহার এক চুলও জলের উপরে বা নীচে রহিল না। "আমরা এতকাল কাণেও শুনিতে পাই নাই যে, কোথাও এরূপ কর্ম্মকার আছে", ইহা বলিতে বলিতে সমবেত কর্ম্মকারেরা আবার অঙ্গুলি ছোটন ও সহস্র সহস্র বস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন প্রধান কর্ম্মকার কন্যাকে ডাকিয়া সেই সভার মধ্যেই বলিলেন, "এই কুমারী তোমারই উপযুক্ত।" ইহা বলিয়া তিনি জলাঞ্জলি পাত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর যখন এই প্রধান কর্ম্মকারের মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্বই সেই গ্রামের প্রধান কর্ম্মকার হইলেন।

[এইরূপ ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই কর্ম্মকার-দুহিতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কর্ম্মকার।]

---

* অধিকরণী।

৩৮৮—তুণ্ডিল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক মরণভীরু ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া' এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিয়াছিলেন, পরে বৌদ্ধ শাসনে প্রবেশ করেন। ইনি সর্ব্বদা মরণভয়ে ভীত ছিলেন। বৃক্ষের শাখা অল্পমাত্র বিচলিত হইলে, একখানা যষ্টি পড়িয়া গেলে, কোন পক্ষী বা চতুষ্পদে শব্দ করিলে বা এইরূপ অন্য কোন কারণ উপস্থিত হইলেই তিনি কুক্ষিদেশে আহত শশকের ন্যায় মরণভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিয়া বেড়াইতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু অল্পমাত্র শব্দ শুনিলেই কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে। প্রাণীমাত্রের মরণই ধ্রুব এবং জীবিত অধ্রুব, ইহা ত বত্নসহকারে মনে রাখা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি বড় মরণভীরু, একথা সত্য কি?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "দেখ, ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি মরণভীরু ছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শূকরীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শূকরী পরিণত-গর্ভা হইয়া দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছিল। সে একদিন পুত্রদ্বয়কে লইয়া একটা গর্ত্তে শুইয়াছিল। এই সময়ে বারাণসীর এক বৃদ্ধা কার্পাসক্ষেত্র হইতে এক ঝুড়ি কার্পাস লইয়া যষ্টি দ্বারা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। শূকরী এই শব্দ শুনিয়া মরণভয়ে পুত্রদ্বয়কে ত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিল। শূকর-শাবক দুইটীকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি বৃদ্ধার অপত্যস্নেহ জন্মিল; সে তাহাদিগকে ঝুড়িতে ফেলিয়া গৃহে লইয়া গেল, বড়টীর নাম মহাতুণ্ডিল, ছোটটীর নাম খুল্লতুণ্ডিল রাখিল এবং দুইটীকেই পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল। ক্রমে এই শূকর শাবক দুইটী বড় হইয়া স্থূলদেহসম্পন্ন হইল। অনেকে বৃদ্ধাকে বলিল, "মূল্য লইয়া আমাদিগকে দাও"; কিন্তু বৃদ্ধা কাহাকেও দিল না; সে বলিত "ইহারা আমার ছেলে।"

একবার কোন পর্ব্বের দিন কয়েকজন ধূর্ত্ত মদ্য পান করিতেছিল। তাহাদের যখন মাংস ফুরাইয়া গেল, তখন তাহারা মাংস কোথায় পাওয়া যাইবে ভাবিতে লাগিল। পরে যখন জানিতে পারিল বৃদ্ধার গৃহে শূকর আছে, তখন তাহারা মূল্য লইয়া সেখানে গেল এবং বলিল, "মা, মূল্য লইয়া আমাদিগকে একটা শূকর দাও।" বৃদ্ধা উত্তর দিল, "বেশ বলিলে বাবা! কেহ কি মূল্যের লোভে নিজের ছেলেকে মাংসখোরদিগের হাতে দিতে পারে?" বৃদ্ধা ধূর্ত্তদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেও, তাহারা আবার বলিল, "মা, শূকরে কখনও মানুষের পুত্র হইতে পারে? দাও একটা শূকর।" যখন পুনঃ পুনঃ এইরূপে চাহিয়াও তাহারা শূকর পাইল না, তখন তাহারা বৃদ্ধাকে সুরাপান করাইল এবং সে মত্ত হইলে বলিল, "মা, তুমি শূকর দিয়া কি করিবে? মূল্য লইয়া ইচ্ছামত ব্যয় কর।" ইহা বলিয়া তাহারা বৃদ্ধার হাতে কতিপয় কার্ষাপণ দিল। বৃদ্ধা কার্ষাপণ গুলি পাইয়া বলিল, "বাবা, মহাতুণ্ডিলকে দিতে পারিব না; তোমরা খুল্লতুণ্ডিলকে লইয়া যাও।" ধূর্ত্তেরা জিজ্ঞাসিল, "সে কোথায়?" "সে ঐ গুল্মের ভিতর আছে।" "তাহাকে ডাক।" 'তাহার আহারের জন্য ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এই কথায় ধূর্ত্তেরা মূল্য দিয়া একপাত্র ভাত কিনিয়া আনিল। বৃদ্ধা উহা লইয়া দরজার নিকট যে শূকরদ্রোণি ছিল, তাহা পূরিল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিশজন ধূর্ত্তও পাশ হাতে লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা, "আমার বাবা, খুল্লতুণ্ডিল" বলিয়া শব্দ করিল; তাহা শুনিয়া মহাতুণ্ডিল

ভাবিল, "এতকাল ত মা খুল্লতুণ্ডিলকে আগে ডাকেন নাই; আমাকে প্রথমে ডাকিতেন; আজ নিশ্চয় আমাদের পক্ষে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।" তিনি কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, মা তোমায় ডাকিতেছেন; গিয়া দেখ কি জন্য। খুল্লতুণ্ডিল গুল্ম হইতে বাহির হইয়া দেখিল ভাতের দ্রোণির কাছে ঐ লোকগুলা দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে সে ভাবিল 'আজ আমার মরণ উপস্থিত হইয়াছে'। সে মরণভয়ে ভীত হইয়া ফিরিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জ্যেষ্ঠের নিকটে গেল। সেখানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহাতুণ্ডিল বলিল, "ভাই, তুমি কাঁপিতেছ ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? কেনইবা প্রবেশ-পথের দিকে তাকাইয়া আছ?" খুল্লতুণ্ডিল নিজে যাহা দেখিয়াছে, তাহা বুঝাইবার কালে প্রথম গাথা বলিল :—

নূতন রকম ভাত দিয়াছে আনিয়া, পূর্ণ দ্রোণি– মাতা তার কাছে দাঁড়াইয়া;
পাশ হস্তে তাঁর পাশে আরো কত জন, খাইতে আমার আজ নাহি সরে মন।*

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই খুল্লতুণ্ডিল, যে উদ্দেশ্যে মাতা এতদিন শূকর পুষিয়াছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। তুমি কোন চিন্তা করিও না।" অনন্তর তিনি বুদ্ধসুলভ কৌশলের সহিত মধুরস্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে করিতে দুইটী গাথা বলিলেন :—

কাঁপিতেছ ভয়ে, চাও পাইতে আশ্রয়; কোথা যাবে? ত্রাণের ত নাহিক উপায়।
মনের আনন্দে অন্ন করগে ভোজন; মাংসহেতু করে লোকে শূকরপোষণ।

কর স্নান নিরমল হ্রদের জলেতে; স্বেদমল ধুয়ে ফেল শরীর হইতে;
নব বিলেপন আসি করহ গ্রহণ, গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন।

বোধিসত্ত্ব দশপারমিতা স্মরণ করিয়া এবং মৈত্রীপারমিতাকে নিজের পুরোভাগে রাখিয়া প্রথম পাদ উচ্চারণ করিবামাত্র সেই শব্দ দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইল। রাজা, উপরাজ প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী যেমন এই শব্দ শুনিলেন, অমনি ছুটিয়া আসিলেন। যাহারা আসিল না, তাহারাও গৃহে থাকিয়া শুনিতে লাগিল। রাজপুরুষেরা সেই গুল্ম ভাঙ্গিয়া স্থানটা সমভূমি করিল এবং বালুকা ছড়াইয়া দিল। ধূর্ত্তদের মত্ততা ছুটিয়া গেল; তাহারাও পাশ ছাড়িয়া ধর্ম্মদেশন শুনিতে লাগিল। বৃদ্ধারও নেশা ভাঙ্গিল। মহাসত্ত্ব সেই মহাজনের মধ্যে খুল্লতুণ্ডিলকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া খুল্লতুণ্ডিল ভাবিল, 'আমার ভ্রাতা এইরূপ বলিতেছেন বটে; কিন্তু আমাদের বংশে কেহই ত পুষ্করিণীতে নামিয়া অবগাহন করেনা, শরীরের স্বেদমলও ধোয় না, পূর্ব্ববিলেপন ত্যাগ করিয়া নববিলেপনও গায়ে মাখে না। অতএব তিনি কি অভিপ্রায়ে আমায় এরূপ বলিলেন?' এই প্রশ্ন করিবার সময় সে চতুর্থ গাথা বলিল : —

নিরমল হ্রদ তুমি কারে বল, ভাই, 'স্বেদমলে' কি বুঝিব তোমায়, শুধাই।
কিরূপ তোমার সেই নববিলেপন, গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অবহিতকর্ণে শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্ম্মদেশন করিবার সময়ে দুইটী গাথা বলিলেন :—

* পূর্ব্বে আঁকাড়া চাউলের ভাত বা পোড়া ভাত খাইতাম; দ্রোণিও পূর্ণ থাকিত না, কিন্তু আজ ভাত ভাল, দ্রোণিও পূর্ণ।

ধর্ম্ম অপঙ্কিল হ্রদ, অবগাহি তায় পাপরূপ স্বেদমল দূর করা যায়।
শীল নববিলেপন, সৌরভ যাহার নিয়ত অক্ষুণ্ণ থাকে ব্যাপি চরাচর।

মাংস খাবে এ উল্লাসে এই অজ্ঞগণ বড় সুখী হইয়াছে, জানি বিলক্ষণ। †
শরীর ধারণও বড় নহে সুখকর, মৃত্যুভয়ে সদা জীব কাঁপে থর থর।
শীলবান্ ত্যজে প্রাণ হাসিতে হাসিতে, হাসে যথা লোকে পৌর্ণমাসী রজনীতে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্ম্মদেশন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সমবেত বৃহজ্জন-সঙ্ঘ শত সহস্রবার অঙ্গুলি ছোটন করিতে লাগিল, চেল সঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং সমস্ত অন্তরীক্ষ সাধুকার-শব্দে পূর্ণ হইল। বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে স্বীয় রাজ্য দিয়া পূজা করিলেন, বৃদ্ধাকে বহুধনাদি দিয়া সম্মান করিলেন, তাঁহাদের উভয়কেই গন্ধোদকদ্বারা স্নান করাইলেন, নববস্ত্র পরিধান করাইলেন, গলে মণিরত্নাদি পরাইলেন, নগরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে পুত্রস্থানে স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাদের রক্ষার্থ বহু অনুচর দিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চশীল দান করিলেন; বারাণসী ও কাশীরাজ্যের সমস্ত অধিবাসীও শীলসমূহ পালন করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব প্রতি পক্ষান্তদিবসে তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন এবং বিচারালয়ে বসিয়া তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজ্যে কোন কূটার্থকারক দেখা যাইত না।

কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল; বোধিসত্ত্ব তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করাইলেন, এবং বিচার-সংক্রান্ত একখানি পুস্তক লেখাইয়া বলিলেন, "অতঃপর তোমরা এই পুস্তক দেখিয়া বিচার করিবে।" এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্ম্মপ্রদর্শন করিয়া এবং অপ্রমত্ত ভাবে উপদেশ দিয়া তিনি

* এই অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

কুসুমের, চন্দনের কিংবা তগরের।
গন্ধ নাহি যায় প্রতিকূলে বাতাসের॥
সজ্জনের গন্ধ কিন্তু প্রতিবাতে ধায়।
স্পর্শে তার সর্ব্বদিক্ সুপবিত্র হয়।

তগর, চামেলী, পদ্ম, অথবা চন্দন—
গন্ধ নহে ইহাদের উত্তম তেমন
পুণ্যাত্মায় শীলগন্ধ উত্তম যেমন।

তগরের, চন্দনের গন্ধ কিবা ছার,
অল্পমাত্র স্থানে হয় প্রসর ইহার,
শীলগন্ধ সর্ব্বব্যাপী, স্বর্গে দেবগণ
আঘ্রাণ করিয়া তায় হন হৃষ্টমন। ধর্ম্মপদ (৪,৫৪ ৫৬)।

† এই অংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার নিম্নলিখিত গাথার্দ্ধ ও গাথাত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

যতদিন পাপের না পরিণতি হয়, মধুজ্ঞান করে পাপে যত দুষ্টাশয়। – ধর্ম্মপদ (৫,৬৯)।

জ্ঞানহীন, কুকর্ম্মেতে রত যেইজন, নিজেই নিজের করে শত্রুতাচরণ।
পরিণাম না বুঝিয়া পাপে রত হয়, শেষে কিন্তু পায় পাপফল বিষময়।—ধর্ম্মপদ (৫,৬৬)

যে কাজ করিলে শেষে জন্মে অনুতাপ,
কান্দিয়া ভুগিতে হয় কুফল যাহার,
সাধু যেই, কভু সেই করি হেন পাপ
মুক্তিপথ রুদ্ধ নাহি করে আপনার। - ধর্ম্মপদ (৫,৬৭)।

দণ্ড পাইবার ভয়ে কাঁপে জীবগণ, সকলেরই প্রিয় অতি আপন জীবন।
অতএব সর্ব্বজীবে ভাবি আত্মবৎ করো না প্রহার কিংবা প্রাণ অতিপাত—ধর্ম্মপদ (১০,১৩০)

খুল্লতুণ্ডিলের সহিত অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইতেছেন দেখিয়া রাজ্যের সকল লোকে রোদন ও পরিবেদন করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব এ সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ষাট হাজার বৎসর বলবান্ ছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মরণভয়ভীক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এই মরণভয়ভীক ভিক্ষু ছিল খুল্লতুণ্ডিল, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কাশীবাসী লোক এবং আমি ছিলাম মহাতুণ্ডিল।]

৩৮৯—সুবর্ণকর্কট-জাতক।

[স্থবির আনন্দ শাস্তার জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু 'খণ্ডহাল জাতকে' * ধনুর্দ্ধরনিয়োজন সম্বন্ধে এবং ধনপালের গর্জ্জনসম্বন্ধে † খুল্লহংস জাতকে ‡ বলা যাইবে। ঐ সময়ে ধর্ম্মসভায় এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, ভিক্ষুরা বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই, ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দ শৈক্ষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, প্রতিসম্ভিদা পাইয়াছেন বলিয়া, যখন ধনপালক ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।" শাস্তা সভায় গিয়া যখন তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে রাজগৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে শালিন্দী নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ গ্রামের এক কর্ষক-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থালী আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐ গ্রামের পূর্ব্বোত্তর দিকে মগধরাজ্যে সহস্র করীস * ভূমি কর্ষণ করিতেন। তিনি একদিন ভৃত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে চাষ করিতে আদেশ দিয়া মুখপ্রক্ষালনের জন্য ক্ষেত্রের একপ্রান্তস্থ একটা ডোবায় গেলেন। ঐ ডোবায় একটী সুন্দর ও সুপ্রকৃতিবিশিষ্ট সুবর্ণকর্কট থাকিত। বোধিসত্ত্ব দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া মুখ ধুইতেছেন, এমন সময়ে ঐ কর্কট তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে তুলিয়া নিজের উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে ফেলিলেন, তাহাকে লইয়া ক্ষেত্রে গেলেন এবং সেখানকার কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার কালে তাহাকে সেই ডোবায় নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। তদবধি ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি প্রথমেই সেই ডোবায় যাইতেন এবং কর্কটটাকে উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে লইয়া তাহার পর নিজের কাজকর্ম্ম দেখিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিনই ক্ষেত্রে যাইতেন। তাঁহার চক্ষুতে পঞ্চ প্রসাদ চিহ্ন এবং তিনটী মণ্ডল অতি সুন্দরভাবে বিরাজ করিত। তাঁহার ক্ষেত্রের এক প্রান্তস্থিত একটা তালবৃক্ষে কাককুলায়ে একটা কাকী ছিল, বোধিসত্ত্বের চক্ষু দেখিয়া তাহার উহা

---

* ৫৪২।

† প্রথম খণ্ডের ২১শ জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

‡ ৫৩৩।

* এক করীস = ৪ অম্মণ = ৮ একার। তাহা হইলে বোধিসত্ত্বের ভূমিপরিমাণ প্রায় আট হাজার একার বা ২৫০০০ বিঘা ছিল।

খাইতে ইচ্ছা হইল এবং সে স্বামীকে বলিল, "স্বামিন্, আমার একটা সাধ হইয়াছে।" কাক জিজ্ঞাসিল, "কি সাধ হইয়াছে, প্রিয়ে?" "এক ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী খাইবার ইচ্ছা।" "তোমার এ সাধ ত ভাল নয়, কাহার সাধ্য, ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী আনিতে পারে?" "তোমার যে সাধ্য নাই, আমি তাহা জানি। কিন্তু এই তালগাছের নিকটে বল্মীকের মধ্যে যে কৃষ্ণসর্প আছে, তাহার উপাসনা কর; সে ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়া মারিবে, তখন তুমি উহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া আনিবে।" এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কাক তদবধি সেই কৃষ্ণসর্পের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। বোধিসত্ত্ব যে সকল শস্য বপন করিয়াছিলেন, সে গুলির যখন থোড় হইয়াছিল, সে সময়ে কর্কটাও বেশ বড় হইয়াছিল। এই সময়ে এক দিন সর্প কাককে বলিল, "ভদ্র, তুমি অবিরত আমার উপাসনা করিতেছ? বল, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?" কাক বলিল, "প্রভু, এই ক্ষেত্রস্বামীর চক্ষু দুইটী খাইবার জন্য আপনার দাসীর বড় সাধ জন্মিয়াছে; আপনার ক্ষমতাবলে চক্ষু দুইটী পাইবার আশায় আমি আপনার উপাসনা করিতেছি।" সর্প তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "এ ত কোন কঠিন কাজ নয়; তুমি চক্ষু দুইটা পাইবে।"

ইহার পরদিন, কৃষ্ণসর্প ব্রাহ্মণের আগমনপ্রতীক্ষায় ক্ষেত্রসীমার নিকটে পথপার্শ্বে তৃণের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আসিবার কালে প্রথমে ডোবায় নামিয়া মুখ ধুইলেন, সুবর্ণকর্কটের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে উত্তরীয় বস্ত্রের ভিতর রাখিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সর্প অতিবেগে ছুটিয়া তাঁহার পায়ের নীচে দংশন করিল এবং সেখানেই তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া বল্মীকের মধ্যে পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের পতন, তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণকর্কটের বহির্লম্ফন এবং উড়িয়া আসিয়া বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে কাকের উপবেশন, এই ঘটনাগুলি পর পর নিমিষের মধ্যে হইয়া গেল। কাক বসিয়া বোধিসত্ত্বের চক্ষুর ভিতর নিজের তুণ্ড প্রবেশ করাইল। কর্কট ভাবিল, "এই কাকের চক্রান্তেই আমার বন্ধুর বিপদ্ ঘটিয়াছে; ইহাকে ধরিলে সাপটা নিশ্চয় আসিবে।" সে, কামারে যেমন সাঁড়াশী দিয়া ধরে, সেইরূপে নিজের শৃঙ্গদ্বারা দৃঢ়রূপে কাকের গ্রীবা ধরিল এবং তাহাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিয়া শেষে একটু ঢিল দিল। তখন কাক সর্পকে ডাকিতে লাগিল, "বন্ধু, তুমি আমায় ছাড়িয়া পলাইলে কেন? এই কর্কটটা আমায় বধ করিতেছে? আমার প্রাণ বাহির হইবার আগে আসিয়া উদ্ধার কর।"

> অস্থিত্বক্,* জলচর, আয়তনয়ন, লোমহীন, শৃঙ্গ যার দেখিতে ভীষণ,
> হেন মৃগ অভিভূত করেছে আমায়, কান্দি তাই, ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায়।
> এস, সখে, শীঘ্র শীঘ্র করহ উদ্ধার, কি কারণ হইতেছে বিলম্ব তোমার?†

ইহা শুনিয়া সর্প বিশাল ফণা বিস্তারপূর্ব্বক কাককে আশ্বাস দিতে আসিল।

[এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> বিস্তারি বৃহৎ ফণা, ফোঁস ফোঁস শব্দ করি, কর্কটের কাছে সাপ যায়
> সখারে করিতে রক্ষা, কর্কট দ্বিতীয় শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে ধরিল তাহায়।

অতঃপর সর্পকেও বিলক্ষণ যাতনা দিয়া কর্কট বন্ধন একটু শিথিল করিল। সর্প ভাবিল,

* অর্থাৎ যাহার ত্বক্ অস্থির ন্যায় দৃঢ়, অথবা যাহার ত্বক্ নাই, অস্থিই ত্বকের কাজ করে।

† দ্বিতীয় খণ্ডের কর্কট-জাতকেও (২৬৭) এই গাথা আছে।

'কর্কটে বায়সের মাংস খায় না, সর্পের মাংসও খায় না, তবে আমাদের দুই জনকেই ধরিয়াছে কেন?' এই চিন্তা করিয়া সে তৃতীয় গাথা বলিল :—

কর্কটে ধরে না কভু ভোজনের তরে বায়সে বা সর্পে, তাই শুধাই তোমারে,
হে আয়তনেত্র, তুমি আমা দুই জনে আবদ্ধ করিলে কেন সুদৃঢ় বন্ধনে?

ইহা শুনিয়া কর্কট দুইটী গাথা দ্বারা ধরিবার কারণ বলিল :—

এ ব্যক্তি আমার অতি হিতপরায়ণ, জল হতে তুলি মোরে করিয়া যতন
লয়ে যান নিজ সঙ্গে, মরণে ইঁহার জন্মিবে দারুণ দুঃখ হৃদয়ে আমার।
ইঁহার মরণে আমি হব অসহায়; আমার রক্ষার কোন না রবে উপায়।
পরিপুষ্ট দেহ মোর করিয়া দর্শন মারিতে আমায় যাবে কত শত জন;
স্বাদু, স্থূল, সুমধুর মাংসের আশায় কাকেও বধিতে চেষ্টা করিবে আমায়।

ইহা শুনিয়া সর্প চিন্তা করিতে লাগিল, 'কোন উপায়ে উহাকে বঞ্চনা করিয়া কাকের ও নিজের দুই জনেরই মুক্তি লাভ করিতে হইবে।' অনন্তর সে কর্কটকে বঞ্চনা করিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

শুধু যদি এই হেতু আমা দুই জনে আবদ্ধ করেছ তুমি সুদৃঢ় বন্ধনে,
উঠুক বাঁচিয়া তব সখা, আমি তার করিতেছি দেহ হ'তে বিষের উদ্ধার।
আমারে, কাকেরে আর ছাড় শীঘ্র, ভাই; বিষ যদি গাঢ় হয়, রক্ষা তবে নাই।

ইহা শুনিয়া কর্কট চিন্তা করিল, 'সর্পটা এক উপায় প্রয়োগ করিয়া কাকের ও নিজের মুক্তি-সাধনপূর্ব্বক পলায়ন করিবে ভাবিয়াছে; আমি যে কেমন উপায়কুশল, এ তাহা জানে না। যাহাতে সর্পটা সঞ্চরণ করিতে পারে, আমি সেই ভাবে শৃঙ্গ শিথিল করিব; কিন্তু কাকটাকে ছাড়িব না।' ইহা স্থির করিয়া সে সপ্তম গাথা বলিল :—

সর্পেরে ছাড়িব আগে, কাকে না ছাড়িব; আবদ্ধ করিয়া দুষ্ট কাকেরে রাখিব।
বিষমুক্ত হয়ে মিত্র লভিলে জীবন, দিব মুক্তি কাকে, দিনু সর্পেরে যেমন।

ইহা বলিয়া সর্প যাহাতে অনায়াসে চলিতে পারে, কর্কট এই ভাবে শৃঙ্গ শিথিল করিল। সর্প বোধিসত্ত্বের দেহ হইতে বিষ তুলিয়া লইল; তাঁহার দেহ নির্ব্বিষ হইল। তাঁহার আর কোন যন্ত্রণা থাকিল না; দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল। তখন কর্কট ভাবিল, 'এই দুষ্ট প্রাণী দুইটা যদি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে আমার বন্ধুর মঙ্গল হইবে না; অতএব দুইটারই প্রাণসংহার করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লোকে যেমন কাটারি দিয়া উৎপলমুকুল কাটে, সেইরূপে শৃঙ্গদ্বারা সে উভয়েরই মস্তক ছেদ করিয়া প্রাণনাশ করিল। ইহা দেখিয়া কাকীও সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। বোধিসত্ত্ব যষ্টিদ্বারা সর্পের শরীর বিদ্ধ করিয়া একটা গুল্মের উপর ফেলিয়া দিলেন, সুবর্ণকর্কটকে ডোবায় রাখিলেন এবং স্নান করিয়া শালিন্দীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি কর্কটের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—

দেবদত্ত কাক, মার কৃষ্ণসর্প, আনন্দ কর্কট ছিল,
আমি দ্বিজ সেই, কর্কট যাহারে নষ্ট প্রাণ পুনঃ দিল।

সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে স্রোতাপত্তি-মার্গ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল। গাথায় কাকীর উল্লেখ নাই; সেই বুদ্ধের সময়ে চিঞ্চামাণবিকা হইয়াছিল।]

☞ পঞ্চতন্ত্রের শেষ আখ্যায়িকা এক কর্কট-কর্তৃক কৃষ্ণসর্পের প্রাণনাশ এবং স্বীয় পালক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার কথা আছে। কিন্তু জাতকের আখ্যায়িকার সহিত ইহার প্রভেদও বিস্তর।

৩৯০—ময্হক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক আগন্তুক শ্রেষ্ঠীর* সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে এক আগন্তুক শ্রেষ্ঠী অতি ধনবান্ ছিল। কিন্তু সে নিজেও কিছু ভোগ করিত না, অন্যকেও কিছু দিত না। সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় উপনীত হইলে সে তাহা গ্রহণ করিত না; সে আমানিমাত্র মিশাইয়া কুদের খাউ খাইত, তাহাকে সুবাসিত কাশীজাত বস্ত্র দিলে সে তাহা পরিত না, লোকে শুড বান্ধিবার জন্য যে স্থূল পশমী কম্বল ব্যবহার করে তাহাই পরিত, উৎকৃষ্ট, অশ্বযুক্ত মণিকনকশোভিত রথ উপনীত হইলেও সে তাহা ছাড়িয়া অতি জীর্ণ রথে চড়িয়া পর্ণছত্রের নীচে বসিয়া যাতায়াত করিত। এইরূপে যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্য-কার্য্যের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া সে অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল এবং রৌরবনরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। লোকটা অপুত্রক ছিল; এই নিমিত্ত তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজপুরুষেরা সপ্তদিবারাত্র বহন করিয়া রাজভবনে লইয়া গেল।

শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি রাজভবনে আনীত হইলে রাজা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, এ কয়দিন আপনি বুদ্ধোপাসনা করিতে আইসেন নাই কেন?" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, শ্রাবস্তীবাসী আগন্তুক শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি অস্বামিক বলিয়া আমার প্রাসাদে আনিয়াছি, ইহাতে এক সপ্তাহ লাগিয়াছে। এত ধন লাভ করিয়াও সে ব্যক্তি নিজে ইহার কিছুই ভোগ করে নাই, অপরকেও দান করে নাই, ইহার ধন রাক্ষস পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায় ছিল; সে একদিনের তরেও সুস্বাদু ভোজনাদির রস অনুভব না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এরূপ কৃপণ, মৎসরী ও পাপাত্মা কি হেতু এত ধন লাভ করিয়াছিল কেনই বা ইহার চিত্ত ভোগে আসক্ত হয় নাই?" শাস্তা উত্তর দিলেন "মহারাজ, নিজ কর্ম্মফলেই তাহার ধনলাভ এবং লব্ধধনে নিজের অপরিভোগ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। তাহার ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ছিল না; সে এত কৃপণ ও মৎসরী ছিল যে কাহাকেও কিছু দিত না; নিজেও কিছু ভোগ করিত না। সে একদিন রাজদর্শনে যাইবার কালে তগরশিখি-নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভদন্ত, আপনি ভিক্ষা পাইয়াছেন কি?" তগরশিখী উত্তর দিয়াছিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, দেখিতেছ ত আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছি।" তখন শ্রেষ্ঠী তাহার অনুচরকে বলিয়াছিল, "ইঁহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাও, আমার পল্যঙ্কে উপবেশন করাও, এবং আমার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত আছে, তাহা ইঁহার পাত্রে পূর্ণ করিয়া দাও।" সে ব্যক্তি প্রত্যেকবুদ্ধকে শ্রেষ্ঠীর ঘরে লইয়া গেল, সেখানে তাঁহাকে বসাইল এবং শ্রেষ্ঠীর ভার্য্যাকে সংবাদ দিল। ঐ রমণী নানাবিধ অগ্ররসযুক্ত অন্ন দ্বারা পাত্রপূর্ণ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠী তখন রাজভবন হইতে ফিরিতেছিল; প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া সে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল "ভদন্ত, আপনি খাদ্য পাইয়াছেন কি?" "হাঁ মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমি পাইয়াছি।" শ্রেষ্ঠী পাত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া মনে আনন্দলাভ করিতে পারিল না; সে ভাবিল, 'আমার ভৃত্য বা দাসেরা এই অন্ন খাইতে পাইলে কত পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিত, হায়। আজ আমার বড়ই ক্ষতি হইল।'

"লোকে দান করিবার পরে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, এইরূপে শ্রেষ্ঠীর পক্ষে তাহা অপরিপূর্ণ রহিল। দান করিবার কালে লোকের মনে যদি তিনটী ভাব পরিপূর্ণ হয়, তবেই সে দান হইতে মহাফল লাভ করা যায়।

---

* আগন্তুক—অর্থাৎ যে অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া বাস করিতেছিল।

দানের ইচ্ছায় হবে হরষিত মন,
দানকালে উপজিবে আনন্দ অপার,
করি দান অনুতাপ হবে না কখন,—
বংশ বৃদ্ধি হবে তার, এই ধর্ম্ম যার।

চিত্তের প্রসন্নভাব দান করিবার পূর্ব্বে; দানকালে সুখের সঞ্চার;
দানান্তে আনন্দভোগ,— এ তিন লক্ষণযুত দানে বলি সর্ব্বযজ্ঞসার।

মহারাজ, আগন্তুকশ্রেষ্ঠী প্রত্যেকবুদ্ধ তগরশিখীকে ভিক্ষা দিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে বহুবিত্ত লাভ করিয়াছিল; কিন্তু দানান্তে সে মনের পশ্চাদ্ভাব * প্রসন্ন করিতে পারে নাই বলিয়া ঐ বিত্ত উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তদন্ত, এ ব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে নাই কেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "পুত্রালাভও তাহারই কৃতকর্ম্মের ফল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজে গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গৃহদ্বারের নিকটে দানশালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মহাদানে রত হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন বোধিসত্ত্ব বিষয়-ভোগে দুঃখ এবং নৈষ্ক্রম্যে সুখ দেখিয়া দারাপুত্রসহ নিজের বাসভবন ও ঐশ্বর্য্য কনিষ্ঠের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "অপ্রমত্তভাবে দানধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিও"। এই উপদেশ দিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠেরও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। সে ক্রমে বড় হইতেছে দেখিয়া কনিষ্ঠ ভাবিতে লাগিল, 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটী জীবিত থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি দুই ভাগ হইবে; অতএব ইহাকে বধ করিতে হইবে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে একদিন ঐ বালকটীকে নদীতে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিল। সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ জিজ্ঞাসিলেন, "আমার ছেলে কোথায়?" কনিষ্ঠ বলিল, "সে নদীতে সাঁতার খেলিতেছিল; তারপর তাহাকে কত খুঁজিলাম, কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না।" ইহা শুনিয়া ঐ রমণী রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নীরব রহিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং এই কুকাণ্ড লোকের নিকট প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক বারাণসীতে অবতরণ করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন এবং দানশালা দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই পাপাত্মা দানশালাটীও ধ্বংস করিয়াছে!" এদিকে কনিষ্ঠ তাঁহার আগমনের কথা জানিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সেখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব আহারান্তে উপবেশন করিয়া ভ্রাতার সহিত মিষ্টালাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার ছেলেকে ত দেখিতেছি না; সে কোথায়?" কনিষ্ঠ উত্তর দিল, "ভদন্ত, সে মারা গিয়াছে।" "কিরূপে মারা গেল?" "জলকেলি করিবার স্থানে মারা গিয়াছে, কিন্তু কিরূপে মরিয়াছে তাহা আমি জানি না।" "নরাধম, তুমি জান না বলিতেছ! তোমার দুষ্কর্ম্ম আমি বেশ

* পালি—'অপরচেতন'।

বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি কি নিজেই তাহাকে ডুবাইয়া মার নাই? যে ধন রাজাদিকর্ত্তৃক * বিনষ্ট হয়, তুমি কি তাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারিবে?" তোমাতে ও 'মযীয়ক' পক্ষীতে † প্রভেদ কি? অনন্তর বোধিসত্ত্ব বুদ্ধসুলভ কৌশলের সহিত নিম্নলিখিত গাথাগুলিদ্বারা ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন :—

মযীয়ক নামে বিহঙ্গম এক ছিল অতিস্বার্থপর,
পিপ্পলশাখায় থাকিত বসিয়া সেই মাসুদরীচর।
পিপ্পলের ফল খাইত যখন অপর বিহগ যত,
'আমার' 'আমার' বলিয়া রোদন করিত সে অবিরত।

সে যবে কান্দিত হেন দীনভাবে, অপর বিহগগণ
খাইত চলিয়া মনের সুখেতে যে ফল করি চয়ন।
দেখি তাহা পুনঃ মযীয়ক বসি কান্দিত করুণ রবে—
"আমার, আমার, আমার এ ফল, খেয়ে চলি গেল সবে।"

অর্জ্জি বহুধন না করে সেবন আত্মভোগ তরে যার,
জ্ঞাতিবন্ধুগণে কিংবা বিতরণ, যার যাহা প্রাপ্য হয়,
এই হতভাগ্য বিহগের মত 'আমার' 'আমার' বলি
নিরর্থক অর্থে, রাখিয়ে ভাণ্ডারে সারাটি জীবন চলি।

ভোজ্য, আচ্ছাদন, গন্ধ, বিলেপন, ভোগের পদার্থ যত,
সঞ্চয়ের তরে নাহি ভোগে তার; দুঃখে দিন হয় গত;
নিজে পায় দুখ; আত্মীয় স্বজন, তাদেরও সুখের তরে
সঞ্চিত ধনের ভ্রমেও কখন নিয়োজন নাহি করে।

'আমার, আমার এই সব ধন' বলি সে করে ক্রন্দন,
করে রক্ষা তার,— কিন্তু হায় হায়, পরিশেষে সেই ধন
রাজা বা তস্করে লয়ে যায় হরে, কিংবা সে অপ্রিয় তার,
কেননা সে জন দায়াদ এখন অপুত্রক অভাগার।

নিজে ক'রে ভোগ, জ্ঞাতির পোষণ করে, সুখী বলি তায়;
লভি যশ হেথা, দেহ-অবসানে স্বর্গ-সুখ সেই পায়।

মহাসত্ত্ব অনুজকে এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া পুনর্ব্বার দান দেওয়াইবার সুব্যবস্থা করিলেন এবং হিমবন্তে গিয়া অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, এই আগন্তুক শ্রেষ্ঠী পূর্ব্বজন্মে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে পুত্রকন্যা লাভ করিতে পারে নাই।

সমবধান—তখন এই আগন্তুকশ্রেষ্ঠী ছিলে সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ছিলাম তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর।

৩৯১—ধ্বজবিহেঠ-জাতক।‡

[শাস্তা সর্ব্বলোকের হিতার্থ বিচরণ করিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি জেতবনে অবস্থিতি-কালে নিম্নলিখিত

---

* রাজা, তস্কর, অগ্নি, অরি ও জল এই পাঁচটী ধননাশক।

† এই পাখী 'মযীয়' 'মযীয়' (আমার, আমার) শব্দ করিত বলিয়া মযীয়ক নামে অভিহিত হইয়াছে।

‡ বিহেঠ=পীড়ন। উপসংহারে দেখা যায় এই জাতকের নামান্তর "গজাদিভিবিহেঠ"। যদি 'বিহেঠ' না হইয়া 'বিহেঠ' হয়, তবে শেষোক্ত নামই সমীচীন হইবে।

কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু মহাকৃষ্ণজাতকে * বলা যাইবে। "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত সর্ব্বলোকের হিতার্থ বিচরণ করিতেন," ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন এক বিদ্যাধর নিজের বিদ্যা-প্রভাবে নিশীথকালে রাজভবনে গিয়া মহিষীর সহিত কুব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। মহিষীর পরিচারিকারা ইহা জানিতে পারিল, তিনি নিজেও রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "দেব, অর্দ্ধরাত্রিকালে একটা পুরুষ আসিয়া আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক আমার সহিত কুব্যবহার করে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ইহার শরীরে এমন কোন চিহ্ন করিতে পার কি না, যাহা দ্বারা ইহাকে ধরা যাইতে পারে?" "হাঁ মহারাজ, তাহা পারিব।" অনন্তর মহিষী উৎকৃষ্ট হিঙ্গুল আনাইয়া একটা পাত্রে রাখিলেন, যথাসময়ে ঐ পুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ কুক্রিয়া করিল; কিন্তু সে যখন যাইতেছিল, তখন মহিষী তাহার পৃষ্ঠে ঐ হিঙ্গুলের পঞ্চাঙ্গুলিক দিলেন এবং পর দিন প্রাতঃকালে রাজাকে ইহা জানাইলেন। রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন "তোমরা চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া যাহার পৃষ্ঠে হিঙ্গুলের চিহ্ন দেখিতে পাইবে, তাহাকে ধরিয়া আনিবে।"

ঐ বিদ্যাধর রাত্রিকালে কুক্রিয়া করিয়া দিনমানে শ্মশান-ভূমিতে এক পদে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিত। তাহাকে দেখিয়া রাজপুরুষেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাধর দেখিল, তাহার কুকাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। সে নিজের বিদ্যাপ্রয়োগ করিয়া আকাশপথে উড্ডয়নপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া লোকজন ফিরিয়া আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতে পাইয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহারাজ।" "সে কে?" "সে একজন প্রব্রাজক।" [ইহা বলিবার কারণ এই যে, সে রাত্রিতে অনাচার করিয়া দিবাভাগে প্রব্রজিতের বেশে থাকিত।] রাজা ভাবিলেন, 'এই সব লোক দিনমানে শ্রমণের বেশে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে কুক্রিয়ায় রত হয়।' এইজন্য তিনি প্রব্রাজকদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মিথ্যাদৃষ্টি † অবলম্বন করিলেন। তিনি ভেরী বাজাইয়া প্রচার করিলেন, "আমার রাজ্য হইতে সমস্ত প্রব্রাজক পলায়ন করুক। অতঃপর লোকে আমার অধিকারে প্রব্রাজক দেখিলেই তাহাদিগকে রাজদণ্ড দিবে।"

এই আদেশে ত্রিশতযোজনব্যাপী কাশীরাজ্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক সমস্ত প্রব্রাজক অন্যান্য রাজধানীতে আশ্রয় লইল; অধিবাসীদিগকে উপদেশ দিতে পারে এমন কোন শ্রমণব্রাহ্মণই আর কাশীরাজ্যে রহিল না। উপদেশের অভাবে লোকে দুর্দ্দান্ত ও দানশীলবিমুখ হইল এবং মরণান্তে প্রায় সকলেই নরকাদি অপায়ে জন্মলাভ করিতে লাগিল, কেহই স্বর্গে দেবজন্ম প্রাপ্ত হইল না। শক্র দেখিলেন, স্বর্গে আর নূতন দেবতার আবির্ভাব হইতেছে না। ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন, বিদ্যাধরের অপরাধহেতু বারাণসীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রব্রাজকদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই এই রাজার মিথ্যাধর্ম্মসেবা রহিত করিতে পারিবে না। আমি রাজার এবং তাঁহার রাজ্যবাসীদিগের মঙ্গল সাধন করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নন্দমূল গুহায় প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্তগণ, আমাকে একজন বৃদ্ধ প্রত্যেকবুদ্ধ দিন। আমি কাশীবাসীদিগকে সদ্ধর্ম্মে আনয়ন করিব।"

* ৪৬৯।

† মিথ্যাদৃষ্টি—বুদ্ধশাসনের বিরোধী মত।

শক্র একজন প্রবীণ প্রত্যেকবুদ্ধই পাইলেন। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রচীবর নিজে বহন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং পশ্চাতে থাকিলেন, মস্তকে অঞ্জলি বাধিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং অতি রূপবান্ যুবকের বেশে সমস্ত নগরের উপর দিয়া তিনবার বিচরণপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইয়া আকাশে সমাসীন হইলেন। লোকে রাজাকে জানাইল, "দেব, এক পরমসুন্দর যুবক এক শ্রমণকে আনিয়া রাজদ্বারের সন্নিধানে আকাশে উপবিষ্ট হইয়াছে।" রাজা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি নিজে অতি রূপবান্ শ্রমণ হইয়াও কি নিমিত্ত এই এই কুরূপ শ্রমণের পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে নমস্কার করিতেছ?" এইরূপ আলাপ করিবার সময়ে রাজা প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :—

এ অতি কুৎসিতকায় ; তুমি রূপবান্ ,
তবু কেন দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ইহার
কৃতাঞ্জলিপুটে এরে কর নমস্কার ?
কি নাম ইহার বল, তোমার কি নাম ?

শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, শ্রমণগণ গুরুস্থানীয়, কাজেই ইঁহার নাম বলা আমার কর্ত্তব্য নহে, তবে আমার নাম বলিতেছি :—

অষ্টাঙ্গিক মার্গে সদা করি বিচরণ, লভেন অর্হত্ত্বফল যে জন, রাজন্,
জন্মমরণশীল কোন দেব তাঁর নাম, গোত্র মুখে নাহি আনে আপনার।
দিতেছি কেবল তাই নিজপরিচয়, ত্রিদশেন্দ্র শক্র আমি বলিনু নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথা দ্বারা, ভিক্ষুকে নমস্কার করিলে কি সুফল পাওয়া যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

শুদ্ধশীল ভিক্ষুর পশ্চাতে থাকি যেবা কৃতাঞ্জলিপুটে নমি করে তাঁর সেবা,
বল, শক্র, কি সুফল ভাগ্যে হয় তার, কি সুখে দেহান্তে তার জন্মে অধিকার ?

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শুদ্ধশীল ভিক্ষুর পশ্চাতে থাকি যেবা কৃতাঞ্জলিপুটে নমি করে তাঁর সেবা,
লোকের প্রশংসালাভ দৃষ্ট ফল তার, অদৃষ্ট,—দেহান্তে স্বর্গবাসে অধিকার।

শক্রের কথায় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনীত হইল; তিনি সন্তোষসহকারে পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

অহো কি সৌভাগ্য মোর হইয়াছে আজ। দেখা দিলা মোরে ভূতনাথ দেবরাজ।
শুদ্ধশীল ভিক্ষুবরে আনিয়া হেথায়, বর্ণিয়া অশেষ গুণ দিলা পরিচয়।
এখন হইতে করি পুণ্য অনুষ্ঠান দেহ-অন্তে দিব্যধামে করিব প্রস্থান।

ইহা শুনিয়া শক্র পণ্ডিতের (প্রত্যেকবুদ্ধের) মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত, বহুগুণধর, বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,
প্রকৃষ্ট সেবার পাত্র হেন মহাজন, হেরি এঁরে, হেরি মোরে, করহ, রাজন্,
এখন হইতে বহু পুণ্য অনুষ্ঠান, ইহামুত্র হবে সদা তব যশোগান।

ইহা শুনিয়া রাজা শেষ গাথা বলিলেন :—

শুনিয়া, দেবেন্দ্র, তব মধুর বচন অহঙ্কার আজ আমি করিনু বর্জ্জন।
নাই আর ক্রোধ, চিত্তে স্থিরা প্রসন্নতা লভিয়াছি তব মুখে শুনি ধর্ম্মকথা।
অবারিতে দিব আমি অতিথি যা চায়, কর আশীর্ব্বাদ, শক্র, প্রণমি তোমায়।

এইরূপ বলিয়া রাজা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন, "মহারাজ, সে ব্যক্তি বিদ্যাধর, শ্রমণ নহে। আপনি এখন হইতে জানিবেন যে, ধরিত্রী তুচ্ছ নহে, এখানে অনেক ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন। অতএব দান করিবেন, শীলরক্ষা করিবেন, পোষধ পালন করিবেন।" শক্রও নিজের অনুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "এখন হইতে অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" নগরবাসীদিগকে এই উপদেশ দিয়া তিনি ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, 'যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসুন।' অনন্তর তাঁহারা দুইজনেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন।

[সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৯২—বিসপুপ্ফ-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোশলরাজ্যস্থ কোন অরণ্যের অদূরে বাস করিবার কালে একদা পদ্মসরোবরে অবতরণ-পূর্ব্বক একটা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইয়াছিল এবং অধোবাতে দাঁড়াইয়া উহার ঘ্রাণ লইয়াছিল। ইহাতে সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "মারিষ, আপনি গন্ধচোর; আপনি যাহা করিলেন, তাহা একপ্রকার চৌর্য্য।" বনদেবতা এইরূপে তিরস্কার করিলে সেই ভিক্ষু জেতবনে ফিরিয়া গেলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষু, তুমি কোথায় ছিলে?" 'আমি অমুক বনে ছিলাম, কিন্তু সেখানে বনদেবতা এইরূপে আমার ভীতি উৎপাদন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, পুষ্পের ঘ্রাণ লইতে গিয়া কেবল তুমিই যে তিরস্কৃত হইয়াছ, তাহা নহে, প্রাচীনকালে পুরাণপণ্ডিতেরাও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এক পদ্মসরোবরের নিকটে বাস করিতেন। একদিন তিনি সরোবরে অবতরণ করিয়া একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের ঘ্রাণ লইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া এক দেবকন্যা বৃক্ষস্কন্ধবিবরে অবস্থিতা হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন:—

এ ফুল তোমায় কেহ করে নাই দান,
তথাপি লইলে তুমি ইহার আঘ্রাণ।
এও একরূপ চৌর্য্য নাহিক সংশয়,
গন্ধচোর হইয়াছ তুমি, মহাশয়।

* ভিসপুপ্‌ফ=পদ্মফুল।

তখন বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :—

হরি নাই, ভাঙ্গি নাই ; শুধু দূর হ'তে পঙ্কজের গন্ধ পশে আমার নাসাতে।
তবে কেন গন্ধচোর বল গো আমায়? চুরি না করিয়া চোর—এত বড় দায়!

এই সময়ে একটা লোক ঐ সরোবরে গিয়া মৃণাল খনন করিতে ও পদ্ম তুলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দূরে থাকিয়া ঘ্রাণ লইতেছিলাম বলিয়া আমায় তিরস্কার করিলে, আর এই লোকটাকে কিছুই বলিতেছ না।

খুঁড়িছে মৃণাল আর ছিঁড়িছে কমল! এ হেন নিষ্ঠুরে কেন কিছু নাহি বল?"

দেবকন্যা চতুর্থ ও পঞ্চম গাথা দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে কিছু না বলিবার কারণ বুঝাইলেন :—

মলমূত্রে লিপ্ত যথা ধাত্রীর বসন, দুষ্কর্ম্মকারীরা পাপে দূষিত তেমন।
হেন জনে বলিবার কিছু মোর নাই, নীরবে দুষ্কর্ম্ম এর হেরিতেছি তাই।
পুণ্যশীল শ্রমণ তোমার মত যারা, উপদেশ পাইবার উপযুক্ত তারা।

নিষ্পাপ,—নিরত যারা করে এ যতন কিরূপে পবিত্রভাবে যাপিবে জীবন,
অণুমাত্র পাপ যদি তাদের চরিতে কোন সূত্রে কোনকালে পারে প্রবেশিতে,
যত আছে গুণ তাহা আচ্ছাদন করে, করে যথা মহামেঘ প্রদীপ্ত ভাস্করে।*

দেবকন্যা-কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব মনের আবেগে ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

প্রকৃতি আমার তুমি জান সবিশেষ, তাই, দেখি, কৃপা করি দিলা উপদেশ।
হেন অকার্য্যেতে রত দেখিলে আবার, করিও আমায় যথোচিত তিরস্কার।

অতঃপর দেবকন্যা সপ্তম গাথা বলিলেন :—

এ নয় ব্যবসা মম, নহি ভৃত্য তব, তোমায় রক্ষিতে কেন রত সদা রব?
যে পথে চলিলে তুমি পাবে দিব্যস্থান, নিজেই খুঁজিয়া তার করহ সন্ধান।

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন; বোধিসত্ত্বও ধ্যান অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকন্যা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ "অদত্তাদান পাপ" এই উপদেশটী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বোধ হয় উল্লিখিত জাতকটী রচিত হইয়া থাকিবে। হাস্যরসোদ্দীপনের কিংবা সময়-বিশেষে শঠে শাঠ্যপ্রয়োগের উপযোগিতা-প্রদর্শনের জন্যও এই শ্রেণীর দুই একটী গল্প দেখা যায়। ফরাসী কবি Rabelaisএর গ্রন্থে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কোন সূপকারের গৃহের বাহিরে বসিয়া সূপগন্ধ অনুভব করিতে করিতে রুটি খাইয়াছিল, এইজন্য সূপকার সূপগন্ধের মূল্য চাহিয়াছিল এবং এক বিদূষকের পরামর্শে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সূপকারের কর্ণোপরি একটা মুদ্রা কয়েকবার বাজাইয়া, শব্দের দ্বারা গন্ধের মূল্য দিয়াছিল। কথাসরিৎসাগরে দেখা যায়, এক রাজা কোন গন্ধর্ব্বকে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়া গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ দেন নাই, বলিয়াছিলেন, তুমি গান করিয়া আমাকে ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি দিয়াছ, আমিও অর্থ দিতে চাহিয়া তোমাকে ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি দিয়াছি।

---

* তু॰ In beauty faults conspicuous grow,
As smallest specks are seen on snow.—Gay.

৩৯৩—বিঘাস-জাতক।*

[শাস্তা পূর্ব্বারামে অবস্থিতি করিবার কালে কতিপয় কেলিশীল ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়ন একবার তাহাদের বাসগৃহ কাঁপাইয়া তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে ভিক্ষুরা একদা ধর্ম্মসভায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তিরা কেবল কেলিই ভাল বাসিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন কাশীরাজ্যের একটী গ্রামে সপ্ত সহোদর বিষয়ভোগের দোষ দেখিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং মেধ্যারণ্যে বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা যোগানুষ্ঠানে মন না দিয়া যাহাতে কেবল দেহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় সেই উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন। দেবরাজ শক্র তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত করিবার অভিপ্রায়ে শুকবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন এবং একটা বৃক্ষে উপবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :—

> বিঘাসাদ লোকে হয় সুখের ভাজন, দৃষ্ট ফল,—ইহলোকে প্রশংসা-অর্জ্জন।
> অদৃষ্ট অপর ফল—দিব্যধামে বাস, ভঙ্গুর দেহের যবে ঘটিবে বিনাশ।

সপ্ত সহোদরের মধ্যে একজন শুকের কথা শুনিয়া অপর সহোদরদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> শুকে যদি কথা কয় মানুষের মত, শুনে নাকি মন দিয়া বিজ্ঞজন যত?
> শুন, এই শুক, মম সহোদরগণ, করিতেছে আমাদের প্রশংসাকীর্ত্তন।

কিন্তু শক্র ইহা অস্বীকারপূর্ব্বক তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> গলিতমাংসাশী তোরা; প্রশংসাকীর্ত্তন করি না তোদের আমি শোন্, মূর্খগণ।
> তোরা উচ্ছিষ্টের ভোক্তা, ঘৃণার্হ সবার; বিঘাস কখন ও) নাহি করিস্ আহার।

শক্রের কথা শুনিয়া সপ্ত সহোদরই একসঙ্গে চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

> প্রব্রাজক বেশে, ধরি জটার বন্ধন শিরোপরি, সপ্তবর্ষ করিনু যাপন
> খাইয়া বিঘাসমাত্র এই বন মাঝে; তিরস্কারযোগ্য তবে হইনু কি কাজে?
> আমরাই যদি হই নিন্দার ভাজন, প্রশংসা তোমার ঠাঁই পাবে কোন্ জন?

তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে লজ্জা দিয়া পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

> সিংহ ব্যাঘ্র আদি যত শ্বাপদ এ বনে, বাঁচিতেছে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে।
> তবু বল বিঘাসাদ আমরা সবাই! ছিছি ছিছি তোমাদের কারও লজ্জা নাই!

ইহা শুনিয়া তাপসেরা বলিলেন, "যদি আমরা বিঘাসাদ না হইলাম, তবে কি আচরণদ্বারা বিঘাসাদ হওয়া যায়?" শক্র তাঁহাদিগের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

> তুমি অগ্রে অন্নদানে শ্রমণে, ব্রাহ্মণে, আগন্তুকে, অভ্যাগত অন্য প্রার্থী জনে,
> অবশিষ্ট থাকে যাহা নিজে শেষে খায়, পণ্ডিতেরা বিঘাসাদ বলেন তাহায়।

তাপসদিগকে এইরূপে লজ্জা দিয়া শক্র স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

---

* বিঘাস' শব্দটীর সাধারণ অর্থ 'উচ্ছিষ্ট'; কিন্তু এখানে ইহা বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, অতিথি প্রভৃতির সেবা হইলে যে খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, এখানে বিঘাস শব্দ দ্বারা তাহা বুঝাইতেছে। এই জন্য উচ্ছিষ্টভোজী নিন্দার এবং বিঘাসাদ প্রশংসার পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন এই কেলিশীল ভিক্ষুরা ছিল সেই সপ্ত সহোদর এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৯৪—বর্ত্তক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহার লোভের কথা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই লোভী?" সে উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত।" "দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তুমি বড় লোভপরায়ণ ছিলে, সেই লোভের জন্য সমগ্র বারাণসীনগরের হস্তী, গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতির শবেও তুমি তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই, এবং তাহা হইতে অধিক পাইবার আশায় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন বনে তিক্ত তৃণবীজ খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। তখন বারাণসীতে এক অতি লোভী কাক ছিল। সে হস্তি প্রভৃতি জন্তুর মৃতদেহ খাইত; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আরও ভাল দ্রব্য পাইবার আশায় বনে গেল এবং সেখানে বন্যফলভোজী বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই বর্ত্তকটা খুব স্থূলদেহ হইয়াছে; আমার বোধ হয় এ অতি মধুর খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব, এ কি খায় জিজ্ঞাসা করিয়া, আমিও তাহাই খাইব এবং হৃষ্টপুষ্ট হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে, বোধিসত্ত্ব যে ডালে বসিয়াছিলেন তাহার উপরের ডালে, গিয়া বসিল। সে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :—

ভাল খাবার, তেল ঘি আর খাও, মামা, কত;
তবু তোমার শরীর কৃশ। বুঝ্‌তে পারি না ত!

ইহা শুনিয়া কাক তিনটী গাথা বলিল :—

চারিদিকে শত্রু, বাবা, খাবার খুঁজ্‌তে গেলে,
শত্রুরা সব করে তাড়া ইটপাট্‌কেল ফেলে,
সদাই করে বুক দুর্ দুর্ : কাকের সে কারণ
শরীর কভু হয়না মোটা, শুন, বাছাধন।

পাপ করে তাই ভয়ে ভয়ে কাটায় তারা কাল,
ভাগ্যে যদি আহার জুটে, তাও লাগেনা ভাল।
কৃশ কেন শরীর আমার বুঝ্‌লে ত এখন?
অতি দুঃখে কাটেরে, বাপ, কাকের জীবন।

তুমি বাছা, ঘাসের তিক্ত বীজমাত্র খাও;
তেল, ঘি, আদি ভাল দ্রব্য কখনও না পাও,
তবু তোমার শরীর মোটা। এ যে চমৎকার,
কারণটা এর বল খুলে, বাপধন আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের স্থূলদেহ হইবার কারণ বলিলেন :—

অল্পে তুষ্ট— চিন্তা বেশী করি না কখন,
খাবার তরে বেশী দূরে করি না গমন,
যা পাই তাই খেয়ে থাকি সে হউক যাহুন,
দেহটী মোর বিলক্ষণ হইয়াছে স্থূল।

অন্নে তুষ্ট—	দুশ্চিন্তার যে	ধারে না ক ধার,
প্রমাণ বুঝি	যা পায় তাই	করে যে আহার,
জীবিকার	তরে সে জন	কষ্ট নাহি পায়।
সুখের উপায়	মামা, আমি	বলিনু তোমায়।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক।]

৩৯৫—কাক-জাতক *

[এই আখ্যায়িকাও শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটা ঝুড়িতে † বাস করিতেন। এক কাকও তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়া সেখানে থাকিত। [অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় আখ্যায়িকাটীকে সবিস্তর বলিতে হইবে।] পাচক কাকের পালকগুলি ছিঁড়িয়া তাহার গায়ে ঝাল বাটনা মাখাইল, একটা কড়ি ছেঁদা করিয়া তাহার গলায় বান্ধিয়া দিল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। বোধিসত্ত্ব বন হইতে ফিরিয়া তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিলেন এবং পরিহাসপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :—

অনেক দিনের	বন্ধু আমার ;	গলায় মাণিকটী ,
কি সুন্দর	দাড়ির বাহার	ছাঁট পরিপাটি !

ইহা শুনিয়া কাক দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

রাজার কাজে	ব্যস্ত বড়,	পাই না অবসর ,
নখ চুল তাই	বেড়ে ছিল	বড়ই আমার।
নাপিত যখন	দিল দেখা	বহুদিনের পর,
নখ কাটায়ে	দাড়ি কামায়ে	হয়েছি সুন্দর।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

নাপিত পাওয়া	বড়ই কঠিন ;	সৌভাগ্য তোমার,
পেয়ে তারে	চুল কাটায়ে	হয়েছ সুন্দর।
কিন্তু আমি	বুঝ্‌তে নারি	ওটী কি গলায়,
কিন্ কিন্ যায়	হচ্ছে শব্দ,	শুন্‌লে প্রাণ জুড়ায়।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :—

বিলাসী সব	মানুষ পরে	কণ্ঠে মণির হার,
দেখে আমি	অনুকরণ	করেছি তাহার।
ভেবো না ক	আমি শুধু	করি পরিহাস ;
কণ্ঠে না	তুলিলে মণি	হয় কি বিলাস ?

* প্রথম খণ্ডের কপোত-জাতক (৪২), দ্বিতীয় খণ্ডের রুচির-জাতক (২৭৪) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের কপোত জাতক (৩৭৫) দ্রষ্টব্য।

† 'নীড়পচ্ছিয়ং' অর্থাৎ যে ঝুড়িতে পারাবত প্রভৃতি বাসা করে।

ঈর্ষ্যা যদি হয় দেখি দাড়িটী আমার,
নাপিত ডেকে তোমাকেও করিব সুন্দর।
দাড়ি কাটায়ে মাণিক দিব তুষ্‌তে সবার মন;
বন্ধু আমার সেজে গুজে বুঝ্‌বে সুখ কেমন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

বলিতে কি, তুমি ছাড়া আর কোথাও, ভাই,
হেন মণি পর্‌তে কেহ উপযুক্ত নাই।
সঙ্গে তোমার থাকা আমার নহে প্রীতিকর;
এখনই তাই মাগি বিদায়; চল্‌লেম, বন্ধুবর।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব উড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল :—

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

জাতক।

সপ্ত নিপাত।

৩৯৬—কুক্কু-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন-বস্তু ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। রাজা কুপথে চলিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে রাজত্ব করিতেন; তিনি জনপদবাসীদিগের পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য একটা প্রকৃষ্ট উপমা খুঁজিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে রাজার বাসগৃহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, কারণ তখনও উহার ছাদ হয় নাই। লোকে গোপানসীগুলি † বসাইয়া তাহার উপর চূড়াটা রাখিয়া দিয়াছিল; কিন্তু গোপানসীগুলিকে তখনও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে নাই। রাজা ক্রীড়ার জন্য উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া গোলাকার চূড়াটা দেখিতে পাইলেন। পাছে উহা তাঁহার উপর পড়িয়া যায়, এই ভয়ে তিনি তখনই ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং আবার উপরের দিকে তাকাইয়া ভাবিলেন, 'চূড়াটা কি আশ্রয় করিয়া আছে? গোপানসীগুলিই বা কিসের উপর ভর দিয়া রহিয়াছে?' বোধিসত্ত্বকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার কালে রাজা প্রথম গাথা বলিলেন:—

সার্দ্ধহস্ত উচ্চ, অষ্টবিতস্তিপ্রমাণ পরিধি চূড়ার এই; সুন্দর নির্ম্মাণ
শিশু আর শালে এর, কিরূপে উপরে রহিয়াছে স্থির? ভাঙ্গি নীচে নাহি পড়ে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার বেশ সুযোগ পাইয়াছি।' তিনি বলিলেন:—

বক্রাকার শালময়ী ত্রিশ গোপানসী চারিদিকে সমদূরে চাপিয়াছে কসি,
উপরেতে স্থিরভাবে আছে চূড়া তাই, নীচে পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই

বন্ধু অকৃত্রিম, আর মন্ত্রী শুদ্ধাচার,— সম্পদে বিপদে যারা হিতৈষী রাজার—
হেন পারিষদগণে হয়ে পরিবৃত বুদ্ধিমান্ রাজা যদি থাকেন সতত,
লক্ষ্মী তার চিরস্থিরা, শুন হে, রাজন্, গোপানসী-ধৃতভার চূড়াটি যেমন।

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, রাজা তখন নিজের চরিত্রের কথা ভাবিলেন। তিনি দেখিলেন, 'চূড়াটা না থাকিলে গোপানসীগুলি স্ব স্ব স্থানে থাকিতে পারে না; গোপানসীগুলি চাপিয়া না ধরিলে চূড়াটাও স্থির থাকিতে পারে না। গোপানসী ভাঙ্গিলে চূড়া পড়িয়া যাইবে।

---

* প্রথম গাথার প্রথমপদের শেষার্দ্ধ 'কুক্কু' শব্দ হইতে এই জাতকের কুক্কু নাম হইয়াছে। কুক্কু শব্দের অর্থ হাত (=২৪অঙ্গুলি)।

† গোপানসী=কুটীরাদির পাশুকা বা এড়োকাঠ।

ঠিক এইরূপ রাজা অধার্ম্মিক হইলে, তিনি নিজের বন্ধু, অমাত্য, সেনা, এবং রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না; কাজেই তাহারা হীনবল হইয়া পড়ে। তাহারা রাজার সাহায্য করে না, কাজেই রাজার ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়। অতএব রাজার ধর্ম্মপথে চলা উচিত।' এই সময়ে কয়েকজন লোক রাজাকে একটা বাতাবিলেবু* উপহার দিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে উহা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তুমি এই লেবুটা খাও।" বোধিসত্ত্ব উহা হাতে লইয়া বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা ইহা খাইতে না জানে, তাহারা ইহাকে তিক্ত বা অম্ল করিয়া ফেলে; কিন্তু যাহারা জানে, তাহারা তিক্ত রস দূর করিয়া এবং অম্লরস নষ্ট না করিয়া লেবুর প্রকৃত আস্বাদ পায়।" অনন্তর এই উদাহরণ দ্বারা তিনি রাজাকে ধনসংগ্রহের পথ প্রদর্শন করিলেন :—

ছুরি দিয়া অল্পে অল্পে ছাড়াইতে হয়
লেবুর কর্কশ ত্বক্; ত্বকসুদ্ধ খেলে
হইবে লেবুর স্বাদ তিক্ত অতিশয়:
সুস্বাদ পাইবে, ভূপ, ত্বক্ ছাড়াইলে।

সেইরূপ নগরাদি হতে সুধীজন করুক সংগ্রহ অর্থ না করি পীড়ন।
প্রজাগণ শ্রদ্ধা করে ধার্ম্মিক রাজারে, না করি অন্যের ক্ষতি ধন তাঁর বাড়ে।†

রাজা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে করিতে পুষ্করিণীর তীরে উপনীত হইলেন। সেখানে বালসূর্য্যসঙ্কাশ, প্রস্ফুটিত এবং জলদ্বারা অননুলিপ্ত একটা পদ্ম দেখিয়া তিনি বলিলেন, "সখে, এই পদ্মটী জলে জন্মিয়াও জলদ্বারা অনুলিপ্ত হয় নাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রাজাদিগেরও ঠিক এইরূপ হওয়া উচিত।" তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বারা রাজাকে উপদেশ দিলেন :—

কি সুন্দর শোভা পায় সরোবরে শতদল
অমল ধবল মূল, চৌদিকে নির্ম্মল জল;
দিনমণি-দরশনে হাসে হয়ে বিকসিত;
ধূলি বা কর্দ্দমস্পর্শে নাহি হয় কলুষিত।

ন্যায়মার্গপরায়ণ, শুদ্ধকর্ম্মা, পুণ্যব্রত,
ভ্রমেও না হন যিনি পরের পীড়নে রত,
রাজ্যরূপ সরোবরে তিনি পদ্ম মনোহর;
পাপকলুষিত নাহি হন হেন নৃপবর।

তদবধি রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলাভের উপযুক্ত হইলেন।

---

* মূলে মাতুলুঙ্গ' এই পাঠ আছে। ছুরি দিয়া ছাড়াইয়া ভিতরের খোসাগুলি খাইতে হয়; উপরের খোসাটাও অতি কর্কশ, ইত্যাদি দেখিয়া আমি ইহাকে বাতাবি লেবু বা তৎসদৃশ অন্য কোন লেবু মনে করিলাম। Batavia হইতে প্রথমে আনীত হয় বলিয়া যে এই লেবুর বাতাবি নাম হইয়াছে, ইহা বোধ হয় ঠিক নহে। পূর্ব্ববঙ্গে এই লেবুর নাম 'ছোলং'। ইহা সংস্কৃত ছোলঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ।

† এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার নন্দিক-মৃগ জাতকের (৩৮৫) একটী গাথা উদ্ধার করিয়াছেন :—

দান, শীল, ত্যাগ, ক্ষান্তি, তপঃ সারল্য, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা আর অবিরোধ,—এই সব
কুশলকারক ধর্ম্ম রয়েছে আমাতে, তাই
নিয়ত পরমা প্রীতি, মানসিক শান্তি পাই।

পারিবে কি?" সে বলিল, "পারিব।" অনন্তর, প্রাকারের নিকটে সিংহ যে পথ দিয়া আসিত, সেইখানে একটা অট্টক * প্রস্তুত করিয়া সে তাহার মধ্যে রহিল। সিংহ আসিয়া নগরের বহিঃস্থ শ্মশানে শৃগালকে রাখিল এবং অশ্ব ধরিবার জন্য নগরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। সিংহেরা যখন আগমন করে, তখন অতি দ্রুতবেগে চলে, ইহা ভাবিয়া ধনুর্দ্ধর তখন তাহাকে বিদ্ধ করিল না; কিন্তু সে যখন একটা অশ্ব লইয়া যাইতেছিল, তখন গুরুভারবহন-হেতু তাহার গতি মন্দ হইয়াছে দেখিয়া নারাচ দ্বারা তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ বিদ্ধ করিল। নারাচটা এত বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, উহা সিংহের দেহের পূর্ব্বভাগ বেধ করিয়া আকাশে চলিয়া গেল। "বিদ্ধ হইয়াছি" বলিয়া সিংহ চীৎকার করিয়া উঠিল, ধনুর্দ্ধর সিংহকে বেধ করিয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় জ্যা নির্ঘোষ করিতে লাগিল। শৃগাল সিংহের আর্ত্তনাদ এবং ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া ভাবিল, 'আমার বন্ধু বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। যে মরিয়াছে, তাহার সহিত আমার মিত্রতা কি? অতএব এখন আমার স্বাভাবিক বাসস্থান বনভূমিতে চলিয়া যাই।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সে দুইটী গাথা বলিল:—

আনত হইল চাপ, জ্যা করে টঙ্কার, নিশ্চয় মনোজ মরে, বান্ধব আমার।
যথাসুখ যাব আমি এবে বনান্তরে, মৃতের সহিত বল মিত্রতা কে করে?
জীবিত অপর মিত্র লইব খুঁজিয়া; বাঁচিব যাহার আমি আশ্রয় লভিয়া।

এদিকে মনোজ একবেগে ছুটিয়া গুহাদ্বারে অশ্বটাকে ফেলিল এবং নিজেও প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ বাহিরে গিয়া দেখিল, মনোজ রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে, তাহার ক্ষতস্থান দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে;—পাপজনের সংসর্গে পড়িয়া মনোজের জীবনান্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা, মাতা, ভগিনী ও ভার্য্যা যথাক্রমে নিম্নলিখিত চারিটী গাথা বলিল:—

পাপীর সংসর্গে যদি থাকে কোন জন, স্থায়ী সুখ ভাগ্যে তার ঘটে না কখন।
গৈরিকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হারায়ে জীবন আছে মনুজ পড়িয়া।
পাপী যার বন্ধু হেন লভিয়া নন্দন মাতার না হয় কভু আনন্দবর্দ্ধন।
মৃতদেহ মনুজের রয়েছে পড়িয়া নিজেরই রক্তের স্রাবে রঞ্জিত হইয়া।
বিচক্ষণ হিতকামী বন্ধুর বচন যে না শুনে, হবে দশা তাহার এমন।
এ দশা, অধিকতর দুর্দ্দশা তাহার মিত্রবাক্য অবহেলা-হেতু দুর্নিবার।
উত্তম হইয়া করে যেই জন অধমের সনে মিত্রতা স্থাপন,
এই মত—এর বেশী দুর্দ্দশায় পড়ি সেই মূর্খ জীবন হারায়।
এই মৃগরাজ সেবিয়া শৃগালে শরবিদ্ধ হয়ে শুয়েছে ভূতলে।

সর্ব্বশেষে এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা:—

নীচে সেবি লোকে অধঃপাতে যায়, সমানে সেবিলে নাহি দোষ তায়।
উত্তমে যে সেবে, অচিরে সে নর উন্নতির পথে হয় অগ্রসর।
তাই নিজহিত চায় যেই জন, করে যেন সেই উত্তমে অর্চ্চন।

---

* অট্টক—tower। এখানে বোধ হয় 'মাচাং' এই অর্থ ধরিতে হইবে।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল, এই বিপক্ষসেবক ছিল মনোজ্ঞ উৎপলবর্ণা ছিলেন তাহার ভগিনী, ক্ষেমা ছিলেন তাহার ভার্য্যা, রাহুলমাতা ছিলেন তাহার মাতা এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

৩৯৮—সুতনু-জাতক।

[একজন ভিক্ষু তাঁহার মাতাকে পোষণ করিতেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু শ্যামজাতকে * বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দুঃস্থ গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সুতনু। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি মজুরি করিয়া মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে মাতারও ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীরাজ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তিনি একদিন বহু অনুচরসহ এক বা দুই যোজন বিস্তীর্ণ এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঘোষণাদ্বারা সকলকে জানাইলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকে এত অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।" যে পথে মৃগগুলি নিশ্চিত যাতায়াত করিত, অমাত্যেরা সেইস্থানে একখানি গুপ্ত কুটীর প্রস্তুত করিয়া রাজাকে তাহাতে থাকিতে দিলেন। অনন্তর লোকে মৃগদিগের বাসস্থানগুলি ঘিরিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল এবং তাহা শুনিয়া যে সকল মৃগ উঠিয়া ছুটিল, তন্মধ্যে একটা এণিমৃগ রাজা যেখানে ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে বিদ্ধ করিবার জন্য শর নিক্ষেপ করিলেন। মৃগটা আত্মরক্ষার কৌশল জানিত।† রাজার শর তাহার মহাপার্শ্বাভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া ‡ সে ঘুরিয়া, প্রকৃতই যেন শরবিদ্ধ হইয়াছে এই ভাবে শুইয়া পড়িল। মৃগ বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন; কিন্তু মৃগ উঠিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিল। তখন অমাত্যপ্রভৃতি সকলে রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা মৃগের অনুধাবন করিলেন এবং সে যখন ক্লান্ত হইল, তখন খড়্গদ্বারা তাহাকে দ্বিধা ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই দুই টুকরা একখানা দণ্ডে বাঁধিলেন, লোকে যেমন বাঁকে বোঝা লইয়া যায়, সেইভাবে বহন করিতে করিতে পথপার্শ্ববর্ত্তী একটা বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার তলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঐ বটবৃক্ষে মখাদেব-নামক এক যক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা ঐ তরুর ছায়ায় যাইত, বৈশ্রবণের বরে সে তাহাদিগকে খাইবার অধিকার পাইয়াছিল। রাজা যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, তখন সে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "থাম, তুমি আমার ভক্ষ্য"। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে?" "আমি যক্ষ; এই বৃক্ষে জন্মলাভ করিয়াছি। যাহারা এই স্থানে প্রবেশ করে, তাহারা আমার খাদ্য।" রাজা সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "কেবল আজই খাইবে, না চিরদিন খাইতে চাও?" "পাইলে ত চিরদিনই খাইব।" "তবে আজ এই মৃগটা খাও ও আমাকে ছাড়। আমি কাল হইতে প্রতিদিন একপাত্র অন্নসহ একজন লোক পাঠাইব।" "বেশ; কিন্তু সাবধান, যে দিন না পাঠাইবে সে দিন তোমাকেই খাইব।" "আমি বারাণসীর রাজা, আমার অসাধ্য কিছুই নাই।" যক্ষ রাজার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

---

* ৫৪০।

† 'উগ্গহিতমায়'—যে মায়া বা মৃগমায়া শিখিয়াছিল। খরাদিয়া-জাতকের (১৫) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ মহাপার্শ্ব—দক্ষিণ বা বামপার্শ্ব—পশ্চাতের বা সম্মুখের ভাগ নহে।

তিনি নগরে গিয়া একজন বিচক্ষণ অমাত্যকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন "এখন কর্ত্তব্য কি ?" অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কতদিনের জন্য এরূপ করিতে হইবে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন কি ?" "না, তাহা ত লই নাই।" "এরূপ অঙ্গীকার করিবার কালে সময় নির্দ্দেশ না করিয়া ভাল করেন নাই। যাহা হউক, আপনি নিশ্চিন্ত হউন; কারাগারে বহু বন্দী আছে।" "তবে আপনিই এ কাজের ভার লউন, আমার প্রাণ বাঁচান।" অমাত্য যে 'আজ্ঞা' বলিয়া প্রত্যহ কারাগার হইতে একটী লোক বাহির করিয়া তাহার হাতে অন্নপাত্র দিয়া যক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, পাঠাইবার কালে তিনি হতভাগ্য বন্দীকে প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানাইতেন না। যক্ষ অন্ন খাইত, মানুষটাকেও খাইত। এইরূপে ক্রমে কারাগার নির্ম্মনুষ্য হইল, অন্নপাত্র লইয়া যাইবার লোক না পাইয়া রাজা মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। অমাত্য তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "জীবিতাশা হইতে ধনাশা বলবত্তরা, আসুন আমরা হস্তীর স্কন্ধে সহস্র মুদ্রার একটা ভাণ্ড রাখিয়া ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করি যে, যে ব্যক্তি যক্ষের জন্য অন্নপাত্র লইয়া যাইবে, সে এই সহস্র মুদ্রা পাইবে।" অনন্তর এইরূপই ব্যবস্থা হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি জন খাটিয়া এক মাষা বা অর্দ্ধ মাষামাত্র উপার্জ্জন করি; তাহা দ্বারা অতি কষ্টে আমার মাতার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। অতএব এই ধন লইয়া মাকে দিব এবং যক্ষের নিকট যাইব। যদি যক্ষকে দমন করিতে পারি, তাহা হইলে ত মঙ্গলেরই কথা; যদি না পারি, তাহা হইলেও আমার মাতা সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন।' তিনি তাঁহার মাতাকে এই অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "না, বাবা! আমার ধনে প্রয়োজন নাই।" এইরূপে বৃদ্ধা দুইবার তাঁহার পুত্রের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। তৃতীয় বারে বোধিসত্ত্ব মাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাজপুরুষদিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, সহস্রমুদ্রা আনুন, আমি অন্নপাত্র লইয়া যাইব।" অনন্তর তিনি সহস্রমুদ্রা গ্রহণ করিয়া মাতাকে দিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি যক্ষকে দমনপূর্ব্বক লোকের সুখসম্পাদন করিব এবং অদ্যই যখন ফিরিব, তখন তোমার অশ্রুক্লিন্নমুখে হাস্য দেখা দিবে।" তিনি মাতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের সহিত রাজার নিকটে গেলেন এবং প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "কি হে বাপু! তুমি অন্ন লইয়া যাইবে ?" "হাঁ, মহারাজ।" "তোমার কি কি দ্রব্য আবশ্যক ?" "মহারাজ, আপনার সুবর্ণ পাদুকাযুগল চাই।" "কেন" ? "মহারাজ, বৃক্ষমূলে ভূমির উপর যাহারা থাকে, যক্ষ কেবল তাহাদিগকেই খাইতে পারে; আমি তাহার অধিকৃত ভূমির উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইব না; পাদুকার উপর দাঁড়াইব।" "আর কি চাও, বল।" "আপনার ছত্রটী, মহারাজ।" "ছত্রদ্বারা কি হইবে ?" "যে তাহার বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইবে, সেই যক্ষের খাদ্য হইবে। আমি তাহার বৃক্ষচ্ছায়ায় থাকিব না, ছত্রের ছায়ায় থাকিব।" "আর কি চাও ?" "আপনার খড়্গ চাই।" "ইহাতে কি করিবে ?" "যক্ষাদি অমনুষ্যেরাও আয়ুধহস্ত লোককে ভয় করে।" "আরও কিছু চাও কি ?" "আপনি যে অন্ন আহার করেন, মহারাজ, তাহা দিয়া পূর্ণ করিয়া আপনার সুবর্ণ ভোজনপাত্রটীও দিতে হইবে।" "ইহা কি জন্য ?" "মহারাজ, আমার ন্যায় পণ্ডিত পুরুষের পক্ষে মৃৎপাত্রে কদন্ন বহন করিয়া যাওয়া অসঙ্গত।" "বেশ বাপু"। ইহা বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে এই সমস্ত দেওয়াইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দ্রব্যগুলি লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ভয় নাই; আমি আজ যক্ষকে দমন করিয়া এবং আপনাকে নিরুদ্বেগ করিয়া ফিরিব।" তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত উপকরণসহ যক্ষের বাসস্থানে গেলেন,

অনুচরদিগকে বটবৃক্ষের অদূরে রাখিয়া দিলেন, নিজে সুবর্ণপাদুকা পরিধান করিলেন, কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিলেন, মস্তকের উপর শ্বেতছত্র তুলিলেন এবং সুবর্ণপাত্রে অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক যক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। যক্ষ পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'অন্যান্য দিন যে ভাবে লোক আসিয়া থাকে, এ লোকটী ত সে ভাবে আসিতেছে না। ইহার কারণ কি?' এদিকে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষসমীপে গিয়া তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা অন্নপাত্রটী বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন এবং নিজে ছায়ার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা বলিলেন:—

পবিত্র সমাংস অন্ন তোমার কারণ হাতে মোর দিয়া রাজা করিলা প্রেরণ।
থাক যদি, মখাদেব, বৃক্ষের ভিতর, বাহির হইয়া এস, পুরহ উদর।

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিল 'এই লোকটাকে বঞ্চনা করিয়া ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। তাহার পর ইহাকে ভক্ষণ করিব।' সে বলিল:—

এস তুমি, মাণবক, ছায়ার ভিতরে সুপযুক্ত অন্নপাত্র লয়ে তব করে।
অন্ন, আর তুমি নিজে, উভয়ে আমার বারাণসীরাজদত্ত খাদ্য অদ্যকার।

তখন বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন:—

অল্প হেতু বহু ক্ষতি হইবে তোমার; মৃত্যুভয়ে খাদ্য কেহ না আনিবে আর।
প্রত্যহ পবিত্র অন্ন, স্বাদু, রসযুত পাও, তাহে তুষ্ট নও, এ বড় অদ্ভুত।
আমারে যদ্যপি আজ করহ ভক্ষণ, কে আসিবে অন্ন তব করিতে বহন?

যক্ষ ভাবিল, 'মাণবক যাহা কহিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত।' সে প্রসন্নচিত্ত হইয়া দুইটী গাথা বলিল:—

যা বলিলে সত্য তাহা, খাইলে তোমারে আর না জুটিবে লোক অন্ন আনিবারে।
অনুমতি দিনু আমি, গৃহে ফিরে যাও, দুঃখিনী মাতারে তব শান্তিসুখ দাও।
খড়্গ, ছত্র, অন্নপাত্র, সমস্ত লইয়া যাও ঘরে, হোক সুখী তোমায় দেখিয়া
দুঃখিনী জননী তব, তুমিও তাহার দরশনে সুখ লাভ করহ অপার।

যক্ষের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; যক্ষের দমন করিয়াছি, বহু ধন লাভ করিয়াছি, রাজার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।' তিনি সন্তুষ্টচিত্তে যক্ষের অনুমোদনার্থ অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন:—

ধন লভি, রাজাদেশ করিয়া পালন পাইনু পরমা প্রীতি, তোমারও তেমন
জ্ঞাতিবন্ধুগণসহ সুখ যেন হয়, এই আশীর্ব্বাদ, যক্ষ, করিনু তোমায়।

অতঃপর যক্ষকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, তুমি পূর্ব্বে অকুশল কর্ম্ম করিয়া নিষ্ঠুর, পরুষ, এবং অন্যের রক্তমাংসভোজী যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এখন হইতে প্রাণাতিপাতাদি কর্ম্ম হইতে বিরত হও।" অনন্তর শীলের প্রশংসা এবং দুঃশীলের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তিনি যক্ষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কহিলেন, "বনে থাকিয়া তোমার কি লাভ হইবে? এস, তোমাকে নগরদ্বারে বসাইব এবং যাহাতে তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য পাও, তাহার ব্যবস্থা করিব।" অনন্তর তিনি যক্ষের সহিত সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন, খড়্গাদি যক্ষের দ্বারাই বহন করাইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে রাজাকে জানাইল, সুতনু মাণবক যক্ষকে লইয়া আসিতেছে। রাজা অমাত্য পরিবৃত হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন, যক্ষকে নগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা অধিবাসীদিগকে সমবেত করিলেন

এবং তাহাদের নিকট বোধিসত্ত্বের গুণবর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। তিনি নিজেও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল ছিল সেই যক্ষ, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত মহাভারত-বর্ণিত বকরাক্ষসের কথা তুলনীয়। বক নিহত হইয়াছিল, যক্ষ উপদেশবলে শীলসম্পন্ন হইয়াছিল।

৩৯৯—গৃধ্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নিজের বৃদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টি মাতাপিতাকে গৃধ্রগুহায় রাখিয়া গোমাংসাদি আহরণপূর্ব্বক তাহাদের পোষণ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর শ্মশানে এক নিষাদ মধ্যে মধ্যে গৃধ্র ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিত। একদিন বোধিসত্ত্ব গোমাংস অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ শ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক ফাঁদে পা দিয়া আবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করিলেন না, নিজের বৃদ্ধ মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আমার মাতাপিতা কি উপায়ে জীবন যাপন করিবেন? আমি যে পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহাও তাঁহারা জানিতে পারিবেন না। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহারা এখন অনাথ হইয়া পর্ব্বতগুহাতেই অনাহারে শীর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিবেন।' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

পাশবদ্ধ হয়ে আমি নিলীকের* বশে আজ পড়িয়াছি, নাহি কোন আশা।
গিরিগুহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ, তাঁদের কি ঘটিবে দুর্দ্দশা?

তাঁহার এই পরিদেবন শুনিয়া নিষাদপুত্র দ্বিতীয় গাথা এবং তৎপরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয়, নিষাদ-পুত্র চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

"কি দুঃখ? কি হেতু দুঃখ? মানুষের মত ভাষা পক্ষী হয়ে কর ব্যবহার।
শুনি নাই পূর্ব্বে ইহা দেখি নাই কোন কালে, এ যে অতি অদ্ভুত ব্যাপার।"
"গিরিগুহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ, করি আমি তাঁদের পোষণ,
পড়েছি তোমার বশে, কি উপায়ে এবে তাঁরা করিবেন জীবনধারণ?"
'শতেক যোজন দূরে শব পায় দেখিবারে, হেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি গৃধ্রগণ,
নিকটে রয়েছে পাশ, তবু না দেখিলে তায়! বল তুমি ইহার কারণ।"†
"আয়ুঃশেষ হয় যবে, মৃত্যু আসি দেয় দেখা, কিছুতেই নাহিক নিস্তার,
অদূরে বিস্তৃত পাশ রয়েছে তথাপি তাহা নাহি থাকে সাধ্য দেখিবার।"†
"গিরিগুহাশায়ী তব জনক জননী বৃদ্ধ, কর গিয়া তাঁদের পোষণ,
দিনু আমি অনুমতি, যাও ফিরি নিজালয়ে, সুখী কর জ্ঞাতিবন্ধুগণ।"

* ঐ ব্যাধের নাম নিলীক।

† এই গাথা দুইটী দ্বিতীয় খণ্ডের গৃধ্রজাতকেও (১৬৪) দেখা যায়। তত্রত্য পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।

"তুমিও, নিষাদবর, জ্ঞাতিবন্ধুগণসহ হও যেন সুখের ভাজন;
বৃদ্ধ মাতাপিতা মোর রয়েছেন গুহামাঝে; করি গিয়া তাঁদের পোষণ।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মরণভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া সানন্দ অন্তরে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন, সর্ব্বশেষের গাথাটী বলিয়া মুখ পূরিয়া মাংস লইলেন এবং গুহায় গিয়া মাতাপিতাকে তাহা খাইতে দিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন ছন্নক * ছিল সেই নিষাদপুত্র, মহারাজবংশীয়েরা ছিলেন সেই মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম সেই গৃধ্ররাজ।]

৪০০—দর্ভপুষ্প-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শাক্যপুত্র উপনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বীতস্পৃহতাদি গুণ পরিহারপূর্ব্বক মহাবাসনার দাস হইয়াছিলেন। বর্ষাবাসের প্রারম্ভে তিনি দুই তিনটী বিহার পরিগ্রহণ করিতেন এবং তাহার একটীতে ছত্র বা পাদুকা ও একটীতে পরিব্রাজকযষ্টি বা জলের কলস রাখিয়া একটীতে নিজে বাস করিতেন। একদা তিনি কোন পল্লীবিহারে বাসা লইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুদের পক্ষে সংযতস্পৃহ হওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষুরা চীবরাদি যাহা পাইবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; তাঁহারা পাত্রচীবরাদিসম্বন্ধে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না।" তিনি এমন সুন্দরভাবে এই সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তখন মনে হইল আকাশে যেন পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা মনোরম পাত্রচীবর দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং মৃৎপাত্র ও পাংশুচীবর ‡ মাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভিক্ষুরা এইরূপে যাহা ফেলিয়া দিলেন, তিনি সেইগুলি নিজের বাসগৃহে তুলিয়া রাখিলেন, বর্ষাবসানে প্রবারণার উৎসব সমাপন করিয়া সেই দ্রব্যে গাড়ী বোঝাই করিলেন এবং তাহা লইয়া জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বনমধ্যে একটা বিহার ছিল। তিনি যখন উহার পশ্চাদ্‌ভাগে উপনীত হইলেন, তখন লতায় তাঁহার পা জড়াইয়া গেল। এই বিহারেও কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটিবে ইহা ভাবিয়া তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষু বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইখানি স্থূল শাটক এবং একখানি সূক্ষ্ম কম্বল পাইয়াছিলেন, কিন্তু উহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা উপনন্দকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন,—ভাবিলেন, এই স্থবির আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। তাঁহারা উপনন্দকে বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা এই বর্ষাবাসিক দ্রব্যগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে; আপনি এইগুলি ভাগ করিয়া দিন।" উপনন্দ বলিলেন, "বেশ, ভাগ করিয়া দিতেছি।" তিনি প্রত্যেককে একখানি স্থূল শাটক দিলেন, এবং "আমি বিনয়ধর, অতএব ইহা আমারই প্রাপ্য" বলিয়া সূক্ষ্ম কম্বলটী নিজে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কম্বলটী স্থবিরদ্বয়ের বড় প্রিয় ছিল, তাঁহারাও উপনন্দের সহিত জেতবনে গিয়া বিনয়ধর ভিক্ষুদিগকে এই কাণ্ড জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্তগণ, যাঁহারা বিনয়ধর, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপে পরস্ব লুণ্ঠন করিয়া গ্রাস করা ন্যায়সঙ্গত কি?" উপনন্দ স্থবির যে সকল পাত্রচীবররাশি লইয়া আসিয়াছিলেন, ভিক্ষুরা তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি ত বড় পুণ্যবান্; তুমি বহু পাত্রচীবর লাভ করিয়াছ।" উপনন্দ সব কথা খুলিয়া বলিলেন, "ভাই, আমার পুণ্য কোথায়? আমি এই এই উপায়ে এ সকল পাইয়াছি।"

অনন্তর ধর্ম্মসভায় এই কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, শাক্যপুত্র

---

* ছন্নক শুদ্ধোদনের সারথি।

† দর্ভ = কুশ ঘাস। বর্ণসাদৃশ্য বা পুচ্ছসাদৃশ্যহেতু আখ্যায়িকানায়ক শৃগালের নাম 'দর্ভপুষ্প'।

‡ আবর্জ্জনাস্তূপে যে সব ছেঁড়া ন্যাকড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

উপনন্দ অতি লোভী, অতি তৃষ্ণাবান্।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "উপনন্দ যাহা করিয়াছে তাহা আত্মোন্নতির অনুকূল নহে। যে ভিক্ষু অপরকে উন্নতির উপায় বলিবে, অগ্রে তাহাকে নিজে তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে তাহার পর সে অপরকে উপদেশ দিবে।"

নিজে হও সর্ব্ব অগ্রে কর্ত্তব্যে নিরত,
অন্যজনে উপদেশ দিও তার পরে।
এই পথে সাবধানে চলিলে সতত
কোন দোষ অনুভব পণ্ডিতে না করে।

ধর্ম্মপদের এই গাথা দ্বারা ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া শাস্তা আবার বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও উপনন্দ মহালোভী ছিল, সে যে কেবল এই ব্যক্তিদিগের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা নহে, পূর্ব্বেও পরস্ব গ্রাস করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নদীতীরে এক বৃক্ষদেবতা হইয়াছিলেন। তখন মায়াবি-নামক এক শৃগাল ভার্য্যার সহিত নদীতীরস্থ এক স্থানে বাস করিত। একদিন শৃগালী শৃগালকে বলিল "স্বামিন্, আমার একটা বড় সাধ জন্মিয়াছে; আমার টাট্‌কা রুই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" শৃগাল বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি আনিয়া দিতেছি।" সে নদীর তীরে গিয়া নিজের পাগুলি লতাদ্বারা ঢাকিয়া জলের ধারে ধারে যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে গম্ভীরচারী ও অনুতীরচারি-নামক দুইটা উদ্‌বিড়াল নদীতীরে মৎস্য অনুসন্ধান করিতেছিল। গম্ভীরচারী একটা বৃহৎ রোহিত মৎস্য দেখিয়া অতিবেগে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার পুচ্ছ কামড়াইয়া ধরিল। মৎস্যটা খুব বলবান্ ছিল, সে গম্ভীরচারীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন গম্ভীরচারী অনুতীরচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাছটা খুব বড়, ইহাতে আমাদের উভয়েরই প্রচুর আহার হইবে, অতএব শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর।" এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিবার কালে সে প্রথম গাথা বলিল:—

ধরিয়াছি বড় মাছ, টানিয়া আমায়　　মহাবেগে নদীমধ্যে চলিয়া যে যায়।
তুমি অনুতীরচারী, পশ্চাতে আমার　　থাকিয়া সাহায্য কর; পাবে পুরস্কার।

ইহা শুনিয়া অনুতীরচারী দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

আশ্বাস গম্ভীরচারী দিতেছি তোমায়,　　দৃঢ়রূপে রাখ ধরি, যেন না পলায়।
হেলায় তুলিব মৎস্য, সুপর্ণ যেমন　　বিল হতে অজগরে করে উত্তোলন।

অনন্তর দুইটা উদ্‌বিড়াল মিলিয়া রোহিত মৎস্যটাকে স্থলে টানিয়া তুলিল এবং মারিয়া ফেলিল। কিন্তু তখন উভয়েই পরস্পরকে "ভাগ কর দেখি্ন্" বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল, এবং ভাগ করিতে অসমর্থ হইয়া মাছ ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। সেই সময়ে শৃগাল সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া উদ্‌বিড়ালদ্বয় প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক বলিল, "সৌম্য দর্ভপুষ্প, এই মৎস্যটা আমরা উভয়ে মিলিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু ইহা ভাগ করিতে না পারায় আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে, তুমি ইহা সমান ভাগ করিয়া দাও।

শুন ভাই, দর্ভপুষ্প, মোদের বচন,　　হয়েছে ভাগের তরে বিবাদ ঘটন।
দাও তুমি ভাগ করি সমান সমান,　　আমাদের বিবাদের হোক অবসান।"

তাহাদের কথা শুনিয়া শৃগাল নিজের ক্ষমতা কীর্ত্তন করিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিল:—

বিনিশ্চয় মহামাত্র ছিলাম রাজার,　　কত শত বিবাদের করেছি বিচার।
করিব এখনি ভাগ সমান সমান,　　কলহের তোমাদের হবে অবসান।

অনন্তর শৃগাল ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই গাথা বলিল :—

ন্যাজা খেয়ে, অনুতীরচারী, তুষ্ট হও ; মুড়োটা, গম্ভীরচারী, তুমি বসি খাও।
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া মাঝে যা থাকিবে, বিচারপতির ভাগে তাহাই পড়িবে।

এইরূপে মাছটা ভাগ করিয়া শৃগাল বলিল, "তোমরা বিনা কলহে এক জন ন্যাজা ও এক জন মুড়াটা খাও"। অনন্তর নিজে মধ্যম খণ্ডটী মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া চলিয়া গেল; উদ্‌বিড়াল দুইটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সহস্র মুদ্রা হারাইলে লোকের মুখ যেমন বিমর্ষ হয়, তাহাদেরও সেইরূপ হইল এবং তাহারা বিমর্ষভাবে ষষ্ঠ গাথা বলিল :—

এ মাছে অনেকদিন উদরপূরণ হ'ত আমাদের হায় ! কলহ কারণ
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া, যে অংশ উত্তম, তাহাই হরিয়া গেল শৃগাল অধম।

ভার্য্যাকে আজ রোহিত মৎস্য খাওয়াইব এই চিন্তায় শৃগাল অতি তুষ্টচিত্তে তাহার নিকট গমন করিল। শৃগালী স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাহার অভিনন্দনার্থ সপ্তম গাথা বলিল :—

নব রাজ্য লাভ করি ক্ষত্রিয় ভূপতি অন্তরে আনন্দ লাভ করেন যেমতি,
পূর্ণমুখ প্রাণেশ্বরে আসিতে দেখিয়া তেমনি আনন্দে আজ নাচে মোর হিয়া।

এই গাথা বলিবার পর শৃগালী শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়ে এই মাছ পাইলে ?

স্থলচর তুমি ; এই মৎস্য জলচর ; কেমনে ধরিলে এরে বল প্রাণেশ্বর ?"

মাছ কি উপায়ে পাইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য শৃগাল পরবর্ত্তী গাথা বলিল :—

বিবাদে দুর্ব্বল করে, হয় ধনক্ষয়, বিবাদ করিয়া, প্রিয়ে, উদ্‌বিড়ালদ্বয়
হারাইল নিজ খাদ্য, আজ সে কারণ মায়াবী রোহিত মৎস্য করিবে ভক্ষণ।

[সর্ব্বশেষে অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

মানুষের(ও) রীতি এই, বিবাদ করিয়া মানুষ বিচারালয়ে যাইবে ছুটিয়া।
করেন বিচারপতি ন্যায়তঃ বিচার ; ফল কিন্তু তাহার বড়ই চমৎকার ;
বাদী আর প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত হয়, রাজকোষে ঘটে শুধু ধন উপচয়।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান তখন উপনন্দ ছিল সেই শৃগাল, এই বৃদ্ধদ্বয় ছিল সেই উদ্‌বিড়ালদ্বয় এবং আমি ছিলাম এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষকারিকা সেই বৃক্ষ দেবতা।]

☞ তুঃ বানরকর্ত্তৃক বিবদমান বিড়ালদ্বয়ের মধ্যে পিষ্টকবিভাগ ; লা-ফন্তেন ৯।৯, কথাসরিৎসাগরের পুত্রকরাজার আখ্যায়িকা। তত্রাখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক তিত্তির ও এক শশক বাসস্থান লইয়া বিবাদ করিয়া বিড়ালকে মধ্যস্থ মানিয়াছিল। বিড়াল বধিরতার ভাণ করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই নিজের নিকটে লইয়া মারিয়া খাইয়াছিল।

৪০১—দশার্ণ-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমস্থা ভার্য্যার প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই গাথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" "হাঁ ভদন্ত।" "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ ?" আমার গৃহস্থাশ্রমস্থা পত্নী।" "দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা। পূর্ব্বেও তুমি ইহারই কারণে মানসিক রোগে মরিতে বসিয়াছিলে, শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে মাদ্দবমহারাজ-নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সেনককুমার। সেনককুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া মাদ্দব মহারাজের ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হন। লোকে তাঁহাকে সেনক পণ্ডিত বলিত। তিনি সমস্ত নগরের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন।

একদিন রাজার পুরোহিতপুত্র রাজদর্শনে গিয়া সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা পরম সুন্দরী অগ্র-মহিষীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। তিনি অনাহারে শয্যাশায়ী হইলেন এবং বন্ধুদিগের জিজ্ঞাসায় ইহার কারণ খুলিয়া বলিলেন। এ দিকে রাজা ভাবিলেন, 'পুরোহিতপুত্রকে দেখিতে পাই না কেন?' অনন্তর সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি পুরোহিতপুত্রকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "আমি সাতদিনের জন্য তোমাকে এই রমণী দিলাম; তুমি সপ্তাহকাল ইহার সঙ্গে গৃহবাস করিয়া অষ্টম দিনে এখানে ইহাকে আনয়ন করিবে।" পুরোহিত-পুত্র "যে আজ্ঞা, মহারাজ," এই কথা বলিয়া মহিষীকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং কাহাকেও না জানাইয়া সম্মুখের (?) দ্বার দিয়া পলায়নপূর্ব্বক অপর এক রাজার রাজ্যে গমন করিলেন। লোকে নৌকায় চলিয়া গেলে তাহার যেমন কোন চিহ্ন থাকে না, তাঁহাদের গমন সম্বন্ধেও তাহাই হইল, তাঁহারা কোথায় গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। রাজা নগরে ভেরীবাদন করাইয়া নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মহিষী কোথায় গেলেন নির্ণয় করিতে পারিলেন না। মহিষীর বিরহে তাঁহার মহাশোক হইল; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল; তদবধি তাঁহার কুক্ষি হইতেও রক্তস্রাব আরম্ভ হইল; ফলতঃ তাঁহার কঠিন পীড়া জন্মিল। বড় বড় রাজবৈদ্যেরা এই ব্যাধির চিকিৎসা করিতে অসমর্থ হইলেন।

বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার কোন শারীরিক পীড়া হয় নাই; ভার্য্যার অদর্শনে ইনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। উপায়বিশেষ অবলম্বন করিয়া ইঁহার চিকিৎসা করিতে হইবে।' রাজার আযুর ও পুক্কুশ-নামক দুইজন পণ্ডিতামাত্য ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'দেবীর অদর্শনে রাজার মানসিক পীড়া জন্মিয়াছে; ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পীড়া নাই। রাজা আমাদিগকে বহু অনুগ্রহ করেন; আসুন, আমরা কৌশল-প্রয়োগে ইঁহার চিকিৎসা করি। আমরা রাজপ্রাঙ্গণে বহু লোক সমবেত করাইয়া, যাহারা তরবারি গিলিতে পারে, তাহাদের দ্বারা তরবারি গিলাইব এবং রাজাকে বাতায়নে বসাইয়া সেখান হইতে সমবেত লোকদিগকে দেখাইব। লোকে তরবারি গিলিতেছে দেখিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহা হইতে দুষ্কর আর কোন কর্ম্ম আছে কি না?' তুমি, ভাই আযুর, উত্তর দিবে, 'অমুক বস্তু দান করিব এইরূপ বলা ইহা অপেক্ষাও দুষ্কর।' তাহার পর, ভাই পুক্কুশ, রাজা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন; তুমি উত্তর দিবে, 'মহারাজ, যে দিব বলিয়া না দেয়, তাহার বাক্য নিষ্ফল হয়, তাহার সেই কথায় কাহারও উপকার হয় না, কেহ তাহা হইতে খাদ্যও পায় না, পানীয়ও পায় না। কিন্তু যাঁহারা কথায় যাহা, কাজেও তাহাই করেন, যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেন সেইরূপ অর্থ দান করেন, তাঁহাদের কাজ তরবারিগিলন অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য।' শেষে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব এক বৃহৎ সভার আহ্বান করিলেন। অতঃপর পণ্ডিতত্রয় রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ অঙ্গনে এক বৃহৎ সভা বসিয়াছে; যাহারা তাহা দেখিবে, তাহাদের দুঃখ দুঃখ বলিয়া মনে হইবে না। আসুন, আমরা গিয়া দেখি।" তাঁহারা রাজাকে লইয়া

বাতায়ন খুলিয়া সভা দেখাইতে লাগিলেন। সেখানে বহু লোকে যে, যে কৌশল জানিত, তাহা প্রদর্শন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার একখানা উৎকৃষ্ট তরবারি গিলিতেছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই লোকটা তরবারি খানা গিলিতেছে! পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইহা অপেক্ষাও কঠিনতর কোন কর্ম্ম আছে কি না।' ইহা ভাবিয়া তিনি আয়ুরকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

দশার্ণক * দেশজাত অসি তীক্ষ্ণধার, পরের শোণিতপান প্রকৃতি যাহার ;
সভামধ্যে ওই ব্যক্তি গিলিছে তাহার! বল হে, আয়ুর আমি শুধাই তোমায়,
এর চেয়ে দুষ্কর কি আছে কিছু আর? অসি গিলে, এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

আয়ুর দ্বিতীয় গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :—

নিবেদি তোমায়, শুন, মাগধ নৃপতি,† ধনলোভে গিলে অসি তীক্ষ্ণধার অতি।
'দিলাম' একথা বলা অধিক দুষ্কর ; তার তুলনায় অন্য সমস্ত সুকর।

আয়ুর পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'ইনি বলিতেছেন, এই বস্তু দান করিতেছি, এরূপ বলা অসিগিলন অপেক্ষাও দুষ্কর। আমি দেবীকে দান করিলাম, পুরোহিতপুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলাম। অতএব আমি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছি।' মনে মনে এই রূপ বিতর্ক করিবার পর রাজার হৃদয়ের শোকভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হইল। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'অন্যকে ইহা দিলাম' ইহা বলা অপেক্ষাও অধিক দুষ্কর আর কিছু আছে কি না?' এই চিন্তা করিয়া তিনি পুক্কুশ পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিবার সময়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ধর্ম্ম-অর্থতত্ত্বজ্ঞ আয়ুর বিজ্ঞবর, প্রশ্নের উত্তর মোর দিলেন সুন্দর।
জিজ্ঞাসি পুক্কুশে এবে, পণ্ডিতপুঙ্গবে, এর(ও) চেয়ে দুষ্কর কি আছে কিছু ভবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পুক্কুশ চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

শুধু বাক্যে হয় না ক জীবনধারণ। শুধু বাক্যে ফলপ্রাপ্তি হয় না কখন।
দিয়া যে প্রদত্ত দ্রব্যে লোভ পরিহরে, সর্ব্বাপেক্ষা সুদুষ্কর কার্য্য সেই করে।
এর তুলনায় অন্য সমস্ত সুকর ; বলিলাম তোমায়, মাগধকুলেশ্বর।

পুক্কুশের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি পুরোহিতপুত্রকে, রাণীকে দিলাম, প্রথমে এই কথা বলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম ; অতএব আমিও দুষ্কর কার্য্য করিয়াছি।' এইরূপ চিন্তায় তাহার শোক আরও কমিয়া গেল। ইহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, 'সেনক পণ্ডিত অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ আর কেহ নাই। আমি তাঁহাকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

ধর্ম্ম অর্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতপ্রবর পুক্কুশ দিলেন মোর প্রশ্নের উত্তর।
জিজ্ঞাসি সেনকে এবে, এর চেয়ে আর আছে কি জগতে কিছু অধিক দুষ্কর।
থাকে যদি অন্য কিছু এর তুলনায় দুষ্কর, তা' দয়া করি বলুন আমায়।

ইহার উত্তরে সেনক ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

হোক অল্প, অনল্প বা, তারে বলি দান, দিলে যাহা নাহি হয় অনুতাপ-জ্ঞান।
ইহার অধিকতর না দেখি দুষ্কর, তুলনায় এর অন্য সমস্ত সুকর।‡

* প্রাচীন মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী একটী রাজ্য।

† মাগধগোত্রজ।

‡ এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার বিশ্বন্তর-জাতক (৫৪৭) হইতে একটী গাথা তুলিয়াছেন :-

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি স্বেচ্ছাক্রমে পুরোহিতপুত্রকে নিজের স্ত্রী দিয়াছি; কিন্তু এখন নিজের মনকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না, শোকে অভিভূত হইয়াছি। ইহা আমার মত লোকের অনুপযুক্ত। মহিষী যদি আমাতে অনুরক্ত হইতেন, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেন না। তিনি যখন আমায় ভালবাসেন না এবং এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পাইলেই বা আমার কি লাভ?" পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দু যেমন গড়াইয়া যায়, এবংবিধ চিন্তা করিতে করিতে রাজার মন হইতেও সেইরূপে শোক অপনীত হইল। তাঁহার কুক্ষিও তৎক্ষণাৎ সুস্থভাব প্রাপ্ত হইল। তিনি ব্যাধিমুক্ত ও সুখী হইয়া শেষ গাথাদ্বারা বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :—

আয়ুর, পুক্কুশ, পণ্ডিত প্রবর দিলেন প্রশ্নের উত্তর সুন্দর।
সর্ব্বাপেক্ষা কিন্তু সদুত্তর তাহা, সেনক পণ্ডিত বলিলেন যাহা।

এইরূপে সেনকের স্তুতি করিয়া রাজা তাঁহাকে বহুধন দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, ইঁহার পূর্ব্বতন পত্নী ছিলেন সেই রাজমহিষী, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন আয়ুর, সারিপুত্র ছিলেন পুক্কুশ এবং আমি ছিলাম সেনক।]

৪০২—শক্তুভস্ত্রা-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীতে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল 'সেনক।' তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা মহাসম্মান করিয়া তাঁহাকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন; তিনি রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব মধুর ধর্ম্মকথা বলিয়া রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে রাজা দানশীল হইলেন; পোষধব্রত পালন করিতে লাগিলেন, এবং দশবিধ কুশলধর্ম্ম সম্পাদন † করিয়া কল্যাণের পথে চলিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত রাজ্যের সর্ব্বত্র, বোধ হইতে লাগিল যেন, বুদ্ধদিগের আবির্ভাবকাল উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তদিনে রাজা ও উপরাজ প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়া ধর্ম্মসভা সুসজ্জিত করিতেন; মহাসত্ত্ব ঐ অলঙ্কৃত

বাম পাশে বাঁধি অসি, চাপ লয়ে করে, চলিয়াছি পুত্র কন্যা ফিরাবার তরে।
পুত্র কন্যা হারাইব, এই দুঃখ মনে, ফিরায়ে আনিতে চাই তেই দুই জনে।
কিন্তু এ অসাধু ইচ্ছা। বধিই বা তারা পায় কষ্ট, আমি কেন হই আত্মহারা?
সদ্ধর্ম্ম জানিয়া, বল, কেহ কোন কালে দানান্তে হয় কি দগ্ধ অনুতাপানলে?

* ভস্ত্রা—(পালি 'ভত্তা') চর্ম্মনির্ম্মিত থলি। ইহা হইতে আমাদের 'বস্তা' শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

† প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামসম্বন্ধে মিথ্যাচার, মিথ্যাকথন, পিশুন, পরুষবাক্যপ্রয়োগ ও বাচালতা, এই সপ্তবিধ পাপ হইতে বিরতি, এবং অনভিধ্যা (নৈর্লোভ্য), অব্যাপাদ ও সম্যগ্‌দৃষ্টি।

সভায় দরভচর্ম্মাচ্ছাদিত পলাঙ্কে উপবেশন করিয়া বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনা করিতেন; তাঁহার ধর্ম্মকথন সর্ব্বাংশে বুদ্ধদিগের ধর্ম্মকথনসদৃশ হইত।

একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধনভিক্ষায় বাহির হইয়া সহস্রকার্ষাপণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ধন অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে শেষোক্ত ব্রাহ্মণের পরিজনবর্গ ন্যস্ত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিল। অতঃপর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার কার্ষাপণগুলি আনয়ন কর।" শেষোক্ত ব্রাহ্মণ কার্ষাপণ দিতে অক্ষম হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে নিজের কন্যা দান করিলেন। ভিক্ষুক পত্নীকে লইয়া বারাণসীর অবিদূরস্থ এক ব্রাহ্মণগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে সেই যুবতী রমণী পতিসহবাসে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া কোন তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হইল।

[জগতে ষোলটী পদার্থ দেখা যায়, যাহাদের বাসনা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত থাকে। সমস্ত নদী কুক্ষিগত করিয়াও সাগরের তৃপ্তি হয় না, যতই ইন্ধন পাউক না কেন অগ্নির কখনও তৃপ্তি জন্মে না,' রাজা যতই বড় হউক না কেন, রাজার কখনও তৃপ্তি জন্মে না। সেইরূপ, পাপে কখনও মূর্খের তৃপ্তি নাই, মৈথুন, অলঙ্কার ও সন্তানোৎপাদন এই তিনে নারীর তৃপ্তি নাই*, বিহারসম্পত্তিতে ধ্যানীর তৃপ্তি নাই †; অপচয়ে অর্থাৎ সম্মানে শৈক্ষ্যের তৃপ্তি নাই ‡ কঠোর তপস্যায় (ধুতাঙ্গে) বীতেচ্ছ পুরুষের তৃপ্তি নাই, বীর্য্যপ্রকাশে আরব্ধবীর্য্য ব্যক্তির তৃপ্তি নাই, বক্তৃতায় (ধর্ম্মদেশনায়) বাগ্মীর তৃপ্তি নাই, মন্ত্রণায় রাজনীতিবিশারদের তৃপ্তি নাই, সঙ্ঘসেবায় প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির তৃপ্তি নাই, দানে দাতার তৃপ্তি নাই, ধর্ম্মকথা শ্রবণে পণ্ডিতের তৃপ্তি নাই, বুদ্ধদর্শনে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদিগের তৃপ্তি নাই।]

এই ব্রাহ্মণী মৈথুনে অপরিতৃপ্ত হইয়া স্থির করিল, "ব্রাহ্মণকে অপসৃত করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পাপাচার করিব।" সে একদিন বিষণ্ণভাবে শুইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে, তোমার কি হইয়াছে?" সে উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ! আমি তোমার গৃহস্থালীর কাজ করিয়া উঠিতে পারি না; তুমি একজন দাসী আনিয়া দাও।" "ভদ্রে, আমার ত ধন নাই; কি দিয়া আনিব?" "ভিক্ষা দ্বারা ধনসংগ্রহের উপায় দেখ এবং তাহা দিয়া দাসী আন।" "বেশ, তুমি আমার জন্য পাথেয় সাজাইয়া রাখ।" ব্রাহ্মণী একটা চামড়ার থলিতে বদ্ধ ও অবদ্ধ শক্তু § পুরিয়া ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া নানা গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে বিচরণ করিতে করিতে সাত শত কার্ষাপণ প্রাপ্ত হইলেন। এই অর্থই একজন দাস ও একজন দাসী ক্রয় করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি নিজের গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একস্থানে জলের বেশ সুবিধা আছে দেখিয়া তিনি থলিটা খুলিয়া ছাতু খাইলেন এবং থলিটার মুখ না বান্ধিয়াই জল

---

* তুল০— নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং, নাপগানাং মহোদধিঃ,
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ।
মহাভারত, অনুঃ, ৩৮ শঃ অধ্যায়।

† ধ্যানস্থ হইলে যে বিপুল আনন্দ জন্মে তাহার নাম বিহার। ইহা ত্রিবিধ—দিব্য, আর্য্য ও ব্রহ্ম। কামলোকস্থ দেবতারা যে আনন্দ পান তাহা দিব্যবিহার, স্রোতাপন্ন প্রভৃতি মার্গস্থ ব্যক্তিদিগের আনন্দ আর্য্যবিহার। ব্রহ্ম-বিহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)

‡ শৈক্ষ্য অর্থাৎ যাহার শিক্ষার বিষয় আছে। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ, স্রোতাপত্তিফলস্থ ইত্যাদি হইতে অর্হত্ত মার্গস্থ পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আর্য্যপুদ্গল শৈক্ষ্য, অর্হত্বফলপ্রাপ্ত পুদ্গল অশৈক্ষ্য, অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের জন্য তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই।

§ বদ্ধ শক্তু—যাহা জল, চিনি প্রভৃতি মিশাইয়া পিণ্ড করা হইয়াছে। এই পিণ্ডগুলি শুকাইয়া রাখিলে দীর্ঘকাল থাকে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন ভাজা ছাতু। কিন্তু ইহা বোধহয় সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ সমস্ত ছাতুই শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত করা হয়।

স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন। ঐ স্থানে কোন বৃক্ষের কোটরে একটা কৃষ্ণসর্প ছিল। সে ছাতুর গন্ধ পাইয়া থলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলিত হইয়া ছাতু খাইতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন, থলির মধ্যে কি আছে তাহা না দেখিয়াই উহার মুখ বান্ধিলেন এবং ইহা স্কন্ধে লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। পথে এক বৃক্ষদেবতা ছিলেন। তিনি তরুকোটরে আশ্রিত হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, যদি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম কর, তাহা হইলে তুমি নিজে মরিবে; আর যদি আজই বাড়ীতে যাও, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী মরিবে।" ইহা বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু দেবতাকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার বড় ভয় হইল। তিনি মরণভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পরিবেদন করিতে করিতে বারাণসীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন পঞ্চদশ-পোষধের তিথি ছিল। ঐ তিথিতে বোধিসত্ত্ব অলঙ্কৃত ধর্ম্মসভায় আসীন হইয়া ধর্ম্মকথা বলিতেন। বহুলোকে গন্ধপুষ্পাদি হস্তে লইয়া দলে দলে ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা যাইতেছ?" তাহারা বলিল, "ঠাকুর, আজ সেনক পণ্ডিত মধুর স্বরে বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিবেন; তুমি কি ইহা জান না?" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'পণ্ডিতটী, শুনিতেছি, ধর্ম্মকথক; আমি এদিকে মরণভয়ে বিহ্বল। পণ্ডিতেরা নিশ্চিত মহাশোকেরও অপনোদন করিতে পারেন। অতএব আমার কর্ত্তব্য, সেখানে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐ লোকদিগের সহিত ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোক এবং রাজা মহাসত্ত্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন; ব্রাহ্মণও মরণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম্মাসনের অবিদূরে ছাতুর থলি কাঁধে রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব ধর্ম্মদেশন আরম্ভ করিলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশগঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইল, কিংবা চতুর্দ্দিকে অমৃতের স্রোত ছুটিল। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোক আনন্দভরে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ধর্ম্মশ্রবণ করিতে লাগিল।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা সর্ব্বতশ্চক্ষু। মহাসত্ত্ব ঐ সময়ে পঞ্চপ্রসাদ-প্রসন্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সভার সর্ব্বতঃ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এত লোকে মহানন্দে সাধুবাদ দিতেছে ও ধর্ম্মকথা শুনিতেছে; কেবল এই ব্রাহ্মণ বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছে; ইহার মনে এমন কোন শোক আছে, যাহার জন্য এ অশ্রুপাত করিতেছে। অতএব, অম্লসংযোগে যেমন তাম্রের কলঙ্ক যায়, কিংবা পদ্মপত্র হইতে যেমন অতি সহজে বারিবিন্দু অপনীত হয়, সেইরূপ আমিও ইহার শোকবেগ প্রতিহত করিয়া ইহাকে বীতশোক ও প্রফুল্লচিত্ত করিব এবং ধর্ম্মকথা শুনাইব।' অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমার নাম সেনক পণ্ডিত; আমি এখনই তোমার শোক অপনয়ন করিব; তুমি নিঃশঙ্কমনে সমস্ত কথা খুলিয়া বল।" ব্রাহ্মণের সহিত এইরূপে আলাপ করিবার সময়ে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

বিষাদে ছেয়েছে চিত্ত; ইন্দ্রিয়সকল কি হেতু তোমার বল হয়েছে বিকল?
চক্ষু হ'তে ঝরে অশ্রু, হেরি মনে হয়, কি যেন তোমার নষ্ট হয়েছে নিশ্চয়,
প্রার্থনা তোমার কিবা বল ত, ব্রাহ্মণ; যার তরে করিয়াছ হেথা আগমন।

ব্রাহ্মণ নিজের শোকহেতুবিজ্ঞাপনের জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

গেলে আজ জীবনান্ত পত্নীর আমার; না গেলে নিজের না কি মৃত্যু দুর্নিবার।
এ দুঃখে, সেনক, মোর কম্পিত হৃদয়; কেন এ সঙ্কট মোর, বল মহাশয়।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব, ধীবরেরা যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে জাল নিক্ষেপ করে সেইরূপে,

নিজের জ্ঞানজাল বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন:—'প্রাণীদিগের মৃত্যুর বহু কারণ দেখা যায়। কেহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মারা যায়; কেহ বা সেখানে ভীষণ মৎস্যাদি কর্তৃক গৃহীত হইয়া প্রাণ হারায়, কেহ বা গঙ্গায় পড়িয়া শিশুমার কর্তৃক ভক্ষিত হয়, কেহ বা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া বা কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মরে, কেহ বা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে মরে, কেহ বা বিষ খাইয়া, কিংবা উদ্‌বন্ধনে, কিংবা ভৃগুস্থান হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়। মরণের এইরূপ বহু কারণের মধ্যে কি কারণে আজ এই ব্রাহ্মণ, পথে বিশ্রাম করিলে, নিজে মরিবে, অথবা এ গৃহে গমন করিলে ইহার স্ত্রী মরিবে?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্রাহ্মণের স্কন্ধে সেই থলিটা দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, 'সম্ভবতঃ এই থলির মধ্যে একটা কৃষ্ণসর্প আছে। ব্রাহ্মণ প্রাতরাশের সময়ে যখন ছাতু খাইয়া থলির মুখ না বান্ধিয়াই জল খাইতে গিয়াছিল, তখন ছাতুর গন্ধ পাইয়া সাপটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া ফিরিয়া আসিলে থলির মধ্যে যে সাপ গিয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই; থলির মুখ বান্ধিয়া উহা লইয়া আসিয়াছে। এখন যদি পথে বিশ্রাম করে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ে ছাতু খাইবার জন্য থলির ভিতর হাত দিবে এবং সর্প ইহার হস্তে দংশন করিয়া জীবনান্ত ঘটাইবে। পথে বিশ্রাম করিলে যে ইহার মরণ হইবে, ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু যদি এ গৃহে চলিয়া যায়, তাহা হইলে থলিটা ইহার ভার্য্যার হস্তগত হইবে। সে থলিতে কি আছে দেখিবার জন্য ইহার মুখ খুলিয়া ভিতরে হাত দিবে, তাহা হইলে সর্পদংশনে তাহারই মৃত্যু ঘটিবে। ব্রাহ্মণ আজ গৃহে গেলে ইহার ভার্য্যার যে প্রাণান্ত হইবে, ইহাই তাহার কারণ।' বোধিসত্ত্ব উপায়কুশলতা-বলে এইরূপ অবধারণ করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, 'সর্পটা নিশ্চিত কৃষ্ণসর্প, তেজস্বী ও নির্ভীক। ব্রাহ্মণ চলিবার সময়ে থলিটা কতবার তাহার পার্শ্বে আঘাত করিয়াছে; কিন্তু সাপটা নড়াচড়ায় সাড়া পর্য্যন্ত দেয় নাই। এই যে বৃহৎ সভা হইয়াছে, ইহার মধ্যেও থলিতে যে সাপ আছে, এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। অতএব সাপটা নিশ্চিত খুব তেজস্বী ও নির্ভীক।' উপায়কুশলতাবলে ও দিব্যচক্ষুদ্বারা মহাসত্ত্ব যেন এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি উপায়কুশলতাবলে প্রকৃত ঘটনা অবধারণ করিলেন,—যেন থলির মধ্যে সর্পের প্রবেশ নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজসনাথ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তৃতীয় গাথায় ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

> অনেক বিচারি সত্য করিনু নির্ণয়, বলিতেছি বিপ্র, এই মোর মনে লয়,
> কৃষ্ণসর্প এই শক্তুভস্ত্রার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আছে তব অগোচরে।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার এই থলিতে ছাতু আছে কি? "আছে, পণ্ডিতবর।" "আজ প্রাতরাশের সময় ছাতু খাইয়াছিলে?" "হাঁ।" "কোথায় বসিয়া খাইয়াছিলে?" 'বনমধ্যে বৃক্ষমূলে বসিয়া।" "ছাতু খাইয়া যখন জলপান করিতে গিয়াছিলে, তখন থলিটার মুখ বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে কি, না?" "না, পণ্ডিতবর, বান্ধি নাই।" "জল খাইয়া যখন ফিরিয়াছিলে তখন থলির মুখ বান্ধিবার কালে উহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখিয়াছিলে? "না দেখিয়াই বান্ধিয়াছিলাম।" 'দেখ, ব্রাহ্মণ, তুমি যখন জল খাইতে গিয়াছিলে, তখন তোমার অগোচরে ছাতুর গন্ধ পাইয়া একটা সাপ থলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমার মনে হয় ইহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। তুমি থলিটা নামাইয়া সভার মধ্যে রাখ এবং উহার মুখ খুলিয়া একটু পিছনে হটিয়া লাঠি দিয়া উহার উপরে আঘাত কর। যখন দেখিবে একটা

কৃষ্ণসর্প বাহির হইয়া ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে, তখন আর তোমার কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভস্ত্রার উপরে দণ্ড করহ প্রহার, দেখিবে, বাহির হবে সর্প দুরাচার
দ্বিজিহ্ব, করালমুখ; কেন বার বার করিছ সন্দেহ? মুখ খোল দ্বিজবর।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলেন; তথাপি তিনি যেরূপ বলিলেন তাহাই করিলেন। সর্পটার কুণ্ডলোপরি আঘাত লাগায় সে থলির মুখ হইতে বাহির হইয়া সমবেত লোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

[এই ঘটনা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা পঞ্চম গাথা বলিলেন:—

ভয়ে ভয়ে সভামধ্যে খুলিল ব্রাহ্মণ ছাতুর থলির মুখে ছিল যে বন্ধন।
ফণা তুলি বাহিরিল অতি ভয়ঙ্কর উগ্রতেজা সর্প এক তীক্ষ্ণবিষধর।

সর্পটা যখন ফণা বিস্তার করিয়া নির্গত হইল, তখন মহাসত্ত্ব যে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন তাহার প্রাগলক্ষণ দেখা দিল। সহস্র লোকে বিস্ময়ে বস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল, অঙ্গুলি ছোটন আরম্ভ করিল, নিবিড় মেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয়, চতুর্দ্দিক্ হইতে সেইরূপ সপ্তরত্ন বর্ষণ আরম্ভ হইল, শতসহস্র কণ্ঠে সাধুকার-ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে যেমন মহাশব্দ হয় সেখানে সেইরূপ শব্দ উত্থিত হইল। বুদ্ধলীলায় এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর অসাধারণ প্রজ্ঞার ফল। কেবল জাতির গৌরবে কিংবা কুল-মান ধনের বলে কেহই এরূপ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে না। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির বিদর্শনক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তিনি আর্য্যমার্গের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া অমৃতোপম মহানির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হন এবং শ্রাবক-পারমিতা *, প্রত্যেকবুদ্ধি ও সম্যকসম্বুদ্ধি আয়ত্ত করেন। ফলতঃ অমৃতোপম মহানির্ব্বাণসম্পত্তি লাভ করিবার জন্য যে যে গুণ আবশ্যক, প্রজ্ঞাই তাহাদের মধ্যে প্রধান; অবশিষ্ট গুণগুলি প্রজ্ঞার অনুচর মাত্র। এই জন্যই কথিত আছে যে—

কুশলকারক আছে যত গুণ, প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ সবাকার,
নক্ষত্রমণ্ডলে অতিক্রমি সবে শোভে যথা শশধর।
প্রজ্ঞা আছে যাঁর অনুগামী তাঁর অপর সদ্‌গুণ যত,
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম, স্বতঃই তাঁহার সঙ্গে থাকে অবিরত।]

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের উত্তর দিলে এক সাপুড়ে সর্পটার মুখ বন্ধন করিয়া তাহাকে লইয়া গেল এবং বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার সমীপে গিয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে এই অর্দ্ধগাথা বলিলেন:—

আহা কি অপূর্ব্বলাভ করেছেন জনক ভূপতি।
মহাপ্রাজ্ঞ সেনকেরে রেখেছেন সদা নিজপাশে

এইরূপে রাজার স্তুতি করিয়া ব্রাহ্মণ থলি হইতে সপ্তশত কার্ষাপণ বাহির করিলেন এবং মহাসত্ত্বের তুষ্টিসাধনার্থ উপহার দিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সার্দ্ধ গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন:—

অজ্ঞান তিমিরনাশী † সর্ব্বজ্ঞ কি তুমি মহামতি?
প্রজ্ঞার প্রভাব তব ভাবিলে হৃদয় কাঁপে ত্রাসে। ‡

---

* শ্রাবক-পারমিতা বা শ্রাবক বোধি = অর্হতেরা যে প্রজ্ঞা লাভ করেন।

† মূলে 'বিবত্তচ্ছদ' এই পদ আছে। বিবৃত্তচ্ছদ্ম অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানজাল তুলিয়া লইয়াছেন। ইহা বুদ্ধের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়।

‡ মূলে 'ঞাণন্ নু তে ভিংসরূপং' এইরূপ আছে। চলিত বাঙ্গালাতেও ভয়ানক শব্দটি কখনও কখনও অত্যন্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভিক্ষা করি আনিয়াছি এই সপ্তশত কার্ষাপণ,
দিলাম তোমারে সব; দয়া করি করহ গ্রহণ।
প্রজ্ঞার প্রভাবে তব প্রাণরক্ষা হইল আমার,
তোমারি কৃপায় আজ অকল্যাণ হ'ল না ভার্য্যার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অষ্টম গাথা বলিলেন :—

মধুর বিচিত্র গাথা করিয়া রচন পণ্ডিতে না করে কভু বেতন গ্রহণ।
বরঞ্চ আমরা ধন দিব হে তোমায়; লয়ে তাহ যাও, বিপ্র, তুমি নিজালয়।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের সহস্র কার্ষপণপূরণার্থ যত অবশ্যক, ততগুলি কার্ষাপণ দেওয়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রাহ্মণ কে তোমাকে ধনভিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিল?" "আমার ভার্য্যা।" "সে বৃদ্ধা না তরুণী?" "তিনি তরুণী।" "তাহা হইলে সে নিশ্চয় অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে অনাচারে রত হইয়াছে। নির্ভয়ে কুক্রিয়া করিবার উদ্দেশ্যে সে তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিল। তুমি যদি এই কার্ষাপণগুলি ঘরে লইয়া যাও, তাহা হইলে সে তোমার এই কষ্টার্জ্জিত ধন নিজের জারকে দান করিবে। অতএব তুমি সোজাসুজি গৃহে না গিয়া গ্রামের বাহিরে কোন বৃক্ষমূলে বা অন্য কোথাও কার্ষাপণগুলি রাখিয়া দিবে এবং তাহার পর গৃহে যাইবে।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ গ্রামসমীপে গিয়া একটা বৃক্ষের মূলে কার্ষাপণগুলি রাখিলেন এবং সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী জারের সঙ্গে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া 'ভদ্রে' বলিয়া ডাকিলেন। রমণী তাহার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিল, দীপ নিবাইয়া দ্বার খুলিল, ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলে জারকে বাহির করিয়া দ্বারের নিকট রাখিল এবং নিজে ঘরে গেল; গিয়া দেখে থলিতে কিছুই নাই। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ, তুমি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গিয়া কি পাইলে?" "আমি সহস্র কার্ষাপণ পাইয়াছি।" "তাহা কোথায়?" "অমুক স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি। কোন চিন্তা নাই; ভোরে গিয়া আনিব।" ব্রাহ্মণী বাহিরে গিয়া জারকে এই কথা জানাইল। সে তখনই গিয়া, যেন তাহার সোপার্জ্জিত ধন এই ভাবে উহা গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ পরদিন গিয়া দেখেন কার্ষাপণগুলি নাই। তিনি তখনই বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?" "পণ্ডিতবর, আমার কার্ষাপণগুলি পাইতেছি না।" তোমার স্ত্রীকে কার্ষাপণের কথা বলিয়াছিলে কি?" "বলিয়াছিলাম।" বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ঐ দুষ্টাই জারকে জানাইয়াছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভার্য্যার কোন কুলোপগ ব্রাহ্মণ * আছে কি?" "আছে।" "তোমারও আছে?" "আছে।" তখন মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে সাতদিনের ব্যয়োপযুক্ত অর্থ দেওয়াইয়া বলিলেন, "যাও, প্রথম দিনে চৌদ্দজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে—তোমার কুলের সাতজনকে এবং তোমার ভার্য্যার কুলের সাত জনকে। ইহার পর প্রতিদিন এক একটী ব্রাহ্মণ কমাইবে এবং সপ্তম দিনে তোমার একটী এবং তোমার ভার্য্যার একটী, এই দুইটী মাত্র ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। তোমার ভার্য্যার পক্ষে হইতে কোন্ ব্রাহ্মণ উপর্য্যুপরি সাত দিনই উপস্থিত হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া আমাকে জানাইবে।" ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলেন এবং মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, যে ব্রাহ্মণ সাতদিনই ভোজন করিয়াছে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে লোক দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে আনাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক বৃক্ষের মূলে এই ব্রাহ্মণের সঞ্চিত কার্ষাপণগুলি ছিল; তুমি তাহা লইয়াছ কি?" সে

* যে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পূজাপার্ব্বণাদি করেন ও ধর্ম্মকথা শুনান।

বলিল, 'না, মহাশয়।" "তুমি জাননা কি, আমার নাম সেনক পণ্ডিত? আমি তোমার দ্বারাই কার্ষাপণগুলি আনাইতেছি।" ইহাতে ভীত হইয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "হাঁ, আমি লইয়াছি।" "লইয়া কি করিয়াছ?" "অমুক স্থানে রাখিয়াছি।" তখন বোধিসত্ত্ব সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি সেই দুষ্টাকেই ভার্যারূপে রাখিতে ইচ্ছা কর, না অন্য ভার্যা চাও?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পণ্ডিতবর, সেই রমণীই আমার ভার্য্যা থাকুক।" বোধিসত্ত্ব আবার লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণের কার্ষাপণগুলি ও ব্রাহ্মণীকে আনাইলেন এবং চোর ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে কার্ষাপণগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেওয়াইলেন। অনন্তর তিনি চোরের দণ্ডবিধান করিলেন এবং তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, তিনি ব্রাহ্মণীকেও দণ্ড দিলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বহু সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে বাস করাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সারিপুত্র ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা, বুদ্ধের অনুচরবর্গ ছিল সেই সভাস্থ ব্যক্তিগণ এবং আমি ছিলাম সেনক পণ্ডিত।]

৪০৩—অগ্নিসেন-জাতক।

[শাস্তা আলবির নিকটস্থ অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতিকালে কুটীকারশিক্ষাপদ সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মণিকণ্ঠ জাতকে (২৫৩) বলা হইয়াছে শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বে, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখন অন্যশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও সাধুরা কখনও যাচ্ঞা করেন নাই। রাজারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন; তথাপি, যাচ্ঞায় অপরের অপ্রীতি ও বিরক্তি জন্মে, এই বিবেচনায় তাঁহারা কখনও কিছু প্রার্থনা করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগমগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অগ্নিসেন-কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন। অনন্তর বিষয়ভোগে দুঃখ উপলব্ধি করিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং দীর্ঘকাল হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিলেন।

একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ লোকালয়ে অবতীর্ণ হইলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন। ইহার পরদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজাঙ্গণে গমন করিলেন। রাজা তাঁহার আচার ও চালচলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ডাকাইয়া প্রাসাদতলে পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে তাঁহার অনুমোদন শুনিলেন এবং অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গীকার গ্রহণপূর্ব্বক রাজোদ্যানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে তিনি প্রতিদিন দুই তিন বার মহাসত্ত্বের অর্চনা করিতে যাইতেন।

একদিন মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথায় অতিমাত্র প্রীত হইয়া রাজা বলিলেন, "মহাত্মন্, কোন্ বস্তু আপনার আবশ্যক তাহা বলুন; আমার রাজ্য পর্য্যন্ত (আপনাকে দান করিব।) কিন্তু

* দ্বিতীয়খণ্ডের মণিকণ্ঠ জাতকের (২৫৩) এবং এই খণ্ডের ব্রহ্মদত্ত-জাতকের (৩২৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

মহাসত্ত্ব 'ইহা আমাকে দিন' এমন কোন কথাই বলিলেন না। [অন্ত যাচকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা প্রার্থনা করিত; বলিত আমাকে 'ইহা দিন।' ঐ বস্তু রাজার প্রিয় না হইলে তিনি দানও করিতেন।] রাজা ভাবিতে লাগিলেন, যাচক ও ভিক্ষুকেরা ইহা দিন, উহা দিন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করে; কিন্তু কতদিন হইল আমি আর্য্য অগ্নিসেনকে, তিনি যাহা চান তাহাই দিব, বলিয়াছি; অথচ তিনি কিছুই চাহিলেন না। তিনি দেখিতেছি বিলক্ষণ প্রজ্ঞাবান্ অথবা উপায়কুশল। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ব্যাপার কি।' অনন্তর একদিন প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অন্তে কেন যাচ্ঞা করে এবং অগ্নিসেন কেন যাচ্ঞা করেন না, ইহা জানিবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

কত ভিক্ষু, যাহাদের সঙ্গে কভু নাহি পরিচয়,
মাগে ভিক্ষা; তুমি কেন কিছু নাহি চাও, মহাশয়?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

অপ্রিয় যাচক, অপ্রিয় যাচিত, যদি নাহি করে প্রদান ঈপ্সিত।
যাচ্ঞা আমি নাহি করি এ কারণ; অসন্তুষ্ট তুমি হ'য়ো না রাজন্।

এই কথা শুনিয়া রাজা তিনটী গাথা বলিলেন :—

ভিক্ষা বৃত্তি যার, যথাকালে সেই যাচন যদি না করে,
পায় কষ্ট নিজে; পুণ্যানুষ্ঠানের অন্তের সুযোগ হরে।
ভিক্ষাবৃত্তি যার যথাকালে যদি সে জন যাচন করে,
থাকে সুখে নিজে; দেয় অবসর অন্তে পুণ্যার্জ্জনতরে।
সুপ্রাজ্ঞ যাহারা, যাচক দেখিয়া ক্রুদ্ধ তারা নাহি হয়;
তুমি ব্রহ্মচারী অতিপ্রিয় মোর; চাও যাহা মনে লয়।

এইরূপে রাজাকর্ত্তৃক ইচ্ছামত প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হইলেও বোধিসত্ত্ব কিছুমাত্র প্রার্থনা করিলেন না। রাজা যখন এইরূপে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন, তখন বোধিসত্ত্বও প্রব্রাজকদিগের পদ্ধতি-প্রদর্শনার্থ বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা বিষয়ভোগী ও গৃহী, যাচ্ঞা তাহাদেরই অভ্যস্ত; ইহা প্রব্রাজকদিগের পক্ষে শোভা পায় না। যাঁহারা প্রব্রাজক, তাঁহারা প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে পরিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিবেন;—গৃহীদিগের ন্যায় চলিবেন না।" প্রব্রাজক-পদ্ধতি বুঝাইবার জন্য বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

মুখ ফুটি, কিংবা কোন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যাচ্ঞা না করেন কভু প্রজ্ঞাবান্ যাঁরা।
বুদ্ধিমান্ উপাসক আপনা হইতে প্রার্থের অভাব যত পারেন বুঝিতে।
গৃহস্থের দ্বারে আর্য্য দাঁড়ান নীরবে; অন্ত যাচ্ঞা তাঁহাদের কভু না সম্ভবে।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "যদি কোন বুদ্ধিমান্ উপাসক নিজেই বুঝিতে পারিয়া কুলোপগ প্রব্রাজককে দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে এই এই দ্রব্য দান করিলাম।

পুঙ্গবের সহ সহস্র রোহিণী দিলাম; গ্রহণ করুন আপনি।
সাধু যিনি, তাঁর সাধুজনে দিতে অদেয় কি কিছু আছে পৃথিবীতে?
শুনি আপনার গাথা ধর্ম্মযুত হৃদয় আমার হইয়াছে পূত।" *

কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই দান অস্বীকার করিলেন; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি অকিঞ্চন

* এই গাথাটী ব্রহ্মদত্ত জাতকেও (৩২৩) দেখা যায়।

হইব, এই সঙ্কল্পে প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমার গোধনে প্রয়োজন নাই।" অতঃপর রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গলোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন; তিনি নিজেও অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম অহিদেব।]

৪০৪—কপি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের পৃথিবীগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত অনুচরবর্গসহ বিনষ্ট হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অনুচরবর্গসহ বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চশত কপিপরিবৃত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে বাস করিতেন। তখন দেবদত্তও কপিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অপর পঞ্চশত কপিসহ সেই উদ্যানেই অবস্থিতি করিত।

এক দিন রাজপুরোহিত উদ্যানে গিয়া স্নানান্তে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া বাহির হইতেছিলেন। তখন একটা দুষ্ট কপি উদ্যানদ্বার তোরণের মস্তকে বসিয়াছিল। সে পুরোহিতের মস্তকোপরি মলত্যাগ করিল এবং পুরোহিত যখন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহার মুখেও ঐরূপ করিল। পুরোহিত ফিরিলেন এবং কপিদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "বেশ, দেখা যাবে, তোদিগকে ইহার প্রতিফল দিতে পারি কি না।" অনন্তর তিনি আবার স্নান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, কপিরা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ সহস্র কপিকেই জানাইলেন, "শত্রুর বাসস্থানে বাস অকর্ত্তব্য, অতএব সমস্ত কপিই পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাউক।" একটা অবাধ্য কপি নিজের অনুচরদিগকে লইয়া পলায়ন করিল না—সে বলিল, "যাহা হয়, পরে দেখা যাইবে।" বোধিসত্ত্ব কিন্তু নিজের অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

এক দাসী ধান ভানিত। সে রৌদ্রে শুকাইবার জন্য কতকগুলি ধান বিছাইয়া দিয়াছিল। একটা ছাগ ঐ ধান খাইতেছে দেখিয়া দাসী তাহাকে একখানা জলন্ত কাঠ দিয়া আঘাত করিল। ছাগটার শরীর জলিয়া উঠিল; সে পলায়ন করিয়া হস্তিশালার পার্শ্ববর্ত্তী এক তৃণকুটীরের বেড়ায় গা ঘসিতে লাগিল। ইহাতে তৃণকুটীরে আগুন লাগিল, সেখান হইতে গিয়া হস্তিশালায়ও আগুন ধরিল; এবং অনেক হস্তীর পিঠ পুড়িয়া গেল। হস্তিবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করিতে লাগিল।

পুরোহিত কপিদিগকে ধরিবার উপায় চিন্তা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি একদিন রাজদর্শনে গিয়া উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, "আচার্য্য, আমার অনেক হাতীর পিঠে ঘা হইয়াছে; হস্তিবৈদ্যেরা ইহার প্রতীকার জানে না; আপনি কোন ঔষধ জানেন কি?" "জানি, মহারাজ"। "কি বলুন ত।" "মর্কটের বসা।" "কোথায় পাওয়া যাইবে?" "আপনার

উদ্যানেই বহু মর্কট আছে।" রাজা অমনি আদেশ দিলেন, 'উদ্যানের মর্কটগুলা মারিয়া বসা সংগ্রহ কর।' তখন তীরন্দাজেরা গিয়া সেই পঞ্চশত কপিকে শরবিদ্ধ করিয়া মারিল। কেবল যে কপিটা সকলের বড় ছিল, সেইটা পলাইবার সময়ে শরাহত হইয়াও সেখানে পড়িয়া গেল না; সে বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গিয়া পড়িল। বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা দেখিল, সে তাহাদেরই বাসস্থানে আসিয়া মরিয়াছে। তাহারা গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইল, 'অমুক কপি শরাহত হইয়া মরিয়াছে।' বোধিসত্ত্ব সেখানে গিয়া কপিগণমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন এবং পণ্ডিতেরা যেরূপ উপদেশ দেন সেই ভাবে বলিলেন, "যাহারা শত্রুস্থানে বাস করে, তাহারা এইরূপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" কপিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন:—

থাকে যথা শত্রুজন, বুদ্ধিমান্ চলি যান বর্জ্জন করিয়া সেই স্থানে।
এক কিংবা দুই রাত্রি, ঘটিবে ইহারই মধ্যে বিপত্তি শত্রুর সন্নিধানে।

লঘুচেতা যেইজন, হয় সে পরম শত্রু অনুচরগণের নিশ্চয়;
এক বানরের হেতু না ত্যজি অন্যাভিস্থান নাশ হল বনের যূথের।

নির্বোধ, পণ্ডিতম্মন্য স্বেচ্ছামত চলে যদি, অবহেলি পণ্ডিতের কথা,
মৃত্যুশয্যা অবিলম্বে ঘটিবে তাহার ভাগ্যে, যূথপতি বানরের যথা।

থাকে যদি দেহে বল মূর্খের, তাহে কি ফল? অক্ষম সে যূথের রক্ষণে;
দীপক তিত্তির যথা * জ্ঞাতির অহিতকারী, বিপদে সে ফেলে জ্ঞাতিজনে।

কিন্তু ধীর, বলবান্ অধিনেতা যদি হন, দক্ষ তিনি যূথের রক্ষণে,
জ্ঞাতিবন্ধু হিতকারী বিরাজেন তিনি ভবে শত্রু যথা ত্রিদশভবনে।

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শীলে অলঙ্কৃত যেই জন, ধন্য সেই পুরুষপ্রবর;
আত্মহিত, পরহিত, উভয়ই সম্পাদন হয় তাঁর কার্য্যে নিরন্তর।

দেখ অগ্রে ভাবি মনে, বিদ্যাবুদ্ধিশীলধনে ধনী তুমি হইয়াছ কত;
তার পরে হও গিয়া গণের রক্ষক, কিংবা একাকী প্রব্রজ্যাধর্ম্মরত।

বোধিসত্ত্ব কপিরাজ হইয়াও এইরূপে বিনয় পিটকের কথা বলিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অবাধ্য কপি, দেবদত্তের অনুচরেরা ছিল সেই কপির অনুচর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কপিরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (অপরীক্ষিতকারক, ৯) দেখা যায়, বানর-বসায় অশ্বদিগের বহ্নিদাহদোষ প্রশমিত হয়, লোকের এই বিশ্বাস ছিল:—"কপীনাং মেদসা দোষো বহ্নিদাহসমুদ্ভব অশ্বানাং নাশমভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।"

এই জাতক ১ম খণ্ডের কাক জাতকের (১৪০) রূপান্তর, প্রভেদের মধ্যে শেষোক্ত জাতকে কপির পরিবর্ত্তে কাক পাত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৪০৫—বকব্রহ্ম-জাতক। †

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে বকব্রহ্মার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মলোকই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়; ব্রহ্মলোক হইতে লোকান্তরে গমন, বা নির্ব্বাণ-নামক কোন পদার্থ নাই, বকের এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি জন্মিয়াছিল।

---

* দীপক তিত্তির—দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০ম পৃষ্ঠের এবং তৃতীয় খণ্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† বৌদ্ধমতে ব্রহ্মারা দেবতাদিগের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয় সত্ত্ব। তাঁহারা সর্ব্ববিধকামনাবর্জিত এবং শীতাতপ প্রভৃতি ভৌতিক দুঃখের অতীত। ব্রহ্মগণ ১৬টী রূপব্রহ্মলোকে এবং ৪টী অরূপব্রহ্মলোকে বাস করেন (১ম খণ্ডের ২০৫ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাব্রহ্মা (বা ব্রহ্মা সহাম্পতি) ইঁহাদের রাজা। বৌদ্ধমতে বিশ্ব বহু চক্রবালের সমষ্টি। প্রতি চক্রবালে একজন মহাব্রহ্মা আছেন।

বকব্রহ্মা পূর্ব্বের এক জন্মে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন বলিয়া বৃহৎফল-নামক দশম রূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে পঞ্চশত কল্পপরিমাণ আয়ুঃ ভোগ করিয়া তিনি শুভকৃৎস্ননামক নবম রূপব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর চতুঃষষ্টি কল্প আয়ুঃ অতিবাহিত করিয়া তিনি আভাস্বর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। আভাস্বর ব্রহ্মলোকে আয়ুঃপরিমাণ অষ্ট কল্প মাত্র। কিন্তু এখানে অবস্থিতি করিবার সময়েই বকের এই মিথ্যাদৃষ্টি জন্মে। তিনি যে উর্দ্ধতম ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন এবং আভাস্বর ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইটী বিষয় স্মরণ ছিল না বলিয়াই তিনি উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ বকের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং বলবান্ পুরুষ যেমন অবলীলাক্রমে আকুঞ্চিত বাহু প্রসারিত করে, কিংবা প্রসারিত বাহু আকুঞ্চিত করে, সেইরূপে জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বক স্বাগতবচন উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'আসিতে আজ্ঞা হউক, মারিষ; আপনি বহুদিন এখানে আসিবার সুবিধা গ্রহণ করেন নাই; এ ধাম নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত; ইহাই কৈবল্য ধাম, ইহার পরিবর্ত্তন নাই, ইহার আদি নাই, অবনতি নাই, ধ্বংস নাই; ইহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, পুনরুৎপন্নও হয় না। এই লোক-প্রাপ্তিই নির্ব্বাণ; ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধতর কোন গতি নাই।" ইহা শুনিয়া ভগবান্ বককে বলিলেন, "বক ব্রহ্মা দেখিতেছি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। যখন তিনি অনিত্যকে নিত্য বলিতেছেন...ইত্যাদি, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গতি থাকিলেও যখন তিনি ইহাকেই পরমা গতি বলিতেছেন, তখন নিশ্চিত তিনি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া বক ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি 'তুমি ইহা বলিতেছ, তুমি ইহা বলিতেছ' বলিয়া অনুধাবনপূর্ব্বক আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।' যেমন কোন দুর্ব্বল চোর দুই চারি বার প্রহার পাইলে, "আমি কি একাই চোর; অমুক চোর, অমুক চোর" বলিয়া সমস্ত সঙ্গীকে ধরাইয়া দেয়, সেইরূপ বকব্রহ্মাও ভগবানের প্রশ্নে ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মলোকের নিত্যতা-সম্বন্ধে অন্য অনেকেও যে তাঁহার সহিত একমত, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :—

> বিসপ্ততি ব্রহ্মা মোরা, অজাত, অমর, পুণ্যকর্ম্মী, তেঁই হই লোকের ঈশ্বর।
> পরম প্রজ্ঞার ধাম এই নিত্য স্থান : এর চেয়ে উর্দ্ধে কিছু নাই বিদ্যমান—
> এরূপ জপেন অন্য সব মত মত সকলেই তাঁরা মোর সঙ্গে একমত।

ইহা শুনিয়া শাস্তা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> আয়ুঃ তব অল্প হেথা, দীর্ঘ কিছু নয়; দীর্ঘ তবু ভাব কেন এরে, মহাশয়?
> কোটিনিরর্ব্বুদ * তব জন্ম জন্মান্তরে ঘটেছে যা, সব আছে আমার অন্তরে।

তখন বক তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

> আমি ত অনন্তদর্শী, শুন ভগবন্, জন্মজরাশোকাতীত আছি বিদ্যমান।
> ব্রত, শীল পুরাকালে কি করেছি কবে, জানিয়া এখন তাহা কি বা ফল হবে?
> তথাপি আমার পক্ষে যদি জানিবার থাকে কিছু, বল তাহা, শুনি একবার।

তখন ভগবান্ বকের অতীত জীবনসমূহের বৃত্তান্ত বুঝাইবার জন্য চারিটী গাথা বলিলেন :—

> বহুলোকে মরুদেশে নিদাঘ-পীড়নে
> পিপাসায় হয়েছিল ওষ্ঠাগত প্রাণ;
> ব্রতশীলবান্, তুমি, করেই যতনে
> রক্ষিলা সে সব জীবে করি বারি দান।
> এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা,
> নিদ্রা অবসানে লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

> দস্যুগণ গ্রাম লুঠি, বন্দী করি সবে লইয়া যাইতেছিল পুরাকালে যবে,
> এণি কূলে ছিলা তুমি ব্রতশীলবান্, করিলা কৃপার বশে আর্ত্তগণে ত্রাণ।
> এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা, নিদ্রান্তে প্রবুদ্ধ লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

* মূলে শত "সহস্সানং নিরব্বুদানং" আছে। ১এর পিঠে ৬৩টী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহার নাম নিরর্ব্বুদ। ইহার শত সহস্র এক অহহ। এই সকল সংখ্যা সামান্য গণিতবেত্তাদিগের ধারণাতীত।

নাগরাজ নিঠুর মনুষ্যবধ তরে যখন ধরিল নৌকা গঙ্গার উপরে,
নিজবলে অভিভূত করিয়া তাহায় উদ্ধারিলা বিপন্নেরে তুমি, মহাশয়।
এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা, নিদ্রা-অবসানে লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

ছিলাম তোমার শিষ্য আমি পুরাকালে, কপ্প এই নামে মোরে ডাকিত সকলে।
অপার তোমার প্রজ্ঞা, ব্রতশীলাচার সমস্তই পরিজ্ঞাত আছিল আমার।
এখনও স্মরি আমি তব পুণ্যকথা, নিদ্রান্তে প্রবুদ্ধ লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।*

শাস্তার কথায় বকের নিজকৃতকর্ম্ম স্মরণ হইল এবং তিনি শাস্তার স্তুতি করিয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন:-

যে জন্মে আমি যে কার্য্য করেছি সাধন, প্রজ্ঞাবলে সব তব হয়েছে স্মরণ।
বুদ্ধ তুমি, সব জান, তব অগোচর কিছু মাত্র নাই এই বিশ্বের ভিতর।
অত্যুজ্জ্বল দেহচ্ছটা সে হেতু তোমার উদ্ভাসিত করিয়াছে ধাম আভাস্বর।

শাস্তা এইরূপে নিজের বুদ্ধগুণ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা ও সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া দশ সহস্র ব্রহ্মার চিত্ত আসক্তি ও পাপচিন্তা হইতে বিমুক্ত হইল। এইরূপে ভগবান্ বহু ব্রহ্মার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং উক্তরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

[সমবধান তখন কেশব তাপস ছিলেন সেই বকব্রহ্ম এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক]।

---

* টীকাকার এই গাথাচতুষ্টয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন কথাগুলি দিয়াছেন :—

(১) বকব্রহ্মা কোন প্রাচীন কল্পে তপস্বী ছিলেন। তিনি মরুকান্তারে অবস্থিতি করিয়া বহুপ্রাণীকে জলপান করাইতেন। একদা এক সার্থবাহ পঞ্চশত শকটসহ ঐ কান্তারে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অনুচরগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া সাতদিন ছুটাছুটি করে। সে জন্য তাহাদের ইন্ধন ফুরাইয়া যায়, তাহারা অনাহারে ও পিপাসায় প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেয়। তপস্বী ধ্যানবলে তাহাদের দুরবস্থা জানিতে পারেন। তিনি তখন ঋদ্ধিবলে গঙ্গাস্রোতকে সার্থবাহদিগের নিকটে প্রেরণ করেন এবং মরুদেশে এক বন সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য ও গোদিগের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেন।

(২) বকব্রহ্মা একজন্মে তপস্বী হইয়া এণি নামে এক নদীর তীরে কোন প্রত্যন্তগ্রামের সন্নিধানে বাস করিতেন। একদা কতিপয় দস্যু পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং গ্রামবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। পথে তাহারা কয়েকজন প্রহরী রাখিয়া অন্নপাকের জন্য এক পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করে। এদিকে তপস্বী গোমহিষ, বালকবৃদ্ধ প্রভৃতিদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে চতুরঙ্গিণী সেনা সৃষ্টি করিয়া রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে দস্যুদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। দস্যুরা যে সকল প্রহরী রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারা ছুটিয়া গুহায় গিয়া এই সংবাদ দেয়। দস্যুরা ভাবিয়াছিল, রাজা আসিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বিফল। তাহারা সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী ফেলিয়া আহার না করিয়াই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে।

(৩) কোন প্রাচীনকালে বকব্রহ্মা গঙ্গাতীরে তপস্যা করিতেন। তখন লোকে দুই তিনখানা নৌকা যুড়িয়া উহার উপরে পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত করিত এবং উহাতে আরোহণ করিয়া পান ভোজন করিতে করিতে আত্মীয়স্বজনের গৃহে যাইত। তাহারা পীতাবশিষ্ট সুরা ও ভুক্তাবশিষ্ট অন্নমাংসাদি গঙ্গায় ফেলিয়া দিত। 'ইহারা মস্তকোপরি উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিতেছে' ইহা ভাবিয়া গঙ্গাগর্ভস্থ নাগরাজ বড় ক্রুদ্ধ হইলেন, 'এখনই ইহাদিগকে নিমজ্জিত করিব' এই অভিপ্রায়ে এক বিশাল দ্রোণির ন্যায় দেহধারণপূর্ব্বক জলভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং ফণ বিস্তার করিয়া তাহাদের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরোহীরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ইহা শুনিয়া তপস্বী তৎক্ষণাৎ সুপর্ণবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগরাজ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন।

(৪) কল্পের কথা বর্ত্তমান খণ্ডের কেশবজাতকে (৩৪৬) বলা হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

৪০৬—গান্ধার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ভৈষজ্য-সঞ্চয়-শিক্ষাপদসম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু রাজগৃহ নগরে ঘটিয়াছিল। যখন আয়ুষ্মান্ পিলিন্দিক বৎস উদ্যানপালকের † পরিজনবর্গকে মুক্ত করিবার জন্য রাজভবনে গিয়া ঋদ্ধিবলে সমস্ত প্রাসাদ সুবর্ণময় করিয়াছিলেন, তখন লোকে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থবিরকে পঞ্চভৈষজ্য উপহার দিয়াছিল। স্থবির সে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। ভিক্ষুগণ এককালে বহুভৈষজ্য পাইয়া, যে যেমন পারিলেন, কেহ হাঁড়িতে, কেহ ঘটে, কেহ থলিতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "শ্রমণেরা অতিলোভী; ইহারা ঘরের ভিতর ভৈষজ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে।" এই বৃত্তান্ত শাস্তার কর্ণগোচর হইলে তিনি নিয়ম করিলেন যে, কোন পীড়িত ভিক্ষুর জন্য ভৈষজ্য [আনীত হইলে তাহা সাত দিনের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে।] অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন পণ্ডিতেরা, অন্য শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এবং পঞ্চশীলমাত্র রক্ষা করিয়াও সঞ্চয়ের বিরোধী ছিলেন,—যাহারা লবণ ও শর্করা মাত্র পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তোমরা কিন্তু এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় দিনের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিতেছ।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গান্ধাররাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন। তখন মধ্যদেশে বিদেহ রাজ্যে বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। যদিও এই উভয় রাজার পরস্পর দেখা শুনা হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল এবং একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। তৎকালে লোকের দীর্ঘায়ুঃ ছিল। তাহারা ত্রিশ হাজার বৎসর বাঁচিত।

---

* মহাবর্গ ৬।১৫, ১০। ভৈষজ্য বলিলে, এখানে ঘৃত, নবনীত, মধু তৈল ও গুড়, এই পঞ্চ দ্রব্য বুঝিতে হইবে। "যানি খো পন তানি গিলানানং ভিক্খূনং পটিসায়নীয়ানি ভেসজ্জানি, সেয্যথীদং সপ্পি নবনীতং তেলং মধু ফাণিতং, তানি পটিগ্গহেত্বা সত্তাহপরমং সন্নিধিকারকং পরিভুঞ্জিতব্বানি। তং অতিক্কাময়তো নিস্সগ্গিয়ং। —ভি০প্রা০ (পাত্রবর্গ)।

† "আরামিক" শব্দে সাধারণ "উদ্যানপাল" অর্থবাচক হইলেও এখানে 'ভৃত্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পিলিন্দিয় বচ্ছ (পিলিন্দিক বৎস)-সম্বন্ধে মহাবর্গে এইরূপ দেখা যায় :—তিনি একদা একটা গুহায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেছিলেন। এই সময়ে বিম্বিসার সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ একজন ভৃত্য দিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধদেবের অনুমতি লইয়া পিলিন্দিক বৎস রাজার এই দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু রাজা একথা ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর পঞ্চশত দিন অতীত হইলে রাজা যখন নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, তখন অনুতপ্ত হইয়া পিলিন্দিক বৎসের নিকট পঞ্চশত ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের বাসের জন্য একখানি গ্রাম দান করিলেন। এই গ্রামের নাম হইল আরামিক গ্রাম বা পিলিন্দিক গ্রাম। পিলিন্দিক বৎস ঐ গ্রামে ভিক্ষাচর্য্যায় যাইতেন। তিনি একদিন গিয়া দেখিলেন, গ্রামে উৎসব হইতেছে, বালকবালিকারা মাল্যাদি পরিয়া আনন্দে বেড়াইতেছে, কেবল এক দরিদ্রের কন্যা মাল্যাদি আভরণ না পাইয়া কাঁদিতেছে। "আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি" বলিয়া পিলিন্দিক বৎস তাহার গলে একটা খড়ের বিড়া পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার ঋদ্ধিবলে উহা অপূর্ব্ব হেমহারে পরিণত হইল। বিম্বিসার শুনিলেন, ঐ বালিকার গলে যে হার আছে, তাঁহার গৃহেও সেরূপ হার দেখা যায় না। তিনি স্থির করিলেন, উহা অপহৃত বস্তু। এ জন্য তিনি বালিকা ও তাহার মাতা পিতা প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই কথা শুনিয়া পিলিন্দিক বৎস রাজভবনে গমন করিলেন; তাঁহার প্রভাবে রাজভবন তৎক্ষণাৎ হেমময় হইল। বিম্বিসার নিজের ভ্রম বুঝিয়া আরামিক পরিজনবর্গকে মুক্তি দিলেন।

পিলিন্দিক বৎস শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঋদ্ধিবল সম্বন্ধে আর একটী প্রচলিত গল্প এই :—একদা তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় যাইবার সময়ে দেখিলেন, একটা লোক এক ঝুড়ি পিপ্পলি মাথায়

একদা গান্ধাররাজ পৌর্ণমাসীর পোষধ দিবসে শীল গ্রহণ করিয়া* মহাতলে সুবিন্যস্ত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে প্রাচীদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত ধর্ম্মকথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে, যে পূর্ণচন্দ্র সমস্ত নভোমণ্ডলব্যাপী হইবে মনে হইতেছিল, তাহাকে রাহু আসিয়া গ্রাস করিল। অমনি চন্দ্রের প্রভা অন্তর্হিত হইল; অমাত্যেরা চন্দ্রমণ্ডল দেখিতে না পাইয়া রাজাকে বলিলেন, "চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছে।" রাজা চন্দ্রের দিকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই চন্দ্র আগন্তুক উপক্লেশে নিষ্প্রভ হইয়াছে; আমার পক্ষে এই রাজানুচরগণও উপক্লেশ; রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমিও যদি নিষ্প্রভ হই, তাহা হইলে ভাল হইবে না। অতএব আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া নির্ম্মলগগনতলবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রব্রজ্যাবলম্বন করিব। অন্যকে উপদেশ দিয়া আমার কি লাভ? আমি নিজকুলে ও প্রজাগণে অনাসক্ত হইয়া এখন অবধি নিজেকেই উপদেশ দিব। ইহাই আমার কর্ত্তব্য।' ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন"। এইরূপে তিনি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের আধিপত্য ত্যাগ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদেহরাজ বণিক্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বন্ধু সুখে আছেন ত?" বণিকেরা তাঁহাকে গান্ধাররাজের প্রব্রজ্যাগ্রহণ বৃত্তান্ত জানাইল। তাহা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু যখন প্রব্রাজক হইয়াছেন, তখন আমিই বা রাজ্য দিয়া কি করিব?' তিনি সপ্তযোজন-বিস্তীর্ণ মিথিলা নগরী, তিনি শত যোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য, ষোড়শ সহস্র গ্রাম, পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারসমূহ এবং ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী পরিত্যাগপূর্ব্বক, পুত্রকন্যাদির কথা মন হইতে দূরীভূত করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রব্রজ্যাগ্রহণানন্তর ফলাহারী হইয়া প্রশান্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। বিদেহের তাপস গান্ধারের তাপসের সহিত দেখা করিতেন। একদা পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহারা বৃক্ষমূলে বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতেছেন, এমন সময়ে গগনতলে বিরাজমান চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইল। চন্দ্রের প্রভা নষ্ট হইল কেন, ইহা জানিবার জন্য বিদেহ তাপস ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, কে এই চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া প্রভাহীন করিয়াছে?" গান্ধার তাপস বলিলেন, "অন্তেবাসিক, ইহার নাম রাহু। এই রাহুই চন্দ্রের একমাত্র উৎপীড়ক; এ চন্দ্রকে প্রভা বিকিরণ করিতে দেয় না। আমি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, 'এই পরিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল আগন্তুক উৎপীড়ক দ্বারা প্রভাহীন হইয়াছে; রাজ্যও আমার পক্ষে উৎপীড়ক। অতএব রাহু যেমন চন্দ্রকে নিষ্প্রভ করিল, রাজ্য সেইরূপে আমাকে নিষ্প্রভ করিবার পূর্ব্বেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এইরূপে রাহুগৃহীত চন্দ্রকে আমি আমার আলম্বন করিলাম এবং মহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইলাম।" "আচার্য্য, তাহা হইলে বুঝিলাম, আপনি গান্ধাররাজ।" "হাঁ, আমি গান্ধারের রাজা ছিলাম।" "আচার্য্য, আমিও মিথিলা

লইয়া যাইতেছে। পিলিন্দিক জিজ্ঞাসিলেন, "তোর ঝুড়িতে কি আছে রে?" লোকটা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "ইন্দুরের বিঠা।" অনন্তর সে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখে পিপ্পলিগুলি মূষিকবিষ্ঠায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পর সে ঝুড়ি লইয়া আবার পিলিন্দিকের নিকটে গেল এবং তিনি উহাতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিল, পিপ্পলি আছে।" তখন সেই মূষিকবিষ্ঠা আবার পিপ্পলিতে পরিণত হইল।

* অর্থাৎ তিনি পঞ্চশীল রক্ষা করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া।

রাজ্যের বিদেহ নগরস্থ বিদেহ নামক রাজা। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা না হইলেও বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল নয় কি?" "আপনি কি দেখিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন?" "আমি শুনিলাম, আপনি প্রব্রজ্যা লইয়াছেন এবং ভাবিলাম, প্রব্রজ্যার গুণ দেখিয়াই আপনি প্রব্রাজক হইয়াছেন। সেইজন্য আপনাকেই আমার আলম্বন মনে করিয়া আমি রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রাজক হইয়াছি।" অতঃপর তাপসদ্বয় পরস্পরের সংসর্গে অতীব সম্প্রীতভাবে ফলাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হিমবন্তপ্রদেশে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তাঁহারা একদা লবণ ও অম্লসেবনার্থ হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোকে তাহাদের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইল, তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল, তাঁহারা সেখানে অবস্থিতি করিবেন এই অঙ্গীকার করাইয়া অরণ্যমধ্যে রাত্রিযাপনের স্থানাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাস করাইল এবং তাঁহাদের ভোজনার্থ পথপার্শ্বে এক উদকস্থলভস্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। তাঁহারা প্রত্যন্তগ্রামে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া এই পর্ণশালায় উপবেশন করিতেন এবং ভোজনান্তে বাসস্থানে চলিয়া যাইতেন। লোকে তাঁহাদিগকে আহার্য্য বস্তু দিবার কালে কোন দিন পাতায় লবণ দিত, কোন দিন বা লবণহীন খাদ্যই দিত। তাহারা একদিন একটা পাতার ঠোঙ্গায় অনেক লবণ দিয়াছিল। বিদেহতাপস উহা লইয়া বোধিসত্ত্বের ভোজনকালে তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ দিলেন, নিজেও উপযুক্ত পরিমাণে লইলেন, এবং যে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, সে দিন কাজে লাগিবে ভাবিয়া অবশিষ্ট লবণ ঠোঙ্গায় বান্ধিলেন ও ঘাসের আঁটির মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

অতঃপর একদিন তাঁহাদের অলবণ আহার জুটিল। বিদেহতাপস গান্ধারতাপসকে ভিক্ষাভাজন দিয়া ঘাসের আঁটির ভিতর হইতে লবণ আনিলেন, এবং বলিলেন, "আচার্য্য, লবণ গ্রহণ করুন।" গান্ধার-তাপস বলিলেন, "আজ ত লোকে লবণ দেয় নাই; তুমি লবণ কোথায় পাইলে?" "আচার্য্য, পূর্ব্বে একদিন লোকে প্রচুর লবণ দিয়াছিল। যে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, সে দিন কাজে লাগিবে বলিয়া আমি উদ্বৃত্ত লবণ রাখিয়া দিয়াছিলাম।" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "নির্ব্বোধ, তুমি ত্রিশতযোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছ এবং অকিঞ্চনভাব প্রাপ্ত হইয়াছ; এখন আবার তোমার লবণের দানায় তৃষ্ণা জন্মিয়াছে!" অনন্তর তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বোধিসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন:—

> ষোড়শ সহস্র গ্রাম, ধনরত্নে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভাণ্ডার,
> ত্যজিয়া হইলা এবে সঞ্চয়ী আবার তুমি। ছি, ছি, তব একি ব্যবহার। *

এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া বিদেহতাপস গান্ধার-তাপসের প্রতিপক্ষ হইলেন;—তিনি ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি নিজের দোষ দেখিতে পান না, কেবল আমারই দোষ দেখেন। আপনি যখন রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন, তখন স্থির করিয়াছিলেন না কি যে অন্যকে উপদেশ দিয়া কি হইবে, নিজেকেই উপদেশ দিবেন'? এখন আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন কেন বলুন ত?

* বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও ভিক্ষুর পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ। সঞ্চয়ী ঈশানকে সনাতন গোস্বামী দণ্ডিত করিয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃতের পাঠকেরা তাহা জানেন।

ত্যজিয়া গান্ধার রাজ্য ধনরত্নে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভাণ্ডার
শাসনবিরত হয়ে আবার শাসনে ইচ্ছা ' ছি ছি, তব একি ব্যবহার ?"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ধর্ম্মকথা বলি আমি ; অধর্ম্ম দেখিলে মোর মনে হয় ঘৃণার উদয় ;
ধর্ম্মকথা বলি কেহ অপরের হিত তরে কভু নাহি পাপে লিপ্ত হয়।*

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া বিদেহতাপস বলিলেন, "বক্তব্য বিষয় সুসঙ্গত হইলেও যদি তদ্দ্বারা অপরের মনে আঘাত লাগে ও অপরের ক্রোধ জন্মে, তাহা হইলে তাহা বলা উচিত নহে। কেহ কুণ্ঠ ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, আপনার অতি কঠোর বাক্যে আমারও সেইরূপ কষ্ট হইয়াছে।

যে কথা শুনিলে দুঃখ উপজে অন্যের মনে, হোক তাহা অতি সারবতী,
তথাপি তা মুখে আনা, পণ্ডিত জনের পক্ষে, হয় না কি অনুচিত অতি † ?"

তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

"হো'ক্ ক্রুদ্ধ, অবহেলি উপদেশ দি'ক্ ফেলি, ফেলে লোকে তুষামুষ্টি যথা ;
তথাপি বলিব আমি ; পাপ না স্পর্শিবে মোরে যতক্ষণ কব ধর্ম্ম-কথা।

দেখ আনন্দ ! ‡ যে কুম্ভকার কেবল অদগ্ধ মৃত্তিকা লইয়া কাজ করে, আমি তাহার ন্যায় নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিব না। আমি পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিব ; যাহা সার তাহাই থাকিবে।" কুম্ভকার যেমন মৃৎপাত্রগুলিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া যে গুলি অদগ্ধ তাহা গ্রহণ করে না, কেবল সুদগ্ধগুলি গ্রহণ করে, বুদ্ধশাসনের অনুমোদিত পথে থাকিলে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া ও শাসন করিয়া, যে সকল ব্যক্তি সুদগ্ধভাণ্ডসদৃশ, কেবল তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বুঝাইবার জন্য বিদেহতাপসকে উপদেশ দিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন,

পণ্ডিতের উপদেশে বুদ্ধিবিনয়ের যদি উৎকর্ষ না হয় সংঘটন,
দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানহীন মানুষ বিপথে চলে, বনে অন্ধ মহিষ যেমন।

আচার্য্যের শিক্ষাগুণে সুশিক্ষিত সদাচার সুবিনীত আছে লোক যত
গৃহী কি সন্ন্যাসী—দেখি চরিত্র তাদের, অন্যে হয়ে থাকে সুপথে চালিত। §

ইহা শুনিয়া বিদেহতাপস বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি এখন অবধি আমাকে উপদেশ দিবেন। আমি স্বভাবতঃ অসহিষ্ণু বলিয়া আপনার সহিত তর্ক করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন।"

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার ধর্ম্মপদ হইতে নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় তুলিয়াছেন।

বর্জ্জ্য যাহা, প্রদর্শন করেন যে সুধীজন, দোষ দেখি করেন ভর্ৎসন,
ভজ সে পণ্ডিতবরে ; গুপ্তনিধি তব করে আনি তিনি করেন অর্পণ।
হেন গুরু ভজে যেই কদাপি না হয় সেই কোনরূপ পাপের ভাজন।
দোষ দেখি তিরস্কার, উপদেশ দান, আর পাপ হ'তে বিনিবৃত্ত করা,
এই ধর্ম্ম পণ্ডিতের, প্রিয় তিনি ধার্ম্মিকের ; দ্বেষে তাঁরে অধার্ম্মিক যাঁরা।

† তুং—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

‡ বিদেহরাজ উত্তরকালে জন্মান্তর লাভ করিয়া 'আনন্দ' নামে অভিহিত হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়াই যেন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে আনন্দ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

§ এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার ক্ষুদ্রকপাঠ হইতে নিম্নলিখিত গাথা তুলিয়াছেন :—

ত্রিপিটকে পারগতা, সর্ব্বশিল্পে নিপুণতা, সাবধানে শিক্ষিত বিনয়
বচনের মধুরতা, এই চারিগুণ হয় সর্ব্ববিধ মঙ্গল আলয়।

অনন্তর তিনি মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে নির্ব্বিবাদে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন; সেখানে বোধিসত্ত্ব বিদেহতাপসকে কৃৎস্ন পরিকর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন; বিদেহ তাহা অভ্যাস করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে তাঁহারা দুই জনেই অপরিহীন-ধ্যানবলে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই বিদেহরাজ এবং আমি ছিলাম সেই গান্ধাররাজ।]

৪০৭—মহাকপি-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জ্ঞাতিজনের হিতচেষ্টা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ভদ্রশাল জাতকে (৪৬৫) বলা যাইবে। ভিক্ষুরা যখন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ জ্ঞাতিগণের হিতানুষ্ঠান করেন," তখন শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিয়াছিলেন, "তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও জ্ঞাতিদিগের উপকার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর দীর্ঘায়ত-দেহ ও বহুবলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অশীতিসহস্র বানরের অধিনেতা হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতেন। তখন গঙ্গাতীরে বহুশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন, সান্দ্রচ্ছায়, বহুপত্রযুক্ত, গিরিকূটসমুন্নত একটা আম্রবৃক্ষ (কেহ কেহ বলেন, ন্যগ্রোধ বৃক্ষ) ছিল। তাহার অতি মধুর ও দিব্যগন্ধযুক্ত রসাল ফলগুলি আয়তনে বড় বড় ঘটের মত হইত। একটী শাখার ফল স্থলে পড়িত; এক শাখার ফল গঙ্গাজলে পড়িত; আর দুই শাখার ফল, ইহাদের মধ্যে, বৃক্ষমূলে পড়িত। বোধিসত্ত্ব কপিযূথ সঙ্গে লইয়া ঐ বৃক্ষের ফল খাইবার সময় ভাবিয়াছিলেন, কোন না কোন দিন এই বৃক্ষের ফল জলে পড়িলে আমাদের বড় বিপদ্ ঘটিতে পারে।' এই জন্য তিনি, যে শাখাটী জলের উপর ছিল, তাহাতে একটী ফলও রাখিতেন না; পুষ্পোদ্গমের সময়ে, কিংবা ফলগুলি যখন কেবল কলায়প্রমাণ হইত, তখনই বানরদিগের দ্বারা হয় ভক্ষণ করাইতেন, নয় ছিড়িয়া ফেলাইতেন। কিন্তু এত সতর্কতার মধ্যেও একবার একটা ফল পিপিলিকা-নির্ম্মিত পত্রপুটের অন্তরালে সহস্র বানরের চক্ষু এড়াইয়া রহিয়া গেল; এবং যথাকালে পাকিয়া নদীতে পড়িল ও ভাসিয়া চলিল। বারাণসীর রাজা নদীর ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে জাল বান্ধিয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন। উক্ত আম্র ফলটী ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার ঊর্দ্ধজালে আসিয়া ঠেকিল। রাজা সমস্ত দিন জলকেলি করিয়া সন্ধ্যাকালে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবেন, তখন কৈবর্ত্তেরা জাল তুলিতে গিয়া ঐ ফল দেখিতে পাইল এবং উহা কি ফল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ফল?" তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না, মহারাজ।" "কাহারা জানে, বল ত?" "বনেচরেরা জানিতে পারে।" রাজা তখনই বনেচরদিগকে ডাকাইলেন; এবং তাহাদের নিকট জানিতে পারিলেন যে উহা আম্রফল। তখন তিনি ছুরিকা দ্বারা ফলটা কাটিলেন, অগ্রে এক টুকরা বনেচরদিগের দ্বারা খাওয়াইলেন এবং শেষে নিজে খাইলেন, অন্তঃপুরচারিণীদিগকে দিলেন, অমাত্যদিগকেও খাওয়াইলেন। এই আম্রফলের দিব্যরসে

* জাতকমালা—২৭। ইহাতে দেবদত্তের কোন উল্লেখ নাই,—আম্রফলের পরিবর্ত্তে 'পরিপক্বতালফলাধিকতরপ্রমাণ' ন্যগ্রোধ ফলের কথা আছে।

রাজার সমস্ত শরীরে অপূর্ব্ব তৃপ্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি রসতৃষ্ণায় আকৃষ্ট হইয়া বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আম্রবৃক্ষ কোথায় আছে?" তাহারা বলিল, "হিমবন্তপ্রদেশে নদী-তীরে।" তখন তিনি বহু নৌসংঘাট * প্রস্তুত করাইলেন এবং নদী উজাইয়া চলিলেন। বনেচরেরা পথ দেখাইয়া চলিল। এইরূপে তিনি যে কতদিন চলিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, ক্রমাগত যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি সেই স্থানে উপনীত হইলেন; বনেচরেরা বলিল, "মহারাজ, ঐ সেই বৃক্ষ।" তখন রাজা নৌকাগুলি লাগাইয়া বহুলোকসহ পদব্রজে চলিলেন; বৃক্ষমূলে শয্যা প্রস্তুত করাইলেন এবং আম্রফল এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ঐ শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে প্রহরী রাখিলেন এবং অগ্নি জ্বালাইলেন।

এ দিকে সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে মহাসত্ত্ব নিশীথকালে স্বীয় অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। অশীতি সহস্র বানর শাখা হইতে শাখান্তরে গিয়া আম্র খাইতে লাগিল। ইহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি বানরদিগকে দেখিয়া লোকজনদিগকে জাগাইলেন এবং তীরন্দাজদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "যাহাতে এই ফলখাদক বানরেরা পলাইতে না পারে, এই ভাবে ইহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শরবিদ্ধ কর; কল্য আম্রের সহিত বানরমাংস খাইব।" তীরন্দাজেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া বৃক্ষটীকে বেষ্টন করিল এবং শরসন্ধান করিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া বানরেরা মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল; এবং পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "দেব, বানরেরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে শরবিদ্ধ করিবে, এই অভিপ্রায়ে তীরন্দাজেরা এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এখন আমাদের উপায় কি?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

অনুচরদিগকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব, যে শাখাটী ঠিক ঋজুভাবে উঠিয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করিলেন, যে শাখা গঙ্গাভিমুখে গিয়াছিল তাহার উপর গেলেন, তাহার অগ্রভাগ হইতে এক লম্ফে শতধনু অতিক্রমপূর্ব্বক গঙ্গার অপর তীরস্থ একটা গুল্মের উপর পতিত হইলেন। সেখান হইতে নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক তিনি শূন্যে কতদূর লাফাইয়া আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া লইলেন এবং একটা বেত্রলতার মূলচ্ছেদ করিয়া ও ছাল ছাড়াইয়া ভাবিলেন, 'এতটা গাছে বান্ধা থাকিবে এবং এতটা শূন্যে থাকিবে।' এইরূপে তিনি কেবল দুই অংশের মাপ লইলেন। কিন্তু যে অংশ নিজের কোমরে বান্ধা থাকিবে, তাহা ধরিতে ভুলিলেন। অনন্তর তিনি বেত হইতে উক্ত দুই মাপের পরিমাণ এক অংশ লইলেন এবং উহার একপ্রান্ত নদীতীরস্থ একটা বৃক্ষে এবং অপরপ্রান্ত নিজের কটিদেশে বান্ধিয়া বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘবেগে শূন্যপথে শতধনু অতিক্রম করিলেন। কিন্তু নিজের কটিদেশে যতটা বান্ধা ছিল, বেত কাটিবার সময়ে তাহা ধরেন নাই বলিয়া তিনি সেই আম্রবৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িতে পারিলেন না; কেবল দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে উহার শাখা ধরিয়া বানরদিগকে সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, "তোমরা যত শীঘ্র পার আমার পিঠের উপর দিয়া এই বেতের সাহায্যে অপর পারে গিয়া নিরাপদ্ হও।" তখন সেই অশীতিসহস্র বানর মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ও তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া অপর পারে চলিয়া গেল। তখন দেবদত্তও বানর হইয়াছিল এবং

* দুই তিন খানা নৌকা পাশাপাশি যুড়িলে তাহাকে 'নৌসংঘাট' বলা যাইতে পারে। ইহাতে নৌকা সহজে ডুবিতে পারে না।

তাহাদেরই মধ্যে ছিল। সে ভাবিল, 'এই আমার শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিবার (অর্থাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবার) উপযুক্ত সময়।' সে একটা উচ্চ শাখায় উঠিয়া মহাবেগে মহাসত্ত্বের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। ইহাতে মহাসত্ত্বের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল, তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। দেবদত্ত তাঁহাকে বেদনায় উন্মত্ত করিয়া চলিয়া গেল। মহাসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন।

রাজা জাগিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বানরদিগের ও মহাসত্ত্বের সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বানররাজ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াও নিজের প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক অনুচরদিগের আপন্নিবারণ করিল।' অনন্তর, রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি মহাসত্ত্বের উপর প্রীতিমান্ হইয়া স্থির করিলেন, 'এই কপিরাজের প্রাণবধ করা বিগর্হিত হইবে। ইহাকে কোন কৌশলে নামাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিব।' তিনি নৌসংঘাটি অধোগঙ্গায় সরাইয়া লইলেন, তদুপরি এক উচ্চ মঞ্চ বান্ধাইলেন এবং মহাসত্ত্বকে তাহার উপর আস্তে আস্তে নামাইলেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কাষায় বস্ত্র দ্বারা আবৃত করাইলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইলেন, তাঁহাকে সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন, তাঁহার শয্যার উপর তৈলচর্ম্ম আস্তৃত করাইলেন এবং তাহাকে তদুপরি শয়ন করাইয়া নিজে তদপেক্ষা নিম্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :—

সংক্রম * নিজের দেহ করিলা তারিতে কপিগণে তুমি মহা বিপদ্ হইতে !
কি হও তা'দের তুমি, কে তা'রা তোমার, জানিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

বানরযূথের রাজা আমি, অরিন্দম।
এদের রক্ষার ভার আমার উপর ;
হয়েছিল ইহাদের বিপত্তি বিষম,
সভয়ে কাঁপিতেছিল সমস্ত বানর।

তাই আমি এক লম্ফে হইনাম পার
শত সুবিস্তৃতধনুঃপ্রমাণ † আকাশ,
পড়িয়া অপর পারে বাঁধিনু আমার
কটিদেশে দৃঢ়রূপে বেত্রলতা-পাশ।

এ বৃক্ষে আসিতে লম্ফ দিলাম আবার,
বেগে ছুটে মেঘ যথা বায়ুর তাড়নে ;
লতা ছিল ছোট, তাই ধরিনু ইহার
শাখা এক দুই হাতে আমি প্রাণপণে।

শাখা আর লতা ধরি একপে যখন আকাশে ঝুলিনু আমি, শাখামৃগগণ
করিয়া প্রণাম মোরে, মম-পৃষ্ঠোপরি গিয়াছে চলি দুঃখ সাগরেরে তরি।
লতার বন্ধন, কিংবা আসন্ন মরণ, কিছুই আমার নহে দুঃখের কারণ।
ছিলাম যাদের আমি রাজা এতকাল, তাদের সুখেতে সুখী হয়েছি, ভূপাল।
উপমার স্থল এই, করেছি যে কাজ শিখাইতে রাজধর্ম্ম, শুন, মহারাজ!
জ্ঞানী যে ভূপতি তিনি সতত যতনে রত হন প্রজাদের কল্যাণসাধনে।
চোর, জনপদবাসী, বল ও বাহন— সবারই উন্নতি তাঁর লক্ষ্য অনুক্ষণ।

---

* সংক্রম—(পালি সংকম)—বাঙ্গালা 'সাঁকো'।

† ধনু—ছিলা না পরাইলে ধনুকের দণ্ড যতদূর বিস্তৃত হয় ততটা। ৪হাত=১ ধনু।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা রাজোচিত সমারোহের সহিত এই কপিরাজের শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।" তিনি মহিলাদিগকেও আদেশ দিলেন, "তোমরা রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তকেশে উল্কা হস্তে লইয়া কপিরাজকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শ্মশানে যাও।" তখন অমাত্যেরা শতশকটপূর্ণ কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করিলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত মহাসত্ত্বের শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন এবং তাঁহার কপালাস্থি লইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা মহাসত্ত্বের চিতার উপর একটা চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে দীপ জ্বালাইলেন এবং গন্ধমাল্যাদিদ্বারা প্রেত পূজা করাইলেন। অতঃপর তিনি কপালাস্থিখানি সুবর্ণখচিত করাইলেন; তাহাও গন্ধমাল্যাদিদ্বারা অর্চ্চিত হইল; লোকে উহা কুন্তাগ্রে তুলিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এই ভাবে সকলে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং মহাসত্ত্বের কপালাস্থি রাজদ্বারে রক্ষিত হইল। রাজার আদেশে সমস্ত নগর অলঙ্কৃত হইল; এবং তিনি সপ্তাহকাল ঐ অস্থির পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি এই ধাতু * লইয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, গন্ধমাল্যাদিদ্বারা ইহার পূজা করিতেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপে যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গলোক-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধপুরুষেরা ছিলেন সেই রাজার অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

☞ সাঁচীর স্তূপতোরণে এই জাতকটী শিলায় উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তকে এইরূপ একটী গল্পই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

৪০৮—কুম্ভকার-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে পাপের নিগ্রহসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু পানীয়-জাতকে (৪৫৯) বলা যাইবে। তখন শ্রাবস্তীর পঞ্চশত বন্ধু প্রব্রজ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক, যেখানে অনাথপিণ্ড কোটি সুবর্ণ দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন। একদিন অর্দ্ধরাত্র সময়ে ইঁহাদের মনে কামচিন্তার উদ্রেক হইল। শাস্তা রাত্রিতে তিনবার এবং দিনমানে চারিবার, সর্ব্বশুদ্ধ দিনে রাত্রিতে সাতবার আপন শিষ্যদিগের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ফলতঃ কিকি পক্ষী † যেমন তাহার অণ্ডের, চমরী গো যেমন তাহার পুচ্ছের, মাতা যেমন তাহার প্রিয়পুত্রের, একচক্ষুব্যক্তি যেমন তাহার চক্ষুটীর রক্ষাবিধান করে, শাস্তাও সেইরূপ নিজের শিষ্যদিগকে রক্ষা করিতেন এবং যখনই বুঝিতেন, কাহারও মনে পাপচিন্তার উদ্রেক হইয়াছে, তখনই সেই পাপচিন্তার নিগ্রহ করিতেন। সে দিন নিশীথকালে তিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা জেতবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি উক্ত ভিক্ষুদিগের পাপচিন্তা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষুদিগের মনে যে পাপচিন্তা দেখা দিয়াছে, তাহা বৃদ্ধি হইলে ইহাদের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হইবে। অতএব এখনই ইহাদের পাপের নিগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিব। তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া আনন্দকে ডাকিলেন, এবং "কোটিসুবর্ণক্রীত স্থানে যে সকল ভিক্ষু আছে তাহাদিগকে সমবেত কর" ইহা বলিয়া নিজে বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "দেখ মনে পাপ প্রবেশ করিলে তাহার বশে থাকা ভাল নহে, পাপরূপ শত্রু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের মহাবিনাশ করিয়া থাকে। সেই জন্য পাপ অল্পমাত্র

---

* ধাতু—relic, মহাপুরুষদিগের অস্থিনখদন্তাদি।

† নীলকণ্ঠ (blue jay)।

হইলেও ভিক্ষুদিগের তাহা নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অল্পমাত্র কারণ লক্ষ্য করিয়াই হৃদয়-নিহিত পাপচিন্তার নিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর উপকণ্ঠবর্ত্তী কোন গ্রামে * এক কুম্ভকারকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি কুম্ভকার বৃত্তিদ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন।

ঐ সময়ে কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে করণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা বহু অনুচরসহ উদ্যানে যাইবার কালে উদ্যানদ্বারে এক ফলভরে নমিত মধুর ফলবিশিষ্ট আম্রবৃক্ষ দেখিয়া গজস্কন্ধে বসিয়াই হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক এক থলি আম ছিঁড়িয়া লইলেন এবং উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলায় উপবেশনপূর্ব্বক যাহাদিগকে দিবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া অবশিষ্ট আম্র নিজে খাইলেন। রাজা যে সময়ে এই বৃক্ষের আম্র লইলেন, তখন হইতে, অপরেও লইতে পারে এই বিশ্বাসে অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সকলেই উহা হইতে আম পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া গাছে চড়িতে লাগিল, ঠেঙ্গাইয়া ডাল পালা ভাঙ্গিল, কাঁচা ফলগুলি পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিল। রাজা সমস্ত দিন উদ্যানে কেলি করিয়া সায়ংকালে অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে উপবেশনপূর্ব্বক প্রতিগমন করিবার সময়ে ঐ বৃক্ষটী দেখিতে পাইলেন, অবতরণপূর্ব্বক উহার মূলদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বৃক্ষটী সকালবেলা ফলভরে অবনত হইয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছিল! তখন ইহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যেন লোকের তৃপ্তি হইত না, তাহারা আবার দেখিত। এখন লোকে ফল লইয়া গিয়াছে, শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিয়াছে; ইহাকে সম্পূর্ণরূপে শোভাহীন করিয়াছে!' ইহার পর অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি একটা নিষ্ফল আম্রবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটী নিজের ফলহীনতাবশতঃ তরুলতাহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপর বৃক্ষটী ফলশালিতাবশতঃ এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনও ফলিতবৃক্ষ সদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে ধনবান্ তাহারই ভয়; নির্ধনের ভয় নাই। অতএব আমিও নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় হইব।' এই রূপে ফলিত বৃক্ষকে নিজের আলম্বন করিয়া তিনি উহার মূলদেশে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় † চিন্তা করিলেন, এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার ফলে তিনি তখনই প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন, 'এখন আমি মাতৃকুক্ষিকুটীর ভগ্ন করিলাম, আমাকে আর ভবত্রয়ের ‡ কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না; আমার পক্ষে এখন সংসাররূপ মলভূমি § শোধিত হইল। আমার অশ্রুসমুদ্র শুষ্ক হইল, অস্থিপ্রাকার ভগ্ন হইল; আমাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অমাত্যেরা গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি এখানে বহুক্ষণ অবস্থিত আছেন।" করণ্ডু বলিলেন, "আমি এখন রাজা নহি; আমি প্রত্যেকবুদ্ধ।" "প্রত্যেকবুদ্ধেরা ত আপনার মত নহেন!" 'তাঁহারা কীদৃশ ?"

---

* মূলে 'যারগামে' আছে।

† অনিচ্চং দুক্খং, অনত্তং—অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্মতা; সব অনিত্য, সব ক্লেশময়, সব মিথ্যা।

‡ কাম, রূপ, অরূপ অর্থাৎ কামলোকে (পৃথিবী ইত্যাদিতে), রূপলোকে (শরীরী দেবতাদিগের লোকে) এবং অরূপ ব্রহ্মলোকে।

§ সংসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ।

"তাঁহারা মুণ্ডিতমস্তক ও মুণ্ডিতাধরোষ্ঠ; তাঁহারা পীতবস্ত্রধারী; তাঁহারা কোন কুলে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা বাতবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় কিংবা রাহুমুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়; তাঁহারা হিমালয়স্থ নন্দমূল গুহায় বাস করেন। মহারাজ, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের এই সমস্ত লক্ষণ।" তখন রাজা নিজের হস্ত তুলিয়া মস্তক স্পর্শ করিলেন, অমনি তাঁহার সমস্ত গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল; এবং শ্রমণ-চিহ্ন সমস্ত দেখা দিল:—

ত্রিচীবর, পাত্র, বাসী, * সূচী ও পরিস্রাবণ,
লয়ে এই অষ্ট পরিষ্কার,
প্রকৃত ভিক্ষু যে জন জীবন করে যাপন,
নাহি অন্য প্রয়োজন তার।

শ্রমণের উক্ত অষ্টবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই রাজার দেহে সংলগ্ন হইল। তিনি আকাশে আসীন হইয়া জনসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন এবং বায়ুপথে উত্তর হিমবন্তে নন্দমূল গুহায় চলিয়া গেলেন।

গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে নগ্গজি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা প্রাসাদের উপরিতলে পল্যঙ্কমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, অদূরে এক রমণী এক এক হস্তে এক একটী মণিবলয় পরিধান করিয়া গন্ধ পেষণ করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'মণিবলয়গুলি দূরে দূরে পৃথক্ থাকিলে তাহাদের সঙ্ঘট্ট হয় না, তাহাদের সঙ্ঘট্টজনিত ঝনু ঝনু ধ্বনিও হয় না।' এ দিকে, ঐ রমণী দক্ষিণ হস্ত হইতে বলয়গাছটী খুলিয়া বামহস্তে পরিল, এবং দক্ষিণহস্ত দ্বারা গন্ধদ্রব্য একত্র করিয়া আবার পেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার বামহস্তের প্রথম বলয়ের সহিত দ্বিতীয় বলয়ের সঙ্ঘট্ট হইয়া শব্দ হইতে লাগিল। রাজা এই বলয়দ্বয়কে পরস্পর সঙ্ঘট্টজনিত শব্দ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'বলয় দুইগাছি যখন পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকে, তখন সঙ্ঘট্ট হয় না, কিন্তু এক গাছির সহিত আর এক গাছি লগ্ন হইলেই সঙ্ঘট্ট ও শব্দ হয়। প্রাণীরাও ঠিক এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত বা কলহ হয় না; কিন্তু দুইজন একত্র হইলেই তাহারা পরস্পরের স্বার্থে আঘাত করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। আমি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের অধিপতি; আমিও এখন অবধি একবলয়ের সদৃশ হইব এবং অপরের শাসন না করিয়া আত্মশাসনে রত থাকিব।' এই রূপে বলয়সঙ্ঘট্টনকে আলম্বন করিয়া উক্ত রাজা সেখানে বসিয়া বসিয়াই ত্রিলক্ষণ উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্ব-দৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্বের মত।

বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা প্রাতরাশ সমাপনানন্তর অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটে অবস্থিতিপূর্ব্বক রাজপথ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী মাংসবিপণি হইতে এক খণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া গিয়াছিল, এবং গৃধ্র ও অন্যান্য পক্ষীরা ঐ মাংস গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তুণ্ডাঘাতে, পক্ষাঘাতে ও পদাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পাছে প্রাণ যায়, এই আশঙ্কায় শ্যেনটা শেষে মাংস খণ্ড পরিত্যাগ করিল। অমনি আর একটা পক্ষী উহা গ্রহণ করিল; অন্যান্য পক্ষীরা তখন শ্যেনটাকে ছাড়িয়া দিয়া এই পক্ষীটাকেই আক্রমণ করিল। সেও বিপন্ন হইয়া ঐ মাংস ত্যাগ করিল এবং আর একটা উহা গ্রহণ করিল; তাহারও ঐরূপ

* ক্ষুর।

দুর্দ্দশা হইল। রাজা পক্ষীগুলিকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যে যে মাংসখণ্ড গ্রহণ করিল সেই সেই দুঃখ পাইল, যে যে তাহা পরিত্যাগ করিল, সেই সেই নিরুদ্বেগ হইল। যে ব্যক্তি পঞ্চকামগুণের বশীভূত হয়, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়; অন্যে সুখ ভোগ করে। বহু লোকের পক্ষেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। * আমার ষোড়শ সহস্র রমণী আছে; আমার পক্ষেও (ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া এবং) পঞ্চ কামগুণপরিহার করিয়া মাংশপিণ্ডত্যাগী শ্যেনের ন্যায় নিরুদ্বেগ ও সুখী হওয়া কর্ত্তব্য।' মনে মনে ধীরভাবে এই রূপ আন্দোলন করিয়া তিনি সেখানে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্বের মত।

উত্তর পঞ্চাল রাজ্যে কাম্পিল্য নগরে দুর্মুখ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন প্রাতরাশের পর সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া অমাত্যগণসহ উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট অবস্থিতি-পূর্ব্বক রাজাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এমন সময়ে একটা গোশালার দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং উহা হইতে কয়েকটা বৃষ নির্গত হইয়া কামবশে একটা গবীর পশ্চাতে ছুটিল। ইহাদের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণবিষাণ বৃষ অন্য একটা বৃষকে আসিতে দেখিয়া কামমাৎসর্য্যে অভিভূত হইয়া তীক্ষ্ণবিষাণদ্বারা তাহার সক্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গে আঘাত করিল। সেই আঘাতে শেষোক্ত বৃষটার ক্ষতস্থান হইতে অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরীই কামপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ ভোগ করে। এই বৃষটা কামবশেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; অন্য প্রাণীরাও কামের প্রভাবে কম্পিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর পীড়াকারী এই কাম পরিহার করাই আমার কর্ত্তব্য।' এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেখানে দাঁড়াইয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্বের মত।

উল্লিখিত প্রত্যেকবুদ্ধচতুষ্টয় একদা, ভিক্ষাচর্য্যার বেলা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, নন্দমূল-গুহা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পর্ণলতার দন্তকাষ্ঠ দ্বারা অনবতপ্তহ্রদে দন্তধাবন করিলেন, শরীর-কৃত্য সম্পাদনানন্তর মনঃশিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন এবং ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া পঞ্চবর্ণ মেঘের উপর পাদক্ষেপ করিতে করিতে বারাণসী নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী সেই গ্রামের নিকটে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা এক সুবিধাজনক স্থানে চীবর পরিধান করিলেন এবং পাত্রহস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া সজ্জিত আসনে উপবেশন করাইলেন, দক্ষিণোদক দানপূর্ব্বক সুরসাল খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং একান্তে আসীন হইয়া জ্যেষ্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণিপাতপুরঃসর বলিলেন, "ভদন্ত, ভবদীয় প্রব্রজ্যা কি সুন্দর দেখাইতেছে! ভবদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিপ্রসন্ন ও দেহের বর্ণ পরিশুদ্ধ। বলুন ত, কোন্ আলম্বন গ্রহণ করিয়া ভদন্ত প্রব্রজ্যা লইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছেন?" জ্যেষ্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধের ন্যায় অপর প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকটে গিয়াও তিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধচতুষ্টয়, আমি অমুক রাজ্যে অমুক নগরে অমুক রাজা ছিলাম ইত্যাদি পরিচয় দিয়া এক এক জন যথাক্রমে নিম্নলিখিত এক একটী গাথা বলিলেন:—

* তুং—শীলমীমাংসা-জাতক (৩৩০)।

যাইতে উদ্যানে, পথে, কানন মাঝারে দেখিলাম ফলবান্ তরু সহকারে।
বিশাল, শ্যামল কিন্তু সেই বৃক্ষস্বামী হেরিনু শ্রীহীন যবে, ফিরিলাম আমি।
ফল পাইবার তরে লগুড় মারিয়া শাখাপল্লবাদি লোকে ফেলেছে ভাঙ্গিয়া।
ফলহেতু হেরি তার হেন বিড়ম্বন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

বিমৃষ্ট, বিবিধবর্ণমণিতে রচিত বলয়যুগল, শ্রেষ্ঠশিল্পিবিনির্ম্মিত,
পরিয়া দুহাতে বামা করিল যখন পেষণ গন্ধের, শব্দ হল না তখন।
দুগাছি যেমনকিন্তু এক হাতে পরে, সঙ্ঘট্টন-ধ্বনি পশে শ্রবণবিবরে।
একাকী থাকার গুণ করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

মাংস লয়ে পক্ষী যবে উড়িয়া চলিল বহু পাখী আসি তারে আক্রম করিল।
বিষয়ীর এদুর্দ্দশা করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

যূথমধ্যে মহাবল, মহাককুদ্মান্ কামহেতু বৃষ এক হারাইল প্রাণ।
কামের এ পরিণাম করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

বোধিসত্ত্ব এক একটী গাথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু ভদন্ত, সাধু। এইরূপ আলম্বন-সকল ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই অনুরূপ।" এইরূপে তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধদিগের স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া গৃহবাসে বীতরাগ হইলেন। প্রত্যেকবুদ্ধেরা চলিয়া গেলে তিনি প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক সুখাসীন হইয়া ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, এই প্রত্যেকবুদ্ধ চারিজন রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। ইঁহারা এখন অকিঞ্চন, অপরিবাধ এবং প্রব্রজ্যাসুখে সুখী। আমি কিন্তু মজুরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি? তুমি সন্তান দুইটীর রক্ষার ভার লইয়া গৃহে থাক।

করণ্ডু কলিঙ্গরাজ, গান্ধারের রাজা
নগ্নজী যাঁহার নাম, বিদেহ-ঈশ্বর
নিমি, পঞ্চালের পতি দুর্ম্মুখ—ইঁহারা
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ত্যজি, প্রব্রজ্যা লইয়া
অকিঞ্চন ভাবে কাল যাপিছেন এবে।

দেখিলে স্বচক্ষে তুমি, কেমন এঁদের
প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা-সমান উজ্জ্বল
পুণ্যপূত দিব্য দেহ হয়েছে এখন!
আমিও, ভার্গবি, ত্যজি সর্ব্ববিধ কাম
বিচরিব আজ হ'তে একাকী নির্জ্জনে।"

বোধিসত্ত্বের পত্নী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া আমার মনও ঘরে তিষ্ঠিতেছে না।

ইহাই উত্তমকাল, ইহা হ'তে আর উপযুক্ত কাল ভাগ্যে হবে না আমার।
হেন উপদেষ্টা আর পাব না কখন; যাব একা চলি করি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
পুরুষের করমুক্ত পক্ষিণী যেমতি, সর্ব্বত্র হইবে মোর অবিরোধ গতি।"

বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। বোধিসত্ত্বকে বঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রেই প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছায় ভার্গবী বলিলেন, "স্বামিন্, আমি ঘাটে যাইতেছি, আপনি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখিবেন।" ইহা বলিয়া যেন কলস লইয়া গেলেন এইরূপ ভাণ করিয়া তিনি নগরের বহির্ভাগে সেই তপস্বীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন ফিরিলেন না, তখন বোধিসত্ত্ব নিজেই সন্তান দুইটী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা যখন একটু বড় হইল এবং নিজেরাই বুঝিতে সুঝিতে পারিল, তখন তাহাদিগের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ বোধিসত্ত্ব রান্ধিবার কালে কোন দিন ভাতগুলি শক্ত রাখিতে লাগিলেন, কোন দিন গলাইয়া ফেলিতে লাগিলেন; কোন দিন ভাত ভাল করিতেন, কোন দিন বা একেবারে যাউ করিয়া ফেলিতেন, কোন দিন লবণ দিতেন না, কোন দিন বা লবণে পোড়াইয়া ফেলিতেন। বালক ও বালিকা বলিত, "বাবা, আজ ভাত শক্ত আছে", "আজ গলিয়া গিয়াছে; "আজ ভাল হইয়াছে; "আজ নুন দেওয়া হয় নাই"; "আজ নুনে পুড়িয়া গিয়াছে।" বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথায় সায় দিতেন এবং ভাবিতেন, 'ইহারা এখন কোন্ দ্রব্য সুসিদ্ধ, কোন্টা অল্পসিদ্ধ, কোন্ দ্রব্য লবণহীন, কোন্টা অতিলবণ ইহা জানে; ইহারা স্ব স্ব চেষ্টার বলেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে। অতএব এখন আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি সন্তান দুইটীকে জ্ঞাতিবন্ধুগণের গৃহ দেখাইয়া নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং নগরের বাহিরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর একদিন এক প্রব্রাজিকা বারাণসীতে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময়ে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, আপনি বোধ হয় সন্তান দুইটীকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তাহাদিগকে মারি নাই; তাহারা যখন নিজের ক্ষমতাবলেই বুঝিতে সুঝিতে শিখিল, তখন আমি প্রব্রজ্যা লইলাম। তুমি কিন্তু তাহাদের কথা আদৌ ভাব নাই; তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াই প্রব্রজ্যা-সুখের আস্বাদ পাইয়াছিলে।

সুপক্ব, অপক্ব কিংবা লবণবর্জ্জিত, অধিক লবণযোগে অথবা বিকৃত,—
খাদ্যের এ দোষগুণ বুঝে তারা সবে; তাই প্রব্রাজক আমি হইয়াছি এবে।
নিশ্চিন্ত এখন মোরা; যে পথে যাহার চলিতে বাসনা, তাহে বাধা নাই আর।"

পরিব্রাজিকারে এই উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন। পরিব্রাজিকাও ঐ উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ইচ্ছামত স্থানে চলিয়া গেলেন। ঐ দিন ব্যতীত আর কখনও ইঁহাদের দুইজনের দেখাদেখি হয় নাই। বোধিসত্ত্ব অতঃপর ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কুম্ভকারের কন্যা, রাহুলকুমার ছিলেন তাঁহার পুত্র; রাহুলমাতা ছিলেন সেই প্রব্রাজিকা এবং আমি ছিলাম সেই প্রব্রাজক।]

৪০৯—দৃঢ়ধর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতি করিবার কালে উদয়ন রাজার * ভদ্রবতী নাম্নী হস্তিনীর

---

* মূলে 'বৎসরাজা' পাঠ দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হইয়াছেন।' কিন্তু এ বিশেষণের এখানে কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

বৎসরাজ উদয়নের কথা সংস্কৃত ও পালি উভয় সাহিত্যেই দেখা যায়। উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সেখানে তিনি রাজপুত্রী বাসবদত্তার বীণাচার্য্য হইয়া শেষে তাঁহাকে হরণ করিয়া কৌশাম্বীতে প্রতিগমন করেন, উত্তরকালে তাঁহার সহিত সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলী এবং অঙ্গরাজকন্যা প্রিয়দর্শিকারও বিবাহ হয়—এই সমস্ত কাহিনী ভাস, শ্রীহর্ষ, সুবন্ধু প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বাসবদত্তা-হরণবৃত্তান্ত তখন এদেশের প্রায় সকলেই জানিত। কালিদাস অবন্তীদেশ বর্ণন করিবার কালে "উদয়নকথা-

সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই হস্তিনীর ভাগ্যে যে সুখপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল তাহা এবং উদয়ন রাজার বংশ বৃত্তান্ত মাতঙ্গ-জাতকে (৪৯৭)* বলা যাইবে।

একদিন প্রাতঃকালে ঐ হস্তিনী নগর হইতে নিষ্ক্রমণকালে দেখিতে পাইল, অনুপমেয় বুদ্ধশ্রীসম্পন্ন ভগবান্ আর্য্যগণ-পরিবৃত হইয়া পিণ্ডচর্য্যার্থ নগরে প্রবেশ করিতেছেন। সে তথাগতের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল, "হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোকতারক ভগবন্, তরুণ বয়সে আমি যখন কার্য্যক্ষম ছিলাম, তখন বৎসরাজ উদয়ন আমাকে কত ভালবাসিতেন—বলিতেন, এই হস্তিনী হইতেই আমার প্রাণরক্ষা হইতেছে; রাজ্য ও রাজমহিষী সমস্তই আমি ইহার গুণে পাইয়াছি। তিনি আমার মহাযত্ন করিতেন, আমাকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিতেন, আমার বাসস্থানে গন্ধদ্রব্যের প্রলেপ দেওয়াইতেন, চারিদিকে বিচিত্র যবনিকা খাটাইতেন, গন্ধতৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালাইতেন; কটাহে ধূপ পোড়াইতেন, মলত্যাগের স্থানে সুবর্ণকটাহ রাখাইতেন, আমাকে বিচিত্র আস্তরণের উপর শোওয়াইতেন এবং রাজোচিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য খাওয়াইতেন। কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ ও অপটু হইয়াছি বলিয়া তিনি সে সমস্ত আদর যত্ন বন্ধ করিয়াছেন; আমি অনাথা ও সর্ব্ববিধ উপকরণহীন হইয়া অরণ্যে গিয়া কেতকফলে জীবন ধারণ করিতেছি। প্রভো আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই। যাহাতে উদয়ন আমার গুণ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" হস্তিনী বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ প্রার্থনা করিলে শাস্তা বলিলেন, "তুমি এখন যাও; রাজাকে বলিয়া যাহাতে তুমি পূর্ব্বের আদর যত্ন ফিরিয়া পাও, তাহা করিতেছি।"

অনন্তর শাস্তা রাজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। ভোজনান্তে অনুমোদন করিবার সময়ে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, ভদ্রবতী কোথায়?" "আমি জানি না, ভদন্ত" "মহারাজ, উপকারককে পুরস্কারাদি দিয়া বৃদ্ধদশায় তাহা প্রত্যাহরণ করা অনুচিত। সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। ভদ্রবতী এখন জরাজীর্ণা ও অনাথা হইয়া অরণ্যে কেতকফল খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে; আপনি এই বৃদ্ধদশায় যে তাহাকে অনাথা করিয়াছেন তাহা অন্যায়।" ইহার পর শাস্তা ভদ্রবতীর গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক যাইবার সময়ে বলিলেন, 'মহারাজ, পূর্ব্বের মত আবার তাহার আদর যত্ন করুন" রাজা তাহাই করিলেন। অচিরে সকল নগরবাসী জানিতে পারিল যে, তথাগত ভদ্রবতীর গুণ বর্ণন করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিক্ষুরাও এই সংবাদ শুনিলেন ও ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা না কি ভদ্রবতীর গুণকীর্ত্তন করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত ইহারই গুণের কথা বলিয়া ইহার নষ্ট সৌভাগ্য প্রত্যর্পণ করাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে দৃঢ়ধর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঐ রাজার সেবা করিতেন এবং তাঁহার নিকট প্রভূত সম্মান পাইয়া অমাত্যরত্নের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজার একটী মহাবল ও দৃঢ়-কায় উষ্ট্রী ছিল।† সে এক দিনে শতযোজন চলিতে পারিত, রাজার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিত এবং সংগ্রামকালে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শত্রু দমন করিত। এই উষ্ট্রী আমার

'কাবিদগ্রামবৃদ্ধা" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায়, উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং ঐ মহাপুরুষের জীবদ্দশাতেই চন্দনকাষ্ঠদ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

* মাতঙ্গ জাতকে উদয়নের দুশ্চরিত্রের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তদীয় বংশবৃত্তান্ত কিংবা ভদ্রবতীর কোন বিবরণ নাই।

† মূলে 'ওট্ঠিব্যাধি' এই পদ আছে। ওট্ঠি=উষ্ট্রী কিন্তু ব্যাধি শব্দের অর্থ কি? ইংরাজী অনুবাদক নিরুপায় হইয়া, বোধ হয়, বর্ত্তমানবস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, হস্তিনী (she elephant) শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার ত কোন হেতুই দেখা যায় না। সম্ভবতঃ 'ওট্ঠিব্যাধি' দুষ্ট পাঠ। সিংহলী অনুবাদে ওটু ডেন (উষ্ট্র ধেনু, a she-camel) এই শব্দ দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

বড উপকারিকা, ইহা মনে করিয়া রাজা তাহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার দিয়াছিলেন। ফলতঃ উদয়ন যেমন ভদ্রবতীর আদর যত্ন করিতেন, দৃঢধর্ম্মাও ঐ উষ্ট্রীর সেইরূপ আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু কালবশে সে যখন জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইল, তখন আর তাহার আদর যত্ন রহিল না, তাহার সমস্ত ভোগের সামগ্রী রহিত হইল। সে তদবধি অনাথা হইয়া বনে ঘাস ও পাতা খাইয়া প্রাণধারণ করিত।

একদিন রাজবাটীতে মৃন্ময় পাত্রের অভাব হইয়াছিল। রাজা কুম্ভকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিতেছি, মাটির পাত্রের অভাব হইয়াছে।" "মহারাজ, গোবর আনিবার জন্য গাড়িতে গরু যুতিতে হইবে, * কিন্তু গরু পাইতেছি না।" "ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আমাদের সে উষ্ট্রীটা কোথায়?" "সে নিজের ইচ্ছামত চরিতেছে।" রাজা কুম্ভকারকে সেই উষ্ট্রী দান করিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে তাহাকে গাড়িতে যুতিয়া গোময় আনিবে।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুম্ভকার তদবধি তাহাই করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ উষ্ট্রী একদিন নগর হইতে বাহির হইবার কালে দেখিতে পাইল, বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিতেছেন। সে বোধিসত্ত্বের পাদমূলে পড়িয়া পরিদেবন করিতে করিতে বলিল, "প্রভো, তরুণবয়সে আমার দ্বারা বহু উপকার হইত বলিয়া রাজা আমার কত আদর যত্ন করিতেন; এখন আমার বৃদ্ধাবস্থায় সমস্তই রহিত করিয়াছেন; আমার কথা তাঁহার মনে নাই; আমি অনাথা হইয়া বনে বনে ঘাস ও পাতা খাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছি; এই ত আমার ঘোর দুর্দ্দশা, ইহার উপর আবার গাড়ীতে যুতিবার জন্য তিনি আমায় কুম্ভকারকে দান করিয়াছেন। আপনি ভিন্ন আমার অন্য কোন শরণ নাই; আমি রাজার যে কত উপকার করিয়াছি আপনি তাহা সমস্তই জানেন। পূর্ব্বের আদর যত্ন যাহাতে ফিরিয়া পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।

বহিয়াছি কত ভার; শল্য, অসি বান্ধি বুকে পরাক্রমে করেছি সমর,
এতেও কি দৃঢ়ধর্ম্মা হন নাই মোর প্রতি পরিতুষ্ট, হে পণ্ডিতবর?

দৌত্যে, যুদ্ধে, কত তাঁর করিয়াছি উপকার দেখায়েছি পৌরুষ, বিক্রম,
আমার সে সব কাজ ভুলিলেন মহারাজ, এবে আমি পশুর অধম।

অনাথা, অবন্ধু এবে মরিব অচিরে আমি; শেষে কিনা দিলেন আমায়
গোময়বহন তরে এ নিষ্ঠুর কুম্ভকারে। বলিতে যে বুক ফাটি যায়।

উষ্ট্রীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না, আমি রাজাকে বলিয়া, যাহাতে তুমি পূর্ব্বের মত আদর যত্ন পাও, তাহা করিতেছি।" তাহাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজার নিকট এই কথা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার অমুকা-নাম্নী উষ্ট্রী না অমুক অমুক স্থানে নিজের বুকে শল্য বান্ধিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল? অমুক দিন না গ্রীবায় পত্র বান্ধিয়া তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং সে উহা লইয়া একশত যোজন চলিয়াছিল? আপনিও তখন তাহার সবিশেষ আদর যত্ন করিতেন। সে উষ্ট্রীটা এখন কোথায়, মহারাজ।" "আমি তাহাকে গোময়-বহনার্থ কুম্ভকারকে দান করিয়াছি।" "মহারাজ, তাহাকে কুম্ভকারের গাড়িতে যুতিবার জন্য দিয়া আপনি ভাল কাজ করেন নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব চারিটী গাথা বলিলেন :—

যতদিন কার (ও) কাছে পায় কাজ, এ প্রত্যাশা করে লোক, যত্নে তারে সেবে;
বলক্ষয়ে বিতাড়ন উষ্ট্রীর ভাগ্যে যেমন অকৃতজ্ঞ রাজাদেশে এবে।

* মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে গোময়ের প্রয়োজন কি? ঘুঁটা করিয়া পোড়াইবার উদ্দেশ্যে কি?

পূর্ব্বকৃত উপকার ভুলি উপকারকের বৃদ্ধকালে অযত্ন যে করে,
ইষ্টনাশ হয় তার ; যা কিছু করিতে চায়, সমস্ত আশায় ছাই পড়ে।

পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরি উপকারকের বৃদ্ধকালে করে যে যতন,
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার ; যা কিছু করিতে চায়, হয় সর্ব্ব আশার পূরণ।

সমবেত হেথা যারা সকলেরে দেই আমি এই উপদেশ হিতকর—
কৃতজ্ঞ হইও সবে ; কৃতজ্ঞতাবলে লোকে স্বর্গসুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।

এইরূপে মহাসত্ত্ব রাজা ও উপস্থিত অন্য সকল ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সেই উষ্ট্রীব পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন ভদ্রবতী ছিল সেই উষ্ট্রী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই অমাত্য।]

৪১০—সোমদত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক শ্রামণেরকে প্রব্রজ্যা দিয়া আনিয়াছিলেন। বালকটী তাঁহার সেবা করিত, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কোন সাংঘাতিক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ তাহার প্রাণবিয়োগের পর রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেন। ইহা দেখিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণেরের মৃত্যুবশতঃ রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছেন; বোধ হয় তিনি মরণস্মৃতিরূপ কর্ম্মস্থানরহিত।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ভিক্ষু এই শ্রামণেরের মৃত্যুতে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন বারাণসীর এক আঢ্য ও মহাপ্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন। তিনি একদিন বন্য ফল সংগ্রহ করিবার কালে একটা হস্তিশাবক দেখিয়া তাহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন ; এবং তাহাকে পুত্রস্থানে স্থাপিত করিয়া তাহার সোমদত্ত এই নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি তৃণপত্র আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন এবং সযত্নে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

কালে হস্তিশাবকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইল ; কিন্তু একদিন অত্যধিক আহার করিয়া অজীর্ণদোষহেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাপস তাহাকে আশ্রমের ভিতরে রাখিয়া বন্যফল সংগ্রহ করিতে গেলেন ; কিন্তু তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই হস্তীটা প্রাণত্যাগ করিল। তপস্বী ফল লইয়া ফিরিবার কালে ভাবিলেন, 'অন্যান্য দিন বাছা আমার প্রত্যুদ্গমন করিয়া থাকে ; আজ ত তাহাকে দেখিতেছি না ; আজ সে কোথায় গেল ?' এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :—

বহুদূরে বনমাঝে হযে অগ্রসর প্রত্যুদ্গমন মোর করিত কুঞ্জর।
কোথা সেই সোমদত্ত ? আজ কেন তায় কোথাও কানন মাঝে নাহি দেখা যায় ?

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, হস্তীটা চঙ্ক্রমণ স্থানের একপ্রান্তে পড়িয়া আছে। তখন তিনি উহার গলা জড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন :—

এই যে সে বাছা মোর জীবন ত্যজিয়া নখচ্ছিন্ন লতাগ্রবৎ রয়েছে পড়িয়া !
ধরাশায়ী হয়ে বাছা রয়েছে এখন ; হায়, হায়, বাছা মোর ত্যজেছে জীবন !

ঐ সময়ে শক্র জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই তাপস স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন ; এখন হস্তিশাবককে পুত্র মনে করিয়া পরিদেবন করিতেছেন ! আমি ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভ্রম বুঝাইয়া দিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে আসীন হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

অনাগারী, ছেদিয়াছ সংসার-বন্ধন, তথাপি প্রেতের তরে শোক কি কারণ ?*

ইহা শুনিয়া তপস্বী চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

কি মানুষ, কিবা পশু, হৃদয়ে সবার একত্র থাকিলে হয় প্রেমের সঞ্চার।
তাই, শক্র, হয় যবে বিয়োগ একের সংবরিতে দুঃখ নাহি সাধ্য অপরের।

তখন শক্র তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

মরিয়াছে যেবা, কিংবা মরিবে যেজন, তার তরে কর যদি অশ্রুবিসর্জ্জন,
ক্রন্দনের অবসান হবে কি জীবনে ? ক্রন্দন নিষ্ফল ইহা ভণে সাধুগণে।
অতএব, ঋষি, তুমি কাঁদিও না আর, কাঁদিলেও পাইবে না সে হস্তী তোমার।
রোদনে পাইত যদি প্রাণ প্রেতগণ, তাহলে সকলে মিলি করিয়া রোদন
আপন আপন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে।

শক্রের কথায় তপস্বীর মানসিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিল ; তিনি বীতশোক হইয়া অশ্রুমার্জ্জন-পূর্ব্বক শেষ গাথাগুলি দ্বারা শক্রের স্তুতি করিলেন :—

ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মম হল নির্ব্বাপিত ; দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয়-নিহিত শোকার্ত্তের পুত্রশোক হ'ল অপনীত।
অপনীত শল্য এবে, নাহি শোক আর ; আবিলতা মনে কিছু নাহিক আমার ;
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন, শুনিয়া তোমার, শক্র, প্রবোধ-বচন।

শক্র এইরূপে তাপসকে উপদেশ দিয়া শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

সমবধান—তখন এই শ্রামণের ছিল সেই হস্তি পোতক ; এবং এই বৃদ্ধ ছিল সেই তাপস।]

৪১১—সুসীম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় দশবলের নিষ্ক্রমণ বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি কোটিকল্পকাল পূর্ণপারমিতাসম্পন্ন হইয়া এখন যে মহানিষ্ক্রমণ দ্বারা সংসার ত্যাগ করিয়াছি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বেও আমি ত্রিশত যোজনবিস্তীর্ণ কাশীরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের প্রধানা পত্নীর গর্ভে

* এইটী এবং ইহার পরবর্ত্তী গাথাগুলি মৃগ-জাতকেও (৩৭২) দেখা যায়।

জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন বারাণসীরাজেরও এক পুত্র জন্মে। নামকরণ-দিবসে মহাসত্ত্বের সুসীমকুমার এবং রাজপুত্রের ব্রহ্মদত্তকুমার, এই নাম রাখা হয়। নিজের পুত্রের সহিত এক দিবসে জন্মিয়াছেন বলিয়া বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে আনাইয়া ধাত্রী দ্বারা উভয়কেই একসঙ্গে পালন করাইতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর কুমার-দ্বয় পরমসুন্দর দেবপুত্রের মত দেখাইতে লাগিলেন এবং উভয়েই তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাজপুত্র উপরাজ হইলেন; তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত একত্র পানাহার করিতেন এবং এক স্থানে বসিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্বের মহাসম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।

একদিন রাজার আদেশে নগর সজ্জিত হইল। রাজা ঐরাবতারূঢ় শক্রের ন্যায় এক মত্ত-মহামাতঙ্গের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণের জন্য বাহির হইলেন। বোধিসত্ত্বও তাহার পৃষ্ঠে রাজার পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট হইলেন। রাজমাতা পুত্রকে দেখিবার জন্য বাতায়নে বসিয়া-ছিলেন। যখন নগরপ্রদক্ষিণান্তে রাজা ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাজমাতা পশ্চাদ্‌ভাগে আসীন পুরোহিতকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন। তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া স্থির করিলেন, 'এই ব্যক্তিকে না পাইলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করিব।' অতঃপর তিনি আহার ত্যাগ করিয়া সেখানে শুইয়া রহিলেন।

রাজা মাতাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায়?" লোকে উত্তর দিল, "তিনি পীড়িতা।" ইহা শুনিয়া তিনি মাতার নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কি অসুখ?" রমণী কিন্তু লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন রাজা গিয়া পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অগ্রমহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া জান, মায়ের কি অসুখ করিয়াছে।" অগ্রমহিষী গিয়া রাজমাতার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারীরা নারীজাতির নিকট কোন কথা গোপন করে না। কাজেই রাজমাতা মহিষীর নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং তাহা শুনিয়া মহিষী গিয়া রাজাকে তাহা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "বেশ, তুমি গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দাও। আমি পুরোহিতকে রাজা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অগ্রমহিষী করিব।" মহিষী রাজমাতাকে এই আশ্বাস দিলেন; রাজাও পুরোহিতকে ডাকাইয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং বলিলেন, "বন্ধু, তুমি আমার মায়ের জীবন রক্ষা কর। তুমি রাজা হইবে; তিনি অগ্রমহিষী হইবেন, আমি উপরাজ হইয়া থাকিব।" পুরোহিত বলিলেন, "আমি ইহা করিতে পারিব না।" কিন্তু এইরূপে অস্বীকার করিয়াও পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে তিনি সম্মত হইলেন। রাজা পুরোহিতকে রাজা করিলেন, নিজের গর্ভধারিণীকে তাঁহার অগ্রমহিষী করিলেন এবং স্বয়ং উপরাজ হইলেন। তাঁহারা সকলে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব গৃহ-ধর্ম্মে নিতান্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, তিনি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তিনি ইন্দ্রিয়সেবায় অনাসক্ত থাকিয়া একাকী দাঁড়াইয়া রহিতেন, একাকী বসিতেন, একাকী শুইতেন। তিনি গৃহে থাকিয়া কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায়, কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অগ্রমহিষী ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা আমার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করেন না, একাকী দাঁড়াইয়া থাকেন, একাকী বসেন, একাকী শয়ন করেন। ইনি তরুণবয়স্ক—যুবক; আমি বৃদ্ধা; আমার চুল

পাকিয়াছে; আচ্ছা, আমি ইঁহাকে বলি না কেন, 'দেব, আপনার মাথায় একগাছা পাকা চুল দেখা যাইতেছে।' এই মিথ্যা কথা বলিয়া সেই উপায়ে আমি ইঁহার বিশ্বাস জন্মাইব; তাহা হইলে ইনি আমার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করিবেন।' ইহা স্থির করিয়া এক দিন যেন রাজার মাথায় উকুন খুঁজিতেছেন এই ছলে তিনি বলিলেন, "দেব, আপনিও যে বৃদ্ধ হইলেন! আপনার মাথায় যে এক গাছা পাকা চুল দেখা যাইতেছে!" "ভদ্রে, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ চুল তুলিয়া আমার হাতে দাও।" মহিষী একগাছা চুল তুলিলেন; কিন্তু তাহা ফেলিয়া দিয়া নিজের মাথা হইতে একগাছি পাকা চুল তুলিলেন এবং উহা রাজার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেব, এই আপনার পাকা চুল।" ইহা দেখিবামাত্র ভীতত্রস্ত বোধিসত্ত্বের কাঞ্চন পট্টসদৃশ ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। তিনি আপনাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন:— "সুসীম, তুমি যৌবনে বৃদ্ধ হইলে! তুমি এতদিন মলপঙ্কে নিমগ্ন গ্রাম্য শূকরের ন্যায় কাম-পঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছ; তোমার সাধ্য নাই যে ইহা ছাড়িয়া যাও। এখন বিষয়ভোগ ত্যাগ কর এবং হিমবৎপ্রদেশে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। এখন তোমার ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

যথাস্থানে কৃষ্ণকেশে বিমণ্ডিত মস্তক তোমায় কি শোভা ধরিত
শুক্ল সেই কেশ, সুসীম তোমার হইয়াছে এবে, তবে কেন আর
থাকিবে সংসারে? হও ধর্ম্মরত; ব্রহ্মচর্য্যকাল এবে সমাগত।

বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মচর্য্যের গুণ বর্ণন করিলে মহিষী ভাবিলেন, 'আমি ইঁহার লোভ জন্মাইতে গিয়া এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবারই পথ খুলিয়া দিলাম।' তিনি অতিমাত্র ভীতত্রস্ত হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রব্রজ্যা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার দেহসৌষ্ঠব বর্ণনপূর্ব্বক দুইটী গাথা বলিলেন:—

পাকাচুল নয় মাথায় তোমার, ছিল উহা দেব, মাথার আমার।
ভেবেছিনু, মিথ্যা বলিয়া রাজন্ করিব তোমার হিত সম্পাদন।
হিতে বিপরীত ফল এবে পাই; ক্ষম অপরাধ, এই ভিক্ষা চাই।

তোমার, নৃমণি, তরুণ যৌবন, অতি অভিরাম দেহের গঠন।
শোভে দেহযষ্টি প্রথম উদ্গত বসন্ত আগমে প্ররোহের মত।
ভুঞ্জ রাজসুখ, চাও মোর পানে, কালে যাহা হবে তাহার সন্ধানে
কি হেতু এখন যাইবে চলিয়া উপস্থিত কাম্য বস্তু তেয়াগিয়া?

মহিষীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, যাহা নিশ্চয় ঘটিবে, তুমি তাহাই বলিয়াছ। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষ্ণকেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া শণের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিবে। আমিও ত দেখিতেছি, যে সকল রাজকন্যা আজ নীলোৎপল-কুসুমদাম-সুকুমারী, কাঞ্চনবর্ণাভা এবং পূর্ণযৌবনসুলভবিলাসমত্তা, বয়ঃপরিণতির পর জরাগ্রস্ত হইয়া তাঁহারাও বিবর্ণা হইয়া যান—তাঁহাদের দেহ ভগ্ন হইয়া পড়ে। ভদ্রে, জীবলোকের এইরূপই ভয়াবহ পরিণাম।" অনন্তর তিনি বুদ্ধলীলায় দুইটী গাথা দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন:—

দেখি আজ এক তরুণী কুমারী সুতনু, সুমধ্যা, পরমসুন্দরী,
লতিকার মত বিলাসে ভুলায় পুরুষের মন, যেথা সেই যায়।

অশীতি, নবতি বর্ষ অবসানে কর দৃষ্টিপাত সেই নারী পানে;
শরীর তাহার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, গোপানসীবৎ* হয়েছে বাঁকিয়া,
কাঁপিতে কাঁপিতে করে বিচরণ যষ্টি লয়ে হাতে সে নারী এখন।

* গোপানসী, কুটীরাদির পাওর্কা (১৮২২ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

মহাসত্ত্ব এইরূপে রূপের শোকাবহ পরিণাম দেখাইয়া গৃহধর্ম্মে নিজের অনভিরতি প্রদর্শন করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :—

থাকি যবে আমি একাকী শয়নে, এই চিন্তা সদা জাগে মনে মনে।
করিয়া বিচার বুঝিয়াছি সার, গৃহধর্ম্মে সুখ নাহিক আমার।
এসেছে সময় প্রব্রজ্যা লইতে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে।
উঠিবার কিংবা বসিবার তরে দুর্ব্বলে যেমন রজ্জু হাতে ধরে,
বিবেক-বিহীন অজ্ঞান লোকের গৃহবাস তথা ক্ষণিক সুখের।
ধীর যাঁরা তাঁরা কাটি এ বন্ধন, ত্যজি কামসুখ প্রব্রাজক হন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বিষয় ভোগের সুখ ও দুঃখ প্রদর্শন করিয়া এবং বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিয়া বন্ধুকে আহ্বান করিলেন, তাঁহা দ্বারা রাজ্য পুনর্গ্রহণ করাইলেন এবং রাজশ্রী ও ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ কত দুঃখ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিমবৎপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেখানে ধ্যানবলে অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তদ্দ্বারা বহু লোককে অমৃত পান করাইয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন রাহুল-মাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সুসীম-কুমার।]

৪১২—কোটিশাল্মলি-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপের নিগ্রহসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু প্রজ্ঞা-জাতকে † বলা যাইবে। এ ক্ষেত্রেও, পঞ্চশত ভিক্ষু কামচিন্তায় অভিভূত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা, জেতবনের যে অংশ কোটি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিল, সেখানে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাহা আশঙ্কিতব্য, তাহাকে আশঙ্কা করিয়া চলা উচিত। যেমন ন্যগ্রোধাদি তরু অন্তবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ পাপও মানুষকে আশ্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। পুরাকালে এক দেবতা জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক (কোটি)-শাল্মলি বৃক্ষে বাস করিতেন। এক দিন একটা পাখী বটের বীজ খাইয়া ঐ বৃক্ষের শাখান্তরে মলত্যাগ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া, উক্ত কারণেই ঐ দেবতা ভয় পাইয়াছিলেন যে অতঃপর তাঁহার বিমানের বিনাশ হইবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক কোটি-শাল্মলি বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করিতেন। একদা এক সুপর্ণরাজ সার্দ্ধশতযোজন শরীর ধারণপূর্ব্বক পক্ষঘাতে মহাসমুদ্রের বারিরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সহস্রব্যাম-পরিমিত এক নাগরাজের লাঙ্গুল ধরিয়াছিল এবং সর্প যে খাদ্য মুখে লইয়াছিল, তাহা তাহাকে পরিত্যাগ

---

* পলাশ-জাতকেও (৩৭০) এই ভাব দেখা যায়। শাল্মলি শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'কোটি'শব্দের সার্থকতা কি? আমার মনে হয় ইহা 'কূটশাল্মলি' হইবে। কূটশাল্মলি বা রোহিতক বৃক্ষকে আমরা তিক্তরাজ বলিয়া থাকি। কোথাও কোথাও তিক্তরাজ শব্দটী বিকৃত হইয়া 'পিতিরাজ' হইয়াছে। যমাধিকারের তীব্রকণ্টকযুক্ত এক মহাবৃক্ষও কূট-শাল্মলি নামে অভিহিত।

† জাতকার্থ-বর্ণনায় এই নামে কোন জাতক নাই।

করিতে বাধ্য করিয়া বহু বৃক্ষসমূহের উপর দিয়া ঐ শাল্মলি বৃক্ষের অভিমুখে গিয়াছিল। অধোলম্বমান নাগরাজ আপনাকে মুক্ত করিবার আশায় একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষে নিজের কণ্ঠ প্রবেশ করাইয়া বৃক্ষটীকে বেষ্টন পূর্ব্বক ধরিল। সুবর্ণরাজ মহাবল; নাগরাজও মহাকায়; এই জন্য ন্যগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাটিত হইল, তথাপি নাগরাজ বৃক্ষটাকে ছাড়িয়া দিল না। সুবর্ণরাজ ন্যগ্রোধবৃক্ষ ও নাগরাজ দুই-ই লইয়া চলিল, ঐ শাল্মলি বৃক্ষে গিয়া নাগটাকে কাণ্ডের উপর ফেলিয়া উদরবিদারণপূর্ব্বক মেদ ভক্ষণ করিল এবং কঙ্কালটা সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষে একটা পক্ষিণী থাকিত। বৃক্ষটা যখন উৎপাটিত হয়, সে তখন উড়িয়া গিয়া কোটিশাল্মলির শাখান্তরে উপবেশন করিয়াছিল। বৃক্ষদেবতা ঐ পক্ষিণীকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, 'এই পাখীটা আমার কাণ্ডে মলত্যাগ করিবে, তাহা হইতে ন্যগ্রোধের বা প্লক্ষের চারা বাহির হইবে, সেই চারা কালে সমস্ত বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া ফেলিবে, কাজেই আমার এই বিমান নষ্ট হইবে। বৃক্ষদেবতার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে কোটিশাল্মলি বৃক্ষটাও আমূল কাঁপিতে লাগিল। সুপর্ণরাজ বৃক্ষটাকে কাঁপিতে দেখিয়া নিম্নলিখিত দুইটী গাথায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল:—

দশ শত ব্যাম দীর্ঘ উরগ লইয়া মুখে, বসিলাম আমি মহাকায়,
এত ভার বহি তবু কাঁপিলেনা ভয়ে তুমি; বল দেখি, শুধাই তোমায়,

ক্ষুদ্র এই পক্ষিণীকে— ভার যার তুচ্ছ অতি তুলনায় আমার সহিত,
বহি এবে, হে শাল্মলি, কাঁপিতেছ থর থর। হইয়াছ কেন এত ভীত?

দেবপুত্র ভয়ের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত চারিটী গাথা বলিলেন:—

মাংস খাদ্য তব, খাদ্য ফল শুধু এর, বীজ বট-প্লক্ষ-উড়ুম্বর অশ্বত্থের
খেয়ে মোর স্কন্ধোপরি করিবে স্থাপন; হইবে সে সব হ'তে অঙ্কুর উদ্গম।

ঝঞ্ঝাবাত হ'তে তারা আশ্রয়ে আমার রক্ষা পেয়ে ক্রমে হবে বৃহৎ-আকার,
বেষ্টিবে আমায় শেষে হেন ভাবে সবে বৃক্ষত্ব আমার, হায়, কিছু নাহি রবে।

দৃঢ়মূল, স্থূলস্কন্ধ, বৃক্ষ শত শত বিহগ-আনীত বীজে হইয়াছে হত।

সুবিশাল বনস্পতি—তাহাকেও হায়, অধ্যারূঢ়* বৃক্ষ অতিক্রমি বৃদ্ধি পায়।
ভাবি সেই পরিণাম, শুন মহাশয়, সভয়ে কাঁপিয়া উঠে আমার হৃদয়।

বৃক্ষ দেবতার কথা শুনিয়া সুপর্ণ শেষের গাথাটী বলিল:—

শঙ্কার কারণে ভীত করে সুধীজন অনাগত ভয় হ'তে আত্মার রক্ষণ।
ইহামুত্র অনাগত ভয় আছে যত,† ভাবি সুধী আত্মরক্ষা করেন সতত।

ইহা বলিয়া সুপর্ণ নিজের অনুভাব বলে সেই পক্ষিণীকে ভয় দেখাইল, তাহাতে সে পলাইয়া গেল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ যাহা আশঙ্কিতব্য, তাহাকে আশঙ্কা করাই কর্ত্তব্য।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই সুপর্ণরাজ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

* অধ্যারূঢ় বৃক্ষ—পরগাছা।

† পারলৌকিক অনাগত ভয় বলিলে প্রাণিহত্যাদি পাপজাত নরকযন্ত্রণা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

৪১৩—ধূমকারি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের আগন্তুক-প্রীতিসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা, যাহারা বংশানুক্রমে তাঁহার সেবা করিত এইরূপ পুরাণ যোদ্ধাদিগের অনাদর করিয়া আগন্তুক অভিনবাগত যোদ্ধাদিগের সম্মান-সৎকার করিতেন। অনন্তর প্রত্যন্তপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যখন তাহা দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করা হইল, তখন পুরাণ যোদ্ধারা যুদ্ধ করিল না, তাহারা ভাবিল, 'আগন্তুকেরা রাজসৎকার পায়, তাহারাই যুদ্ধ করুক।' আগন্তুকেরাও নিশ্চেষ্ট রহিল, কারণ তাহারা স্থির করিল, পুরাণ যোদ্ধারাই যুদ্ধ করিবে। কাজেই বিদ্রোহীরা জয়ী হইল, রাজা পরাজিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে তাঁহার আগন্তুক-বাৎসল্যই এই পরাভবের কারণ। তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'দশবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেবল আমিই কি এই কারণে পরাজিত হইলাম, না অন্য রাজারাও পূর্ব্বে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলেন?' অনন্তর তিনি প্রাতরাশগ্রহণানন্তর জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একা নহেন, প্রাচীনরাজারাও আগন্তুকবাৎসল্যদোষে পরাজিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠির-গোত্রজ ধনঞ্জয় নামে এক কৌরবরাজ ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহার পুরোহিতকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমন করিয়া পিতার মৃত্যুর পর পৌরোহিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসক হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'বিদুর পণ্ডিত' এই নাম দিয়াছিল।

ঐ সময়ে রাজা ধনঞ্জয় পুরাণ যোদ্ধাদিগের অনাদর করিয়া আগন্তুকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন; তাঁহার প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইলে যখন যুদ্ধার্থ সেনা প্রেরিত হইল, তখন "আগন্তুকেরা বুঝুক", "পুরাণ যোদ্ধারা বুঝুক" এইরূপ ভাবিয়া কি পুরাতন যোদ্ধা, কি আগন্তুক যোদ্ধা, কেহই যুদ্ধ করিল না। কাজেই রাজা পরাজিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, আগন্তুকবাৎসল্যবশতঃই তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছে। তিনি একদিন ভাবিলেন, 'বিদুর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেবল আমিই একা আগন্তুকদিগের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়া পরাজিত হইলাম, না অন্য রাজারাও পূর্ব্বে এই কারণে পরাজিত হইয়াছিলেন।' অনন্তর বিদুর যখন রাজদর্শনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, তখন ধনঞ্জয় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

[শাস্তা নিম্নলিখিত অর্দ্ধগাথায় সেই প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিলেন :—

ধর্ম্মপ্রিয় যৌধিষ্ঠির ধনঞ্জয় বিদুরে শুধায়,
"কে একাকী, বল বিপ্র, নানা কারণেতে শোক পায়।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার শোক ত শোকই নহে। পূর্ব্বে ধূমকারিনামক এক অজপাল ব্রাহ্মণ ছিল। সে খুব বড় একটা ছাগযূথ হইয়া বনমধ্যে ব্রজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে ছাগগুলি রাখিত; প্রতি রজনীতে ধূম উৎপাদন করিয়া ছাগদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং যথেষ্টপরিমাণে ক্ষীরাদি ভোজন করিত অনন্তর একদা কতকগুলি হেমবর্ণ শরভ দেখিয়া সে তাহাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইল এবং ছাগগুলিকে তুচ্ছজ্ঞান

করিয়া, পূর্ব্বে ছাগের যেরূপ যত্ন করিত, এখন শরভদিগের সেইরূপ যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু শরৎকালে শরভেরা হিমালয়ে পলাইয়া গেল। ছাগগুলি (যত্নের অভাবে) পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল; শরভেরাও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। এই শোকে ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়া অচিরে দেহত্যাগ করিল। ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ আগন্তুকের প্রতি বাৎসল্য দেখাইতে গিয়া এইরূপে আপনা অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে শোকভোগ করিয়াছিল এবং শেষে নিজে পর্য্যন্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।" এই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বিদুর নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিয়াছিলেন—

তেজস্বী বাসিষ্ঠ বিপ্র উৎপাদিয়া ধূম সদা রক্ষিতেন অজযূথে বনে,
ধূমগন্ধে বর্ষাকালে মশকার্ত্ত শরভেরা উপস্থিত হ'ল সেই স্থানে।

যা কিছু আদর যত্ন শরভে এখন পায়, অজযূথে দৃষ্টি নাই আর;
চরে তারা ইচ্ছামতে; কেহ না আছে রক্ষিতে, ক্রমে নাশ হইল সবার।

শরৎ গিয়াছে চলি, নির্মশক বনস্থলী, শরভেরা করিল প্রয়াণ
দুর্গম গিরির মাঝে, আছে যথা উৎসরাজি স্রোতস্বতীকুল জন্মস্থান।

শরভ গিয়াছে চলি, মরিয়াছে অজগণ, সেই শোকে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ
কিছু দিনে, হায়, হায় কৃশ ও বিবর্ণ হয়ে পাণ্ডুরোগে ত্যজেন জীবন।

প্রকৃত আগার যেই, অনাদরে ত্যজি তারে আগন্তুকে প্রীতি যে দেখায়,
ধূমকারী বিপ্রবৎ একাকী সে বহুশোকে, মহারাজ মহাশোক পায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে প্রবোধ দিলেন। রাজাও বীতশোক হইয়া প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে বহু ধন দান করিলেন। তদবধি তিনি নিজ পুত্রদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান - তখন আনন্দ ছিলেন সেই কৌরব রাজা, রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন সেই ধূমকারী ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম বিদুর পণ্ডিত।]

৪১৪—জাগ্রজ্জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একজন উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা পঞ্চশতশকট-সার্থ শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া কান্তারমার্গে উপনীত হইয়াছিল। এই স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। সার্থবাহ কোন উদকসুলভ মনোরম প্রদেশে শকটগুলি খুলিয়া খাদ্যভোজনীয় আয়োজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন; তাঁহার সঙ্গের লোকজন এখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু ঐ উপাসক সার্থবাহের নিকটে এক বৃক্ষমূলে পা-চারি করিতে লাগিলেন। এদিকে পঞ্চশত চোর ঐ সার্থ লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা উপাসককে পা-চারি করিতে দেখিয়া ভাবিল, 'এই ব্যক্তি ঘুমাইলে লুঠ করিব।' কিন্তু উপাসক রাত্রির তিন যামই পা চারি করিলেন, কাজেই চোরেরা প্রত্যূষকালে, পাষাণমুদ্গরাদি যে সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল, সমস্ত ফেলিয়া চলিয়া গেল—যাইবার সময়ে বলিল "অহে সার্থবাহ, এই ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে জাগ্রৎ ছিলেন বলিয়া আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইল এবং তোমার সম্পত্তি তোমারই রহিল, তোমার কর্ত্তব্য যে এই ব্যক্তির যথোচিত সম্মান কর।" সার্থবাহের অনুচরেরা যথাকালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া, চোরেরা যে পাষাণাদি ফেলিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি দেখিতে পাইল এবং বুঝিল যে, উপাসকের কৃপাতেই তাহাদেরও প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কাজেই তাহারা ঐ ব্যক্তির বহুসৎকার করিল। অতঃপর উপাসক অভীষ্ট স্থানে গমনপূর্ব্বক নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া জেতবনে শাস্তার পূজা করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে উপাসক, তোমাকে যে এতদিন

দেখিতে পাই নাই?" উপাসক তখন সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "কেবল তুমিই যে নিদ্রিত না হইয়া ও জাগিয়া থাকিয়া বিশিষ্ট সংকার লাভ করিয়াছ তাহা নহে, পুরাণ পণ্ডিতেরাও জাগ্রৎ থাকিয়া বিশিষ্ট গুণ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অল্পদিনের মধ্যেই ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি 'স্থান' ও 'চঙ্ক্রমণ' এই দুইটী ঈর্য্যাপথ * অবলম্বনপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি নিদ্রিত না হইয়া সমস্ত রাত্রি চঙ্ক্রমণ করিতেন। তাঁহার চঙ্ক্রমণ-স্থানের একপ্রান্তে জন্মান্তরপ্রাপ্ত কোন বৃক্ষদেবতা তাঁহার ঈর্য্যাপথে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তরুস্কন্ধস্থ এক কোটরে অবস্থানপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন :—

অপরে জাগিলে নিদ্রিত কে হয়? অন্যে নিদ্রা গেলে জাগিয়া কে রয়?
উত্তর ইহার দিবে কোন্ জন? কে হরিবে মোর সন্দেহ তখন?

দেবতার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :—

অপরে জাগিলে আমি নিদ্রা যাই, অন্যে নিদ্রা গেলে আমি জাগি রই।
দিলাম তোমার প্রশ্নের উত্তর; সংশয় না তব রবে অতঃপর।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলে দেবতা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা আবার প্রশ্ন করিলেন :—

অপরে জাগিলে তুমি নিদ্রা যাও, অন্যে নিদ্রা গেলে জাগরণ পাও :—
এ রহস্য তুমি বল বিস্তারিয়া; কিরূপে সম্ভবে বলহ খুলিয়া।

তখন বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বকথিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :—

নববিধ ধর্ম্ম, † সংযম ও দম,— নাহি জানে যারা এদের মরম,
ঘুমাইয়া তারা থাকে যে সময় জাগি আমি রহি, বলিনু নিশ্চয়।

রাগ, দ্বেষ আর অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত যাঁহারা এই পৃথিবীতে,
জাগ্রৎ তাঁহারা রন যে সময় নিদ্রা যাই আমি বলিনু নিশ্চয়।

কিরূপে অপরে জাগিলে ঘুমাই, অন্যে নিদ্রা গেলে আমি জাগি রই,
বলিনু খুলিয়া প্রশ্নের উত্তর; সংশয় না তব রবে অতঃপর।

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের সবিস্তর উত্তর দিলে সেই দেবতা তাঁহার স্তুতিসূচক শেষ গাথা বলিলেন :—

জাগিলে ঘুমাও, জাগ নিদ্রা গেলে, ধন্য সাধুবর! তুমি অবহেলে
দিয়াছ প্রশ্নের অতি সদুত্তর; নাহিক সংশয় কিছু মাত্র আর।

এইরূপে বোধিসত্ত্বের স্তব করিয়া সেই দেবতা নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন।

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* ঈর্য্যাপথ অর্থাৎ কিরূপে শুইতে, বসিতে, দাঁড়াইতে ও চঙ্ক্রমণ করিতে হয় তাহার বিধান। এই চতুর্ব্বিধ ঈর্য্যাপথের মধ্যে বোধিসত্ত্ব স্থান ও চঙ্ক্রমণ অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি হয় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, নয় পায়চারি করিতেন, কদাচ শুইতেন না, বা বসিতেন না।

† মার্গচতুষ্টয়, ফলচতুষ্টয় এবং নির্ব্বাণ এই নয়টী লোকোত্তর ধর্ম্ম নামে বিদিত।

৪১৫—কুল্মাষপিণ্ড-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকা দেবীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই পরমসুন্দরী মহা পুণ্যবতী রমণী শ্রাবস্তীবাসী এক মালাকারজ্যেষ্ঠকের কন্যা। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফুলের সাজিতে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড † রাখিয়া একদা কতিপয় কুমারীর সহিত পুষ্পারামে যাইতেছিলেন। তিনি নগরের বাহিরে নির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব সঙ্ঘপরিবৃত হইয়া নিজদেহ হইতে প্রভা বিকিরণ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তিনি সেই কুল্মাষপিণ্ডত্রয় লইয়া শাস্তার নিকটে গেলেন। চতুর্মহারাজেরা যে ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন, শাস্তা তাহাতে কুল্মাষপিণ্ডগুলি গ্রহণ করিলেন। মল্লিকাও তথাগতের পাদোপরি মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বুদ্ধাবলোকনে ও বুদ্ধসেবায় যে প্রীতি জন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শাস্তা ঈষৎ হাস্য করিলেন। আয়ুষ্মান্ আনন্দ শাস্তাকে হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, এই কুল্মাষপিণ্ডগুলির ফলে এই কুমারী আজই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইবে।"

অতঃপর কুমারী পুষ্পারামে গমন করিলেন। সেই দিন কোশলরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে আসিবার কালে মল্লিকার গান শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া অশ্বকে পুষ্পোদ্যানাভিমুখে চালাইলেন। পুণ্যবতী মল্লিকা রাজাকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অশ্বের নাসারজ্জু ধারণ করিলেন। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সস্বামিকা, না অস্বামিকা?" অনন্তর যখন শুনিলেন, মল্লিকা অস্বামিকা, তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্কে শয়ন করিয়া বাতাতপক্লান্তি অপনোদন করিলেন, মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক তাঁহাকেও অশ্বপৃষ্ঠে উত্তোলনপূর্ব্বক সৈন্যসামন্ত-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মল্লিকাকে তাঁহার পিতৃগৃহে রাখিয়া গেলেন। অতঃপর সায়াহ্নকালে যান প্রেরণ করিয়া তিনি মল্লিকাকে মহাসমারোহে নিজ ভবনে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করাইলেন। মল্লিকা দেবী তদবধি রাজার অতি প্রিয় ভার্য্যা হইলেন; তিনি পতিব্রতা ছিলেন এবং পূর্ব্বোত্থানাদি ‡ পঞ্চকল্যাণধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হইয়া পতিসেবা করিতেন। বুদ্ধদেবও তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন।

মল্লিকা দেবী শাস্তাকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড দিয়া এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, নগরবাসী সকলেই একথা জানিতে পারিল। একদিন ভিক্ষুরাও ধর্ম্মসভায় এসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, মল্লিকা দেবী বুদ্ধদেবকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড দান করিয়া তাহার ফলে সেই দিনই মাহষীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অহো, বুদ্ধদেবের কি অপার মহিমা!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, মল্লিকা একজন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড মাত্র দান করিয়া যে কোশলরাজের অগ্রমহিষীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেননা বুদ্ধদিগের মহিমা অপার। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে অতৈল, অলবণ কুল্মাষ দান করিয়াও তাহার ফলে পর জন্মে ত্রিশত যোজন বিস্তীর্ণ কাশীরাজ্যে রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* জাতকমালা (৩)। কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

† কুল্মাষ—Childers সাহেব ইহার অর্থ লিখিয়াছেন sour gruel এবং জাতকের ইংরাজী অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে পরবর্ত্তী "পিণ্ড" শব্দের ঐক্য থাকে না। সংস্কৃত অভিধানে 'কুল্মাষ' শব্দের একটী অর্থ সিদ্ধ যব। এখানে সেই অর্থ গ্রহণ করাই বোধ হয় সমীচীন।

‡ পুব্বুট্ঠায়িতাদীহি পঞ্চহি কল্যাণধম্মেহি সমন্নাগতা—স্বামী শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই নিজের শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস ইত্যাদি। যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী, তাঁহাদের এই সকল গুণ থাকে। ইংরাজী অনুবাদক ভ্রমবশতঃ এই অংশের 'possessed of faithful servants' এই অনুবাদ করিয়াছেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর কোন শ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একদিন পথে একটা দোকান হইতে প্রাতরাশের জন্য চারিটী কুল্মাষপিণ্ড লইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যার জন্য বারাণসী নগরাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইঁহারা ভিক্ষার জন্য বারাণসীতে যাইতেছেন; আমার নিকটেও এই চারিটী কুল্মাষপিণ্ড আছে। এগুলি ইঁহাদিগকেই দেওয়া উচিত।' তিনি ভিক্ষুদিগের নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্তগণ, আমার হাতে চারিটী কুল্মাষপিণ্ড আছে; আমি এইগুলি আপনাদিগকে দিতেছি। আপনারা স্বীয় উদার্য্যগুণে এই উপহার গ্রহণ করুন। ইহাতে আমার যে পুণ্য হইবে, তাহার বলে আমি দীর্ঘকাল সুখী ও কল্যাণভাজন হইব।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন, তাঁহারা কুল্মাষপিণ্ডগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তিনি বালুকা বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি চারিখানি আসন প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ আসনগুলি ভগ্নশাখাপল্লবাদিদ্বারা আবৃত করিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে যথাক্রমে তদুপরি উপবেশন করাইয়া এবং জল আহরণপূর্ব্বক দক্ষিণোদক পাতিত করিয়া তিনি চারিপাত্রে চারিটী কুল্মাষপিণ্ড রাখিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্তগণ, ইহার ফলে যেন আমি আর দরিদ্রগৃহে জন্মান্তর প্রাপ্ত না হই; ইহা যেন আমার সর্ব্বজ্ঞতালাভের কারণ হয়।" প্রত্যেকবুদ্ধেরা ভোজন শেষ করিয়া অনুমোদনপূর্ব্বক আকাশপথে নন্দমূল গুহায় প্রস্থান করিলেন, বোধিসত্ত্বও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধ-সংসর্গজাত প্রীতি অনুভব করিলেন এবং তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এই ঘটনা স্মরণ করিতেন এবং দেহান্তে উক্ত কারণে বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মদত্ত কুমার। তিনি যখন পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময় হইতেই জাতিস্মরত্ব-বলে, লোকে যেমন নির্ম্মল দর্পণে নিজের মুখবিম্ব দেখিতে পায়, সেইরূপ নিজের অতীত জন্মের কার্য্যগুলি—তিনি যে এই বারাণসীতেই মজুর খাটিতেন, কর্ম্মস্থানে যাইবার কালে প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে চারিটী কুল্মাষপিণ্ড দান করিয়া সেই পুণ্যবলে রাজকুলে জন্মলাভ করিয়াছেন—ইত্যাদি অতীত ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং পিতার নিকটে নিজের অধীত বিদ্যার পরিচয় দিয়া ঔপরাজ্য লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজা হইয়া কোশলরাজের পরমসুন্দরী কন্যাকে নিজের অগ্রমহিষী করিলেন। তাঁহার ছত্রমঙ্গলদিনে * সমস্ত রাজধানী দেবপুরীর ন্যায় অলঙ্কৃত হইল। তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অলঙ্কৃত প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং মহাতলমধ্যে সমুচ্ছ্রিত-শ্বেতচ্ছত্র পল্যঙ্কে আসীন হইলেন। একদিকে অমাত্যগণ, একদিকে ব্রাহ্মণ-গৃহপতি প্রভৃতি নানাবিধ উজ্জ্বল-বেশভূষণে সুশোভিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। একদিকে নগরবাসীরা নানারূপ উপহার হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে নানাভরণভূষিতা অপ্সরার ন্যায় ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এই অতি মনোহর রাজশ্রী অবলোকন পূর্ব্বক নিজের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন 'আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, এই সুবর্ণ-

* শ্বেতচ্ছত্র অন্যতম রাজচিহ্ন। বোধ হয়, নূতন রাজার ব্যবহারার্থ যে শ্বেতচ্ছত্র প্রস্তুত হইত, তাহার প্রথম ব্যবহারার্থ এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত।

পিণ্ডযুক্ত ও কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র, এই সহস্র সহস্র গজরথ প্রভৃতি বাহন, মণিমুক্তাপূর্ণা সাবগর্ভা নানাশস্যসম্পন্না পৃথিবী, এই দিব্যাঙ্গনাকল্পা নারীগণ, এ সমস্তই অন্য কাহারও নিকট পাই নাই, আমি যে চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধকে চারিটী কুল্মাষপিণ্ড দিয়াছিলাম, এ সব তাহারই ফল। তাঁহাদের কৃপাতেই আমি এই রাজশ্রী লাভ করিয়াছি।' এইরূপে প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মহিমা স্মরণ করিয়া তিনি নিজের কৃতকর্ম্ম প্রকটিত করিলেন। সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবার কালে তাহার সর্ব্বশরীর প্রীতিপূর্ণ হইল। প্রীতিবসে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি সেই মহাজনতার মধ্যেই মনের আবেগে দুইটী গাথা গান করিলেন:—

মহাসত্ত্ব বুদ্ধগণে শ্রদ্ধাভরে সেবিলে যতনে,
নহে সে সামান্য ফল, লব্ধ যাহা হয় সে কারণে।
শুষ্ক, অলবণ চারি কুল্মাষের পিণ্ড দিয়া আমি
দেখ হইয়াছি এবে কি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী। *

গো-অশ্ব মাতঙ্গ কত, ধন, ধান্য, সসাগরা ধরা,
এই শত শত নারী রূপে যেন ইন্দ্রের অপ্সরা—
সকল(ই) সে দানফল। কুল্মাষের পিণ্ড মাত্র দিয়া
অপার ঐশ্বর্য্য লভি আনন্দ সাগরে ভাসে হিয়া।

বোধিসত্ত্ব ছত্রমঙ্গলদিবসে এত প্রীতি ও প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন যে, ইহার পর তিনি প্রত্যহ উক্ত গাথা দুইটী দ্বারা উদান গান করিতেন। তখন হইতে এই গাথা দুইটী রাজার প্রিয় গীতি এই নাম পাইল। তাঁহার নর্ত্তকীগণ, নট ও গন্ধর্ব্বগণ, তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ, এমন কি নগরবাসী ও অমাত্যেরা পর্য্যন্ত, ইহা আমাদের রাজার 'প্রিয় গীতি' এই বলিয়া উক্ত গাথা দুইটী গাইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে ঐ গীতের অর্থ জানিবার জন্য অগ্রমহিষীর বড় কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব তাহার গুণে প্রীত হইয়া বলিলেন, "ভদ্রে আমি তোমাকে একটী বর দিব; কি বর চাও বল।" মহিষী বলিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি বর গ্রহণ করিব।" "তবে বল, হস্তী বা অশ্ব

* এই গাথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার নিম্নলিখিত গাথা কয়টী তুলিয়াছেন:—

করিবে বুদ্ধেরে দান, অথবা শ্রাবকে তাঁর, অল্প বলি হ'ও না কুণ্ঠিত।
প্রসন্ন হইলে চিত্ত অল্পে পাবে মহাফল তাঁহাদের মাহাত্ম্য নিশ্চিত।

ভিক্ষুগণে দিয়াছিনু ক্ষীরোদন আমি
পিণ্ডচর্য্যাহেতু যবে দেখিনু ভ্রমিতে।
সে পুণ্যের ফল আমি ভুঞ্জি এইক্ষণে।

পেয়েছি বিমান এই, লভিয়াছি, দেখ,
সুচারু অপ্সর দেহ, সহস্র অপ্সরা
সেবায় আমার রত, পুণ্যফল এই।

এ সৌন্দর্য্য, এ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্গসুখ
উক্ত পুণ্যফলে আমি ভুঞ্জি এইক্ষণে।
এ উজ্জ্বল রূপ মোর, দেহের এ আভা,
উদ্ভাসিত দশদিক্ ছটায় যাহার,
সব সেই পুণ্যবলে লভিয়াছি আমি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ গাথা তিনটীর মূল বিমান বত্থু এবং গুত্তিল-জাতকে (২৪৩) পাওয়া যায়।

প্রভৃতি কি চাও ?" "মহারাজ, আপনার প্রসাদাৎ আমার কিছুরই অভাব নাই; হস্তী বা অশ্বাদিতে আমার প্রয়োজন নাই; তবে, যদি বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা হইলে আপনার প্রিয় গানটার অর্থ বলিয়া দাসীর কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আমি অন্যবর চাই না।" "এবরে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তুমি অন্যবর লও।" "অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই, আমি এই বরই চাই।" "বেশ কথা, আমি গীতির অর্থ বলিব; কিন্তু গোপনে এবং কেবল একা তোমাকে বলিব না, দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ এই বারাণসী নগরে ভেরী বাজাইয়া সমস্তলোক (আহ্বান করিব); রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইব. তন্মধ্যে রত্নখচিত পল্যঙ্ক স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইব এবং অমাত্য, ব্রাহ্মণ. অন্যান্য নাগরিক ও ষোড়শ সহস্র রমণী দ্বারা পরিবৃত হইয়া অর্থ ব্যাখ্যা করিব।" "এক অতি উত্তমসঙ্কল্প, মহারাজ। ইহাই করুন।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেইরূপই করিলেন এবং মহাজনপরিবৃত হইয়া দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় রত্নপল্যঙ্কে আসন গ্রহণ করিলেন। মহিষীও সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চন ভদ্রপীঠে একান্তে এমন স্থানে আসীন হইলেন, যেখান হইতে তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা রাজাকে দেখিতে পারেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "দেব, আপনি মনের উল্লাসে যে মঙ্গল গীত গান করেন, দয়া করিয়া তাহার অর্থ বলুন, গগনতলে চন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার দূর হয়, আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমারও অজ্ঞান সেইরূপ বিনষ্ট হউক।

হে কুশলধর্ম্মা* ভূপ, তুমি অতি প্রীতির সহিত
মনের আবেগভরে অনুক্ষণ গাও এই গীত।
শুধায় তোমারে দাসী, দয়া করি অর্থ তার বল,
শুনিতে বাসনা বড়, চরিতার্থ কর কৌতূহল।"

তখন মহাসত্ত্ব চারিটী গাথায় সেই গীতির অর্থ প্রকটিত করিলেন :—

এই বারাণসী ধামে হয়েছিল জনম আমার
দরিদ্রের কুলে পূর্ব্বে, পরসেবাভিন্ন কিছু আর
উপায় ছিলনা মোর, তবু হ'য়ে শীলপরায়ণ
মজুর খাটিয়া নিত্য করিতাম জীবন ধারণ।

কাজে যাইবার কালে দৈবযোগে পাই দরশন
একদা পথের মাঝে প্রত্যেকবুদ্ধের চারিজন।
অতি শুদ্ধাচার তাঁরা, সর্ব্ববিধ পাপের অতীত,
দ্বেষাদি অগ্নিনিচয় † তাঁদের হয়েছে নির্ব্বাপিত।

হইল প্রসন্নচিত্ত তাঁহাদের পুণ্য দরশনে,
যতন করিয়া সবে বসাইনু পত্রের আসনে।
স্বহস্তে দিলাম পরে ভোজনের তরে তাঁহাদের
যা ছিল আমার কাছে— শুধু চারি পিণ্ড কুল্মাষের।

* এই গাথায় এবং এই জাতকের অষ্টম গাথায় মহিষী রাজাকে 'কোশলাধিপ' বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোশলের রাজা ছিলেন না। টীকাকার 'কোশলাধিপ' শব্দের 'কুশলাধিপ' (কুসলে পন ধম্মে অধিপতিং কত্বা বিহরতি......কুসলজ্ঝাসয়া তি অথো) অর্থ করিয়াছেন। ফলতঃ 'কোশলাধিপ' পদে যে শ্লেষ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

† রাগ, দ্বেষ, মোহ, জাতি (জন্মান্তর প্রাপ্তি), জরা, মরণ, শোক পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, ও উপায়াস নৈরাশ্য) এই একাদশটী 'অগ্নি' নামে বিদিত।

সে কুশলকর্ম্মফল ফলিয়াছে ভাগ্যে মোর এবে ;
এ রাজ্য, এ বসুন্ধরা, সকলেই আজ মোরে সেবে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজকৃতকর্ম্ম সবিস্তর ব্যাখ্যা করিলে মহিষী অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, দানফল এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় ইহা যদি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে এখন হইতে একটা মাত্র ভক্তপিণ্ড লাভ করিলেও ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণাদিকে তাহার অংশ দিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথায় বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :—

অগ্রে দিয়া ভুঞ্জ পরে, ত্রুটি যেন না হয় কখন,
হে কুশলকর্ম্মা ভূপ, ধর্ম্মচক্র কর প্রবর্ত্তন।
অধার্ম্মিক বলি যেন নিন্দা তব কেহ নাহি করে,
পালি ধর্ম্ম দেহ-অন্তে যাবে চলি অমর নগরে।

মহাসত্ত্ব মহিষীর প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন,

করিব, কল্যাণি, আমি পুনঃ পুনঃ সে পথে গমন,
আর্য্যগণ যেই পথে চলি হন কল্যাণভাজন।
অর্হন্ দেখিলে আমি সে অপূর্ব্ব সুখ মনে পাই,
কুত্রাপি তুলনা তার কোশলনন্দিনি, কোন নাই।

অতঃপর মহাসত্ত্ব মহিষীর সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, আমি পূর্ব্ব জন্মে যে কুশলকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহা বিস্তারিত বলিলাম। পৃথিবীর রমণীদিগের মধ্যে কি রূপে, কি লীলাবিলাসে, কেহই তোমার মত নহে। বল ত, কি কর্ম্ম করিয়া তুমি এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ ?

নারীগণ মাঝে তুমি দেবী কিংবা অপ্সরার মত;
কি কুশলকর্ম্মবলে, ভদ্রে, তুমি ভাগ্যবতী এত ?"

তখন মহিষী পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের বর্ণনার্থ শেষের গাথা দুইটী বলিলেন :—

পূর্ব্বে আমি, হে রাজন, দরিদ্রকুলেতে লভি জন্ম
জীবিকার্থ অম্বষ্ঠের* করিতাম দাসী হয়ে কর্ম্ম।
শুদ্ধশীলা, ধর্ম্মরতা, করিতাম শীলের পালন।
পাপের সংস্পর্শে মোর কলুষতা হয় নি কখন।

প্রভুগৃহে ভোজনার্থ অন্ন আমি পাইলাম যাহা,
একদা দেখিয়া ভিক্ষু, নিজ ক্ষুধা ভুলি তুমি তাহা
দিনু তাঁর সেবাতরে তুষ্টচিত্তে, শুন, মহারাজ ;
সে কারণ এ ঐশ্বর্য্য নারীকুলে ভুঞ্জিতেছি আজ।

মহিষীও নাকি জাতিস্মর ছিলেন ; কাজেই এত তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে পারিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার মহিষী উভয়েই স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সবিস্তর বলিয়া তদবধি নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, নগরমধ্যে এবং রাজভবনের নিকটে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও আর ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন রহিল না।

* টীকাকার 'অম্বষ্ঠ' শব্দের 'কুটুম্বিক' এই অর্থ ধরিয়াছেন। অম্বষ্ঠের সাধারণ অর্থ ধরিলেও ক্ষতি নাই। ইংরাজী অনুবাদক এই শব্দটা লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

তাঁহারা যথানিয়মে শীলসমূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পোষধব্রত পালনপূর্ব্বক জীবনাবসানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪১৬—পরন্তপ-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত তথাগতের প্রাণ সংহারের জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছে—সে তীরন্দাজ পাঠাইয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এইরূপ কত অসদুপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে নাই, বরং নিজেই দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বরাবজ্ঞান-মন্ত্র * শিখিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় মনোযোগসহকারে আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে ঔপরাজ্য দিলেন; কিন্তু ইহার পরেই তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন।

একদা রাত্রিকালে লোকজন শুইয়াছে, এমন সময়ে এক শৃগালী দুইটী শাবক সঙ্গে লইয়া নর্দ্দামার পথে নগরে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্বের প্রাসাদে তাঁহার শয়নকক্ষের অদূরে একটা অতিথিশালা ছিল; এক পথিক পাদুকা খুলিয়া উহা নিজের পায়ের কাছে মাটিতে রাখিয়া সেই শালায় একখানা কাঠফলকের উপর শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সে নিদ্রিত হয় নাই। শৃগালশাবক দুইটা ক্ষুধায় বিরাব করিতেছিল; শৃগালী নিজের ভাষায় বলিল, "চুপ কর্; এই ঘরে একটা লোক জুতা খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া তক্তার উপর শুইয়া আছে; কিন্তু এখনও ঘুমায় নাই। এ ঘুমাইলে, জুতা যোড়টা আনিয়া তোদিগকে খাওয়াইব।" বোধিসত্ত্ব মন্ত্রের বলে শৃগালীর রব বুঝিতে পারিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আছ এখানে?" "মহাশয়, আমি একজন পথিক।" "তোমার জুতা কোথায় রাখিয়াছ?" "মাটিতে আছে।" "তুলিয়া ঝুলাইয়া রাখ।" ইহা শুনিয়া শৃগালী বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল। আর একদিনও সে ঐ পথে নগরে প্রবেশ করিল। সে দিন একটা মাতাল জলপান করিবার উদ্দেশ্যে পুষ্করিণীতে নামিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। তাহার পরিধানে দুইখানি বস্ত্র, অন্তর্ব্বাসে এক সহস্র কার্ষাপণ এবং অঙ্গুলিতে একটা অঙ্গুরীয়ক ছিল। সে দিনও শৃগাল-পোতক দুইটী ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া বিরাব আরম্ভ করিলে শৃগালী বলিল, "বাছারা চুপ কর্; এই পুকুরে একটা মানুষ মরিয়াছে; তাহার সঙ্গে এই এই দ্রব্য আছে; সে মরিয়া সানের উপর পড়িয়া আছে; আমি তোদিগকে তাহার মাংস খাওয়াইব।" বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিতে পাইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শালায় কে

* যে মন্ত্রবলে সর্ব্বপ্রাণীর আরাব বুঝিতে পারা যায়।

আছে?" একজন উঠিয়া উত্তর দিল, "আমি আছি।" "তুমি গিয়া দেখিবে, পুকুরে একটা লোক মরিয়াছে, তাহার কাপড় দুইখান, এক হাজার কাহণ ও হাতের অঙ্গুরী লইয়া শবটা এমন ভাবে জলের মধ্যে ডুবাইবে যে ভাসিয়া না উঠে।" লোকটা তাহাই করিল। ইহাতে শৃগালী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি সে দিন আমার বাছাদিগকে জুতা খাইতে দাও নাই; আজ মড়া মানুষ খাওয়াও বন্ধ করিলে। তা হউক, আজ হইতে দুই দিন পরে এক বিপক্ষ রাজা আসিয়া এই নগর অবরোধ করিবে, তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধের জন্য পাঠাইবেন, শত্রুরা যুদ্ধে তোমার মাথা কাটিবে, তখন তোমার গলরক্ত পান করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িব। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করিলে; আমিও বুঝিয়া পড়িয়া লইব।" এইরূপ বিরাব করিয়া ও বোধিসত্ত্বকে ভয় দেখাইয়া শৃগালী শাবক দুইটীর সহিত চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিবসে বিপক্ষ রাজা আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "যাও বাবা, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর গিয়া।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "পিতঃ। আমি একটা (স্বপ্ন) দেখিয়াছি; সেই জন্য আমার যাইতে সাহস হইতেছে না, ভয় হইতেছে যে আমার প্রাণান্ত ঘটিবে।" "তুমি মরিলে বা বাঁচিলে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তোমাকে যাইতেই হইবে।" মহাসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া লোকজনসহ যাত্রা করিলেন, কিন্তু বিপক্ষ রাজা যে দ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে দ্বার দিয়া বাহির হইলেন না, অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে নগর জনহীন হইল, কারণ প্রায় সমস্ত অধিবাসীই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি কোন খোলা যায়গায় * তাবু খাটাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা ভাবিলেন, 'উপরাজ নগর জনহীন করিয়া সমস্ত সৈন্যসহ পলাইয়া গিয়াছেন; বিপক্ষ রাজাও নগর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; এখন ত আমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় দেখি না।' অনন্তর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজ্ঞী, পুরোহিত এবং পরন্তপ-নামক এক ভৃত্যকে লইয়া রাত্রিকালে ছদ্মবেশে অরণ্যে পলায়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, যুদ্ধে বিপক্ষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন এবং নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে তাঁহার পিতা নদীতীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সেখানে রাজার ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভ সঞ্চার হইল। এদিকে, অবিরত পরন্তপের সংসর্গে থাকায় তাহার সহিতও রাজ্ঞীর প্রসক্তি জন্মিল। তিনি একদিন পরন্তপকে বলিলেন, "রাজা জানিতে পারিলে আমাদের দুই জনেরই প্রাণ যাইবে। অতএব রাজার প্রাণবধ কর।" পরন্তপ বলিল, "কি রূপে করিব?" "রাজা তোমার হাতে খড়্গ ও স্নানবস্ত্র দিয়া স্নান করিতে যান; স্নানের সময় তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিলে তুমি খড়্গের আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিবে এবং ধড়টা খণ্ড খণ্ড করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিবে।" "এ অতি উত্তম পরামর্শ।" ইহা বলিয়া পরন্তপ রাজ্ঞীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। অনন্তর একদিন পুরোহিত বন্যফলসংগ্রহের জন্য গিয়া, রাজা যে ঘাটে স্নান করিতেন তাহার নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা পরন্তপের হাতে খড়্গ ও স্নানবস্ত্র দিয়া স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিলেন। স্নানের সময়ে তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া পরন্তপ তাঁহার গ্রীবা

* মূলে 'সভাগট্ঠানে' আছে। সভাগ বলিলে যাহা সাধারণের তাহা বুঝায়। সভাগস্থান' = খোলা মাঠ, যেখানে সকলেই পশু চরাইতে পারে এমন স্থান বুঝাইবে। তু•-'common'।

ধারণ করিল এবং যথার্থ খড়্গ উত্তোলন করিল। রাজা মরণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া পুরোহিত সেই দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, পরন্তপ রাজার প্রাণবধ করিতেছে। তিনি ইহাতে মহাভয় পাইলেন এবং যে শাখায় বসিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া একটা গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। পুরোহিত শাখা ত্যাগ করিবার কালে যে শব্দ হইল, পরন্তপ তাহা শুনিতে পাইল, এবং রাজাকে বধ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার পরে ভাবিল, 'কেহ যেন গাছের ডাল হইতে পড়িল এমন শব্দ হইল; এখানে কে আছে?' কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে স্নান করিল ও চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত গুল্ম হইতে বাহির হইলেন। রাজাকে মারিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া যে একটা গর্ত্তে প্রোথিত করা হইল, তাহা তিনি সমস্তই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কায় স্নানের পর অন্ধ সাজিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তোমার কি হইয়াছে?" পুরোহিত যেন কিছুই জানেন না এই ভাণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি চক্ষু দুইটী হারাইয়া আসিয়াছি। একটা বল্মীকের ভিতর অনেক বিষধর সর্প আছে; আমি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম; বোধ হয় সেখানে কোন সর্পের নাসাবাত আমার চক্ষে লাগিয়াছে।" ইহা শুনিয়া পরন্তপ ভাবিল, 'বামুনটা আমায় চিনিতে পারে নাই; সেই জন্য "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।' তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সে বলিল "কোন চিন্তা নাই, ঠাকুর; আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" অনন্তর সে তাঁহাকে অনেকগুলি ফল দিয়া তৃপ্ত করিল।

এখন হইতে পরন্তপই ফলাহরণ করিতে লাগিল। এদিকে রাজ্ঞীও একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটী যখন বড় হইতে লাগিল, তখন একদিন তিনি প্রত্যূষকালে সুখাসীনা হইয়া পরন্তপদাসকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন রাজাকে মারিয়াছিলে, তখন কেহ তোমায় দেখিয়াছিল কি?" পরন্তপ বলিল, "কেহই দেখে নাই; তবে কেহ যেন গাছের ডাল হইতে নামিতেছে, এমন একটা শব্দ শুনিয়াছিলাম। সে শব্দ কোন মানুষের বা ইতর জন্তুর দ্বারা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু যখনই আমার ভয় হয়, তখনই মনে হয়, ঐ ভয় যেন সেই শাখা হইতেই আসিতেছে।" রাজ্ঞীর সহিত এইরূপ আলাপ করিবার কালে পরন্তপ প্রথম গাথা বলিল:—

মানুষে অথবা মৃগে, জানিনা ক কোন্ প্রাণী, কাঁপাইল শাখা সেইক্ষণে,
ভয়ের কারণ সেই; বিপদ্ তা হ'তে হবে, এ আশঙ্কা সদা মোর মনে।

রাজ্ঞী ও পরন্তপ ভাবিয়াছিল, পুরোহিত ঘুমাইতেছেন। কিন্তু তিনি জাগিয়া ছিলেন এবং উভয়ের সমস্ত কথা শুনিলেন। অনন্তর একদিন পরন্তপদাস ফল আনিবার জন্য বাহিরে গেলে পুরোহিত নিজের ব্রাহ্মণীকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

অদূরে বসতি করে ভার্য্যা মোর; স্মরি তারে পাণ্ডু, কৃশ, হইব নিশ্চয়,
হয় যথা পরন্তপ শাখার কম্পন শুনি, কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কি বলিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি একটা চিন্তা করিতেছিলাম।" ইহার পর আর একদিন তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

অনিন্দিতা ভার্য্যা মোর গ্রামেতে বসতি করে; স্মরি তারে দেহ শুষ্ক হয়,
দাসের যেমন হয় শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

আর একদিন তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

অসিত অপাঙ্গ দৃষ্টি, চারুস্মিত মৃদুবাণী, স্মরি তারে দেহ শুষ্ক হয়,
দাসের যেমন হয় শাখার কম্পন শুনি ; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

কালক্রমে বালকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একদিন পুরোহিত নিজের যষ্টির একপ্রান্ত তাঁহার হাতে দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন এবং চক্ষু খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি না অন্ধ?" পুরোহিত বলিলেন, "আমি অন্ধ নহি। তবে এই উপায়ে আমি প্রাণরক্ষা করিতেছি। কুমার, তোমার পিতাকে জান কি?" "জানি বৈ কি।" "ও তোমার পিতা নহে, তোমার পিতা বারাণসীর রাজা। ও লোকটা তোমাদের দাস। ও তোমার মাতার সহিত পাপাচার করিয়াছে এবং এই স্থানেই তোমার পিতাকে মারিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ অস্থিগুলি তুলিয়া কুমারকে দেখাইলেন। ইহাতে কুমারের ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন কি করিব, বলুন।" "এই ঘাটে সে তোমার পিতার যাহা করিয়াছে, তুমিও তাহার তাহাই কর।" অনন্তর পুরোহিত কুমারকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং কিরূপে তরোয়ারের বাঁট ধরিতে হয় তাহা শিখাইলেন। ইহার পর একদিন কুমার খড়্গ ও স্নানবস্ত্র লইয়া বলিলেন, "চল বাবা, স্নান করি গিয়া।" "বেশ, চল" বলিয়া পরন্তপ তাঁহার সঙ্গে নদীতে গেল। সে যেমন নদীতে অবতরণ করিতেছিল, অমনি কুমার দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ও বামহস্তে তাহার শিখা ধরিয়া বলিলেন, "নরাধম, তুই না এই ঘাটে আমার পিতার শিখা ধরিয়া, তিনি যখন আর্তনাদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলি। আমিও আজ সেই ভাবে তোর জীবনান্ত করিব।" মরণভয়ে পরিদেবন করিতে করিতে পরন্তপ তখন দুইটী গাথা বলিল :—

এত দিন পরে, হায়, সে শব্দ ফিরিয়া আসি বলেছে যা ঘটিল তখন।
সে তোমায় বলিয়াছে ঘটেছিল পূর্ব্বে যাহা করেছিল যে শাখা চালন।
মূর্খ আমি ভাবিতাম, চালিত করেছে শাখা, মৃগে বা মানুষে সেইক্ষণ,
ভয়ে তাই কাঁপিতাম ; রহস্য বাহির হবে কোন্ সূত্রে না জানি কখন।
ভয়ের কারণ মোর জানিতে পেরেছ তুমি এতদিনে, বুঝিনু নিশ্চয়,
জেনেছ কি হেতু স্মরি শাখার কম্পন সেই ভয়ে মোর কাঁপিত হৃদয়।

অতঃপর কুমার শেষের গাথাটী বলিলেন :—

তোমাছাড় জানিত না আর কেহ এ মন্ত্রণা, হয়ে তাঁর বিশ্বাসভাজন
বধিলে পিতারে মোর ; খণ্ড খণ্ড করি তাঁরে গর্ত্তমধ্যে করিলে স্থাপন।
দুষ্কার্য্য ঘটিলে পর প্রাণান্ত হবে তোমার সদা ছিল মনে এই ভয়,
এসেছে সে ভয় এবে, আজ, পাপী, সমাগত, তব প্রায়শ্চিত্তের সময়।

ইহা বলিয়া সেইখানেই তিনি পরন্তপের প্রাণবধ করিলেন এবং শাখাপল্লব দ্বারা শবটা ঢাকিয়া খড়্গখানি ধুইয়া ও স্নান করিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি পুরোহিতকে পরন্তপের নিধনবৃত্তান্ত বলিলেন, মাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং "এখন কি কর্ত্তব্য" বলিয়া তিন জনেই বারাণসীতে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠকে উপরাজ্য দান করিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গবাসী হইলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই পিতৃরাজ এবং আমি ছিলাম সেই পুত্ররাজ।]

জাতক

অষ্ট নিপাত।

৪১৭—কাত্যায়নী জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক মাতৃপোষক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তীনগরের এক কুলপুত্র। ইনি অতি শুদ্ধাচার ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পরে মাতাকে প্রত্যক্ষদেবতা জ্ঞান করিয়া মুখধোবন, দন্তকাষ্ঠসংগ্রহ, স্নান, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তাঁহার সেবা করিতেন এবং যবাগূভক্তাদি দিয়া তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা বলিলেন "বাবা, গৃহস্থের আরও অনেক কাজ আছে, তুমি সমজাতিকুল হইতে এক কন্যা বিবাহ কর; সেই আমার সেবা করিবে, তুমি অন্য কাজে মন দিতে পারিবে।" পুত্র বলিলেন, "মা, আমি নিজের মঙ্গলপ্রত্যাশা করিয়াই তোমার সেবা করিতেছি; আর কে তোমার এমন সেবা করিবে?" "বাবা, যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয়, তাহাও ত করিতে হইবে।" "আমার গৃহবাসে আসক্তি নাই। আমি তোমার সেবা করিব এবং তোমার মৃত্যু হইলে, * প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" মাতা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। তখন পুত্রের সম্মতি না লইয়াই তিনি সমজাতিকুল হইতে এক পাত্রী আনয়ন করিলেন মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কুলপুত্র এই কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

বধূ দেখিল, তাহার স্বামী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মাতৃসেবা করেন; অতএব সেও যত্নের সহিত শাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার পত্নী অতি যত্নে তাঁহার মাতার সেবা করিতেছে, দেখিয়া কুলপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যেখানে পাইতেন, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া পত্নীকে দিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ রমণী বড় গর্ব্বিতা হইল। সে কিয়ৎকাল পরে ভাবিতে লাগিল, 'আমার স্বামী যেখানে যাহা পান, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া আমাকেই দেন। ইনি নিশ্চয় মাকে তাড়াইয়া দিতে চান। যাহাতে তাড়াইবার সুযোগ পান, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।' অনন্তর সে একদিন তাহার স্বামীকে বলিল "আর্য্যপুত্র, আপনি বাহিরে গেলে আপনার মা আমাকে বড় গালি দেন।" কিন্তু সে ব্যক্তি ইহার কোন উত্তরই দিলেন না। তখন ঐ রমণী স্থির করিল, 'বুড়ীকে উত্ত্যক্ত করিয়া আমার পতির অপ্রীতিভাজন করিতে হইবে।' সে তখন হইতে বৃদ্ধাকে কোন দিন অত্যুষ্ণ, কোন দিন বা অতি শীতল, কোন দিন অতিলবণ, কোন দিন বা লবণহীন যবাগূ দিতে লাগিল।" বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌ মা, বড় গরম," বা "নুণ বড় বেশী হইয়াছে," তাহা হইলে সে পাত্র পূর্ণ করিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত. ইহাতে বৃদ্ধা বলিত, "মা, বড় ঠাণ্ডা" বা "নুণ বড় কম হইয়াছে," তখন বধূ মহাশব্দে কন্দল করিতে প্রবৃত্ত হইত, বলিত "এই না বলিলে, বড় গরম, লবণ বেশী হইয়াছে? ওমা, তোমাকে যে খুসী করা ভার!" স্নানের সময়েও সে বৃদ্ধার পৃষ্ঠে খুব গরম জল ঢালিয়া দিত, বৃদ্ধা যদি বলিত, "বাছা, আমার পিঠ যে পুড়িয়া গেল," অমনি বৌমা কলসী পুরিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত। "মা, জল বড় ঠাণ্ডা," বৃদ্ধা এই কথা বলিলে, বৌমা প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিত, "দেখ্‌লে কাণ্ড; এই বলিল কত গরম, এখন আবার বড় ঠাণ্ডা বলিয়া চেঁচাইতেছে। কার সাধ্য, বল ত, এর মন যোগাইয়া চলিতে পারে? এত অপমান কি সহ্য করা যায়?" বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌমা, আমার খাটিয়ায় অনেক ছারপোকা হইয়াছে," তাহা হইলে বৌমা বৃদ্ধার খাটিয়া বাহিরে আনিয়া তাহার উপর নিজের খাটিয়া ঝাড়িত, এবং পুনর্ব্বার উহা গৃহের মধ্যে লইয়া বলিত, "তোমার খাটিয়া ঝাড়িয়া আনিয়াছি। বৃদ্ধা দ্বিগুণিত মৎকুণের দংশনে সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইত, এবং ভোরে উঠিয়া বলিত "মা, সমস্ত রাত্রি ছারপোকায় খাইয়াছে।" বৌমা বলিত, "কাল না তোমার খাটিয়া ঝাড়িয়াছি, তাহার আগের দিনও ঝাড়িয়াছিলাম; তোমাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব!" বৃদ্ধার পুত্রকে বিরূপ করিবার জন্য ঐ রমণী আরও একটী উপায় অবলম্বন করিল। সে যেখানে সেখানে কফ, কাসি থুথু ও পাকা চুল ফেলিতে ও রাখিতে লাগিল। বৃদ্ধার পুত্র একদিন জিজ্ঞাসা করিল, কে সমস্ত ঘর এইরূপে নোংরা করিয়াছে।" রমণী বলিল,

---

* তুম্হাকং ধূমকালে।

"তোমারই মা জননী। ওরূপ করিওনা বলিলে তিনি ঝগড়া করেন, আমি এমন কালকর্ণীর সহিত আর এক ঘরে তিষ্ঠিতে পারি না, হয় ইঁহাকে লইয়া ঘর কর, নয় আমাকে রাখ।" এই কথা শুনিয়া কুলপুত্র বলিলেন "ভদ্রে, তুমি যুবতী, তুমি যেখানে সেখানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার। আমার মা কিন্তু অতি দুর্ব্বলা, আমা ভিন্ন তাঁহার আর কোন অবলম্বন নাই। অতএব তুমিই বাপের বাড়ী যাও।" এই উত্তরে রমণীর বড় ভয় হইল, সে ভাবিল, 'ইঁহাকে মায়ের প্রতি বিরূপ করা অসাধ্য; ইনি একান্ত মাতৃভক্ত। আমি যদি এখন বাপের বাড়ী যাই, তাহা হইলে আমাকে একরূপ বিধবাই হইতে হইবে। তখন আমার দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অতএব এখন হইতে পূর্ব্বের মত শাশুড়ীর মন যোগাইব ও সেবা শুশ্রূষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে বৃদ্ধার পূর্ব্ববৎ সেবা আরম্ভ করিল।

ইহার পর সেই উপাসক একদিন ধর্ম্মকথাশ্রবণের জন্য জেতবনে উপস্থিত হইলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে উপাসক, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ত তোমার ভ্রমপ্রমাদ হয় না? পূর্ব্ববৎ মাতৃসেবা করিতেছ ত?" উপাসক বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত। মা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক কুলকন্যা আনিয়াছিলেন, সে এই এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।" তিনি শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন এবং বলিলেন, "কিন্তু, ভগবন্, সে কিছুতেই মা ও ছেলের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে পারে নাই, এবং এখন নিজেও পরম যত্নে আমার মায়ের সেবা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, এবার তুমি ঐ রমণীর কথা মত কাজ কর নাই বটে, পূর্ব্বে কিন্তু ইহারই কথায় তুমি তোমার মাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে এবং শেষে আমারই প্রভাববলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলে।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন কুলপুত্র পিতার মৃত্যুর পরে মাতাকে দেবতাজ্ঞান করিয়া উক্তরূপে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন [ইহার পর, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, সেই ভাবে সমস্ত সবিস্তর বর্ণনা করিতে হইবে।] "আমি এমন কালকর্ণীর সহিত একত্র বাস করিতে পারিব না, হয় ইহাকে লইয়া, নয় আমাকে লইয়া ঘরবাস কর" কুলপুত্রের পত্নী এই কথা বলিলে, তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং ভাবিলেন যে, তাঁহার মাতারই দোষ। তিনি মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি বাড়ীতে প্রত্যহ ঝগড়া কর; এখান হইতে চলিয়া যাও এবং যেখানে ইচ্ছা বাস কর গিয়া।" "বেশ বলেছ, বাবা", ইহা বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল এবং মজুরি করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল।

শাশুড়ী প্রস্থান করিলে পুত্রবধূ গর্ভ ধারণ করিল। সে তখন পতি ও প্রতিবেশীদিগকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ডাইনটা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমি গর্ভধারণ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই; এখন আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" কিয়ৎকাল পরে সে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তোমার মা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমার ছেলে হয় নাই, এখন হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিয়া রাখ যে, সে ডাইন।" বৃদ্ধা শুনিল যে, বাড়ী ছাড়িবার পরে তাহার পৌত্র জন্মিয়াছে। সে ভাবিল, 'পৃথিবীতে নিশ্চয় ধর্ম্মের মরণ হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি না মরিবে, তাহা হইলে মাকে প্রহার করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া লোকে কি পুত্রলাভ করিতে ও সুখে থাকিতে পারে? আমি ধর্ম্মের পিণ্ডি দিব।' * ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কিছু তিলবাটা, চাউল, একটা পাক করিবার পাত্র ও একখানা হাতা লইয়া আমকশ্মশানে † গেল, তিনটা মানুষের মাথার খুলি দিয়া উনান তৈয়ার করিল, আগুন জ্বালিয়া জলে নামিল,

---

* "মতকভত্তং দস্সামি"।

† যে শ্মশানে শবগুলি কেবল ফেলিয়া রাখা হয়, দগ্ধ করা হয় না।

ডুব দিয়া স্নান করিল, কাপড় ধুইয়া উনানের কাছে আসিল, এবং চুল খুলিয়া চাউল ধুইতে বসিল।

সে কালে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বগণ অপ্রমত্তভাবে জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ সময়ে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন বৃদ্ধা মনের দুঃখে, ধর্ম্ম মরিয়াছে এই বিশ্বাসে, ধর্ম্মের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। 'আজ আমার বল প্রদর্শন করিতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের বেশে, যেন রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন এবং বৃদ্ধাকে দেখিয়াই যেন পথ ছাড়িয়া তাহার নিকটে গেলেন, এই ভাবে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা শ্মশানে ত কেহ খাদ্য রন্ধন করে না, তুমি এখানে বসিয়া যে তিলোদন পাক করিতেছ, তাহা দিয়া কি করিবে?" এইরূপে কথা উত্থাপন করিবার কালে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন:—

> ধবল বসন পরি জলসিক্ত কেশে শুদ্ধভাবে, কাত্যায়নি, বল কি উদ্দেশে
> রন্ধনের পাত্র তুলি অপূর্ব্ব উনানে পিষ্ট তিল তণ্ডুল ধুইছ সাবধানে?
> রন্ধন করিবে তুমি বুঝি তিলোদন। কার জন্য বল তব এই আয়োজন?

তাঁহাকে আয়োজনের কারণ বুঝাইবার জন্য বৃদ্ধা দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> যতনে করিব আমি পাক তিলোদন; কিন্তু না, ব্রাহ্মণ, কারো ভোজন-কারণ।
> মরিয়াছে ধর্ম্ম, তার পিণ্ডদান তরে রান্ধিতেছি আমি ইহা শ্মশান ভিতরে।

তখন শক্র তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> না জানিয়া কাজ করা উচিত না হয়; মরেছেন ধর্ম্ম তুমি শুনিলে কোথায়?
> অপার প্রভাব তাঁর, সহস্র নয়ন; মরণ কি ঘটে ধর্ম্মরাজের কখন?

শক্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা দুইটী গাথা বলিল:—

> অকাট্য প্রমাণ আমি পেয়েছি, ব্রাহ্মণ; নিঃসন্দেহ হইয়াছে ধর্ম্মের মরণ।
> তেঁই এবে ধরাধামে পাপী আছে যত, দণ্ড পাওয়া দূরে থাক্, ভুঞ্জে সুখ কত।
> বন্ধ্যাপুত্রবধূ মোর, প্রহারি আমায়, পুত্রবতী হইয়াছে, শুন মহাশয়।
> সর্ব্বময়ী কর্ত্রী সেই গৃহের এখন, অনাথা হইয়া আমি করেছি ভ্রমণ।

অতঃপর শক্র ষষ্ঠ গাথা বলিলেন:—

> আমি ধর্ম্ম; এখনও রয়েছি জীবিত, মরি নাই, এসেছি করিতে তব হিত।
> পেয়েছে তনয় যেই প্রহারি তোমারে, পুত্রসহ ভস্মীভূত করিব তাহারে।

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "কি বলিলে ঠাকুর? আমার নাতির যাহাতে মরণ না হয়, তাহা করিতে হইবে।" অনন্তর সে সপ্তম গাথা বলিল:—

> দেবরাজ, হোক তব ইচ্ছার পূরণ; আমার হিতার্থি যদি হেথা আগমন,
> দাও বর, যেন পুত্র-পৌত্র-স্নুষাসহ প্রীতভাবে একগৃহে থাকি অহরহ।

তখন শক্র অষ্টম গাথা বলিলেন:—

> ছাড় নাই ধর্ম্ম তুমি এত উৎপীড়নে, ইচ্ছার পূরণ তব হবে সে কারণে।
> দিনু বর, প্রীতভাবে তুমি অহরহ থাকিবে একত্র পুত্রপৌত্রস্নুষাসহ।

অনন্তর শক্র দিব্যবস্ত্র-বিভূষিত নিজরূপ ধারণ করিলেন এবং আত্মানুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "কাত্যায়নি, তোমার ভয় নাই; আমার অনুভাববলে তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়া পথিমধ্যেই তোমার ক্ষমা চাহিবে এবং তোমাকে লইয়া যাইবে। তুমি

অপ্রমত্ত ভাবে থাকিও।" ইহা বলিয়া শক্র নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ হঠাৎ তাহার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিল, 'মা এখন কোথায়?' এবং যখন গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে সেই বৃদ্ধা শ্মশানাভিমুখে গিয়াছে, তখন তাহারা মা, মা বলিতে বলিতে শ্মশানের পথে ছুটিল। পথে তাহারা বৃদ্ধার দেখা পাইয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল এবং কাতরভাবে বলিল, "মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" বলা বাহুল্য, বৃদ্ধা তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিল এবং পৌত্রটীকে কোলে লইল। অতঃপর তাহারা অতি সম্প্রীতভাবে একত্র বাস করিতে লাগিল।

শ্বশ্রূসহ কাত্যায়নী মনের সুখেতে একঘরে আরম্ভিল কাল কাটাইতে।
পুত্র, পৌত্র দুইজনে ইন্দ্রের কৃপায় একমনে হ'ল রত বৃদ্ধার সেবায়।

এইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই মাতৃপোষক উপাসক ছিল সেই মাতৃপোষক কুলপুত্র; ইহার ভার্য্যা ছিল তাহার ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪১৮—অষ্টশব্দ-জাতক।

[কোশলরাজ নিশীথ সময়ে অতি ভীষণ আর্ত্তস্বর শুনিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লোহকুম্ভী (৩১৪) যাহা বলা হইয়াছে, এই জাতকের বর্ত্তমান বস্তুও সেইরূপ। কোশলরাজ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই সকল শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া আমার কি কোন বিপত্তি ঘটিবে?" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ; কেবল আপনি একাই যে এবংবিধ ভীষণ আর্ত্তস্বর শুনিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও রাজারা এইরূপ শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথায় সর্ব্বচতুষ্কযজ্ঞসম্পাদনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে, যজ্ঞার্থ যে সকল জন্তু আহরণ করা হইয়াছিল, পণ্ডিতদিগের উপদেশে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া সমস্ত নগরে ভেরী বাজাইয়া প্রাণিহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলেন এবং মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ভাণ্ডারস্থ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহার সমস্তই দানকর্ম্মে বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি লবণ ও অম্লসেবনার্থ লোকালয়ে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

ঐ সময়ে একদা বারাণসীরাজ শ্রী-গর্ভে শয়ন করিয়া অর্দ্ধরাত্রিকালে আটটা শব্দ শুনি-লেন। রাজভবনের নিকটবর্ত্তী উদ্যানস্থ একটা বক প্রথম শব্দ করিল; ইহার অব্যবহিত পরেই হস্তিশালার তোরণ-নিবাসিনী এক কাকী দ্বিতীয় শব্দ করিল। রাজভবনের চূড়ার মধ্যে একটা ঘুণ ছিল; তৃতীয় শব্দ তাহার। চতুর্থ শব্দ রাজবাড়ীর একটা পোষা কোকিলের; পঞ্চম শব্দ তত্রত্য একটা পোষা হরিণের; ষষ্ঠ শব্দ একটা পোষা বানরের; সপ্তম শব্দ একটা পোষা কিন্নরের। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজভবনের উপর দিয়া উদ্যানাভিমুখে যাইবার কালে এক

প্রত্যেকবুদ্ধ উদান গান করিয়া অষ্টম শব্দ করিলেন। বারাণসীরাজ এই অষ্ট শব্দ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং পরদিন ব্রাহ্মণদিগকে ইহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ আপনার বড় বিঘ্ন দেখিতেছি। সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।"

রাজার অনুমতি পাইয়া ব্রাহ্মণেরা অতিমাত্র তুষ্ট হইলেন এবং রাজভবন হইতে বাহিরে গিয়া যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার এক অন্তেবাসী ব্রাহ্মণকুমার অতি বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "গুরুদেব, এতগুলি প্রাণীকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে বধ করিবেন না।" আচার্য্য বলিলেন, "তুমি কি জান, বাবা? ইহাতে আমাদের যদি অন্য কোন লাভও না হয়, তথাপি আমরা আহারের জন্য প্রচুর মৎস্যমাংস পাইব।" "আচার্য্য, উদরের জন্য নরকের দ্বার খুলিবেন না।" মাণবকের কথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন; কাজেই তিনি ভয় পাইয়া "বেশ, আপনারা মৎস্যমাংস-ভোজনের উপায় করুন," ইহা বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং রাজাকে নিবারণ করিতে পারেন, নগরের বাহিরে এমন কোন ধার্ম্মিক শ্রমণ পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য রাজোদ্যানে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্বের দেখা পাইয়া মাণবক তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে কি দয়া নাই? রাজা বহুপ্রাণী বধ করিয়া যজ্ঞ করাইবেন; এতগুলি জীবের বন্ধন মোচন করা কি কর্ত্তব্য নহে?" "দেখ, মাণবক; এখানে রাজা আমায় জানেন না; আমিও রাজাকে জানি না।" "ভদন্ত, রাজা যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, আপনি তাহাদের ফল জানেন কি?" "আমি জানি।" "যদি জানেন, তবে রাজাকে বলুন না কেন?" "আমি কি নিজের ললাটে শৃঙ্গ বান্ধিয়া * বলিব গিয়া যে, আমি জানি? তিনি যদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।" তখন মাণবক বেগে ছুটিয়া রাজভবনে গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা?" "মহারাজ, আপনার উদ্যানে একজন তাপস আসিয়াছেন; আপনি যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, তিনি তাহাদের ফল জানেন। তিনি মঙ্গল-শিলায় বসিয়া আছেন; তিনি আমাকে বলিলেন, 'রাজা যদি আমায় একবার জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।' একবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, মহারাজ।' রাজা সত্বর সেখানে গিয়া তাপসকে প্রণাম করিলেন এবং তাপস তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলে আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আমি যে সকল শব্দ শুনিয়াছি, আপনি তাহাদের ফল অবগত আছেন ইহা সত্য কি?" "হাঁ মহারাজ, একথা সত্য।" "তবে দয়া করিয়া বলুন।" "মহারাজ, ঐ সকল শব্দশ্রবণে আপনার কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। আপনার পুরাতন উদ্যানে একটা বক আছে; সে খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রথম শব্দ করিয়াছে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব আত্মজ্ঞান বলে নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় অবিকৃতভাবে বকের শব্দ ব্যাখ্যা করিলেন :—

পৈতৃক ভবন মম সুগভীর জলপূর্ণ ছিল পূর্ব্বে শুনি লোকমুখে,
ছিল বহু মৎস্য হেথা, বকরাজ সেই হেতু করিতেন হেথা বাস সুখে।
এখন নাহিক জল, মৎস্য কোথা পাব বল? ডেকে করি উদর পূরণ,
পৈতৃক বাসের মায়া তবু না ছাড়িতে পারি; করি না ক অন্যত্র গমন।

"মহারাজ, সেই বক ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই শব্দ করিয়াছিল। আপনি যদি তাহার

* ইংরাজী অনুবাদক বলেন ইহা গর্ব্বের চিহ্ন। বাইবেলেও এইভাব দেখা যায় (Jeremiah, 48, 25)।

ক্ষুধা মোচন করিতে চান, তাহা হইলে উদ্যানটীর সংস্কার করিয়া সেই পুষ্করিণীটী পুনর্ব্বার জলে পূর্ণ করুন।" তাহাই করিবার জন্য রাজা একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার তোরণে একটা কাকী বাস করে। সে পুত্রশোকে দ্বিতীয় শব্দ করিয়াছে। তাহাতে আপনার কোন ভয়ের কোন কারণ নাই।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথায় কাকীর কথা বলিলেন :—

কে করিবে দয়া করি দুরাচার বন্ধুরের দ্বিতীয় চক্ষুটী উৎপাটন ?
রক্ষিবে কুলায়, আর, আমার শাবকগণে, দয়া করি বল কোন্ জন ?

গাথাটী বলিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার যে মাহুত আছে, তাহার নাম কি ?" "তাহার নাম বন্ধুর।" "তাহার কি একটী চক্ষু নাই ?" "হাঁ ভদন্ত, সে কাণা।" "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার তোরণে এক কাকী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল; সেগুলি পরিণত হইলে শাবক নির্গত হইয়াছিল; মাহুত যখনই হাতী চড়িয়া বাহিরে যায় বা ভিতরে আইসে তখনই অঙ্কুশের আঘাতে কাকীকে ও তাহার শাবকগুলিকে প্রহার করে এবং বাসাটা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দুঃখে পীড়িতা হইয়া কাকী বন্ধুরের অবশিষ্ট চক্ষুটীর বিনাশ কামনা করে। আপনি যদি কাকীর প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ হন, তাহা হইলে বন্ধুরকে ডাকাইয়া নিষেধ করিয়া দিন যে, আর যেন সে কাকীর কুলায় নষ্ট না করে। রাজা তখনই বন্ধুরকে ডাকাইলেন, তাহাকে তিরস্কার করিয়া পদচ্যুত করিলেন এবং আর এক ব্যক্তিকে মাহুত নিযুক্ত করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব আবার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার প্রাসাদের চূড়ার মধ্যে একটা ঘুণ কীট আছে। সে এতদিন কাষ্ঠের অসার অংশ খাইয়াছে; এখন অসার ফুরাইয়াছে, তাহার সার খাইবার শক্তি নাই; সে বিবর হইতে বাহির হইতেও পারিতেছে না; কাজেই খাদ্যাভাবে পরিদেবন করিয়াছে। এই হইল আপনার তৃতীয় শব্দ। ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাবলে ঘুণকীটের মনের ভাব জানিয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

অসার যতটা ছিল সমস্ত করেছি শেষ; খাদ্যাভাবে কষ্ট এবে পাই;
সার আছে, দন্তস্ফুট করিতে তাহার মাঝে ঘুণের শকতি কোন নাই।

রাজা একটা লোক ডাকাইয়া তাহা দ্বারা ঘুণকীটটাকে বাহির করাইলেন। তখন বোধিসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনার বাড়ীতে একটা পোষা কোকিলা আছে কি ?" "হাঁ, ভদন্ত।" "মহারাজ, সে এখন নিজের পূর্ব্ব বাসস্থান সেই বনস্থলী স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এবং বলিয়াছে, "হায়, কবে আমি এই পঞ্জর হইতে বাহির হইয়া রমণীয় বনভূমিতে উড়িয়া বেড়াইব ?" এইটী চতুর্থ শব্দ। ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

এ রাজভবন হ'তে মুক্তিলাভ করি, হায়, বনে কি যাইব আমি আর ?
শাখাপল্লবের কুঞ্জে গাইব মনের সুখে, উপজিবে আনন্দ অপার।

"মহারাজ, ঐ কোকিলা বড় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে; উহাকে ছাড়িয়া দিন।" রাজা তাহাই করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা হরিণ আছে কি ?" "আছে, ভদন্ত।" "মহারাজ, এই হরিণটা একটা যূথের অধিপতি ছিল। সে নিজের মৃগীকে স্মরণপূর্ব্বক কামবশে উৎকণ্ঠিত হইয়া পঞ্চম শব্দ করিয়াছে :—

এ রাজভবন হ'তে মুক্তি যদি পাই আমি, যূথসহ মিলিয়া আবার,
চরি অগ্রে সকলের, করি অগ্রোদক * পান তৃপ্তি কত হইবে আমার।"

অনন্তর মহাসত্ত্ব হরিণটাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা বানর আছে কি ?" "আছে ভদন্ত।" "মহারাজ, সেই বানর হিমালয়ে যূথপতি ছিল এবং অনেক বানরীর সঙ্গে কামপরবশ হইয়া বিচরণ করিত। ভরত নামে এক ব্যাধ তাহাকে ধরিয়া এখানে আনিয়াছে। সে এখন উৎকণ্ঠার বশে হিমালয়ে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। ষষ্ঠ শব্দের এই কারণ। ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।

কামাতুর ছিনু আমি; ভরত বাহ্লিকবাসী ধরি মোরে এনেছে হেথায়;
ছাড়ি দাও, দয়া করি; মঙ্গল হইবে তব; এ যন্ত্রণা সহা নাহি যায়।"

মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া বানরটাকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা কিন্নর আছে ?" "হাঁ, ভদন্ত।" "মহারাজ, সে নিজের কিন্নরীর কৃতোপকার স্মরণ করিয়া কামবশে সপ্তম শব্দ করিয়াছে। সে একদিন ঐ কিন্নরীর সঙ্গে তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছিল; সেখানে উভয়ে নানাবর্ণের সুগন্ধি পুষ্পচয়ন করিয়া পরিধান করিতেছিল, সূর্য্য যে অস্তমিত হইতেছে সে দিকে লক্ষ্য করে নাই। সূর্য্য অস্ত গেলে যখন তাহারা অবতরণ করিতেছিল, তখন অন্ধকার হইয়াছিল। তখন কিন্নরী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল, 'অন্ধকার হইয়াছে; সাবধানে নামিবেন, যেন পদস্খলন না হয়।' ইহা বলিয়া সে নিজেই স্বামীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়াছিল। কিন্নর এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া নিজের দুঃখের গীতি গাহিয়াছে; ইহাতে আপনার কোন ভয় নাই।" বোধিসত্ত্ব জ্ঞানবলে এই বৃত্তান্ত যথাযথ জানিতে পারিয়া তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন :—

আঁধারে চৌদিক্ ঘেরে, উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, ছিনু এক সঙ্গে দুই জন;
সস্নেহে মধুর স্বরে বলে প্রিয়া 'নাহি যেন হয় তব পদের স্খলন।'

মহাসত্ত্ব এইরূপে কিন্নরকৃত শব্দের কারণ বলিয়া তাহাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, অষ্টম শব্দটী উদানের স্বর। নন্দমূলগুহাবাসী এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে মনুষ্যালয়ে গিয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; রাজভৃত্যেরা সেখানে তাঁহার শরীরকৃত্য* ও তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিবে, এবং ধাতুপূজা করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ঋদ্ধিবলে আসিবার কালে তিনি যখন আপনার প্রাসাদশিখরের ঊর্দ্ধদেশে উপনীত হইয়াছিলেন তখন, দেহভারমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এই উল্লাসে, তিনি উদান গান করিয়াছিলেন :—

জন্মান্তরপ্রাপ্তি-ভয় নিশ্চয় হইল ক্ষয়; গর্ভশয্যা হইবে না আর;
হল চিরদিন তরে গর্ভশয্যা অবসান; আর নাহি হইবে সংসার। †

তিনি উদানটী গান করিয়া এই উদ্যানে উপস্থিত হইয়া এক প্রস্ফুটিত শালতরুর মূলে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। চলুন, তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।" ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে লইয়া সেই প্রত্যেকবুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ-স্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহার দেহ

* অগ্রোদক অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্ট জল; অন্য মৃগেরা পান করিয়া ঘোলা করিবার পূর্ব্বে যে জল পাওয়া যায়।
† সংসার—জন্মান্তর প্রাপ্তি, কর্ম্মবিপাকে নানা যোনিতে ভ্রমণ।

দেখাইলেন। রাজা সৈন্যসামন্তসহ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা উঁহার পূজা করিলেন, বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে যজ্ঞ নিষেধ করিয়া সমস্ত আবদ্ধ প্রাণীকে মুক্তি দিলেন, ভেরীবাদন দ্বারা প্রাণিহত্যা নিষেধ করিলেন, সপ্তাহকাল প্রত্যেকবুদ্ধের তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিয়া মহাড়ম্বরে সুগন্ধি কাষ্ঠের চিতায় তাঁহার শব দাহ করাইলেন এবং যেখানে চারিটী মহাপথ মিলিত হইয়াছে, সেখানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এবং অপ্রমত্ত হইতে বলিয়া ব্রহ্মবিহারকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনি যজ্ঞ বন্ধ করিয়া বহু জীবের প্রাণ রক্ষা করুন।" এইরূপে বহু জীবের জীবন রক্ষা করিয়া শাস্তা ভেরীবাদন দ্বারা অভয়দান ঘোষণা করাইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন সেই মাণবক; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।

৪১৯—সুলসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের এক দাসীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সে নাকি কোন উৎসবের দিনে দাসীদিগের সহিত যাইবার সময়ে প্রভুপত্নী পুণ্যলক্ষণাদেবীর * নিকট আভরণ যাচ্ঞা করিয়াছিল। পুণ্যলক্ষণা তাহাকে নিজের লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানি আভরণ দিয়াছিলেন। সে উহা পরিধান করিয়া দাসীগণসহ উদ্যানে গমন করিল। তাহার আভরণ দেখিয়া এক চোরের বড় লোভ জন্মিল, সে তাহাকে মারিয়া আভরণখানি লইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে উদ্যানে গেল এবং তাহাকে মৎস্যমাংসসুরা প্রভৃতি খাইতে দিল। দাসী মনে করিল, লোকটা কামবশে ঐ সকল দ্রব্য দিতেছে; কাজেই সে সমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর সকলে উদ্যানকেলি করিল এবং সন্ধ্যাকালে দাসীরা যখন বিশ্রামার্থ শয়ন করিল, তখন সেই দাসী উঠিয়া ঐ লোকটার নিকটে গেল। লোকটা বলিল, "ভদ্রে, এ স্থান নিভৃত নহে, চল, একটু অগ্রসর হই।" দাসী ভাবিল, 'এ স্থানে কি রহস্যকর্ম্ম করা যায় না? এ লোকটা নিশ্চয় আমাকে মারিয়া আমার অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ অপহরণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। বেশ, ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "বঁধু আমার, সুরামদে আমার শরীর শুষ্ক হইয়াছে, একটু জল খাইতে হইবে।" সে চোরকে একটা কূপের ধারে লইয়া গেল এবং তাহার হস্তে রজ্জু ও ঘট দিয়া বলিল, "এই কূপ হইতে আমার খাবার জল তোল।" চোর কূপে দড়ি নামাইয়া দিল এবং যেমন জল তুলিবার জন্য অবনত হইয়াছে, অমনি সেই মহাবলা দাসী দুই হাতে তাহাকে ভীষণ প্রহার করিয়া কূপে নিক্ষেপ করিল। ইহাতেও পাছে না মারা যায় এই আশঙ্কায় সে তাহার মস্তকোপরি এক বৃহৎ ইষ্টকখণ্ড ফেলিয়া দিল। কাজেই সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দাসীও নগরে ফিরিয়া প্রভুপত্নীকে আভরণ প্রত্যর্পণ করিবার কালে বলিল, "আজ এই গহনার জন্য আমার প্রাণ গিয়াছিল আর কি?" সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, পুণ্যলক্ষণা অনাথপিণ্ডদকে সেই কথা শুনাইলেন, অনাথপিণ্ডদ গিয়া আবার শাস্তার নিকট উহা বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ গৃহপতি, এই দাসী কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও যথাকালে প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল; এবং কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও সে ঐ চোরের প্রাণবধ করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে সুলসা-নাম্নী এক নগরশোভিনী গণিকা ছিল। সে পঞ্চশত বর্ণদাসী-পরিবৃতা হইয়া থাকিত এবং প্রতি রজনীর জন্য সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিত।

* অনাথপিণ্ডদের পত্নীর নাম।

ঐ নগরে শক্তুক-নামক নাগবলসম্পন্ন এক চোর ছিল। যে রাত্রিকালে ধনীলোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া যথারুচি চুরি করিত। নগরবাসীরা সমবেত হইয়া রাজার নিকটে অভিযোগ করিল, রাজা নগরগুপ্তিককে আজ্ঞা দিলেন, "নানা স্থানে ঘাটি বসাইয়া চোর ধর এবং তাহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

নগরগুপ্তিকের লোকেরা চোরকে ধরিয়া পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিল এবং চতুষ্কে চতুষ্কে কশাঘাত করিতে করিতে মশানে লইয়া চলিল। চোর ধরা পড়িয়াছে এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল। সুলসা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে দেখিতেছিল; সে চোরকে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইল এবং ভাবিল, 'আমি যদি এই বলবান্ যোদ্ধাকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে গণিকা-বৃত্তি পরিহার করিয়া ইহার সহিত গৃহবাস করিব।' অতঃপর, কণবের-জাতকে (৩১৮) যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়ে নগরগুপ্তিককে সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়া সে চোরকে মুক্ত করিল এবং তাহার সহিত মহানন্দে একত্র বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তিন চারি মাস কাটিয়া গেলে চোর ভাবিল, 'আমি আর এ স্থানে বাস করিতে পারিব না; রিক্তহস্তে অন্যত্র যাওয়াও অসম্ভব; সুলসার আভরণগুলির মূল্য লক্ষ মুদ্রা হইবে। উহাকে মারিয়া এই সমস্ত গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে একদিন সুলসাকে বলিল, "ভদ্রে, রাজপুরুষেরা যখন আমাকে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি অমুক পর্ব্বতশিখরস্থ বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে পূজা মানত করিয়াছিলাম। সেই দেবতা পূজা না পাইয়া এখন আমাকে ভয় দেখাইতেছেন। অতএব পূজা দিতে হইতেছে।" সুলসা বলিল, যে আজ্ঞা, প্রভু। পূজা সাজাইয়া পাঠান যাউক।" "ভদ্রে, পাঠাইলে চলিবে না, আমরা দুই জনেই সর্ব্বাভরণমণ্ডিত হইয়া বহু লোকজনের সহিত গিয়া পূজা দিব।" "বেশ, তাহাই করা হইবে।" অনন্তর পূজা সাজাইয়া মহাঘটায় যখন তাহারা পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইল, তখন চোর বলিল, "ভদ্রে, এত লোক দেখিলে দেবতা পূজা গ্রহণ করিবেন না; চল, কেবল আমরা দুই জনেই শিখরে আরোহণ করিয়া পূজা দি।" সুলসা বলিল, "তাহাই করি।" অনন্তর সে সুলসার হস্তে পূজার পাত্র দিল এবং নিজে পঞ্চায়ুধ ধারণ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিল। সেখানে শতমনুষ্যপ্রমাণ উচ্চ কোন প্রপাতের নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে পূজোপকরণ রাখিয়া সে সুলসাকে বলিল, "ভদ্রে, আমি পূজা দিতে আসি নাই; আমি তোমাকে মারিয়া তোমার আভরণগুলি লইব, এই জন্য আসিয়াছি। তুমি অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ওড়নায় বান্ধিয়া একটা পুটুলি কর।" "আমাকে মারিবেন কেন, স্বামিন্?" "ধনের জন্য।" "স্বামিন্, আমি আপনার যে উপকার করিয়াছি, তাহা একবার স্মরণ করুন। আপনাকে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিল; আমি শ্রেষ্ঠিপুত্রের সহিত আপনার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এবং বহু ধন দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা পাইতাম; তথাপি এখন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি না। আমি আপনার সেই উপকারিণী; আমাকে মারিবেন না; আমি আপনাকে বহু ধন দিব এবং আপনার দাসী হইয়া থাকিব।" এই প্রার্থনা করিবার কালে সে প্রথম গাথা বলিল :—

সুবর্ণের হার, বৈদূর্য্য, মুকুতা, যাহা চাও তাহা লও;
হও সুখী তুমি; চরণে তোমার দাসী বলি স্থান দাও।

তখন শক্তুক দ্বিতীয় গাথায় নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিল :—

খোল আভরণ, পরিদেবনের নাহি কোন প্রয়োজন;
না বধি তোমায় পাইব কি আমি তোমার সকল ধন?

সুলসা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে তখনই ভাবিল, 'এই দস্যু আমাকে জীবিত থাকিতে দিবে না; এখন কৌশলে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ইহারই প্রাণনাশ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল:—

হয় না স্মরণ জীবনে কখন, বোধের উদয় হ'লে
ছিল প্রিয়তর কেহ যে আমার তোমা হ'তে ভূমণ্ডলে।

এস আলিঙ্গন করি হে তোমায় জন্মের মত, সখা,
করি প্রদক্ষিণ, আর না হইবে তোমাতে আমাতে দেখা।

শত্তুক তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না; সে বলিল, "বেশ কথা, এস, আমায় আলিঙ্গন কর।" সুলসা তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং আলিঙ্গনানন্তর বলিল, "স্বামিন্, এখন আমি তোমার চারিপার্শ্বে চারিবার প্রণাম করিব।" ইহা বলিয়া সে প্রথমে তাহার পাদোপরি মস্তক রাখিল; তাহার পর দুই পার্শ্বে গিয়া প্রণাম করিল, এবং শেষে পশ্চাতে গিয়াও প্রণাম করিবে এই ভাব দেখাইয়া সেই নাগবল সম্পন্না গণিকা শত্তুকের উরুদ্বয় ধরিয়া তাহাকে অধোমুখ করিল এবং সেই শতপুরুষপ্রমাণ উচ্চ ভৃগুস্থান হইতে নিরয়সদৃশ গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে সেই দস্যু তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিল। উক্ত শিখরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন:—

পুরুষ(ই) সর্ব্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়;
নারীর বুদ্ধিতে হয় কভু কভু পুরুষের পরাজয়।
পুরুষ(ই) সর্ব্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়,
প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী নিশ্চয় দেয় বুদ্ধি পরিচয়।

কত শীঘ্র দেখ, তার(ই) কাছে থাকি সুলসা করিল স্থির
বধের উপায় চোর শত্তুকের, নিক্ষেপি যেমন তীর
আকর্ণ আয়ত শরাসন হ'তে লোকে মৃগ বধ করে,
সুলসা তেমতি নিমেষে শত্তুকে পাঠায় যমের ঘরে।

আসন্ন বিপদ্ নিরখি না করে ক্ষিপ্র যেবা প্রতিকার,
ঘটে মৃত্যু তার, ঘটিল দস্যুর গহ্বরেতে যে প্রকার। *
আসন্ন বিপদ্ নিরখি যে করে ক্ষিপ্র তার প্রতিকার,
মুক্তি শত্রু হ'তে ঘটে ভাগ্যে তার, ঘটে যথা সুলসার।

সুলসা এইরূপে দস্যুর প্রাণনাশ করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক আপন লোকজনের কাছে গেল। তাহারা জিজ্ঞাসিল, "আর্য্যপুত্র কোথায়?" সুলসা বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" অনন্তর সে রথারোহণে নগরে প্রতিগমন করিল।

[সমবধান—তখন এই দুই জন ছিল সেই দুই জন এবং আমি ছিলাম সেই দেবতা।]

---

* বানর (৩৪২) এবং কুম্ভ (৩৮৩) জাতকেও এই গাথাটী দেখা যায়।

৪২০—সুমঙ্গল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাববাদ সম্বন্ধে রাজারই অনুরোধক্রমে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন তিনি নিজেই রাজত্ব লাভ করিলেন এবং মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুমঙ্গল-নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্যানপালক ছিল।

একদা এক প্রত্যেকবুদ্ধ নন্দমূলগহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পর দিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার চিত্ত অতি প্রসন্ন হইল; তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রাসাদে আনাইলেন, তাঁহাকে রাজাসনে বসাইয়া নানাবিধ মধুররসযুক্ত খাদ্য ও ভোজ্য দিলেন এবং অনুমোদন-শ্রবণান্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে অতঃপর তিনি যতদিন বারাণসীতে থাকিবেন, ততদিন ঐ উদ্যানেই বাস করিবেন। অনন্তর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে উদ্যানে পাঠাইলেন এবং নিজেও প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক সেখানে গিয়া তাঁহার দিবাযাপন-স্থান ও রাত্রিযাপন-স্থান সজ্জিত করিয়া দিলেন এবং উদ্যানপাল সুমঙ্গলকে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন। ঐ সময় হইতে প্রত্যেকবুদ্ধ নিয়ত রাজভবনে ভোজন করিতেন। তিনি উদ্যানে বহুদিন বাস করিলেন সুমঙ্গলও অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ইহার পর প্রত্যেকবুদ্ধ একদিন সুমঙ্গলকে বলিলেন, "আমি অমুক গ্রামের নিকটে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া ফিরিব। তুমি রাজাকে একথা বলিও।" প্রত্যেকবুদ্ধ প্রস্থান করিলে সুমঙ্গল রাজাকে এই সংবাদ দিল। প্রত্যেকবুদ্ধ সেখানে কিয়ৎকাল বাস করিয়া একদিন সূর্য্যাস্তের পর উদ্যানে ফিরিলেন। তিনি যে সে দিন আসিবেন, সুমঙ্গল তাহা জানিত না, সে জন্য সে নিজের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেকবুদ্ধ পাত্রচীবর রক্ষা করিয়া একটু পা চারি করিলেন এবং একখানা ফলকাসনে বসিলেন।

সে দিন সুমঙ্গলের বাটীতে কয়েকটী সৎকারার্হ অতিথি আসিয়াছিল। তাহাদের জন্য সূপ ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সুমঙ্গল উদ্যানের একটা পোষা হরিণ মারিবার জন্য ধনুক লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে দূর হইতে প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, ফলকাসনে একটা বড় হরিণ রহিয়াছে, কাজেই সে সন্ধান করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে শরবিদ্ধ করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ মস্তকের আবরণ খুলিয়া বলিলেন, "সুমঙ্গল?" ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সুমঙ্গল বলিল, "ভদন্ত, আপনার যে আগমন হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মৃগভ্রমে আপনাকে শরবিদ্ধ করিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" "আমি ক্ষমা করিলাম; তুমি এখন কি করিবে? এস, শরটা টানিয়া বাহির কর।" সুমঙ্গল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শরটা টানিয়া বাহির করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ তখন দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। "রাজা জানিলে আমার রক্ষা নাই" ভাবিয়া সুমঙ্গলও দারাপুত্রাদিসহ পলায়ন করিল। সেই সময়েই দেবানুভাববলে সমস্ত নগরে কোলাহল উত্থিত হইল যে, প্রত্যেকবুদ্ধ

পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। পরদিন নগরবাসীরা উদ্যানে গিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের দেখিতে পাইল এবং রাজাকে জানাইল যে, উদ্যানপাল প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণবধ করি পলায়ন করিয়াছে। রাজা বহু অনুচরসহ উদ্যানে গমন করিলেন, সপ্তাহকাল ৩ ৭৬.. শবপূজা করিলেন এবং তাহার পর মহাসমারোহে তাঁহার ধাতু আনয়ন করিয়া তদুপরি ৮ চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি সেখানে গিয়া ধাতুপূজা করিতে লাগিলেন এবং যথাধ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সুমঙ্গল এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজার মন বুঝিবার জন্য এক অমাত্য .১ দেখিয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে এখন রাজার মনের ভাব কেমন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।" অমাত্য গিয়া রাজার নিকট সুমঙ্গলের গুণকীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু রাজা যেন তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। অমাত্য আর কিছু না বলিয়া সুমঙ্গলকে জানাইলেন যে, রাজা তখনও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। ইহার পর সুমঙ্গল দ্বিতীয় বর্ষেও রাজধানীতে গেল এবং তৃতীয় বৎসরের শেষে দারাপুত্রসহ উপস্থিত হইল। সেই অমাত্য বুঝিলেন, রাজার মন নরম হইয়াছে; তিনি সুমঙ্গলকে দ্বারদেশে রাখিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন; রাজা তাহাকে ডাকাইয়া কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন "সুমঙ্গল, তুমি কি জন্য সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণনাশ করিলে?" সুমঙ্গল বলিল, "মহারাজ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে মারিব বলিয়া মারি নাই?" অনন্তর প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, সে রাজার নিকট তাহা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তবে তুমি নির্ভয়ে থাক।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার উদ্যানপালের পদ দিলেন। তখন সেই অমাত্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি দুইবার সুমঙ্গলের প্রশংসা শুনিয়াও ভালমন্দ কিছুই বলেন নাই কেন, আর তৃতীয় বারেই বা তাহাকে ডাকাইয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "বৎস, রাজাদিগের পক্ষে ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা কিছু না করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমি পূর্ব্বে তূষ্ণীম্ভাব দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু তৃতীয়বারে সুমঙ্গলের সম্বন্ধে আমার মন অনেকটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে ডাকাইয়াছি।" অতঃপর রাজকর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

অতিক্রুদ্ধ হইয়াছি, জানি ইহা মনে রাজা যেন দণ্ড নাহি দেন কোন ক্রমে।
ক্রোধে দণ্ড দিলে হয় রাজার অখ্যাতি, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি পায় অযথা দুর্গতি।

চিত্তের প্রসন্নভাব বুঝিবেন যবে, বিচারে প্রবৃত্ত রাজা হইবেন তবে।
প্রকৃত ব্যাপার নিজে করি বিনিশ্চয়, অপরাধ অনুরূপ দণ্ড দিতে হয়।

নির্ব্বিকার চিত্তে সত্যমিথ্যার নির্ণয় করেন নৃপতি যদি সকল সময়,
নিজে তিনি হন সুখী, সুখী প্রজা তাঁর, ধর্ম্মই করেন রক্ষা ধার্ম্মিক রাজার।
ধীরভাবে ত্যজি ক্রোধ যে করে বিচার, কদাপি না হয় রাজ্য শ্রীহীন তাহার।

না বুঝি, না ভালরূপে করিয়া জিজ্ঞাসা ক্রোধভরে দেয় দণ্ড যে রাজা সহসা,
ইহলোকে হয় সেই অযশভাজন, দেহান্তে নরকে শেষে করে সে গমন।

দশবিধ রাজধর্ম্মে যিনি হন রত বাক্যে, মনে, কর্ম্মে কেহ নাহি তাঁর মত।
শান্তিময়সমাধির প্রভাবে তাঁহার স্বর্লোক, ভূলোক ভিন্ন গতি নাহি আর। *

---

* অর্থাৎ তিনি কর্ম্মবশে হয় স্বর্গে, নয় পৃথিবীতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন, কদাপি নরকে যান না।

লক্ষ লক্ষ নর নারী রাজার আশ্রিত; ক্রোধভরে দণ্ডদান অতি অবিহিত।
উপজিলে ক্রোধ মনে, যত্ন সহকারে ধর্ম্মপথে রক্ষা আমি করি আপনারে।
যে দণ্ডপ্রয়োগে করি দুষ্টের দমন, দয়া তার কঠোরতা করে নিবারণ। *

রাজা ছয়টী গাথায় এইরূপে নিজের গুণবর্ণন করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই শীলাচারসম্পত্তি আপনারই অনুরূপ।" তাঁহারা ধন্য ধন্য বলিয়া রাজার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সভ্যদিগের কথা শেষ হইলে সুমঙ্গল উঠিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে করিতে তিনটী গাথা বলিল:—

কমলা অচলা যেন হয়ে নিরন্তর থাকেন ভবনে তব, অহে নরেশ্বর।
অক্রোধ, প্রসন্নচিত্ত হইয়া সতত মহাসুখে করহ রাজত্ব বর্ষ শত।

এই সব গুণযুক্ত হইয়া রাজন্ দশ রাজধর্ম্মে রত, সদা অক্রোধন,
মিষ্ট ভাবে তুমি সবে, না করি পীড়ন কর সুখে এইরূপে পৃথিবী পালন।
দেহ-অন্তে স্বর্গলাভ হইবে তোমার, হইতে না পারে কভু অন্যথা ইহার।

এইরূপ সুনিয়মে, মধুর বচনে হন যদি রত রাজা প্রজার পালনে,
যথাধর্ম্ম ন্যায়পথে করি বিচরণ সদুপায়ে যদি তিনি করেন শাসন,
তা হ'লে লোকের ত্রাস হয় প্রশমিত, হয় যথা মেদিনীর তাপ অন্তর্হিত
মহামেঘ দেখা দিয়া গগনে যখন আষাঢ়ে আরম্ভ করে বারি বরিষণ।

[কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ ছিলেন সুমঙ্গল এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

৪২১—গঙ্গমাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধব্রতপালন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যে সকল উপাসক পোষধ পালন করিতেছিলেন, একদিন শাস্তা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। যাহারা পোষধপালন করে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে দান করিবে, শীলরক্ষা করিয়া চলিবে, ক্রোধ পরিহার করিবে, মৈত্রী ভাবনা করিবে, পোষধোচিত অন্যান্য কার্য্য করিবে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা আংশিকভাবে পোষধপালন করিয়াই মহাযশস্বী হইয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে ঐ নগরে শুচিপরিবার-নামক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন এবং দানাদিপুণ্যব্রত এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদারাদি পরিজন-বর্গ, এমন কি রাখালবালকেরা পর্য্যন্ত সকলে প্রতিমাসে ছয়দিন পোষধব্রত পালন করিত। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জন খাটিয়া অতিকষ্টে

---

* Cf. It (mercy) becomes
The throned monarch better than his crown,
... ...
It is an attribute of God himself,
And earthly power doth then show likest God's
When mercy tempers justice—*Shakespeare*

"Mercy is the salt that keeps justice sweet."

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি জন খাটিবার অভিপ্রায়ে শুচিপরিবারের বাটীতে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইলেন। শুচিপরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ, বাপু?" "আপনার বাড়ীতে জন খাটিবার জন্য।" অন্য লোক তাঁহার বাড়ীতে খাটিবার জন্য উপস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠী বলিতেন, "এ বাড়ীতে যাহারা কাজ করে, তাঁহারা শীলরক্ষা করে। তুমি যদি শীলরক্ষা করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে কাজ করিতে পার।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিকট তিনি শীলরক্ষা-সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না, বলিলেন, "বেশ বাপু, তুমি বেতন ঠিক করিয়া কাজ করিতে পার।" বোধিসত্ত্ব তখন হইতে শান্তভাবে ও সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি নিজের কষ্টের কথা আদৌ ভাবিতেন না; ভোরে কাজে যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে ফিরিতেন।

একদিন নগরে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। মহাশ্রেষ্ঠী দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ পোষধের দিন; চাকরদিগকে সকাল সকাল ভাত রান্ধিয়া দাও; তাহারা যথাকালে আহার করিয়া পোষধব্রত পালন করিবে।" বোধিসত্ত্ব সকাল বেলায় কাজে গিয়াছিলেন; সেদিন যে পোষধ পালন করিতে হইবে, কেহ তাঁহাকে একথা জানায় নাই। অন্যান্য ভৃত্যেরা প্রাতঃকালে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে উপবাসী রহিল, শ্রেষ্ঠী নিজেও পুত্র দারাদি পরিজনসহ উপবাস করিলেন; উপবাসিগণ সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে গেলেন এবং উপবিষ্ট হইয়া শীলসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব সমস্ত দিন কাজ করিয়া সূর্য্যাস্ত-গমনের সময়ে ফিরিয়া আসিলেন। পাচিকা তাঁহাকে হাত ধুইবার জন্য জল দিল এবং হাঁড়ি হইতে ভাত বাড়িয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর দিন এ সময়ে মহাশব্দ হয়; আজ লোক জন সব কোথায় গেল?" "সকলেই উপবাসী হইয়া আপন আপন বাড়ীতে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এতগুলি শীলবান্ ব্যক্তির মধ্যে আমি একা দুঃশীল হইয়া থাকিব না।' তিনি গিয়া শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন উপবাসাদি অবলম্বন করিলে পোষধব্রত পালন করা হয় কি না"? শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ব্রত পালিত হইবে না। তবে অর্দ্ধ ফল পাওয়া যাইবে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সেইটুকুই হউক"। তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট শীল গ্রহণ করিলেন, উপবাসী হইয়া বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং শুইয়া শুইয়া শীলসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই; এইজন্য রাত্রির শেষভাগে তিনি শূলবেদনায় অভিভূত হইলেন। শ্রেষ্ঠী নানাবিধ ভৈষজ্য আনিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি খাইলেন না, বলিলেন, "আমি পোষধ ভঙ্গ করিব না, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।" ক্রমে তাঁহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল; তিনি অরুণোদয়কালে সংজ্ঞাহীন হইলেন। লোকে বলিল, "তুমি এখনই মারা যাইবে; তাহারা তাঁহাকে বাহির করিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে রাখিল।

ঐ সময়ে বারাণসীর রাজা উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বোধিসত্ত্বের লোভ জন্মিল; তিনি মৃত্যুকালে রাজ্য কামনা করিলেন। তিনি অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলেন; এজন্য মৃত্যুর পরে তিনি ঐ রাজারই অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহিষীর গর্ভসংস্কারাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হইল; দশ মাস অতীত হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল উদয়কুমার।

উদয়কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, কাজেই

ভাবিলেন, 'আমি চিরদিনই অর্দ্ধরাজ্য লইয়া থাকিব কেন? এই রাজাকে মারিয়া আমিই কেন সমস্ত রাজ্য অধিকার করি না?' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি খড়্গ নিষ্কোষিত করিলেন; কিন্তু প্রহার করিতে গিয়া আবার ভাবিলেন, 'আমি অতি দরিদ্র ও দুর্গত ছিলাম, এই রাজাই আমাকে নিজের ভৃত্য করিয়াছেন, আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য দিয়াছেন; এইরূপ উপকারকের প্রাণসংহারের জন্য যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহা নিতান্তই বিগর্হিত।' এইরূপে তাঁহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল, তিনি খড়্গখানা কোষের মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও তাহার ঐরূপ প্রলোভন জন্মিল। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'মনে পুনঃ পুনঃ পাপেচ্ছার উদয় হইয়া শেষে হয়ত আমাকে পাপানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবে।' তিনি ভূমিতে খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে জাগাইলেন এবং "মহারাজ, ক্ষমা করুন" বলিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন। উদয় বলিলেন, "সে কি বন্ধু, তুমি ত আমার কোন অনিষ্ট কর নাই।" "অপরাধ করিয়াছি বৈ কি, মহারাজ।" ইহা বলিয়া অর্দ্ধমাষকরাজ নিজের মনে যে ভাব হইয়াছিল, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। উদয় কহিলেন, "বেশ, তোমায় ক্ষমা করিলাম, যদি ইচ্ছা কর, তুমিই সমস্ত রাজ্য লও, আমি উপরাজ হইয়া তোমার সেবা করিব।" "মহারাজ, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; আপনিই রাজত্ব করুন; আমি প্রব্রজ্যা লইব; আমি কামের মূল দেখিয়াছি; ইচ্ছা সঙ্কল্পের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়; এখন হইতে আমি আর কামপ্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প করিব না।" মনের আবেগে অর্দ্ধমাষকরাজ অতঃপর এই গাথাটী বলিলেন :—

> হে কাম, তোমায় মূল করেছি দর্শন; সঙ্কল্পেই হয় তব বৃদ্ধির কারণ।
> সঙ্কল্প পাইতে তোমা করিব না আর; হৃদয়ে না হবে কভু কামের সঞ্চার।

অতঃপর কামাসক্ত জনবৃন্দকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

> অল্প কামভোগে কেহ তৃপ্তি নাহি লভে, বহুকামে দুঃখ ভোগ করে দেখি সবে।
> অহো কি অসার কাম! করি এ বিচার সাবধানে ধীর করে কাম পরিহার।

উপস্থিত জনবৃন্দকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তিনি উদয়রাজকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং অশ্রুমুখ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। অর্দ্ধমাষক যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, তখন উদয়রাজ সেই উদানটী পূরণ করিয়া সময়ে সময়ে এই ষষ্ঠ গাথা গান করিতেন :—

> অল্প কর্ম্মহেতু আমি লভেছি এ ফল— এ বিপুল রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সকল।
> ইহা হ'তে মহত্তর ফল সেই পায়, ত্যজি কাম প্রব্রাজক হয়ে যেই যায়।

কেহই কিন্তু এই গাথার অর্থ বুঝিত না; এজন্য একদিন অগ্রমহিষী রাজাকে গাথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু রাজা কিছু বলিলেন না। গঙ্গমাল নামক এক ব্যক্তি রাজার ক্ষৌরকার্য করিত। সে রাজাকে কামাইবার কালে প্রথমে ক্ষুর চালাইত, পরে সন্না দিয়া চুল (পাকা?) ধরিত (তুলিত?)। নাপিত যখন ক্ষুর চালাইত, তখন রাজা বেশ আরাম বোধ করিতেন; কিন্তু সন্না দিয়া চুল তুলিবার কালে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। ক্ষৌরকর্ম্মের সময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইত, গঙ্গমালকে পুরস্কার দিই; চুল তুলিবার সময় ইচ্ছা হইত ব্যাটার মাথা কাটি। তিনি একদিন অগ্রমহিষীকে রাজনাপিতের এই কাণ্ড জানাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, নাপিত ব্যাটা বড় বোকা।" "কি করিলে ভাল হয়, মহারাজ?" "আগে পাকা চুলগুলি তুলুক, তাহার পর ক্ষুরের কাজ করুক।" মহিষী নাপিতকে ডাকাইয়া বলিলেন,

"বাপু, এখন হইতে যে দিন তুমি রাজাকে কামাইবে, সে দিন প্রথমে পাকা চুল তুলিয়া পরে ক্ষুর চালাইবে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তোমাকে পুরস্কার দিতে চাহিবেন; তুমি বলিবে, 'মহারাজ, আমার অন্য পুরস্কারে প্রয়োজন নাই; আপনি যে উদানগাথা গান করেন, তাহার অর্থ জানিতে চাই।' তুমি যদি ইহা কর, বাপু, তাহা হইলে আমি তোমায় বহু ধন দিব।" গঙ্গমাল "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং রাজাকে কামাইবার দিন প্রথমে সন্না লইল। ইহা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, গঙ্গমাল, তুমি যে আজ নূতন ধরণে কামাইবার আয়োজন করিলে?" সে বলিল, "মহারাজ, নাপিতদিগের মধ্যে এই নূতন রীতি চলিয়াছে।" অনন্তর, প্রথমে সে লোমগুলি তুলিয়া পরে ক্ষুরের কাজ করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?" সে বলিল, "মহারাজ, আমি অন্য পুরস্কার চাই না; আপনি যে উদানগাথা গান করেন, তাহার অর্থ বলুন।" নিজের দরিদ্রদশায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে রাজার লজ্জা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "বাপু, এ পুরস্কারে তোমার কি লাভ হইবে? অন্য পুরস্কার লও।" "না মহারাজ, আমাকে এই পুরস্কারই দিন।" পাছে মিথ্যাবাদী হন এই ভয়ে রাজা বলিলেন, "বেশ"। অনন্তর, কুল্মাষপিণ্ড-জাতকে (৪১৫) যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত আয়োজন করিয়া রাজা রত্নপর্য্যঙ্কে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গমাল, আমি পূর্ব্বজন্মে এই নগরে......ইত্যাদি।" পূর্ব্বজন্মকৃত সমস্ত কার্য্য প্রকাশ করিয়া রাজা বলিলেন, "এই হইল গাথাটীর প্রথমার্দ্ধের অর্থ। আমার বন্ধু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন; আমি বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া রাজত্ব করিতেছি, এই জন্য আমি গাথাটীর শেষার্দ্ধ গান করিতেছি।" ইহা শুনিয়া নাপিত ভাবিল, 'অর্দ্ধ পোষধ মাত্র পালন করিয়া যখন রাজার ভাগ্যে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে, তখন ধর্ম্মপথে চলাই ত লোকের কর্ত্তব্য। অতএব আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বলাভের চেষ্টা করি না কেন?' এই সঙ্কল্প করিয়া সে জ্ঞাতিবন্ধু ও বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিল, প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য রাজার অনুমতি লইল, হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিল এবং লক্ষণত্রয় * উপলব্ধ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইল। এইরূপে সে প্রত্যেকবুদ্ধ হইল এবং ঋদ্ধিবলে পাত্র ও চীবর লাভ করিল।

প্রত্যেকবুদ্ধ গঙ্গমাল গন্ধমাদন পর্ব্বতে পাঁচ ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া একদিন ভাবিলেন 'একবার বারাণসীরাজকে দেখিয়া আসি।' তিনি আকাশপথে গমন করিয়া রাজকীয় উদ্যানে মঙ্গলশিলায় উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া উদ্যানপাল রাজাকে জানাইল, "দেব, গঙ্গমাল প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছেন এবং আকাশপথে আসিয়া উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন।" এই সংবাদ পাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে বন্দনা করিবার জন্য রাজা সসম্ভ্রমে উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজমাতাও পুত্রের সহিত বাহির হইলেন। রাজা অনুচরবর্গসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসীন হইলেন। গঙ্গমাল রাজার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি অপ্রমত্ত হইয়া চল ত? তুমি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতেছ ত?" গঙ্গমালকে ব্রহ্মদত্তের কুলনাম উচ্চারণপূর্ব্বক আলাপ করিতে শুনিয়া রাজমাতা ভাবিলেন, 'এই হীনজাতি মলমর্দ্দক নাপিতপুত্র নিজের ওজন ভুলিয়া গিয়াছে; আমার ক্ষত্রিয়কুলজ, পৃথিবীপতি পুত্রের সহিত ব্রহ্মদত্ত এই নাম ধরিয়া আলাপ করিতেছে!' তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সপ্তম গাথা বলিলেন:—

* অনিত্যত্ব, দুঃখ ও অনাত্মা।

তপোবলে নীচের নীচতা দূর হয়, নাপিতের নাপিতত্ব আর নাহি রয়।
তাই বুঝি, আজ গন্ধমাদ তপোধন নাম ধরি ব্রহ্মদত্তে করে সম্ভাষণ?

রাজা তাঁহার মাতাকে বারণ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের গুণ বর্ণনার জন্য অষ্টম গাথা বলিলেন :—

ক্ষান্তি ও দয়ার অতি শুভ পরিণাম প্রত্যক্ষ আমরা আজি সবে দেখিলাম।
সর্ব্বজনে নমস্কার করিত যে জন, সে এবে অমাত্য-রাজ-সম্মানভাজন।

রাজা তাঁহার জননীকে নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "এইরূপ হীনজাতি লোকের পক্ষে ভবাদৃশ ব্যক্তির নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আলাপ করা বড় অসঙ্গত।" রাজা তাহাদিগকে থামাইয়া অবশিষ্ট গাথায় প্রত্যেকবুদ্ধের গুণগান করিলেন :—

মুনিবৎ মৌনবৃত্তি শিখিবে নিয়ত; গন্ধমাদে তুচ্ছজ্ঞান করা অসঙ্গত।
জ্ঞানবান্ এবে ইনি, ভবসিন্ধু তরি বিচরেন মহানন্দে দুঃখ পরিহরি।

ইহা বলিয়া রাজা প্রত্যেকবুদ্ধকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমার মাকে ক্ষমা করুন।' "মহারাজ, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম।" অনন্তর রাজার অনুচরগণও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। তাহার পর রাজা প্রার্থনা করিলেন, "আপনি অঙ্গীকার করুন যে, অতঃপর আমার নিকটেই অবস্থিতি করিবেন।" কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজা ও রাজপুরুষগণের দৃষ্টিপথে আকাশে আসীন হইলেন এবং রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া গন্ধমাদনেই ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন "অতএব দেখিলে, পোষধ-ব্রত পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

সমবধান—সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ হইয়াছিলেন সেই অর্দ্ধমাষক-রাজ, রাজমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই উদয় রাজ।]

বৌদ্ধেরা জাতি অপেক্ষা গুণকর্ম্মেরই অধিক আদর করিতেন, ইহা এই জাতক হইতে বেশ বুঝা যায়। শেষের গাথাটী শ্রামণ্যফল-সূত্রেরই সংক্ষিপ্তসার।

৪২২—চেদি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "অহো, দেবদত্ত মিথ্যাকথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে এবং অবীচিতে যন্ত্রণা পাইতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলায় পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে প্রথম কল্পে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আয়ুর পরিমাণ ছিল এক অসংখ্যেয় বৎসর। * মহাসম্মতের পুত্রের নাম রোজ, রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র বরকল্যাণ, বরকল্যাণের পুত্র পোষধ, পোষধের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র বরমান্ধাতা, বরমান্ধাতার পুত্র চর, চরের পুত্র উপচর। ইঁহার নামান্তর ছিল অপচর। তিনি চেদি রাজ্যের অন্তঃপাতী স্বস্তিবতী-নামক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্ব্বিধ † ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আকাশপথে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করিতেন। তাঁহার

---

* এক অসংখ্যেয় বলিলে একের পিঠে ১৪০টা শূন্য বসাইলে যত হয় তত সংখ্যা।

† ঋদ্ধি দশবিধ, যেমন আকাশমার্গে গমন করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদ চতুর্ব্বিধ। ইহারা ঋদ্ধিলাভের উপায় :—(১) ছন্দ=ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প; (২) বীর্য্য; (৩) চিত্ত, (৪) মীমাংসা। ২৫৮ম-জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে উৎপলগন্ধ নির্গত হইত। কপিল নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। কপিলের কনিষ্ঠ সহোদর কোরকলম্ব রাজার সহিত একই আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি রাজার বাল্যবন্ধু ছিলেন। রাজা যখন কুমার ছিলেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে রাজপদ লাভ করিলে তিনি কোরকলম্বকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তির পরেও তিনি পিতৃ-পুরোহিত কপিল-ব্রাহ্মণকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। তিনি যখনই রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তখনই রাজা তাঁহার সম্মান করিতেন। ইহা দেখিয়া কপিল মনে করিলেন, 'সমবয়স্ক লোকের সহিত থাকিলেই রাজাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা ঘটে; অতএব আমি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, "দেব, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; গৃহে আমার পুত্র আছে; আপনি তাহাকেই পুরোহিত করুন; আমি প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।" অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি পুত্রকে রাজ-পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নিজে রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যাগ্রহণ-পূর্ব্বক ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রের নিকটে থাকিবার অভিপ্রায়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রজ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে পুরোহিতের পদ দেওয়াইলেন না বলিয়া কোরকলম্ব অসূয়াপরবশ হইলেন।

একদিন রাজা কোরকলম্বের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোরকলম্ব, এখন তুমিই আমার পৌরোহিত্য কর না কি?" কোরকলম্ব বলিলেন "না, মহারাজ; আমার সহোদরই এ কাজ করিতেছেন।" "তিনি না প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন?" প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুত্রকে নিজের পদ দেওয়াইয়া গিয়াছেন।" "তবে তুমিই পৌরোহিত্য কর।" "না, মহারাজ; বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠই এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। আমি অগ্রজকে অপসারিত করিয়া এ কাজ করিতে পারিব না।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ এবং কপিলকে কনিষ্ঠ করিব।" "তাহা কিরূপে করিবেন, মহারাজ?" "মিথ্যা কহিয়া।" "মহারাজ কি জানেন না যে, আমার অগ্রজ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বিদ্যাধর *। তিনি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটাইয়া আপনাকে বঞ্চিত করিবেন; আপনার রক্ষক দেবপুত্রচতুষ্টয়কে অন্তর্হিত করাইবেন; আপনার দেহ ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির করিবেন; আপনাকে আকাশ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিবেন, আপনাকে ভূগর্ভে প্রবেশ করাইবেন। তখন আপনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আমি নিশ্চয় পারিব।" "কবে পারিবেন?" "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

সমস্ত নগরে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। সমস্ত লোকে ভাবিতে লাগিল, "রাজা নাকি মিথ্যা বাক্য দ্বারা যে জ্যেষ্ঠ তাহাকে কনিষ্ঠ করিবেন এবং কনিষ্ঠকেই পুরোহিতের পদ দিবেন। মিথ্যাবাক্য কীদৃশ? ইহা কি নীলবর্ণ, না পীতবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণবিশিষ্ট?" তখন নাকি সত্যবাদীদিগের যুগ ছিল; কাজেই মিথ্যাকথা যে কিরূপ, লোকে তাহা পর্য্যন্ত জানিত না।

নগরে যে জনরব হইতেছিল, কপিলের পুত্র তাহা শুনিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, রাজা নাকি মিথ্যা বাক্য দ্বারা আপনাকে কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন এবং আমাদের পদ পিতৃব্য মহাশয়কে দিবেন।" কপিল বলিলেন, "বাবা, রাজা মিথ্যা বলিয়াও আমাদের

* বোধ হয় এখানে 'বিদ্যাধর' শব্দটি ঐন্দ্রজালিক এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পদ অপহরণ করিতে পারিবেন না। তিনি কবে এ কার্য্য করিবেন?" "শুনিতেছি, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।" "বেশ, তখন আমায় স্মরণ করাইয়া দিও।"

অনন্তর সপ্তমদিনে মিথ্যা বাক্য দেখিবার জন্য রাজাঙ্গণে বহুলোক সমাগত হইয়া সোপান-মঞ্চে উপবেশন করিল এবং পুরোহিতপুত্র পিতাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বেশ-ভূষা করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বাহিরে গিয়া রাজাঙ্গণে সেই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। কপিল তাপসও আকাশপথে আগমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে অজিনাসন বিস্তার করিয়া পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, তুমি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ করিতে এবং জ্যেষ্ঠের পদ কনিষ্ঠকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, একথা সত্য কি?" "হাঁ আচার্য্য, আমি এই ইচ্ছা করিয়াছি।" তখন কপিল রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য বলিলেন "মহারাজ, মিথ্যা বাক্য ভয়ানক * গুণধ্বংসকারী, ইহার জন্য লোকে চতুর্ব্বিধ অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়; রাজা মিথ্যা বলিলে ধর্ম্মহানি ঘটে, এবং ধর্ম্মহানি করিলে রাজার নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়।

ঘটিলে ধর্ম্মের হানি ধর্ম্মই তখন
হানিকারকের হানি করিবে নিশ্চয়,
অক্ষুণ্ণ থাকিলে ধর্ম্ম অনিষ্ট না হয়;
অতএব ধর্ম্মহানি করো না রাজন্।"

রাজাকে আরও উপদেশ দিবার জন্য কপিল আবার বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যদি মিথ্যা বাক্য বল, তাহা হইলে তোমার ঋদ্ধিচতুষ্টয় অন্তর্হিত হইবে।

অলীক-ভাষীরে ত্যজি যান দেবগণ, মুখে তার পূতিগন্ধ হয় নিঃসরণ।
জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার, স্বর্গলোকে কোন স্থান নাহিক তাহার।"

এই কথায় রাজা ভয় পাইয়া কোরকলম্বের দিকে তাকাইলেন। কোরকলম্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না। আমি ত আপনাকে প্রথমে বলিয়াছিলাম" ইত্যাদি। রাজা কপিলের কথা শুনিয়াও নিজের কথাকে বলবত্তর করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, আপনিই কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" তিনি এই মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিবামাত্র দেবপুত্র-চতুষ্টয় বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর রক্ষার ভার আর বহন করিব না।" তাঁহারা রাজার পাদমূলে স্ব স্ব খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রাজার মুখ গলিত কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় এবং দেহ অনাবৃত পুরীষকুটীরের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইল, তিনি আকাশভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন; তাঁহার ঋদ্ধি চতুষ্টয় বিলুপ্ত হইল। তখন মহাপুরোহিত (কপিল) বলিলেন, "মহারাজ, ভয় নাই, তুমি যদি সত্য বল, তাহা হইলে তুমি সমস্তই যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হও, তাহার ব্যবস্থা করিব।

বল যদি সত্য, ভূপ, পাইবে আবার যে সব ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে আছিল তোমার।
কিন্তু যদি মিথ্যা পুনঃ বল, নরেশ্বর, ভূতলেই স্থান তব হবে অতঃপর।

দেখ, মহারাজ, তুমি প্রথমে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহাতেই তোমার ঋদ্ধি চারিটী অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ; এখনও তোমার হৃত ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পার।" কিন্তু রাজা উত্তর দিলেন, "আপনি এইরূপ ঘটাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা

* ভারিয়ো'—ইহা হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালা 'ভারী' (ভারী চালাক ইত্যাদি) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

করিয়াছেন।” তিনি দ্বিতীয়বার এই বলিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিবামাত্র তাঁহার দেহের গুল্‌ফ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া কপিল আবার বলিলেন "এখনও ভাবিয়া দেখ, মহারাজ।

জানি শুনি যে ভূপতি করে অবিচার রাজ্য তার সেই পাপে হয় ছারখার।
কালে না বরষে মেঘ সে দেশে, রাজন্, অকালবর্ষণে দুঃখ পায় প্রজাগণ।

দেখ না, মিথ্যা-কথনের ফলে তোমার গুল্‌ফদ্বয় ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

সত্য যদি বল, ভূপ, পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।
মিথ্যা যদি বল, ধরা হয়ে দ্বিখণ্ডিত এখনি করিবে তোমা নিজ কুক্ষিগত।"

কিন্তু রাজা তৃতীয় বারও বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" এই মিথ্যা বাক্যের ফলে তাঁহার দেহের জানু পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন কপিল আবার বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিবার সময় আছে।

জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার, সর্পের জিহ্বার মত হয় জিহ্বা তার
দ্বিখণ্ডিত সেই পাপে; শুন নরবর। অতএব কর তুমি সত্যের আদর।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।

এখনও সমস্ত পুনঃপ্রাপ্তির আশা আছে।” কিন্তু রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চতুর্থবার বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ এবং কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” ইহাতে তাঁহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন, জিহ্বাহীন হয় সেই মীনের মতন।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।"

কিন্তু রাজা পঞ্চমবারেও বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" ইহাতে তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভ-প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি যেই জন, করে অবিচার, পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।"

রাজা কিন্তু ইহাতে কাণ দিলেন না; তিনি ষষ্ঠবার মিথ্যা বলিলে তাঁহার স্তনদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। কপিল তখনও বলিলেন, "এই শেষ বার, মহারাজ; ইহার পরে আর ভাবিবার অবসর পাইবে না।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন, জন্মিলেও দ্রোহী তার হয় পুত্রগণ।
যে পারে যে দিকে সেই যায় পলাইয়া আত্মরক্ষা-হেতু পাপী জনকে ত্যজিয়া।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।"

কিন্তু পাপমিত্রসংসর্গদোষে রাজা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সপ্তমবারেও পূর্ব্ববৎ মিথ্যা কথা বলিলেন। অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আবৃত করিল।

ছিলেন পূর্ব্বেতে যিনি অন্তরীক্ষচর
হারাইয়া ঋদ্ধিবল কালের পর্য্যায়ে
অসাধু ইচ্ছায় অনুগমন গর্হিত;
মিথ্যা আচরণ ফলে সেই নরবর
ভূগর্ভে পশেন ঋষি-শাপগ্রস্ত হ'বে।
সত্য কথা বল তাই হ'য়ে শুদ্ধচিত।*

এই দুইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "চেদিরাজ মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঋষির ক্রোধ উৎপাদন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিলেন।" রাজার পাঁচজন পুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া কপিলকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন।" কপিল বলিলেন "বৎসগণ, তোমাদের পিতা মিথ্যা বাক্য দ্বারা ধর্ম্মের হানি করিয়াছেন বলিয়া অবীচিতে গিয়াছেন; ধর্ম্ম প্রণষ্ট হইলে যে নাশক, তাহারও সর্ব্বনাশ করে। তোমরা এখানে বাস করিতে পারিবে না।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "বৎস, তুমি পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সোজাসুজি চলিতে চলিতে দেখিবে, একস্থানে একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তী দন্তযুগল, শুণ্ড ও পদচতুষ্টয়, এই সপ্তাঙ্গ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া শুইয়া আছে। তুমি এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর প্রস্তুত করিবে। ঐ নগরের হস্তিনাপুর নাম হইবে।" অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন, "তুমি দক্ষিণ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সোজা-সুজি যাইতে যাইতে একটী সর্ব্বশ্বেত অশ্বরত্ন দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিও। ঐ নগরের নাম অশ্বপুর হইবে।" রাজার তৃতীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কপিল বলিলেন, "তুমি, বৎস, পশ্চিম দ্বার দিয়া সোজা সুজি গেলে একটী কেশরী সিংহ দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে সিংহপুর।" তাহার পর তিনি রাজার চতুর্থ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি, বৎস, উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইবে এবং সোজাসুজি গিয়া একটী সর্ব্বরত্নময় চক্রপঞ্জর দেখিতে পাইবে। সেই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে উত্তর পঞ্চাল।" সর্ব্বশেষে তিনি রাজার পঞ্চম পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমিও এখানে বাস করিতে পারিবে না। তুমি এই নগরে একটী মহাস্তূপ নির্ম্মাণ কর, তাহার পর বায়ুকোণাভিমুখে সোজা-সুজি চলিয়া যাও। যাইতে যাইতে দেখিবে দুইটা পর্ব্বত পরস্পরকে আঘাত করিয়া 'দদ্দর' শব্দ করিতেছে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিও। ঐ নগরের নাম হইবে দদ্দরপুর।" † অতঃপর সেই পঞ্চ রাজপুত্র, কপিল যে যে সঙ্কেত বলিয়া দিলেন সেইগুলির অনুসরণপূর্ব্বক পাঁচটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাক্য বলিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই চেদিরাজ এবং আমি ছিলাম কপিল ব্রাহ্মণ।]

* এই গাথাটী দ্বিতীয় খণ্ডের ভরু-জাতকেও (২১৩) দেখা যায়।

† দার্দিস্তান কি?

৪২৩—ইন্দ্রিয়-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে শ্রাবস্তীবাসী এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'গৃহে বাস করিয়া একান্তপরিপূর্ণ ও একান্ত পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসাধ্য, অতএব নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের আশ্রয় লইয়া দুঃখের অবসান করা কর্ত্তব্য।' তিনি স্ত্রী ও পুত্রদিগকে গৃহ ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়া শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তাও তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন। একে তিনি নূতন ভিক্ষু, তাহাতে আবার ভিক্ষুর সংখ্যাও বহু ছিল। সেই জন্য আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে, কি গৃহস্থের বাড়ীতে, কি আসনশালায়, কুত্রাপি তিনি বসিবার আসন পাইতেন না; নূতন ভিক্ষুদিগের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারই একপ্রান্তে তাঁহাকে হয় একখানা পিঁড়িতে, নয় একখানা ফলকে বসিতে হইত; সেখানে লোকে তাঁহাকে ওড়ংএ তুলিয়া আহার দিত, সে আহার হয় ক্ষুদের যাউ, নয় পচা ও নীরস খাদ্য, নয় শুষ্ক ও দগ্ধ যবাদির অঙ্কুর। তাহাও আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত না। তিনি এইরূপে যাহা পাইতেন, তাহা লইয়া তাঁহার পত্নীর নিকটে যাইতেন. পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে পাত্রটী লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন; পাত্রে যে আহার থাকিত তাহা ফেলিয়া দিতেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে সুপক্ক যবাগূভক্তসূপব্যঞ্জনাদি দিতেন। বৃদ্ধ এইরূপে রসনাতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীর মায়া ছাড়িতে পারিলেন না।

ঐ রমণী ভাবিলেন, 'আমার স্বামী আমার প্রণয়ে বাধ্য পড়িয়াছেন কি না একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।' তিনি একদিন এক জনপদবাসী লোককে শ্বেতমৃত্তিকায় স্নান করাইয়া গৃহে বসাইলেন এবং আরও কয়েকজন লোক আনাইয়া তাহাদিগকে কিছু খাইতে দিলেন। তাহারা বসিয়া খাইতে লাগিল। গৃহের দ্বারদেশে একখানা শকট সজ্জিত হইল এবং তাহার চাকায় গরু বান্ধা থাকিল। রমণী নিজে পাশের একটা ঘরে পিষ্টক পাক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বামী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বৃদ্ধ ভৃত্য বলিল, "আর্য্যে, দ্বারে একজন স্থবির আসিয়াছেন।" "তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বল যে দয়া করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা করিতে যান।" ভৃত্য পুনঃ পুনঃ বলিল, "ভদন্ত, অন্যত্র যান", কিন্তু ভিক্ষু কিছুতেই গেলেন না। ইহাতে ভৃত্য বলিল, "আর্য্যে, স্থবির ত যাইতেছেন না।" রমণী আসিয়া পর্দা তুলিয়া দেখিলেন; "আহা, আমার ছেলের বাপ" বলিয়া বাহিরে গেলেন, ভিক্ষুর হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন, ভোজন করাইলেন, আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত; আপনি ত এখন পরিনির্ব্বাণ-লাভের উপায় করিয়াছেন, আমরা এতদিন অন্য কোন কুলের আশ্রয় লই নাই; কিন্তু অস্বামিক গৃহে গৃহবাসী করা যায় না, এজন্য আমরা কুলান্তরের আশ্রয় লইব এবং দূরবর্ত্তী কোন জনপদে যাইব। আপনি অপ্রমত্তভাবে আপনার কাজ করুন; আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবেন।" এই কথায় বৃদ্ধের যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না; তুমি যাইও না; আমি পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইব। তুমি অমুকস্থানে আমার জন্য পরিধেয় বস্ত্র পাঠাইবে; আমি পাত্রচীবর ফিরাইয়া দিয়া গৃহে আসিব।" রমণী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন বৃদ্ধ বিহারে গেলেন এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাত্রচীবর ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন তুমি এমন করিতেছ?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "আমার পত্নীর মায়া ছাড়িতে পারিতেছি না, অতএব পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইব।" অনন্তর, বৃদ্ধের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিক্ষুরা তাঁহাকে শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসি-লেন, "ইহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন?" "ভদন্ত, ইনি পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে যাইতেছেন।" "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "হাঁ, ভদন্ত।" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিল?" "আমার পত্নী।" "দেখ, এই রমণী তোমার বড় অনর্থকারিকা, পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য চতুর্ব্বিধ ধ্যান হইতে বিচ্যুত হইয়া মহাদুঃখ পাইয়াছিলে, শেষে আমার সাহায্যে সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের ঔরসে এবং তদীয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার দিন সমস্ত নগরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; এই জন্য তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'জ্যোতিঃপাল কুমার।' তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং রাজার নিকট ফিরিয়া বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া অগ্রদ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং বনে গিয়া শক্রপ্রদত্ত কপিথকাশ্রমে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানলভ্য অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার কালে বহুশত ঋষি তাঁহার শিষ্য হইলেন। আশ্রমে বহু ঋষির সমাগম হইল; তন্মধ্যে শত জন 'অন্তেবাসি-জ্যেষ্ঠক' অর্থাৎ প্রধান শিষ্য হইলেন। এই শতজনের মধ্যে শালীশ্বর-নামা ঋষি কপিথকাশ্রম ত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্রদেশে গমন করিলেন এবং শতোদকা নাম্নী নদীর তীরে বাস করিতে লাগিলেন। মেণ্ডেশ্বর প্রজক-নামক রাজার অধিকারস্থ লম্বচূড়কনামক নিগম গ্রামের নিকটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। পর্ব্বতনামা-ঋষি এক অরণ্যমধ্যস্থ জনপদের নিকটে অবস্থিতি করিলেন। কালদেবল ঋষি দক্ষিণাপথে অবন্তীরাজ্যে এক বনাবৃত পর্ব্বতের নিকট রহিলেন। কৃশবৎস ঋষি কুম্ভবতী নগরসমীপস্থ দণ্ডকী রাজার উদ্যানে বাস করিলেন ইঁহাদের সকলেরই বহু সহস্র ঋষি শিষ্য হইলেন।

অন্তেবাসি-জ্যেষ্ঠকদিগের মধ্যে যাঁহার নাম অনুশিষ্য, তিনি বোধিসত্ত্বের সেবক হইয়া তাঁহার নিকটেই রহিলেন; আর কালদেবলের কনিষ্ঠ সহোদর নারদ মধ্যদেশে অরঞ্জর-নামক পর্ব্বতীয় প্রদেশে একটা গুহায় একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অরঞ্জর পর্ব্বতের অনতিদূরে এক বহুজনাকীর্ণ নিগমগ্রাম ছিল; পর্ব্বত ও গ্রামের মধ্যে একটা বৃহৎ নদী; বহু লোকে স্নানার্থ এই নদীতে অবতরণ করিত; অনেক সুন্দরী গণিকাও পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহার তীরে বসিয়া থাকিত। তাহাদের এক জনকে দেখিয়া নারদ তাপসের চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি ধ্যান ত্যাগ করিলেন, আহার ত্যাগ করিলেন, কামবশে সপ্তাহকাল গুহায় শুইয়া শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তাঁহার অগ্রজ কালদেবল ধ্যানবলে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আকাশপথে সেই গুহায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন হইয়াছে?" "তোমার অসুখ করিয়াছে, তোমার শুশ্রূষার জন্য আসিয়াছি।" "আপনি বলেন কি? আপনার কথা যে অতি অবস্তুক, অলীক ও তুচ্ছ!" এইরূপ মিথ্যা বাক্য দ্বারা নারদ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু কালদেবল তাঁহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি সেখানে শালীশ্বর, মেণ্ডেশ্বর ও পর্ব্বতেশ্বরকে আনয়ন করিলেন; কিন্তু নারদ এ তিনজনকেও মিথ্যা বাক্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন কালদেবল আকাশ পথে গিয়া শাস্তা শরভঙ্গকে আনয়ন করিলেন। শরভঙ্গ আসিয়া নারদকে দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নারদ, তুমি কি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছ?" নারদ তাঁহার কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রকৃত ব্যাপার স্বীকার করিলেন। শরভঙ্গ বলিলেন, "দেখ নারদ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়, তাহারা এ জীবনে নানা দুঃখে জীর্ণ শীর্ণ হয় এবং জন্মান্তরে নরকে গমন করে।

যে জন জীবন যাপে ইন্দ্রিয় সেবায়, ভূলোকে, স্বর্লোকে সেই স্থান নাহি পায়।
অতৃপ্ত বাসনাজালে পুড়ি অনুক্ষণ মহাদুঃখ পায়—তার জীবনে মরণ।"

ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, "আচার্য্য, কাম চরিতার্থ করাতেই সুখ, এরূপ সুখকে আপনি দুঃখ বলিতেছেন কেন?" "তবে শুন" বলিয়া শরভঙ্গ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

কামসুখ-অন্তে দুঃখ,—নরকে বসতি, তপদুঃখ অন্তে সুখ,—দেবলোকে গতি।
ত্যজি ধ্যানসুখ, মজি ইন্দ্রিয় সেবায়, পাইতেছ মহাদুঃখ অন্তরে নিশ্চয়।
সুখের যা' সার, সেই ধ্যানসুখ পুনঃ লভিতে, নারদ, তুমি করহ যতন।

নারদ বলিলেন, "আচার্য্য, ইন্দ্রিয়সুখত্যাগজনিত দুঃখ দুঃসহ; আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "নারদ, দুঃখ উৎপন্ন হইলে তাহা সহ্য করিতেই হইবে।

দুঃখ যে সহিতে পারে দুঃখের সময়, দুঃখে অভিভূত যেই কখন না হয়,
দুঃখ হ'লে অবসান, সে সুধীর জন, হয় ধ্যান যোগ-জাত সুখের ভাজন।"

নারদ বলিলেন, "আচার্য্য, কামজাত সুখই উত্তম সুখ, আমি তাহা ছাড়িতে পারিব না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন কারণেই ধর্ম্মের বিনাশ করা সঙ্গত নহে।

কামবশে, অর্থ হেতু, কিছুতে কখন উচিত না হয় ধর্ম্ম করিতে বর্জ্জন।
ধ্যানসুখ তোমার যা' ছিল এত দিন করো না বিনষ্ট, হয়ে কামের অধীন।"

শরভঙ্গ উল্লিখিত চারিটী গাথায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলে কালদেবল নিজের কনিষ্ঠ সহোদরকে উপদেশ দিবার জন্য পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

গৃহস্থের দুঃখ * যাহা ধন্য বলি তায়, ধন্য সে ভোজন, অগ্রে দিয়া যদি খায়।
লাভে অনুৎসেকী, ক্ষতিকালে নির্ব্বিকার, এ দুই পুরুষ ধন্য, বলিলাম সার।

দেবল নারদকে যে উপদেশ দিলেন, তৎসম্বন্ধে শাস্তা এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিলেন :—

ইন্দ্রিয়ের দাস সর্ব্ব পাপীর অধম— এই যাহা বলিলা দেবল দ্বিজোত্তম—
সত্য, সত্য, সত্য ইহা, নাহিক সন্দেহ, ইন্দ্রিয়ের দাস যেন নাহি হয় কেহ।

অতঃপর শরভঙ্গ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুন, নারদ, যে ব্যক্তি প্রথম জীবনে কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে, তাহাকে অরণ্যপ্রবিষ্ট মাণবকের ন্যায় পরিণামে শোক ও পরিদেবন করিতে হয়।" ইহা বলিয়া তিনি নারদকে একটা অতীত কথা শুনাইলেন :—

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক সুশ্রী, দৃঢ়কায়, নাগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবক ছিল। সে ভাবিত, 'কৃষিকর্ম্ম দ্বারা মাতাপিতার পোষণে কি ফল? দারাপুত্র পাইলেই বা কি হইবে? দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানেই বা লাভ কি? আমি কাহারও পোষণ করিব না, কোন পুণ্য কার্য্যও করিব না, আমি বনে গিয়া মৃগ মারিয়া কেবল আত্মপোষণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে পঞ্চবিধ আয়ুধ লইয়া হিমালয়ে প্রস্থান করিল এবং বহু মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইল। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া সে হিমালয়ের মধ্যভাগে বিধবা-নাম্নী নদীর তীরে পর্ব্বতাকীর্ণ এক গিরিব্রজে গিয়া সেখানে মৃগ মারিয়া ও তাহাদের মাংস অঙ্গারে পাক করিয়া খাইতে লাগিল। অতঃপর সে ভাবিতে লাগিল, 'আমি ত চিরকাল সবল থাকিব না, যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, তখন বনবিচরণ করিবার শক্তি থাকিবে না। অতএব এখনই এই গিরিব্রজে বহুবিধ মৃগ আনিয়া দ্বারবন্ধ পূর্ব্বক আবদ্ধ করা যাউক, তাহা হইলে বনে বনে পর্য্যটন না করিয়াও, যখন ইচ্ছা, মৃগ মারিয়া খাইতে পারিব।' অনন্তর সে এই সঙ্কল্প মতই কাজ করিল।

কালক্রমে সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিল, অন্য লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে, তাহারও সেই দশা হইল। তাহার হস্তপাদ চালনা করিবার শক্তি রহিল না, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবার সামর্থ্য গেল, তাহার খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ঘটিল, শরীর এমন শীর্ণ হইল যে, তাহাকে দেখিলে একটা প্রেত মনে হইত, গ্রীষ্মকালে

---

* কৃষিবাণিজ্যাদির জন্য ক্লেশ স্বীকার।

তৃপৃষ্ঠ যেমন ফাটিয়া যায়, তাহার শিথিল চর্ম্মও সেইরূপ ফাটিয়া গেল। সে দেখিতে অতি কদাকার হইল, তাহার গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া পড়িল। ফলতঃ তাহার দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে শিবিরাজ্যের রাজা অঙ্গারপক্ব মাংস খাইবার অভিপ্রায়ে অমাত্যদিগের স্কন্ধে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পঞ্চবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঐ বনে প্রবেশ করিলেন এবং মৃগ মারিয়া মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণ যেখানে ছিল, কালক্রমে শিবিরাজও একদিন সেইখানে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইলেন; কিন্তু নিমিষের মধ্যে ধৃতিলাভপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "মহাশয়, আমি মনুষ্যপ্রেত। এখন নিজ-কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" "আমি শিবি দেশের রাজা।" "এখানে আগমন কি উদ্দেশ্যে?" "মৃগমাংস-ভোজনের জন্য।" 'মহারাজ, আমিও মৃগমাংস-ভোজনের জন্য এখানে আসিয়া এখন মনুষ্যপ্রেত হইয়াছি" অনন্তর সে রাজাকে সমস্ত আত্মকাহিনী শুনাইল এবং অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিল :—

"শত্রুহস্তগত যেন আমি, হে রাজন্। কর্ম্ম, বিদ্যা, নিপুণতা, দাম্পত্য জীবন, *
শান্তি ও ঐশ্বর্য্য সব ঠেলিয়াছি পায়, নিয়কর্ম্ম ফল এবে ভুঞ্জি, হায়, হায়!

হয়েছি সহস্রবার যেন পরাজিত, একাকী এখন আমি, বান্ধব-বর্জ্জিত।
আর্য্যধর্ম্ম ত্যজি এবে দুর্দ্দশা এমন, জীবনে প্রেতের রূপ করেছি ধারণ।

সুখের আশায় দুঃখ দিয়েছি অপরে, †
তাই এবে এ দুর্দ্দশা হয়েছে আমার।
ভাগ্যে নাহি ছিল সুখ এই অভাগার;
অনুতাপানল এবে দগ্ধ মোরে করে।

মহারাজ, আমি নিজের সুখের জন্য অপরকে দুঃখ দিয়াছি; তাহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মনুষ্যপ্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি পাপ করিবেন না, নিজের রাজধানীতে গিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হউন।" রাজা তাহাই করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন।

শাস্তা শরভঙ্গ এই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়া সেই তাপসকে প্রবুদ্ধ করিলেন। ইহা শুনিয়া তাপসের মন ফিরিল। তিনি শরভঙ্গকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা নষ্ট ধ্যান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। শরভঙ্গ তাঁহাকে আর সেখানে বাস করিতে দিলেন না; তিনি তাঁহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল নারদ; সারিপুত্র ছিলেন শালীষর, কাশ্যপ ছিলেন মেণ্ডেশ্বর, অনিরুদ্ধ ছিলেন পর্ব্বতেশ্বর, কাত্যায়ন ছিলেন কালদেবল, আনন্দ ছিলেন অনুশিষ্য, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন কৃশবৎস এবং আমি ছিলাম শরভঙ্গ ‡

---

* কর্ম্ম=কৃষিবাণিজ্যাদি। নিপুণতা=শিল্পপটুতা।

† 'সুখকামো দুকখাপেত্তা।' পাঠান্তর 'সুখকামে দুক্‌খাপেত্বা।' তাহা হইলে অর্থ হইবে, যাহারা আমার সুখ আশা করে তাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছি।

‡ আখ্যায়িকার প্রথমে বলা হইয়াছে যে বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন পুরোহিত-পুত্র জ্যোতিঃপাল কুমার, অথচ এখানে বলা হইল, তিনি ছিলেন শরভঙ্গ। তবে কি বুঝিতে হইবে যে প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর জ্যোতিঃপাল শরভঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন?

৪২৪—আদীপ্ত-জাতক।

[কোশলরাজ যে অসাধারণ দান করিয়াছিলেন, শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। (এই মহাদানের বৃত্তান্ত মহাগোবিন্দসূত্রের অর্থকথা হইতে সবিস্তর বলা আবশ্যক।) যে দিন এই দান করা হইয়াছিল, তাহার পরদিন ধর্ম্মসভায় সেই কথা উত্থাপিত হইল, ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, কোশলরাজ বিচারপূর্ব্বক দানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ আর্য্যসঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "রাজা যে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যক্ষেত্রে দান করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে সৌবীর দেশে রৌরব নগরে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দশ-রাজধর্ম্ম পালন করিতেন এবং প্রজাবঞ্জনের চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগপূর্ব্বক * প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের মাতৃপিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং দরিদ্র, পথিক, ভিখারী ও যাচকদিগকে মহাদানে সন্তুষ্ট করিতেন। সমুদ্রবিজয়া নাম্নী এক পণ্ডিতা ও জ্ঞানবতী রমণী তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। রাজা একদিন দানশালা দেখিবার কালে ভাবিলেন, 'আমি যে দান করি, তাহা দুঃশীল ও লোভী লোকেরাই ভোগ করে; ইহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি শীলবান্ ও অত্যুত্তমদানার্হ প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান করিতে চাই; কিন্তু তাঁহারা হিমবন্তপ্রদেশে থাকেন। কে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারে? কাহাকে এ জন্য পাঠাই?' তিনি মহিষীকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না; আমরা দাতব্যদানবলে, শীলবলে ও সত্যবলে পুষ্প প্রেরণপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহারা আগমন করিলে সর্ব্বপরিষ্কারযুক্ত † দান দিব।" রাজা এ প্রস্তাব অতি উত্তম মনে করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত নগরবাসীকেই শীলরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তিনি নিজে ও তাঁহার পরিজনবর্গ পোষধকৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাদান করিতে লাগিলেন; এবং জাতীপুষ্পপূর্ণ একটা সুবর্ণকরণ্ডক হস্তে লইয়া প্রাসাদ হইতে অঙ্গনে অবতরণ করিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চাঙ্গে ‡ ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বমুখে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বদিকে যে সকল অর্হন্ আছেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। যদি আমাদের কিছুমাত্র গুণ থাকে, তাহা হইলে আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, তাঁহারা অনুকম্পাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি সপ্ত মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বদিকে কোন প্রত্যেকবুদ্ধ থাকেন না বলিয়া পরদিন তাঁহাদের কেহ আগমন করিলেন না। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাভিমুখে প্রণাম করিলেন; সে দিক্ হইতেও কেহ আসিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি পশ্চিমদিকে নমস্কার করিলেন; তাহাতেও কোন ফল হইল না। অনন্তর চতুর্থ দিনে তিনি উত্তরাভিমুখে

---

* চতুর্ব্বিধ উপায় (সংগ্রহবস্তু) এই :—দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা অর্থাৎ সদয় শাসন এবং সমানত্ব অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব।

† পরিষ্কার—অষ্টবিধ—পাত্রচীবরাদি।

‡ কপাল, কনুই, কটি, জানু ও পাদ। আমরা সচরাচর 'সাষ্টাঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করি। অষ্টাঙ্গ যথা—দুই হাত, দুটি পা, দুই জানু, বক্ষঃ ও মস্তক।

নমস্কার করিলেন এবং "আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, উত্তরহিমালয়-প্রদেশবাসী প্রত্যেকবুদ্ধগণ তাহা গ্রহণ করুন," ইহা বলিয়া সপ্ত মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পুষ্পগুলি গিয়া নন্দমূলক গুহাবাসী পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধের গাত্রোপরি পতিত হইল। তাঁহারা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। পরদিন তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে সাতজনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মারিষগণ, রাজা আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন; আপনারা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" তখন এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গমন করিয়া রাজদ্বারে অবতরণ করিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজা অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তিনি প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের বহু সম্মান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু দান দিলেন। তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পরদিনের জন্য আবার নিমন্ত্রণ করিলেন। পঞ্চমদিবস পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি এইরূপ চলিল, রাজা তাঁহাদিগকে ছয় দিন ভোজন করাইলেন এবং সপ্তমদিনে সর্ব্বপরিষ্কারদানের আয়োজন করিলেন। তিনি সুবর্ণখচিত মঞ্চপীঠাদি সজ্জিত করাইলেন এবং সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধের সম্মুখে শ্রমণপরিভোগ্য ত্রিচীবরাদি সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া বলিলেন, "এই পরিষ্কারগুলি আপনাদিগকে দান করিলাম।" রাজা ও রাণী প্রণাম করিবার পরে প্রত্যেকবুদ্ধগণ ভোজন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে রাজা ও রাণী উভয়েই প্রণাম করিয়া প্রণত ভাবেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি সঙ্ঘস্থবির, তিনি অনুমোদন করিবার সময়ে নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

দহ্যমান গৃহ হ'তে বাহিরে যা আনিতে পারিবে,
লাগিবে কাজেতে তাহা, অন্য সব ভিতরে পুড়িবে।
দহ্যমান জীবলোক; অগ্নি * হেথা জরা ও মরণ,
দানে রক্ষ, পার যত, সুরক্ষিত ধ্রুব দত্তধন।

সঙ্ঘস্থবির এইরূপে অনুমোদনপূর্ব্বক "মহারাজ, অপ্রমত্ত হউন" বলিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন, প্রাসাদের চূড়াটা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আকাশপথে গমনপূর্ব্বক নন্দমূল গুহায় অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে যে সকল পরিষ্কার দেওয়া হইয়াছিল, সে গুলিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ঐ গুহাতেই পতিত হইল। ইহাতে রাজার ও মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ প্রীতিপুলকিত হইল। অতঃপর অবশিষ্ট প্রত্যেকবুদ্ধেরাও নিম্নলিখিত এক একটী গাথা দ্বারা অনুমোদন করিয়া পরিষ্কারসমূহসহ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন:—

ধর্ম্মপ্রাণ, দৃঢ়ব্রত পুণ্য-অনুষ্ঠানে, হেন জনে তুষ্ট যেই করে নানা দানে,
মরণান্তে দানফলে তরি অনায়াসে বৈতরণী, যায় চলি সেই দিব্যবাসে।

দান আর যুদ্ধ হয় একই মতন, অল্পমাত্র হয় বহু জয়ের সাধন।
অল্পও করিলে দান শ্রদ্ধার সহিত দাতা পরকালে সুখ পাইবে নিশ্চিত। †

পাত্রাপাত্র বিচারি করে যে লোকে দান, বুদ্ধেরা করেন সেই দানের বাখান।
সুক্ষেত্র দেখিয়া বীজ করিলে বপন, কৃষকের শস্যপ্রাপ্তি নিশ্চয় যেমন,
সেই রূপ উপযুক্ত পাত্র দেখি দান করেন যে দাতা, তিনি মহাফল পান।

---

* বৌদ্ধেরা রাগ, দ্বেষ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি একাদশ অগ্নির নাম করেন। ২৩৪ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। জীবলোক নিয়ত এই সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

† টীকায় দান ও যুদ্ধের সাদৃশ্য আরও বিশদীকৃত হইয়াছে:—যে ক্ষয়ভীরু সে দান করিতে এবং যে মরণভীরু সে যুদ্ধ করিতে পারে না। ভোগের মায়া না ছাড়িলে দান করিতে এবং প্রাণের মায়া না ছাড়িলে যুদ্ধ করিতে পারা যায় না।

প্রাণিগণে সতত অহিংসাপরায়ণ পরকে না বলে যেই পরুষ বচন
বলুক তাহারে ভীরু লোকে, ক্ষতি নাই, প্রশংসার যোগ্য সেই পণ্ডিতের ঠাঁই।
পরের পীড়নে শৌর্য্য নিন্দনীয় অতি, পাপভয়ে সাধুর না পাপে হয় মতি।

হীন ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষত্রিয় জনম, মধ্যমে দেবত্ব পায়
উত্তমের বলে দেহ-অবসানে জীব ব্রহ্মলোকে যায়। *

দান বড় প্রশংসার্হ, নাহিক সংশয়, দানাপেক্ষা ধর্ম্মপদ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
তদূর্দ্ধে নির্ব্বাণ, যাহা দানপ্রজ্ঞাবলে লভিলেন সাধুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে।

সপ্তম প্রত্যেকবুদ্ধ অনুমোদনের সময় এইরূপে রাজাকে মহানির্ব্বাণরূপ অমৃতের মাহাত্ম্য শুনাইলেন এবং তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া উক্ত প্রকারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও মহিষীর সহিত যাবজ্জীবন দানব্রতে রত থাকিয়া স্বর্গলোক লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "অতএব দেখিলে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বকালেও বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।"

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন রাহুলমাতা ছিলেন সমুদ্র বিজয়া এবং আমি ছিলাম রাজা ভরত।]

৪২৫—অস্থান-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" "কামবশে"। "দেখ, রমণীরা অকৃতজ্ঞা, মিত্রদ্রোহিণী ও অবিশ্বাসযোগ্যা। পুরাকালে কোন পণ্ডিত প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা দিয়াও এক রমণীর সন্তোষবিধান করিতে পারেন নাই, সে একদিন মাত্র সহস্র মুদ্রা না পাইয়া তাঁহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। রমণীরা এমনই অকৃতজ্ঞা। তাহাদের জন্য কামবশে অভিভূত হইও না।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার এবং বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহাধনকুমার একসঙ্গে ধূলা খেলা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইলে কুমার রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন।

বারাণসীতে এক নগর শোভনা পরমসুন্দরী ও সৌভাগ্যশালিনী বর্ণদাসী ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রতিদিন একসহস্র মুদ্রা দিয়া নিয়ত তাহার সহবাসে আমোদপ্রমোদ করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি যখন শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিলেন, তখনও তিনি ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখনও প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার সহবাসসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন তিনবার রাজদর্শনে যাইতেন। একদিন তিনি সায়ংকালে রাজদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য অস্ত গেল এবং অন্ধকার হইল। তিনি রাজভবনের বাহিরে গিয়া ভাবিলেন, 'এখন গৃহে গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় নাই, অতএব নগর-শোভনার কাছেই যাই।' তিনি অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া একাকী

* এখানে ত্রিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হইল:—(১) অধম, যথা বহিরায়তন সম্বন্ধে শীলরক্ষা প্রভৃতি, (২) মধ্যম, ইহাতে সমাপত্তিসমূহ উৎপাদিত হয়, (৩) উত্তম, ইহাতে বিদর্শন জন্মে ও অর্হত্ত্বলাভ হয়।

সেই গণিকার গৃহে গমন করিলেন; সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি সহস্র মুদ্রা আনিয়াছেন ত?" তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, আজ বড় বিলম্ব হইয়াছে; সে জন্য বাড়ীতে না ফিরিয়া, লোকজন বিদায় দিয়া একাকী তোমার এখানেই আসিয়াছি। কাল তোমাকে দুই সহস্র দিব।" গণিকা ভাবিল, 'আজ যদি আমি ইহাকে অবকাশ দি, তাহা হইলে অন্য দিনও রিক্তহস্তে আসিবে; তাহা হইলে আমার ধনক্ষয় ঘটিবে; অতএব আজ ইহাকে অবকাশ দিব না।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "স্বামিন্, আমি বর্ণদাসী; আমি সহস্র মুদ্রা না পাইলে কাহারও মনস্তুষ্টি করি না, অতএব আপনি সহস্র মুদ্রা আনয়ন করুন।" বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কল্য দ্বিগুণ আনিব।" কিন্তু নগরশোভনা দাসী-দিগকে আজ্ঞা দিল, "এ লোকটাকে এখানে থাকিয়া আমার দিকে তাকাইতে দিও না; ইহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও ও দরজা বন্ধ কর।" দাসীরা তাহাই করিল।

এইরূপে অবমানিত হইয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি এই গণিকার জন্য অশীতিকোটি-ধন নষ্ট করিয়াছি। অথচ এ আমাকে একদিন মাত্র রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া ঘাড় ধরিয়া তাড়াইয়া দিল! অহো! রমণীরা কি পাপাশয়া, নির্লজ্জা, অকৃতজ্ঞা ও মিত্রদ্রোহিণী!' এইরূপে নারীজাতির দোষের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য ও নারীদিগের প্রতি ঘৃণা জন্মিল, গৃহস্থাশ্রমেও তাঁহার আসক্তি রহিল না। তিনি গৃহে না ফিরিয়া এবং রাজার সহিত দেখা না করিয়াই নগরের বাহির হইলেন এবং বনে গিয়া গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফলমূল আহার করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

রাজা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বন্ধু কোথায়?" এদিকে নগরশোভনার কৃতকার্য্যও সকলের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। লোকে রাজাকে সেই ঘটনা জানাইয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার বন্ধু বোধ হয় এই কারণেই লজ্জায় গৃহে না ফিরিয়া বনে গিয়াছেন এবং প্রব্রাজক হইয়াছেন।" তখন রাজা নগরশোভনাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই একদিন সহস্র মুদ্রা না পাইয়া আমার বন্ধুকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়া-ছিলি, এ কথা সত্য কি না?" "হাঁ মহারাজ, ইহা সত্য।" "পাপিষ্ঠে, অবিমৃষ্যকারিণি, আমার বন্ধু যেখানে গিয়াছেন, তুই শীঘ্র সেখানে গিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর্; নচেৎ তোর প্রাণান্ত করিব।" বর্ণদাসী রাজার আজ্ঞায় ভয় পাইয়া রথারোহণে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের আশ্রমানুসন্ধানে বাহির হইল, লোকমুখে শুনিয়া সেখানে গমন করিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল, "আর্য্য, আমি না বুঝিয়া দোষ করিয়াছি; ক্ষমা করুন; আর কখনও এমন কাজ করিব না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার উপর আমার ক্রোধ নাই।" "যদি ক্ষমা করিলেন, তবে আমার সহিত রথে আরোহণ করুন। আমরা নগরে ফিরিয়া যাই; নগরে প্রবেশ করিলে আমার গৃহে যে ধন আছে, তাহা আপনাকে দান করিব।" "ভদ্রে, আমি এখন তোমার সঙ্গে যাইতে পারি না; তবে যদি পৃথিবীতে যাহা ঘটিবার নহে তাহা ঘটে, তখন যাইলেও যাইতে পারি।"

স্রোতোহীন গঙ্গাজলে কুমুদ ফুটিবে, ধবল শঙ্খের বর্ণ কোকিলে পাইবে,
জম্বুবৃক্ষে তাল ফল ফলিবে যখন, হতে পারে আমাদের তখন মিলন।

কিন্তু তখনও সেই গণিকা বলিল, "আসুন, আমরা নগরে যাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, যাইব।" "কখন যাইবেন?" "অমুক সময়ে।" অনন্তর তিনি শেষের গাথাগুলি বলিলেন :—

কচ্ছপের লোমে লোকে শীতনিবারণ যখন ত্রিবিধ বস্ত্র * করিবে বয়ন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন; নাহি সম্ভাবনা আর।

মশকের দন্তে যবে হইবে নির্ম্মাণ দৃঢ় অট্টালিকা এক, বিশালপ্রমাণ,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন; নাহি সম্ভাবনা আর।

শশকের শৃঙ্গে যবে হইবে নির্ম্মাণ স্বর্গারোহণের হেতু অদ্ভুত সোপান,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।

মূষিকেরা সে সোপানে চন্দ্রলোকে গিয়া খাইবে চন্দ্রেরে, রাহু ভূতলে ফেলিয়া,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন; নাহি সম্ভাবনা আর।

নিঃশেষে ঘটের সুরা পিয়া মক্ষিগণ, জ্বলন্ত অঙ্গারে যবে করিবে শয়ন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।

নৃত্যগীতে গর্দ্দভের পটুতা জন্মিবে, সুমুখ, বিম্বোষ্ঠ সেই দেখিতে হইবে,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।

কাকোলূক পরস্পর করি আলিঙ্গন প্রেমালাপে রত হবে নিভৃতে যখন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।

সুকুমার কিসলয়ে ছত্র গড়ি যবে বরষার বৃষ্টিপাত লোকে নিবারিবে
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।

চটক চঞ্চুর পুটে করি উত্তোলন গন্ধমাদনেরে যবে করিবে বহন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।

রজ্জু, যন্ত্র আদি সব দ্রব্যের সম্ভার সহিত তুলিয়া নিজ হাতে আপনার
বালক অর্ণবপোত লয়ে চলি যাবে; আমাদের সেই কালে মিলন ঘটিবে।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে একাদশটী গাথায় যাহা অসম্ভব (অস্থান) তাহা নির্দ্দেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া নগরশোভনা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া নিজের জীবন ভিক্ষা করিল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'এখন দেখিলে, নারীরা কতদূর অকৃতজ্ঞা ও মিত্রদ্রোহিণী।" অনন্তর তিনি সত্য-সমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৪২৬—দীপি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একটা ছাগীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা স্থবির মৌদ্গল্যায়ন কোন শৈলাকীর্ণ একদ্বারবিশিষ্ট পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে বাস করিতেছিলেন। দ্বারের নিকটেই তাঁহার চঙ্ক্রমণ-স্থান ছিল। ছাগপালকেরা ভাবিয়াছিল, পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে ছাগগুলি ছাড়িয়া দিলে কোন শঙ্কার কারণ নাই; এজন্য তাহারা ছাগগুলিকে ঐ স্থানে প্রবেশ করাইয়া নিজেরা নিশ্চিন্তমনে আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন তাহারা সন্ধ্যাকালে সেখানে গিয়া সমস্ত ছাগ লইয়া গেল। একটা ছাগী দূরে চরিতেছিল, অন্য ছাগগুলা যে চলিয়া যাইতেছে, সে প্রথমে তাহা দেখিতে পায় নাই, কাজেই সে পিছনে পড়িল। তাহার পর সে যখন যাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, তখন একটা দ্বীপী তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'ইহাকে খাইতে হইবে।' সে ঐ পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানের দ্বারে অবস্থিত হইল। ছাগীও ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, 'এ ত আমাকেই উদরস্থ করিবার মানসে দাঁড়াইয়া আছে, আমি যদি ফিরিয়া পলায়নের চেষ্টা করি, তাহা হইলে প্রাণ যাইবে, অতএব পুরুষোচিত বীর্য্য দেখাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে শৃঙ্গদ্বয়

* রেশমী, পশমী ও তুলার।

উত্তোলনপূর্ব্বক উল্লম্ফন করিতে করিতে মহাবেগে দ্বীপীর অভিমুখে ধাবিত হইল। ছাগীটাকে এখনই ধরিব ভাবিয়া দ্বীপী উৎসাহে কাঁপিতেছিল, কিন্তু ছাগী তাহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক অতি বেগে গিয়া ছাগের পালে মিশিল। স্থবির এই কাণ্ড দেখিয়া পরদিন তথাগতের নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, এইরূপে ছাগী নিজের উপায়কুশলতা বলে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া দ্বীপীর গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "মৌদ্গল্যায়ন, ঐ দ্বীপী এখন ছাগীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বটে ; কিন্তু পূর্ব্বে, এই ছাগী যখন আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তখনই সে উহাকে মারিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল।" অনন্তর মৌদ্গল্যায়নের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন ;—

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যের এক আঢ্যকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল হিমালয়ে ছিলেন ; তাহার পর লবণ ও অম্লসেবনার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া কোন গিরিব্রজে * পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তুমি যেরূপ বলিলে, তখনও ছাগপালকেরা ঐরূপে ছাগ চরাইতেছিল এবং একদিন একটা ছাগীকে পালের পিছনে পিছনে যাইতে দেখিয়া একটা দ্বীপী তাহাকে খাইবার অভিপ্রায়ে পর্ব্বতসঙ্কটের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগী দ্বীপীকে দেখিয়া ভাবিল, 'আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না, তবে একটা উপায় আছে ; ইহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়া ইহার মনটা একটু নরম করিতে পারিলে বোধ হয় আমার রক্ষা হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে দূর হইতেই দ্বীপীকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রথম গাথা বলিল :—

মা পাঠালেন জান্‌তে, মামা, খবর ত সব ভাল ? তোমার সুখে সুখী মোরা ; কেমন আছ বল।

ইহা শুনিয়া দ্বীপী ভাবিল, 'এই দুষ্টা ছাগী আমাকে মামা বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টায় আছে। আমি যে কতই পরুষপ্রকৃতি, এ তাহা জানে না।' অনন্তর সে দ্বিতীয় গাথা বলিল ;—

এলি হেথা ল্যাজ্‌টা আমার মাড়িয়ে চার পায়, মামা বল্‌লে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায় ?

তখন ছাগী বলিল, "ও কথা বলো না, মামা।

মুখোমুখী হল দেখা তোমায় আমায় ; ল্যাজ্‌টা আছে পিছন দিকে ; মাড়ান কি যায় ?"

দ্বীপী বলিল, "বলিস্ কি, হতভাগী ? এমন যায়গাই পাওয়া যায় না, যেখানে আমার ল্যাজ নাই।

জানিস্ না কি, ল্যাজ্‌টা আমার লম্বা চৌড়া কত ? জুড়ে আছে পৃথিবীটা, সাগর, পর্ব্বত।
আসবার কালে এড়ালি ল্যাজ্ কেমন করে, বল্ ? যেমন কর্ম্ম, তেমন এখন পাবি প্রতিফল।

ছাগী ভাবিল, 'মিষ্ট কথায় এ দুরাত্মার মন ভিজিবে না।' অতএব সে শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া পঞ্চম গাথা বলিল :—

মা, বাপ, ভাই, সবাই আমায় করল সাবধান, দুষ্টের ল্যাজ্ লম্বা বড় বিশাল প্রমাণ ;
তাই এখানে এলেম উড়ে দেখিতে তোমায়, মাড়ালেম ল্যাজ্ কেমন করে, বল ত আমায়।

দ্বীপী বলিল, "তুই যে আকাশে উড়িয়া আসিতেছিলি, তাহা আমি জানি, কিন্তু আসিবার কালে তুই আমার খাদ্য নষ্ট করিয়াছিস্।

উড়ি যখন আস্‌তেছিলি, দেখি পেয়ে ভয় হরিণ যত ছিল হেথা চৌদিকে পলায়।
আহার আমার করলি নষ্ট আসি অকারণ ; খেয়ে তোরে পেটের জ্বালা করব নিবারণ।"

---

* পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে।

ইহা শুনিয়া ছাগী যুক্তিখণ্ডনের আর কোন উপায় না পাইয়া মরণভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। সে বলিল, "দোহাই তোমার, এত নিষ্ঠুর হইও না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্বীপী তাহাকে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিল ও উদরস্থ করিল।

ছাগীর বিলাপে নাহি করি কর্ণপাত রক্তাশী গ্রীবায় তার করে দন্তাঘাত।
যতই বলনা কেন মধুর বচন, ভুলিতে দুষ্টেরে কেহ পারে না কখন।

ন্যায়, ধর্ম্ম, মিষ্টবাক্য দুষ্টে নাহি জানে, উপস্থিত হবে যবে দুষ্ট সন্নিধানে
প্রদর্শিবে পরাক্রম, সাধ্যমত তব, মিষ্টবাক্যে দুষ্টে তুষ্ট করা অসম্ভব।

এই দুইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

তপস্বী ইহাদের এই সমস্ত কাণ্ড দেখিলেন।

☞ এই জাতকের সহিত ঈষপ-বর্ণিত নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের কথা তুলনীয়।

[সমবধান—তখন এই ছাগী ছিল সেই ছাগী, এই দ্বীপী ছিল সেই দ্বীপী এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

জাতক

নব নিপাত।

৪২৭—গৃধ্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক কুলপুত্র ছিলেন এবং নির্ব্বাণপ্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিতৈষিগণ—আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সতীর্থবর্গ—সর্ব্বদা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "তুমি এইভাবে অগ্রসর হইবে, এই ভাবে পশ্চাতে ফিরিবে, এই ভাবে তাকাইবে, এই ভাবে দৃষ্টি অপসারিত করিবে, এই ভাবে হাত গুটাইয়া লইবে, এই ভাবে হস্তে প্রসারিত করিবে, এই ভাবে অন্তর্ব্বাস ও এই ভাবে বহির্ব্বাস পরিবে, এই ভাবে পাত্র ধরিবে, যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তন্মাত্র ভিক্ষা পাইলেই, আত্মপরীক্ষার পরে তাহা আহার করিবে; ইন্দ্রিয়ের গুপ্তদ্বারগুলি সাবধানে রক্ষা করিবে; ভোজনে মিতাচার হইবে; সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে; আগন্তুকদিগের এইরূপে অভ্যর্থনা করিবে, যাঁহারা বিহার হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে, এই চৌদ্দটী খন্ধকবত্ত, † এই আশিটী মহাবত্ত, তুমি সম্যগ্‌রূপে এ সমস্ত সম্পাদন করিবে; এই তেরটী ধুতাঙ্গ, এ সমস্ত অবহিতচিত্তে পালন করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত উপদেশ পাইয়াও তিনি বড় অবাধ্য ও অসহিষ্ণু ছিলেন; তিনি বিনীতভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেন না; তিনি বলিতেন, "আমি ত তোমাদিগের কোন দোষ ধরিতে যাই না, তোমরা কেন আমায় এরূপ বল? আমার কিসে ভাল, কিসে মন্দ হইবে, তাহা আমিই বুঝিয়া লইব।" এই কারণে কাহারও উপদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না।

এই ব্যক্তির অবাধ্যতার কথা জানিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি বড় অবাধ্য হইয়াছ?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তুমি কেন হিতবাক্য শুনিতেছ না? পূর্ব্বেও তুমি পণ্ডিতদিগের কথামত না চলিয়া বৈরম্ভবাতাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গৃধ্রযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল সুপত্র। মহাবল সুপত্র গৃধ্রদিগের রাজা হইয়া বহু সহস্র গৃধ্রসহ বিচরণ করিত। সে মাতাপিতার পোষণ করিত; কিন্তু দেহে অত্যন্ত বল ছিল বলিয়া অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইত। ইহা জানিয়া একদিন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, ইহার বেশী ঊর্দ্ধে উড়িও না।" সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উপদেশ গ্রহণ করিল, তথাপি যখন একদিন বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন অনুচরদিগের সহিত উড়িতে উড়িতে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেল এবং বৈরম্ভবাতমুখে পড়িয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

"গৃধ্রকূটোপরি (যথা যাইবার ভয়ে
দুর্গম একটী মাত্র ছিল পুরাতন

---

* এই জাতক এবং মৃগালোপ-জাতক (৩৮১) প্রায় এক।

† বিনয়পিটকের এক অংশের নাম খন্ধক। বত্ত=কর্ত্তব্য (duty)। ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে আগন্তুকবত্ত, আবাসিকবত্ত, পিণ্ডচারিকবত্ত ইত্যাদি চৌদ্দটী নিয়ম দেখা যায়। দ্বাশীতিখন্ধকবত্তেরও উল্লেখ আছে।

শঙ্কুতে আকীর্ণ পথ) * গৃধ্রকুলপতি
জনকজননী সেবা করিত যতনে ;
আনিত তাদের তরে প্রত্যহ প্রচুর
অজগর-মাংস। পিতা শুনিল যখন,
তেজস্বী তনয় তার দৃঢ় পক্ষভরে
অতি ঊর্দ্ধে উড়ি যায়, দিল উপদেশ :—

"যখন দেখিবে, বৎস, ভাসিতেছে যেন
উৎপল-পত্রের মত সসাগরা ধরা,
অথবা সাগর মাঝে চক্রের মতন,
ঊর্দ্ধে আর তার পর করো না গমন।"

একদা বিহগরাজ উড়িল আকাশে ;
পিতার আদেশ ভুলি অতি ঊর্দ্ধে উঠি
পর্ব্বত কানন কত দেখে অধোদেশে।
সাগরবেষ্টিত ধরা দেখে তথা হতে—
যেমন বলিয়াছিল জনক তাহার—
ভাসিছে বর্ত্তুল যেন সলিল উপর।

[ফিরিবে সেথান হ'তে, তার ঊর্দ্ধে আর
গমন কখন(ও) যেন না হয় তোমার।]—মৃগালোপ-জাতক (৩৮১)।

অতিক্রমি সেই দেশ, বাহিরে তাহার
গেল যবে, তীক্ষ্ণ বাতশিখার আঘাতে
চূর্ণীকৃত হল দেহ বিহঙ্গরাজের।
বল বীর্য্য সব তার ব্যর্থ হল এবে।

অতি ঊর্দ্ধে উঠেছিল, সে কারণ আর
ফিরিতে নারিল সেই ; বৈরম্ভ বায়ুর
পথে পড়ি প্রাণ-অন্ত ঘটে বিহঙ্গের।

জনকের উপদেশ করি অবহেলা
মরিল বিহঙ্গ নিজে, মজাইল আর
দারা, পুত্র, অনুজীবী যত ছিল তার।—মৃগালোপ-জাতক (৩৮১)

না শুনি বৃদ্ধের কথা, গর্ব্বভরে যারা
হইবে উন্মার্গগামী, বিনাশ তাদের
অদ্য হোক, কল্য হোক, ঘটিবে নিশ্চয়,
ঘটে যথা অতিসীমাচর বিহগের।

[অতএব হে ভিক্ষো, তুমি সেই গৃধ্রের মত হইও না, যাঁহারা তোমার হিতৈষী, তাঁহাদের উপদেশ পালন করিও।" শাস্তার নিকটে এই উপদেশ পাইয়া সে ব্যক্তি অতঃপর বেশ আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে লাগিলেন।

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই অবাধ্য গৃধ্র, এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

* টীকাকার বলেন যে লোকে সুবর্ণাদি আহরণের জন্য গিরিগাত্রে শঙ্কু প্রোথিত করিয়া তাহাতে রজ্জু বাঁধিত এবং ঐ রজ্জু ধরিয়া উপরে উঠিত। এই জন্য সেই দুরারোহ পথটী শঙ্কুতে আকীর্ণ ছিল।

৪২৮—কৌশাম্বী-জাতক।

[কতিপয় ভিক্ষু কৌশাম্বীর বিহারে কলহ ঘটাইয়াছিলেন। কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতিকালে শাস্তা তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু বিনয়পিটকের কোসম্বকৃখন্ধকে* দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সেই সময়ে নাকি দুইজন ভিক্ষু একই গৃহে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিনয়ধর এবং একজন ছিলেন সূত্রান্তিক।† শেষোক্ত ব্যক্তি এক দিন পায়খানায় গিয়া আচমনান্তে যে জল অবশিষ্ট ছিল, তাহা জলের ঘরে একটা পাত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পর বিনয়ধর সেখানে গিয়া ঐ জল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহিরে আসিয়া সূত্রান্তিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি জল রাখিয়া আসিয়াছ?" সূত্রান্তিক বলিলেন, "হাঁ ভাই।" "ইহা যে দোষাবহ, তাহা কি তুমি জাননা?" "না ভাই, আমি জানিনা।" "ইহা ভাই প্রকৃতই দোষাবহ।" "তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া (প্রায়শ্চিত্ত) করিব।" "তবে যদি তুমি ইচ্ছা না করিয়া মনের ভুলে করিয়া থাক, তাহা হইলে দোষ হয় নাই।" বিনয়ধরের এই কথায় সূত্রান্তিক দোষের কারণ থাকিলেও দোষ দেখিতে পারিলেন না। কিন্তু বিনয়ধর নিজের শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এই সূত্রান্তিক দোষ করিয়াও বুঝেন না যে, দোষ করিয়াছেন।" তাহারা সূত্রান্তিকের শিষ্যদিগকে দেখিয়া বলিল, "তোমাদের উপাধ্যায় দোষ করিয়াও স্বীকার করেন না যে, দোষ করিয়াছেন।" সূত্রান্তিকের শিষ্যেরা গিয়া তাহাদের উপাধ্যায়কে এই কথা জানাইল। তাহাতে সূত্রান্তিক বলিলেন, "এই বিনয়ধর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, দোষ হয় নাই। এখন বলিতেছেন, দোষ হইয়াছে। অতএব ইনি মিথ্যাবাদী।" তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া বিনয়ধরের শিষ্যদিগকে বলিল, "তোমাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।" এইরূপে দুই পক্ষের মধ্যে কলহ বৃদ্ধি হইল। অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, সূত্রান্তিক যে নিজের দোষ গোপন করিতেছেন, ইহা দেখাইয়া তাঁহাকে সঙ্ঘচ্যুত করিলেন।‡ তখন হইতে, যে সকল উপাসক তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিত, তাহারা পর্য্যন্ত দুই দলে বিভক্ত হইল। যে সকল ভিক্ষুণী তাঁহাদের উপদেশমত চলিত, যে সকল গৃহদেবতা গৃহস্থদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ, এমন কি আকাশস্থ দেবগণ, ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ এবং সমস্ত পৃথগ্‌জন পর্য্যন্ত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ কেহ এ পক্ষ, কেহ কেহ ও পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এই বিবাদের কোলাহল রূপব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তর§ পর্য্যন্ত শুনা যাইতে লাগিল।

অনন্তর এক ভিক্ষু তথাগতের নিকটে গিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষু বলিলেন, যাঁহারা সঙ্ঘচ্যুতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিতেছেন সূত্রান্তিককে সঙ্ঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা সঙ্ঘবহিষ্কৃত ভিক্ষুর পক্ষাবলম্বী, তাঁহাদের মতে সঙ্ঘচ্যুতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে এবং তাঁহারা এই বিশ্বাস বশতঃ উৎক্ষেপকদিগের নিষেধ না মানিয়া সূত্রান্তিকের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন, "হায়, ভিক্ষুসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল।" তিনি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উৎক্ষেপকদিগকে উৎক্ষেপণে এবং অপর

* মহাবগ্‌গ, ১০ (১-১০)

† বিনয়ধর—যিনি বিনয়পিটকে ব্যুৎপন্ন। সূত্রান্তিক—যিনি সূত্রপিটকে ব্যুৎপন্ন।

‡ উক্খেপনীয়কম্মং অকাসি। উৎক্ষেপণ=সঙ্ঘ হইতে বিতাড়ন (excommunication)

§ এই স্তরের নাম "অকনিষ্ঠ ভবন।"

দলকে দোষগোপনে, যে অনর্থ ঘটিতে পাবে তাহা বুঝাইলেন এবং তাহার পব ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইহাব পবেও একই স্থানে পোষধকর্ম্ম কবিবাব কালে এবং ভক্তগৃহাদিতেও ইহাবা কলহ কবিতে লাগিল। তখন তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, ইহাবা উভয় সম্প্রদায়েই একসঙ্গে, এক সম্প্রদায়েব একজন, তাহাব পার্শ্বে অপর সম্প্রদায়েব এক জন, এই ভাবে উপবেশন কবিবে। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না, কারণ তিনি শুনিতে পাইলেন, বিহারে পূর্ব্বেব মতই কলহ চলিতেছে। তখন তিনি আবাব গিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যথেষ্ট হইয়াছে; আর বিবাদে কাজ নাই।" এই সময়ে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধর্ম্মবাদী, শাস্তা আব উত্ত্যক্ত না হন এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ভগবান্ ধর্ম্মস্বামী স্বীয় মন্দিবেই অবস্থান করুন, তিনি যেন এসব ব্যাপার লইয়া উদ্বিগ্ন না হন, তিনি যে ধর্ম্মের দর্শনলাভ পাইয়াছেন, তাহাতেই শান্তি ভোগ করুন, আমরাও বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ ও কুতর্কদ্বাবা লোকের নিকট স্বস্বগুণেব পবিচয় দি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, পুবাকালে বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলবাজ দীঘিতিব রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণসংহাব কবিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ব্রহ্মদত্ত যখন ছদ্মবেশে অবস্থিতি কবিতেছিলেন এবং কোশলবাজেব পুত্র দীর্ঘায়ুঃ তাঁহাব বধের সুযোগ পাইয়াও বধ করেন নাই, তখন হইতে তাঁহাবা পবস্পবেব বন্ধু হইয়াছিলেন।* দণ্ডধর ও অসিধব রাজাদিগেব মধ্যে যখন এইরূপ ক্ষান্তি ও দয়া দেখা যায়, তখন এতাদৃশ সুব্যাখ্যাত ও বিনয়সম্পন্ন ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তোমাদেবও কর্ত্তব্য যে, তোমবা ক্ষান্তিশীল ও দয়াশীল হইয়া স্ব স্ব গুণের পবিচয় দেও।" এই রূপ উপদেশ দিয়া শাস্তা তৃতীয় বারও তাহাদিগকে বিবাদ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন কেহই কলহ হইতে বিবত হইল না, তখন ভাবিলেন, 'এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়াছে; কিছুতেই ইহাদিগকে প্রবুদ্ধ কবা যাইবেনা।' তিনি চলিয়া গেলেন; পরদিন ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিবিয়া কিয়ৎক্ষণ গন্ধ কুটীবে বিশ্রামপূর্ব্বক সেখানে শয্যাসনাদি যথাস্থানে রাখিলেন এবং নিজেব পাত্রচীবর গ্রহণ কবিয়া সঙ্ঘমধ্যে আকাশে আসীন হইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন:—

সঙ্ঘে যদি ঘটে ভেদ, কে ভাঙ্গিল বলি মহা কোলাহল করে চৌদিকে সকল(ই)।
সকলেই ভাবে আমি বিজ্ঞ অতিশয়, অন্যের যে মত, তাহা গ্রাহ্য কভু নয়।

অনর্গলমুখে নিজ বিজ্ঞতা বাখানে, বাক্য ভিন্ন অন্য তারা কিছু নাহি জানে,
যাহা ইচ্ছা বলে মুখে, পারেনা বুঝিতে কে দিল কুবুদ্ধি সঙ্ঘ ভঞ্জন করিতে।

এ দিয়াছে গালি, ও যে প্রহার করিল, এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল,
হৃদয়ে এভাব সদা করিলে পোষণ বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা যায় না কখন।

এ দিয়াছে গালি, ও যে প্রহার করিল, এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল,
হৃদয়ে এভাব যেই না করে পোষণ, বৈরভাবে ক্লিষ্ট সেই হয় না কখন।
শত্রুতায় নাহি হয় শত্রুর দমন, মৈত্রীবলে শত্রুক্ষয়,—ধর্ম্ম সনাতন।

দেখিয়াছি এ জগতে হেন কত জন, সংযত রাখিতে নারে নিয় নিজ মন।
বুদ্ধিমান্ আপনারে করি সুসংযত কলহের উপশমে থাকেন নিরত।

যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, শত্রুপ্রাণহর, শত্রুর গবাশ্বধন হরণে তৎপর,
অন্যান্যের রাজ্য যারা করে উৎসাদন, পরস্পরকৃতি হেন রাজা দুইজন
ভুলিল শত্রুতা যদি, বল কি কারণ পরস্পর তোমাদের হবেনা মেলন?

* দীঘিতিকোসল জাতক (৩৭১)।

বুদ্ধিমান্, ধীরমতি, আচরণ যার
মিলিলে এমন বন্ধু হয়ে হৃষ্টমন
সঙ্গগুণে এর, তুমি জানিবে নিশ্চয়,
সর্ব্বাংশে অনুরূপ বুঝিবে তোমার,—
সংসর্গে তাহার কর জীবন যাপন।
অপনীত হবে তব সর্ব্ববিধ ভয়।

হেন বন্ধু ভাগ্যদোষে নাহি যদি পাও,
বিষয়বাসনাহীন রাজা যে প্রকার
থাক গিয়া, থাকে যথা যূথ পরিহরি
একাকী অরণ্যে তবে চলি তুমি যাও,
যায় চলি ত্যগ করি রাজ্য আপনার,
গহন কানন মাঝে একচর করী।

বরঞ্চ একাকী থাকা মানি শ্রেয়স্কর,
একচর পাপে লিপ্ত হয় না কখন;
মূর্খ যেন কভু নাহি হয় সহচর।
থাকে নিরুদ্বেগে, বনে মাতঙ্গ যেমন।

কিন্তু এরূপ বলিয়াও শাস্তা তাহাদের মধ্যে মেলন ঘটাইতে পারিলেন না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি বালকলোণকার গ্রামে * গমন করিলেন এবং স্থবির ভৃগুর নিকট একাকী থাকার গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর তিনি তিন জন কুলপুত্রের বাসস্থানে গিয়া তাহাদিগকে একতার গুণ শুনাইলেন, সেখান হইতে পারিলেয্যক বনে গিয়া তিন মাস অতিবাহিত করিলেন এবং কৌশাম্বীতে না ফিরিয়া শ্রাবস্তীতেই চলিয়া গেলেন। কৌশাম্বীর উপাসকেরা সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "কৌশাম্বীর এই পূজনীয় ভিক্ষুরা আমাদের বড় অনিষ্ট করিয়াছেন; ইঁহারাই ভগবান্‌কে উত্ত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়াছেন।" অতএব আমরা আর ইঁহাদিগকে অভিবাদনাদি করিব না; ইঁহারা দ্বারে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষা দিব না, কাজেই ইঁহারা হয় এস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন, নয় পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইবেন, নয় ভগবানের তুষ্টিসাধন করিবেন।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিল। ভিক্ষুরা এইরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং ভগবানের তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন দীধিতিকোসল মহামায়া ছিলেন তাঁহার মহিষী এবং আমি ছিলাম দীর্ঘায়ুঃ কুমার]

৪২৯—মহাশুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই ব্যক্তি শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোশলজনপদের কোন প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার জন্য, মনুষ্যে সচরাচর যাতায়াত করে এমন স্থানে দিবাযাপন ও রাত্রিযাপনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠযুক্ত এক বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং অতি যত্নে তাঁহার সেবা করিত। কিন্তু তাঁহার বর্ষাবাসের একমাস মাত্র অতীত হইতে না হইতেই গ্রামখানি পুড়িয়া গেল; লোকে শস্যের বীজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না; কাজেই তাহারা ঐ ভিক্ষুকে আর পূর্ব্বের মত সুস্বাদ ভোজ্য দিতে পারিল না। সুন্দর বাসস্থান পাইয়াও তিনি সুস্বাদ ভোজ্যের অভাবে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেইজন্য মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর, তিনমাস অতীত হইলে তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিবার জন্য জেতবনে গেলেন। শাস্তা তাঁহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পিণ্ডপাতে কষ্ট বোধ করিলেও, বাসস্থানটী ভাল মনে করিয়াছিলে ত?" তখন ভিক্ষু তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুর বাসস্থানটী ভাল, ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, বাসগৃহটী ভাল হইলে শ্রমণদিগের লোভসংবরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য, তাঁহারা যে ভোজ্য পাইবেন, তাহাই খাইবেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিবেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, নিজের বাসবৃক্ষ যখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তখন তাহার চূর্ণমাত্র খাইয়া, লোলুপতা পরিহারপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন, অন্যত্র গমন করেন নাই। তবে তুমি কেন পিণ্ডপাত অপর্য্যাপ্ত

* যে গ্রামে বালক নামে একব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিত।

ও বিষাদ হইয়াছে বলিয়া এমন আরামের স্থান ত্যাগ করিবে?" অনন্তর উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে হিমালয়ে গঙ্গাতীরে কোন উড়ুম্বরবনে বহু শতসহস্র শুকপক্ষী বাস করিত। সেখানে এক শুকরাজ যে বৃক্ষে বাস করিতেন, তাহার ফল ফুরাইয়া গেলেও, অঙ্কুর, পত্র, বল্কল * প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই খাইতেন এবং গঙ্গার জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি অতি নিঃস্পৃহভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ বৃক্ষেই বাস করিতেন, অন্যত্র যাইতেন না। তাঁহার নিঃস্পৃহত্ব ও সন্তুষ্টভাববশতঃ শক্রের আসন কম্পিত হইল। শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের অনুভাববলে ঐ বৃক্ষটীকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিলেন। তখন উহা বহুছিদ্রযুক্ত একটী কাণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হইল; উহার সর্ব্বাঙ্গ বাতাহত হইতে লাগিল এবং ছিদ্রগুলি হইতে কাষ্ঠচূর্ণ বাহির হইতে লাগিল। শুকরাজ সেই চূর্ণ খাইয়াই গঙ্গাজল পান করিতে লাগিলেন; অন্যত্র গেলেন না, বাতাতপে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না; সেই উড়ুম্বর কাণ্ডের উপরেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার একান্ত নিঃস্পৃহত্ব দেখিয়া শক্র স্থির করিলেন, 'ইহাদ্বারা মিত্রধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করাইয়া বর দিব এবং উড়ুম্বরকে অমৃতফলে পরিণত করিয়া আসিব।' তিনি এক হংসরাজের বেশ ধরিলেন এবং সুজাকে † অসুরকন্যার বেশে অগ্রে অগ্রে রাখিয়া সেই উড়ুম্বর বৃক্ষের অনতিদূরে আর একটী বৃক্ষের শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক শুকরাজের সহিত আলাপনার্থ প্রথম গাথা বলিলেন :—

বৃক্ষে যদি থাকে ফল, বিহঙ্গমগণ আসি করে ফলাহারে ক্ষুধা নিবারণ।
ক্ষীণ কিংবা ফলহীন তরু যবে হয়, ত্যজিয়া তাহারে তারা নানাদিকে যায়।

অতঃপর শুককে সেই বৃক্ষ ত্যাগ করাইবার জন্য শক্র আবার বলিলেন :—

হে লোহিততুণ্ড, তুমি যাও ত্বরা করি অন্যত্র চরিতে; বসি শুষ্ক তরু'পরি
কি ধ্যানে হয়েছ মগ্ন, হে হরিদ্বরণ? ‡ শুষ্ক তরু ত্যজি কেন না কর গমন?

শুকরাজ বলিলেন, "শুন হংস, আমি কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাহা জানি। সেই জন্য এই বৃক্ষকে পরিত্যাগ করি না।

থাকে যদি পরস্পর বন্ধুত্ববন্ধন, সাধুজনোচিত ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ,
সুখে, দুঃখে, অভ্যুদয়ে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, পারে না ত্যজিতে, হংস, মিত্রে মিত্র হ'য়ে।
জীবনে মরণে তারা এক সঙ্গে রয়, কিছুতেই তাহাদের বিচ্ছেদ না হয়।

আমিও মিত্রতা-ধর্ম্ম পালনে তৎপর, জ্ঞাতি মোর, সখা মোর এই তরুবর।
হইয়াছে শুষ্ক, তাই তুচ্ছ প্রাণ তরে পারিনি ছাড়িতে আমি এখন ইহারে?
ছাড়িলে ধর্ম্মের হানি ঘটিবে নিশ্চয়, এ নহে মিত্রের ধর্ম্ম, শুন মহাশয়।

---

* মূলে 'তচো বা পপ্পটিকা বা' এইরূপ দেখা যায়। পপটিকা বা পর্পটিকা বোধ হয় বল্কলেরই নামান্তর। বৃক্ষ-জাতকে (৪৯০) 'পর্পটিকা' আছে, কিন্তু ত্বকের উল্লেখ নাই।

† শক্রের পত্নী।

‡ মূলে 'বসন্তসন্নিভ' এই পদ আছে। টীকাকার বলেন "বসন্তকালে বনসণ্ডো সুকগণসমাকিণ্ণোবিয় নীলোভাসো হোতি তেন তং বসন্তসন্নিভা' তি আলপতি।"

শুকের কথা শুনিয়া শক্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষী হইয়া দুইটী গাথা বলিলেন :—

সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার যোগ্য অতি পাইতে সহস্র সাধুকার।
এইরূপ ধর্ম্ম যদি করহ পালন, বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংসাভাজন।
বর দান তোমায় করিব সে কারণে, মাগ বর, বিহঙ্গম, যাহা ইচ্ছা মনে।

শুকরাজ বর প্রার্থনা করিবার কালে সপ্তম গাথা বলিলেন :-

দিবে যদি, হংস, মোরে বর অভীপ্সিত। হউক এ তরুবর আবার জীবিত।
শাখাপল্লবের শোভা করিয়া ধারণ হউক সতেজ, পূর্ব্বে আছিল যেমন।
ফলুক ইহাতে বহু সুমধুর ফল, বাঁচুক খাইয়া তাহা বিহগ সকল।

শক্র বর দিবার সময়ে অষ্টম গাথা বলিলেন :—

দেখ, সৌম্য, প্রিয় তব এই উড়ুম্বর এখনি হইবে, ছিল যেমন সুন্দর।
সতেজে উঠিবে বাড়ি, করিবে ধারণ শাখাপল্লবের শোভা পূর্ব্বেরমতন।
দিবে সুমধুর ফল, প্রিয় বাসস্থান হইবে তোমার এই, করিনু বিধান।

ইহা বলিয়া শক্র ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন এবং নিজের ও সুজাতার দৈবশক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া উড়ুম্বর বৃক্ষটীর উপর ছিটাইয়া দিলেন। বৃক্ষটী তৎক্ষণাৎ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন হইয়া বাড়িয়া উঠিল এবং মধুর ফল ধারণ পূর্ব্বক তরুলতাহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শুকরাজ পরমপ্রীতি লাভ করিলেন এবং শক্রের স্তুতি করিতে করিতে নবম গাথা বলিলেন :—

হও, শক্র, সুখী তুমি, জ্ঞাতিরা তোমার সকলেই সুখ ভোগ করুন অপার,
করিতেছি আমি যথা, হেরি উড়ুম্বরে অবনতশাখ, সুমধুর-ফল-ভারে।

উক্ত ব্যাপার ভালরূপে বুঝাইবার জন্য অবশেষে এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা যোগ করা আবশ্যক :—

শুকে করি বর দান, ফলবান্ করি উড়ুম্বরে
ভার্য্যাসহ গেলা চলি দেবরাজ অমরনগরে।

☞ মহাভারতেও (অনুশাসন পর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়) কৃতজ্ঞ শুকের সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

[এই ধর্ম্ম দেশনের পরে শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, পুরাণ পণ্ডিতেরা তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেমন নির্লোভ ছিলেন। তুমি কেন এবংবিধ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও লোভপরবশ হইবে। তুমি গিয়া সেখানেই বাস কর।" অতঃপর তিনি তাঁহাকে কর্ম্মস্থান বুঝাইয়া দিলেন। ভিক্ষু সেখানে ফিরিয়া গেলেন এবং বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

৪৩০—ক্ষুল্লশুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বেরঞ্জকণ্ডের * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বেরঞ্জা গ্রামে বর্ষাবাস করিয়া যথাকালে শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগত হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্ম সভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, তথাগত ক্ষত্রিয়কুলে ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; বুদ্ধ হইয়াও তাঁহার দেহ সুকুমার

* বিনয়পিটক—পার (১) ১—৪।

রহিয়াছে। তিনি সাতিশয় ঋদ্ধিসম্পন্ন; তথাপি বেরঞ্জার ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যখন তিনমাস যাপন করিলেন, তখন মারের চক্রান্তে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট একদিনও ভিক্ষা না পাইয়া সর্ব্ববিধ লোভ পরিহারপূর্ব্বক এই দীর্ঘকাল কেবল অল্পমাত্র জলমিশ্রিত মূলচূর্ণ আহার করিয়া অতিবাহিত করিলেন, অন্যত্র গমন করিলেন না। অহো! তথাগতদিগের কি অদ্ভুত নিঃস্পৃহতা, কি সদাসন্তুষ্টভাব!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "তথাগত যে এখন নির্লোভ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াও তিনি লোভ পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন। অতীত বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেমন প্রদত্ত হইয়াছে, সমস্তই সেইভাবে সবিস্তর বলিতে হইবে।]

"মণ্ডিত হরিৎপত্রে, বহু ফলবান্ আছে বৃক্ষ শত শত হেথা বিদ্যমান।
তবে কেন, বল, শুক, তুমি হে নিয়ত রহিয়াছ এই শুষ্ক দ্রুমে অভিরত?"

"খাইয়াছি ফল এর অনেক বৎসর; ফলহীন যদ্যপি এখন তরুবর,
তথাপি সে উপকার করিয়া স্মরণ ভালবাসি এরে আমি পূর্ব্বের মতন।"

"শুষ্ক, ফলপত্রহীন এ বৃক্ষ এখন;
রোধিতে বায়ুর বেগ সাধ্য নাই এর;
তাই ছাড়ি গেছে চলি বিহঙ্গমগণ,
হয়েছে ইহাতে বল কি দোষ তাদের?"

"ফলের আশায় তারা সেবিল ইহারে, ফলাভাবে ছাড়ি চলি গেল বৃক্ষান্তরে।
স্বার্থপরায়ণ তারা, অকৃতজ্ঞ অতি, মিত্রধর্ম্মবিবর্জ্জিত, আত্মপক্ষপাতী।"

"সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার যোগ্য অতি পাইতে সহস্র সাধুকার।
এইরূপ ধর্ম্ম যদি করহ পালন, বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংসাভাজন।

বরদান তোমায় করিব সেকারণে; মাগ বর, বিহঙ্গম, যাহা লয় মনে।"

"ভুঞ্জিব অপূর্ব্ব সুখ আমি অনিবার, দরিদ্র পাইলে নিধি ভুঞ্জে যে প্রকার,
যদি এই বৃক্ষ পুনঃ হইয়া জীবিত শাখায়, পল্লবে, ফলে হয় বিভূষিত।"

শুনিয়া শুকের বাক্য দেবেন্দ্র তখন অমৃত আনিয়া বৃক্ষে করিলা সেচন।
উদ্গত হইল শাখা, কিশলয়দল, বিতরিল পুনঃ তরু ছায়া সুশীতল।

"হও, শক্র, সুখী তুমি; জ্ঞাতিরা তোমার সকলেই সুখভোগ করুক অপার,
করিলাম আমি যথা, হেরি উড়ুম্বরে অবনতশাখ সুমধুর ফল-ভারে।"

শুকে করি বরদান, ফলবান্ করি উড়ুম্বরে
ভার্য্যাসহ গেলা চলি দেবরাজ অমর নগরে।

[উক্ত প্রত্যুত্তরগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অষ্টম ও দশম গাথা অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

সমবধান—তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

৪৩১—হারিত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া এমন উন্মনা হইয়াছিলেন যে, শরীরের প্রতি তাঁহার কোন যত্ন ছিল না। তিনি নখ, লোম ও কেশ কাটিতেন বা ছাঁটিতেন না; তিনি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ একদিন তাঁহাকে জোর করিয়া শাস্তার নিকট লইয়া গেলে, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কারণ কি ?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি।" "দেখ, কাম গুণবিধ্বংসক; ইহাতে সুখ নাই, ইহার জন্য লোকে নরকে গমন করে। একপ অনিষ্টকর রিপু তোমাকে কেন কষ্ট না দিবে ? যে বায়ু সুমেরুকে আঘাত করে, শুষ্কপত্র সম্মুখে পড়িলে তাহাকে লজ্জিত হইতে হয় না। যাঁহারা পূর্ণপ্রজ্ঞার পথে বিচরণ করিতেন, পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন শুদ্ধাচার মহাপুরুষেরাও কামবশে চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্যানবল হারাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটি বিত্ত-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহের হেমবর্ণ দেখিয়া হরিত্বক্ এই নাম রাখা হইয়াছিল। * তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন এবং তদনন্তর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তিনি সঞ্চিত ধন অবলোকন করিবার সময় ভাবিলেন, 'ধন ত দেখা যাইতেছে; কিন্তু যাঁহারা ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায় ? আমিও তাঁহাদের ন্যায় মৃত্যুর মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধন শেষ হইলে হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে সপ্তম দিবসেই তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্লসেবনার্থ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে বারাণসীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন; তাঁহাকে আহ্বান করিয়া শ্বেতচ্ছত্রশোভিত রাজপর্য্যঙ্কে বসাইলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং তাঁহার অনুমোদন শুনিয়া আরও প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আপনি কোথায় গমন করিবেন ?' "মহারাজ! আমি বর্ষাবাসের জন্য একটা স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।" "বেশ, প্রভু" এই বলিয়া রাজা প্রাতরাশান্তে তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, সেখানে তাঁহার দিবাবাস ও রাত্রিবাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং উদ্যানপালককে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব অতঃপর প্রত্যহ রাজভবনে ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ ঘটিল। রাজা বিদ্রোহদমনের জন্য যাত্রা করিবার কালে মহাসত্ত্বকে মহিষীর তত্ত্বাবধানে রাখিলেন—বলিয়া গেলেন, "সাবধান, এই মহাত্মা আমার

---

* হরি বা হরিৎ শব্দে সবুজ ও পীত উভয় বর্ণই বুঝায়। 'হরি' শব্দের একটী অর্থ সুবর্ণ।

পুণ্যক্ষেত্র; ইঁহার সেবাশুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়।” তখন হইতে মহিষী স্বহস্তে মহাসত্ত্বকে ভোজ্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, মহাসত্ত্বের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গন্ধোদকে স্নান করিলেন, এবং কোমল ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বাতায়ন উদ্ঘাটন করিয়া ও একখানা নাতিবৃহৎ খট্বায় শুইয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব ভিক্ষাপাত্রহস্তে আকাশপথে আগমন করিয়া সেই বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস দেহের উপর অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ছিল। মহিষী তাঁহার বল্কলচীবরের শব্দ শুনিয়া সসম্ভ্রমে শয্যাত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া গেল। তখন এক অসাধারণ পদার্থ মহাসত্ত্বের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে কামভাব শতসহস্রকোটি বর্ষকাল তাঁহার হৃদয়মধ্যে নিহিত ছিল, করণ্ডকে শায়িত সর্পের ন্যায় এখন তাহা মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার ধ্যানবল অপনীত করিল। তিনি চিত্তের স্থৈর্য্যরক্ষায় অসমর্থ হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া মহিষীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন; মহাসত্ত্ব মহিষীর সহিত লোকধর্ম্মসেবনানন্তর আহার করিলেন, উদ্যানে ফিরিলেন এবং তদবধি প্রত্যহ ঐরূপ পাপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি যে মহিষীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, একথা ক্রমে সকল নগরবাসীরই কর্ণগোচর হইল।

অমাত্যেরা পত্র পাঠাইয়া রাজাকে হারিত তাপসের কুকার্য্যের কথা জানাইলেন। রাজা ইহা বিশ্বাস করিলেন না; তিনি ভাবিলেন, ‘আমার মন ভাঙ্গাইবার জন্যই ইহারা এরূপ বলিতেছে।’ অনন্তর বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নগর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মহিষীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “তোমার সহিত হারিত তাপস লোকধর্ম্ম সেবা করেন, একথা সত্য কি?” মহিষী স্বীকার করিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকেও বিশ্বাস করিলেন না; তিনি স্থির করিলেন, স্বয়ং তাপসকেই একথা জিজ্ঞাসা করা যাউক। এই উদ্দেশ্যে উদ্যানে গিয়া তিনি তাপসকে প্রণাম করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন:—

> শুনিলাম দ্বিজবর, কামের সেবায় তুমি রত?
> মিথ্যা কি এ জনরব? পূর্ব্ববৎ আছ শুদ্ধব্রত?

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘যদি বলি যে কামসেবা করি নাই, রাজা তাহাই বিশ্বাস করিবেন, কিন্তু ইহলোকে সত্যই প্রধান প্রতিষ্ঠা; যে সত্য পরিহার করে, সে কখনও বোধিদ্রুম-তলে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না।’ [বোধিসত্ত্বেরা সময়বিশেষে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামে মিথ্যাচার, সুরাপান প্রভৃতি পাপ করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে লোকে প্রতারিত হইয়া অপ্রকৃতকে প্রকৃত মনে করে, এমন মিথ্যা কথা কখনও বলেন না।] অতএব মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথায় সত্যই বলিলেন:—

> সব সত্য, নৃপবর, যাহা তুমি করেছ শ্রবণ,
> মোহে অন্ধ হয়ে মোর ঘটিয়াছে কুমার্গে পতন।

ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> বিশুদ্ধা, নিপুণা প্রজ্ঞা, লভিলেই বল কিবা ফল
> যদি তাহা বিন্দুমাত্র রোধিতে না পারে কামবল?

তখন কামের প্রভাব বুঝাইবার জন্য হারিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

রাগ, দ্বেষ, মোহ, মদ, এই চারি বলবান্ অতি ;
প্রজ্ঞায় নাহিক শক্তি করে রোধ ইহাদের গতি।

ইহা শুনিয়া রাজা পঞ্চম গাথা বলিলেন :—

শীলবান্, অরহন্, শুদ্ধাচার, মেধাবী, পণ্ডিত ;
শ্রদ্ধার ভাজন, তাই আমাদের নিকটে হারিত।

তখন হারিত ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :—

প্রীতিকর কামভাব, শক্র ইহা, অতীব ভীষণ,
ধার্ম্মিক, মেধাবী ঋষি, তাঁরও ইহা ঘটায় পতন।

রাজা তাঁহাকে পাপচিন্তা পরিহারে উৎসাহ দিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন :—

শরীরস্থ রিপু এই ; করে ইহা নাশ সব গুণ,
ত্যজ এরে, হও সুখী, সকলের শ্রদ্ধা পাবে পুনঃ।

তখন মহাসত্ত্ব চিত্তস্থৈর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কাম যে দুঃখের নিদান, ইহা বুঝিতে পারিয়া অষ্টম গাথা বলিলেন :—

কামে অন্ধ হয় লোক ; কামবিষ দুঃখের কারণ;
মূল তার পেয়ে আমি প্রজ্ঞা-খড়্গে করিব ছেদন।

অনন্তর তিনি রাজার নিকট কিয়ৎকালের জন্য বিদায় লইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং কৃৎস্নমণ্ডল অবলোকনপূর্ব্বক ধ্যানবল লাভ করিলেন। তখন তিনি পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন এবং রাজার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি অপ্রমত্ত হইবেন ; আমি এখন নারীগন্ধ বিবর্জ্জিত অরণ্যে ফিরিয়া যাইতেছি।" রাজা তাঁহাকে রাখিবার জন্য কত রোদন ও পরিদেবন করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

শাস্তা এই বৃত্তান্ত জানিতেন। তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :—

সত্যপরাক্রম ঋষি হারিত এতেক বলি
কামরাগ পরিহরি ব্রহ্মলোকে গেলা চলি।

অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম হারিত।]

☞ এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের মৃদুলক্ষণাজাতকের• (৬৬) অতীত বস্তু তুলনীয়।

৪৩২—পদকুশলমাণব-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একটী বালককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বালকটী নাকি শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশে জন্মিয়াছিল এবং ছয় বৎসর বয়সের সময়েই মানুষের পদচিহ্ন দেখিয়া কে কোন্ পথে কোথায় গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিত। একদিন পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পিতা তাহাকে না জানাইয়া এক বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন। সে, পিতা কোথায় গিয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা না

করিয়াই তাঁহার পদচিহ্নের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল। আর একদিন তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে না জানাইয়া কোথাও গেলে তুমি কিরূপে সেখানে গিয়া উপস্থিত হও?" "বাবা, আমি পদকুশল; আমি আপনার পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিতে পারি।" অনন্তর তাহাকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ ব্যক্তি একদা প্রাতরাশের পর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পাশের প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিলেন, সেখান হইতে ক্রমে তাহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন, পুনর্ব্বার নিজের বাটীতে আসিলেন, উত্তরদিকের দ্বারের নিকটে গেলেন, সেখান হইতে বাহির হইলেন এবং নগর বাম দিকে রাখিয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার পুত্র "বাবা কোথায় গেলেন" জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল, 'কেহ জানে না', তখন তাঁহার পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক পরবর্ত্তী প্রতিবেশীর গৃহপ্রভৃতি যে যে স্থান দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই সেই পথে গিয়া জেতবনে উপস্থিত হইল এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া পিতার পাশে বসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কিরূপে জানিলে?" "আপনার পদচিহ্নই আমার সঙ্কেত, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া আসিলাম।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে উপাসক, তুমি কি বলিতেছ?" "ভদন্ত, আমার এই পুত্রটী পদকুশল। আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অমুক অমুক পথে এখানে আসিয়াছিলাম, এ ও আমাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া কেবল পদচিহ্নানুসারে এখানে উপস্থিত হইয়াছে।" "দেখ, উপাসক, ভূমিতে পদচিহ্ন বুঝিতে পারা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরা আকাশেও পদচিহ্নও বুঝিতে পারিতেন।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার প্রধানা মহিষী ভ্রষ্টা হইয়াও, যখন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন শপথ করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আমি যদি আপনার সম্বন্ধে অবিশ্বাসিনীর কাজ করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন অশ্বমুখী যক্ষিণী হই।" অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি অশ্বমুখী যক্ষিণী হইয়া কোন পর্ব্বতের পাদদেশে এক বৃহৎ বনের মধ্যে একটা পর্ব্বতের গুহায় বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা রাজপথ ছিল; তাহাতে যে সকল লোক যাতায়াত করিত, ঐ যক্ষিণী তাহাদিগকে ধরিয়া খাইত। শুনা যায় ঐ যক্ষিণী তিন বৎসর কাল বৈশ্রবণের সেবা করিয়া বর পাইয়াছিল যে, ঐ অঞ্চলে দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন এবং বিস্তারে পাঁচ যোজন পরিমিত স্থানে লোক পাইলেই সে তাহাদিগকে খাইতে পারিবে।

একদা এক আঢ্য ও সুরূপ ব্রাহ্মণ বহু অনুচরসহ ঐ পথে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যক্ষিণী অট্টহাস্য করিতে করিতে ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণের অনুচরগণ পলায়ন করিল, যক্ষিণী বায়ুবেগে গিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং তাঁহাকে নিজের পিঠে ফেলিয়া গুহার দিকে গমন করিল। পথে পুরুষস্পর্শে তাহার মনে কামভাব উদিত হইল; সে ব্রাহ্মণের প্রতি স্নেহবতী হইয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিল না; নিজের পতিরূপে বরণ করিল। ব্রাহ্মণ যক্ষিণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। যক্ষিণী যে সকল মানুষ ধরিত, তাহাদের বস্ত্রতণ্ডুলতৈলাদি আনিয়া সে ব্রাহ্মণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য খাওয়াইত; নিজে তাহাদের মাংস খাইত। ব্রাহ্মণ পাছে পলায়ন করেন এই আশঙ্কায়, সে বাহিরে যাইবার কালে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার রুদ্ধ করিত।

তাঁহারা যখন পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার জন্মান্তরলব্ধ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ঔরসে যক্ষিণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি * প্রাপ্ত হইলেন। যক্ষিণী দশমাস গর্ভধারণপূর্ব্বক পুত্র প্রসব করিল, এবং

* স্কন্ধসমূহের পুনঃসংযোগ।

নিরতিশয় স্নেহসহকারে ব্রাহ্মণ ও পুত্র উভয়কেই প্রতিপালন করিতে লাগিল। কালসহকারে পুত্রটীর জ্ঞানোদয় হইলে সে পিতাপুত্র উভয়কেই গুহার মধ্যে রাখিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে যাইত। একদিন যক্ষিণী বাহিরে গিয়াছে জানিয়া বোধিসত্ত্ব শিলাখণ্ডটা সরাইয়া পিতাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। যক্ষিণী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাথরটা কে সরাইয়াছ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি সরাইয়াছি, মা; অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে পারি না।" অপত্যস্নেহবশতঃ যক্ষিণী আর কিছু বলিল না।

ইহার পর একদিন বোধিসত্ত্ব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমার মাএর মুখ এক প্রকার, তোমার মুখ অন্য প্রকার, ইহার কারণ কি?" "বৎস, তোমার মাতা নরমাংসাশিনী যক্ষিণী; আর আমরা দুইজন মানুষ।" "যদি তাহা হয়, তবে এখানে কেন থাকিব; চলুন, আমরা লোকালয়ে যাই।" "বৎস, আমরা যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে তোমার মাতা আমাদের দুইজনকেই বধ করিবে।" "ভয় নাই, বাবা। তোমাকে লোকালয়ে লইয়া যাওয়ার ভার আমার থাকুক।" বোধিসত্ত্ব পিতাকে এইরূপে আশ্বাস দিলেন এবং পরদিন যক্ষিণী বাহিরে গেলে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যক্ষিণী ফিরিয়া যখন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তখন বাতবেগে ধাবিত হইয়া উভয়কেই ধরিল এবং জিজ্ঞাসিল, "ব্রাহ্মণ, পলাইতেছ কেন? তোমার এখানে কি অভাব আছে, বল।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, আমার উপর রাগ করিও না; তোমার ছেলেই আমাকে লইয়া যাইতেছিল।" সেদিনও যক্ষিণী পুত্রস্নেহবশতঃ আর কিছু বলিল না, সে উভয়কেই আশ্বাস দিয়া কয়েকদিনের মধ্যে নিজের বাসস্থানে ফিরাইয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার মাতার মনুষ্যবধক্ষেত্র নিশ্চিত সীমাবদ্ধ; আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন, তাঁহার আজ্ঞাধীন স্থানের সীমা কতদূর। তাহা জানিলে আমরা পলায়ন করিয়া ঐ সীমার বাহিরে যাইব।' অনন্তর একদিন তিনি মাতার নিকটে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা, মাতৃধন পুত্রের প্রাপ্য। অতএব আমায় বল, তোমার অধিকারভুক্ত স্থানের সীমা কোথায়?" যক্ষিণী, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতাদি যে সকল সীমা চিহ্ন আছে, সমস্ত বুঝাইয়া বলিল, "দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন এবং বিস্তারে পাঁচ যোজন এই আমার বিচরণ-ক্ষেত্র। তুই ইহা অবহিত চিত্তে স্মরণ রাখিস্।"

ইহার দুই তিন দিন পরে, যক্ষিণী যখন বনে গিয়াছে, তখন বোধিসত্ত্ব পিতাকে স্কন্ধে লইয়া মাতা যে যে সীমাচিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাতবেগে ধাবিত হইলেন এবং এক সীমায় যে নদী ছিল তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে যক্ষিণী ফিরিয়া দেখিল গুহা শূন্য। সে তাঁহাদিগের অনুধাবন করিল। বোধিসত্ত্ব যখন পিতাকে লইয়া নদীর মধ্যভাগে গিয়াছেন, তখন যক্ষিণী গিয়া নদীতীরে পৌঁছিল। তাঁহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছেন দেখিয়া সে ঐ খানেই দাঁড়াইয়া বলিল, "বাছা, তোর পিতাকে লইয়া আয়; আমার অপরাধ কি? আমার দ্বারা তোদের কি কাজ অসম্পন্ন থাকে, বল্? স্বামিন্, আপনিও ফিরুন।" সে পুনঃ পুনঃ পুত্র ও স্বামীকে এই অনুরোধ করিতে লাগিল; এদিকে ব্রাহ্মণ নদী পার হইয়া গেলেন; তখন যক্ষিণী পুত্রকেই অনুরোধ করিতে লাগিল, "বাছা, এমন কাজ করিস্ না; তুই ফিরিয়া আয়।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমরা মানুষ; তুমি যক্ষিণী; অতএব চিরকাল তোমার কাছে থাকিতে পারি না।" "তবে কি ফিরিবি না, বাপ?" "না, মা।" "যদি নাই ফিরিস্—দ্যাখ্, মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইলে বড় দুঃখ পাইতে হয়। যাহারা কোন বিদ্যা জানে না, তাহারা সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি চিন্তামণি নামে

এক বিদ্যা জানি। তাহার বলে, বার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরও পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে পারা যায়। এই বিদ্যাই তোর জীবনোপায় হইবে। তুই এই অনর্ঘ মন্ত্র গ্রহণ কর্।" যক্ষিণী দুঃখে অভিভূত হইয়াও পুত্রস্নেহবশতঃ বোধিসত্ত্বকে এই মন্ত্র দিল। বোধিসত্ত্ব নদীগর্ভে থাকিয়াই মাতাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে * মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক, মাতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তবে এখন চলিলাম, মা।" "বাবা, তোরা না ফিরিলে আমার প্রাণ থাকিবে না" ইহা বলিয়া যক্ষিণী বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিল; অমনি পুত্রশোকে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সে প্রাণত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া বোধিসত্ত্ব পিতাকে আহ্বান করিলেন, মাতার নিকটে গিয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে শবদাহ পূর্ব্বক চিতানল নির্ব্বাপিত করিলেন, স্নানান্তে নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা প্রেতপূজা করিলেন, এবং রোদন ও পরিদেবন করিয়া পিতার সহিত বারাণসীতে গেলেন। সেখানে তিনি রাজার নিকট সংবাদ দিলেন যে, এক পদকুশলমাণব দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। রাজা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন; রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কি বিদ্যা জান?" "মহারাজ, বার বৎসর পূর্ব্বেও যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, চোরের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাহা বাহির করিতে পারি।" "বেশ, তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হও।" "মহারাজ, প্রতিদিন যদি সহস্র মুদ্রা পাই, তাহা হইলে আপনার সেবা করিতে পারি।" "আচ্ছা, তাহাই পাইবে।" অনন্তর রাজা তাঁহাকে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা দেওয়াইতে লাগিলেন।

একদিন রাজপুরোহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই মাণবক নিজের বিদ্যাবলে এপর্য্যন্ত কোন কাজই করে নাই; কাজেই প্রকৃতপক্ষে ইহার সে বিদ্যা আছে কি না আছে, আমরা তাহার কিছুই জানি নাই। অতএব ইহাকে একবার পরীক্ষা করা যাউক।" রাজা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে তাঁহারা দুই জনেই রত্নরক্ষকদিগকে জানাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, অন্ধকারের মধ্যে তিনবার রাজভবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মই আনাইয়া প্রাকারের উপরিভাগ হইতে বাহিরে অবতরণ করিলেন, বিনিশ্চয়শালায় প্রবেশ করিলেন, সেখানে বসিলেন, পুনর্ব্বার গিয়া মই ফেলিয়া প্রাকারমস্তক হইতে অবতরণ করিলেন, অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন, পুষ্করিণীটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া জলে নামিলেন, পুষ্করিণীর মধ্যভাগে রত্নভাণ্ড রাখিলেন এবং পুনর্ব্বার প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। পরদিন, "রাজবাড়ী হইতে নাকি বহু রত্ন অপহৃত হইয়াছে" সমস্ত লোকে এই বলিয়া মহাকোলাহল আরম্ভ করিল। রাজা যেন কিছুই জানেন না, এই ভাণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজভবন হইতে বহু রত্ন চুরি গিয়াছে। এখন তোমার বিদ্যানুরূপ কাজ করিতে হইবে।" "মহারাজ, বার বৎসর পূর্ব্বে যে দ্রব্য চুরি গিয়াছে, চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমি তাহারও উদ্ধার করিতে সমর্থ; এই রাত্রিতে যাহা চুরি গিয়াছে, তাহার উদ্ধার করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি এখনই উদ্ধার করিতেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" "বেশ, উদ্ধার কর।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ।" বোধিসত্ত্ব গিয়া মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং মন্ত্রটী আবৃত্তি করিয়া প্রাসাদের উর্দ্ধতলে থাকিয়াই বলিলেন, "মহারাজ, দুইজন চোরের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।" অনন্তর তিনি

* 'হত্থকচ্ছপকং কত্বা'—করপুট কচ্ছপাকার করিয়া।

রাজার ও পুরোহিতের পদচিহ্নের অনুসরণপূর্ব্বক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেখান হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, রাজভবন তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পদাঙ্কানুসরণেই প্রাকারের নিকটে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন "মহারাজ, এইখানে প্রাকার ছাড়িয়া আকাশে পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। অতএব একখানা মই দিন।" অনন্তর মই ফেলিয়া তিনি প্রাকারের উপর হইতে নামিলেন, পদাঙ্কানুসরণেই বিনিশ্চয়শালায় গেলেন, সেখান হইতে রাজভবনে ফিরিলেন, আবার মই ফেলিয়া প্রাকার হইতে অবতরণ করিলেন, পুষ্করিণীতে গিয়া তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং "মহারাজ, চোরেরা বোধ হয় এই পুষ্করিণীতে নামিয়াছিল" বলিয়া, নিজেই যেন রাখিয়া দিয়াছিলেন, এই ভাবে রত্নভাণ্ড উদ্ধার করিয়া রাজাকে দিলেন। দিবার সময় তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই দুই চোর সামান্য চোর নহে, পদস্থ মহাচোর। ইহারা এই পথে রাজভবনে আরোহণ করিয়াছিল।" এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ অতি তুষ্ট হইল এবং অঙ্গুলি ছোটন ও চেলোৎক্ষেপণ করিতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন, 'এই মাণবক, চোরেরা কোথায় রত্নভাণ্ড রাখিয়াছিল পদচিহ্ন দেখিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু এ বোধ হয় চোর ধরিতে পারে না।' তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'যাহা চুরি গিয়াছিল, তাহা ত আনিয়া দিলে, কিন্তু চোর ধরিতে পার কি?" "মহারাজ, চোরেরা দূরে নাই, এখানেই আছে।" "কে কে চোর?" "মহারাজ, যাহার ইচ্ছা, সেই চোর হউক গিয়া, আপনি যখন অপহৃত দ্রব্য পাইয়াছেন, তখন চোরে কি প্রয়োজন? চোর কে জিজ্ঞাসা করিবেন না।" "দেখ বাপু, আমি তোমাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিই, তুমি চোর ধরিয়া দাও।" 'মহারাজ, ধন যখন পাইলেন, তখন চোর ধরিয়া কি লাভ?" "ধনের উদ্ধার করা অপেক্ষা চোর ধরাই অধিক আবশ্যক।" "বেশ কথা, মহারাজ; কিন্তু অমুক চোর, এইভাবে কাহারও নাম না বলিয়া আমি অতীতের একটী ঘটনা নিবেদন করিতেছি; আপনার যদি প্রজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব একটী অতীত ঘটনা বর্ণন করিলেন:—

মহারাজ, পুরাকালে বারাণসীর অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে পাটল নামে এক নট বাস করিত। সে একদিন ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে গিয়াছিল এবং সেখানে নৃত্যগীত করিয়া অর্থলাভ করিয়াছিল। অনন্তর উৎসব শেষ হইলে সে প্রচুর সুরা ও খাদ্য ক্রয় করিয়া গ্রামে ফিরিবার কালে নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদীতে তখন নূতন জল আসিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া উহা দেখিতে এবং সুরাপান করিতে লাগিল; এবং ক্রমে উন্মত্ত হইয়া, নিজের বল না বুঝিয়াই স্থির করিল, 'মহাবীণাটা গলায় বান্ধিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইব।' এই উদ্দেশ্যে সে ভার্য্যার হাত ধরিয়া জলে নামিল। বীণার ছিদ্রগুলি দিয়া ভিতরে জল গেল এবং বীণার ভারে সে নিজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিল। সে ডুবিতেছে দেখিয়া তাহার ভার্য্যা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজে তীরে উঠিল। নট পাটল এক একবার জলের উপর মাথা তুলিতে লাগিল, এক একবার ডুবিতে লাগিল; জল খাইয়া তাহার পেট ফুলিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নটী ভাবিল, 'আমার স্বামী ত এখনই মরিবে, ইহার কাছে একটা গান শিখিয়া লই; লোকের নিকট তাহা গাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।' সে বলিল, "স্বামিন্ তুমি ত জলে ডুবিলে; আমাকে একটা গান শিখাও, তাহা গাইয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

নৃত্যগীত বিশারদ পাটল আমার চলিলা ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার।
এমন একটী গীত শিখাও আমায়, গেয়ে যাহা জীবিকার হইবে উপায়।"

নট বলিল, "ভদ্রে, আমি তোমায় কিরূপে গান শিখাইব? যে জল সমস্ত জীবের জীবন বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহাই এখন আমার জীবন হরণ করিতেছে।

শোকার্ত্তের, দুর্ব্বলের মস্তকে যাহার ছিটায় মানুষে, শান্তি দিবার ইচ্ছায়,
পড়িয়া তাহার মধ্যে হারাই জীবন, শরণ(ই) হইল, হায়, মরণ কারণ।"

বোধিসত্ত্ব এই গাথার ব্যাখ্যার জন্য বলিলেন, "জল যেমন, রাজাও তেমনি, মনুষ্যের শরণ। যদি রাজা হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, তবে অন্য কে তাহার প্রতিবিধান করিবে? যাহা বলিলাম, মহারাজ, তাহা অতি গূঢ়, কেবল পণ্ডিতেরাই যাহাতে বুঝিতে পারেন, আমি সেই ভাবে বলিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখুন।" রাজা কহিলেন, "বাপু, আমি গূঢ় কথা বুঝি না; তুমি চোর ধরিয়া দাও।" "তবে, মহারাজ, আর একটী কথা শুনিয়া ভাবুন:—

পূর্ব্বে এই বারাণসীর দ্বারসন্নিহিত গ্রামে এক কুম্ভকার ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার জন্য একই স্থান হইতে প্রতিদিন মৃত্তিকা আনয়ন করিত। এই কারণে সে ক্রমে একটা অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়াছিল। একদিন সে ঐ গুহার মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিতেছে, এমন সময়ে অকালে মহামেঘ উত্থিত হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ জলে প্লাবিত হইল এবং গর্ত্তের তট ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাতে কুম্ভকারের মস্তক চূর্ণ হইল। সে পরিদেবন করিতে করিতে বলিল:—

সকল জীবের ধাত্রী, বীজের জননী, মস্তক আমার চূর্ণ করেন ধরণী।
এমন যে হবে ভাগ্যে ভাবিনি কখন; শরণ(ই) হইল, হায় মরণ-কারণ।

মহারাজ, সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ এই বিপুলা ধরিত্রী যেমন কুম্ভকারের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিল, সেইরূপ মানবমণ্ডলীর আশ্রয়স্বরূপ নরেন্দ্র যদি নিজেই চৌর্য্যরত হন, তাহা হইলে কে তাহার প্রতিকার করিবে, বলুন? গূঢ় ভাষায় যে চোরের কথা বলিলাম, তাহাকে চিনিতে পারিলেন ত, মহারাজ?" "বাপু, আমার গূঢ় কথায় প্রয়োজন নাই, 'এই চোর' বলিয়া যে চোর তাহাকে ধরিয়া আন।" রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব, কে চোর ইহা স্পষ্ট ভাষায় না বলিয়া, আর একটী উদাহরণ দিলেন:—

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই এক ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। সে অন্য এক ব্যক্তিকে ভিতরে গিয়া জিনিষ পত্র বাহির করিতে আজ্ঞা করিল। সেই লোকটা ভিতরে গিয়া জিনিষ পত্র বাহির করিবার কালে ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ধূমে অন্ধ হইয়া সে বাহির হইবার পথ পাইল না, ভিতরে থাকিয়াই দাহদুঃখে কাতর হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল,

"অন্নপাক করে লোকে সাহায্যে যাহার, সেবি যারে শীত হ'তে লভয়ে নিস্তার,
সে অগ্নি সর্ব্বাঙ্গ মম করিছে দহন, শরণই হইল হায়, মরণ-কারণ।"

মহারাজ, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বজনের শরণস্থানীয় এক ব্যক্তি রত্নভাণ্ড হরণ করিয়াছে। চোর কে, তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না।" "বাপু, তোমাকে চোর ধরিয়া দিতেই হইবে।" 'তুমিই চোর,' রাজাকে এ কথা না বলিয়া বোধিসত্ত্ব আর একটী উদাহরণ দিলেন:—

"দেখ, এই নগরেই এক ব্যক্তি অত্যধিক ভোজন করিয়াছিল এবং তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া পেটের ব্যথায় পরিদেবন করিয়াছিল,

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ আদি লোক শত শত ভোজন করিয়া যাহা পুষ্টি লভে কত,
পেটে গিয়া সেই মোর করিল পীড়ন, শরণই লইল, হায়, ভয়ের কারণ।

মহারাজ, অন্ন যেমন লোকের প্রাণধারণের একটী প্রধান সহায়, সেইরূপ লোকরক্ষার প্রধান সহায় এক ব্যক্তি রত্ন হরণ করিয়াছিল। যখন রত্ন পাওয়া গিয়াছে, তখন চোর কে, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?" "বাপু, যদি সাধ্য থাকে, তবে চোর ধরিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর একটী উদাহরণ দিলেন:—

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই একদা ঝড় উঠিয়া এক ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়াছিল। সে পরিদেবন করিয়া বলিয়াছিল,

"নিদাঘের শেষ মাসে চায় বিজ্ঞজন ঝঞ্ঝাবাত, হয় যাহে গ্রীষ্ম বিমোচন।
ভাঙ্গিল আমার দেহ সেই প্রভঞ্জন, শরণই হইল, হায়, মরণ-কারণ।"

মহারাজ, যাহাকে শরণ বলা যায়, তাহা হইতেই এইরূপে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল। আপনি এই ঘটনাটা প্রণিধান করুন।" রাজা পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "বাপু, চোর আনিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর একটী উদাহরণ দিলেন :—

"মহারাজ, পূর্ব্বে হিমালয়ে বিটপসম্পন্ন এক মহাবৃক্ষ ছিল; তাহাতে বহুসহস্র পক্ষী বাস করিত। তাহার দুইখানি শাখার পরস্পর ঘর্ষণে ধূম উত্থিত হইল এবং অগ্নিকণা পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পক্ষীদিগের নেতা বলিল,

"ছিনু এত দিন মোরা আশ্রয়ে যাহার, সে ভরু করিছে আজ অগ্নির উদগার,
পলাও, যে দিকে পার, বিহঙ্গমগণ, শরণই হইল, হায়, ভয়ের কারণ।"

মহারাজ, বৃক্ষ যেমন পক্ষীদিগের শরণ, রাজাও সেইরূপ মনুষ্যদিগের শরণ। রাজা যদি চোর হন, তবে প্রতীকার করিবে কে, বলুন? আপনি একবার বুঝিয়া দেখুন, মহারাজ।" "তোমাকে চোর ধরিয়া দিতে হইবে।" তখন বোধিসত্ত্ব রাজাকে আরও একটী উদাহরণ দেখাইলেন :—

"কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাটীর পশ্চিমে একটা ভীষণ কুম্ভীরসঙ্কুল * নদী ছিল। ঐ ভদ্রবংশে একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে সে মাতার সেবাশুশ্রূষা করিত। তাহার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার মাতা এক কুলকন্যাকে আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বধূ প্রথমে শাশুড়ীর মন যোগাইয়া চলিত, কিন্তু শেষে তাহার নিজের পুত্রকন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে শাশুড়ীকে গৃহ হইতে তাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। এই রমণীর মাতাও তাহার বাড়ীতে বাস করিত। রমণী স্বামীর নিকট শাশুড়ীর অনেক প্রকার দোষ বলিয়া তাহার মন ভাঙ্গিল এবং বলিল, "আমি তোমার মাকে আর পুষিতে পারিব না, তাকে মারিয়া ফেল।" ভদ্রলোকটী উত্তর দিল, "একটা লোক মারিয়া ফেলা বড় কঠিন কাজ, আমি কি উপায়ে আমার মাকে মারিব?" "কেন সে যখন নিদ্রিত হইবে, তখন আমরা তাহাকে খাটিয়াসুদ্ধ তুলিয়া লইয়া কুম্ভীরপূর্ণ নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিব; তাহা করিলে কুম্ভীরেরা তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।" "তোমার মাতা কোথায়?" "তিনি তোমার মাতার সঙ্গে একই ঘরে শয়ন করেন।" "বেশ, তুমি গিয়া আমার মা যে খাটিয়ায় শুইয়া থাকেন, তাহার পায়ায় দড়ি বান্ধিয়া রাখ। তাহা হইলেই অন্ধকারে বুঝিতে পারা যাইবে।" রমণী তাহাই করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা করিয়াছি।" "একটু বিলম্ব কর, লোকজনকে ঘুমাইতে দাও।" অনন্তর সেই লোকটা নিজেই যেন নিদ্রা যাইতেছে এই ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল; তাহার পর সেই দড়ি শাশুড়ীর খাটিয়ায় বান্ধিল, এবং স্ত্রীকে জাগাইয়া দুই জনে অপররাবৃদ্ধাকে খাটিয়াসুদ্ধ তুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। কুম্ভীরগুলা তদ্দণ্ডে তাহাকে উদরস্থ করিল।

পরদিন রমণী বুঝিল, মা বদল হইয়াছে। সে স্বামীকে বলিল, "আমারই মা মারা গিয়াছেন, এখন তোমার মাকে মারিতে হইবে।" "বেশ, তাহাই করা যাউক"। "শ্মশানে চিতা সাজাইয়া তোমার মাকে আগুনে ফেলিয়া মারিতে হইবে।" অনন্তর বৃদ্ধা নিদ্রিত হইলে স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহাকে শ্মশানে নিয়া রাখিল। সেখানে স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, "আগুন আনিয়াছ?" "ভুল হইয়াছে।" "তবে আন গিয়া।" "আমি ত যাইতে পারিব না; তুমি গেলেও আমি এখানে একলা থাকিতে পারিব না। চল, দুই জনেই যাই।"

যখন দুই জনেই আগুন আনিতে গেল, তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বৃদ্ধার ঘুম ভাঙ্গিল, সে শ্মশানে রহিয়াছে দেখিয়া স্থির করিল, 'ইহারা আমাকে মারিবার জন্য আগুন আনিতে গিয়াছে, আমার যে ক্ষমতা কি, তাহা ত ইহারা জানেনা।' অনন্তর সে খাটিয়ার উপর একটা শব শোওয়াইয়া রাখিল; তাহাকে ছিন্ন-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল এবং নিজে পলাইয়া সেখানকার গুহায় প্রবেশ করিল। এ দিকে ঐ দুই জন আগুন আনিয়া বৃদ্ধাকে মনে করিয়া সেই শব দাহন করিল এবং গৃহে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধা যে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, এক

* পালিতে সুংসুমার (শিশুমার) শব্দটি 'কুম্ভীর' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যাহাকে শিশুমার বলি, তাহা হিংস্র নহে।

চোর তাহার মধ্যে অপহৃত দ্রব্য রাখিয়াছিল। সে উহা লইবার জন্য গিয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, 'সর্ব্বনাশ। যক্ষিণী বসিয়া আছে, আমার দ্রব্য ত যক্ষিণীতে পাইয়াছে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে এক ভূতবৈদ্যকে আনয়ন করিল। বৈদ্য মন্ত্র পড়িয়া গুহার মধ্যে গেল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল, "আমি যক্ষিণী নহি, এস, আমরা দুই জনেই এই ধন লইয়া ভোগ করি।" "বিশ্বাস কি?" "তোমার জিহ্বা দিয়া আমার জিহ্বা স্পর্শ কর।" বৈদ্য তাহাই করিল। বৃদ্ধা তাহার জিহ্বাটী দংশন করিয়া কাটিয়া ফেলিল। বৈদ্য স্থির করিল, এ নিশ্চয় যক্ষিণী। সে চীৎকার করিতে করিতে গুহা হইতে বাহির হইল। তাহার ছিন্ন জিহ্বা হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধা পর দিন পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া নানা রত্নপূর্ণ একটা ভাণ্ড হস্তে লইয়া গৃহে ফিরিল। পুত্রবধূ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি এ সব কোথায় পাইলে?" "মা, ঐ শ্মশানে যাহাদিগকে কাষ্ঠের চিতায় দাহন করা হয়, তাহারা এই সকল দ্রব্য পায়।" "আমি কি, মা, এইরূপ দ্রব্য পাইতে পারি?" "আমার মত দগ্ধ হইলে পাইতে পার বৈ কি?" পুত্রবধূ তখন অলঙ্কারের লোভে স্বামীকে না বলিয়াই সেই শ্মশানে গিয়া আত্ম দাহন করিল। পর দিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এত বেলা হইল, তোমার বউ ত আসিল না?' বৃদ্ধা কহিল, "অরে পাপাত্মা! যে মরিয়াছে, সে কি আর ফিরিতে পারে?

বড় সাধে, হৃষ্টমনে, মাল্যগন্ধ দিয়া পুত্রের সহিত যার দিয়াছিনু বিয়া
সেই করে গৃহ হ'তে মোরে বিতাড়ন; শরণ (ই) হইল হায় ভয়ের কারণ।"

মহারাজ, শাশুড়ীর সম্বন্ধে পুত্রবধূ যেমন, প্রজার সম্বন্ধে রাজাও তেমন আশ্রয়স্থানীয়। যদি সেই রাজা হইতেই ভয় জন্মে, তবে আর উপায় কি? আপনি একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।" "বাপু, তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিলাম না। তুমি চোর ধরিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আরও একটী ঘটনা বলিলেন:—

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই এক ব্যক্তি দেবতাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়া এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে সে, আমার পুত্র হইয়াছে ভাবিয়া কতই প্রীতি লাভ করিয়াছিল। পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে তাহার বিবাহ দিল। কালক্রমে নিজে জরাগ্রস্ত হইয়া সে কাজকর্ম্ম করিতে অপারগ হইল। তখন সেই পুত্রই 'তুমি কাজ করিতে পার না, এখান থেকে দূর হও' বলিয়া তাহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধ অতিকষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। সে এই বলিয়া পরিদেবন করিত,

পূজিনু দেবতা সব জন্মহেতু যার, জনমে যাহার হর্ষ পাইনু অপার,
সেই মোরে গৃহ হ'তে করে বিতাড়ন। শরণ (ই) হইল, হায়, ভয়ের কারণ।

মহারাজ, পিতা বৃদ্ধ হইলে যেমন সবল পুত্রের রক্ষণীয়, সেই রূপ সমস্ত জনপদও রাজার রক্ষণীয়। যে রাজা সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষক, তাঁহা হইতেই বর্ত্তমান ভয় ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই কে চোর তাহা বুঝিয়া লউন।" "বাপু, আমি ঘটনা অঘটনা কিছু জানি না; হয় চোর ধরিয়া দাও; নয় বুঝিব, তুমিই চোর।" রাজা মাণবককে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন মাণবক রাজাকে বলিলেন, "তবে কি, মহারাজ, একান্তই চোর ধরিতে চান?" "চাই বৈ কি?" "তবে এই লোকদিগের নিকট "অমুক চোর," অমুক চোর বলিয়া প্রকাশ করি?" "তাই কর।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই রাজাকে রক্ষা করিতে চাহিলাম; কিন্তু ইনি তাহা করিতে দিলেন না। অতএব এখন আমি চোর ধরিব।" অনন্তর তিনি উপস্থিত জনবৃন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

নাগরিক, জানপদ, শুন সর্ব্বজন, উদকে দাহন আজ করে হুতাশন।
উপকার তোমাদের করিত যাহারা, ভয়ের কারণ আজ হইয়াছে তারা।

রাজা, আর পুরোহিত, হইয়া মিলিত, প্রবৃত্ত হয়েছে রাজ্য করিতে লুণ্ঠিত।
আত্মরক্ষা রত এবে হও সর্ব্বজন, শরণ (ই) হয়েছে, হায়, ভয়ের কারণ।

তাঁহার কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা ভাবিল, 'প্রজাকে রক্ষা করাই এই রাজার কর্ত্তব্য। তথাপি ইনি নিজের দোষ অপরের সম্বন্ধে আরোপ করিতেছেন। ইনি নিজেই নিজের বস্ত্রভাণ্ড পুষ্করিণীতে রাখিয়া চোর খুঁজিতেছেন। ইনি আর যাহাতে চৌর্য্য না করিতে পারেন, তাহার উপায় করা আবশ্যক।' অনন্তর, 'মার এই পাপিষ্ঠ রাজাকে' বলিয়া তাহারা দণ্ডমুদ্গরাদি তুলিয়া রাজাকে ও পুরোহিতকে এমন প্রহার করিতে লাগিল যে, তাঁহারা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর তাহারা মহাসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, "উপাসক, ভূমিতে পদচিহ্ন বুঝিতে পারা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পুরাণ পণ্ডিতেরা আকাশেও পদচিহ্ন বুঝিতে পারিতেন।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উপাসক ও তাঁহার পুত্র স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন কাশ্যপ ছিলেন পাদকুশলমাণবের পিতা এবং আমি ছিলাম পাদকুশলমাণব।]

৪৩৩—লোমশকাশ্যপ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে যখন জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" তখন তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যাঁহারা যশস্বী, তাঁহারাও অযশভাজন হইয়া থাকেন; এরূপ পাপ পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও কলুষিত করে। তোমার মত লোকের ত কথাই নাই।" অনন্তর তিনি একটী অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার এবং তাঁহার পুরোহিতপুত্র কাশ্যপ পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া একই আচার্য্যের নিকট সর্ব্ববিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজকুমার তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কাশ্যপ ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু রাজা হইলেন; এখন আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিবেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যে আমার কি ফল? আমি মাতাপিতা ও রাজাকে না জানাইয়াই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।' অনন্তর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, সেখানে ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক সপ্তম দিবসেই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং উঞ্ছ-বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি লোমশকাশ্যপ নামে বিদিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাঁহার তপস্যার তেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া কাশ্যপের তপস্যা দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তপস্বী উগ্রতেজের প্রভাবে হয়ত আমাকে শক্রভবন হইতে বিচ্যুত করিবে। অতএব বারাণসীরাজের সহিত মিলিয়া ইহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শক্রভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশীথকালে বারাণসীরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত গৃহ নিজের দেহপ্রভায় উদ্ভাসিত করিলেন এবং রাজার সমক্ষে আকাশে অবস্থিত হইয়া রাজাকে জাগাইবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, শয্যা ত্যাগ করুন।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" "মহারাজ, আপনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপত্য পাইতে ইচ্ছা করেন, কি করেন না?"

* এই জাতকের সহিত সহ-জাতকের (৫১০) কোন কোন অংশ তুলনীয়। প্রথম চারিটী গাথা উভয় জাতকেই এক।

"কেন ইচ্ছা করিব না?" "তবে লোমশকাশ্যপকে আনিয়া পশুঘাত-যজ্ঞ সম্পাদন করুন। তাহা করিলে আপনি শক্রের ন্যায় অজর ও অমর হইয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য করিবেন।

লোমশকাশ্যপে আনি কর যদি যজ্ঞ সম্পাদন,
অজর অমর হবে, দেবলোকে বাসব যেমন।"

রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শক্র বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না।" শক্র প্রস্থান করিলেন; রাজা পরদিন এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য তুমি আমার প্রিয়বন্ধু লোমশকাশ্যপের নিকটে যাও এবং আমার আদেশে তাঁহাকে বল, 'রাজা আপনার দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া সকল জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপতি হইবেন, আপনাকেও, আপনি যত ভূমি চান, দান করিবেন। আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য আমার সঙ্গে চলুন।'" অমাত্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, তপস্বী কোথায় থাকেন ইহা জানিবার জন্য নগরে ভেরীবাদন করাইলেন এবং এক বনেচর তাঁহার আশ্রম জানে বলিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহু অনুচরসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঋষিকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং রাজার আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া লোমশকাশ্যপ সয্যকে * বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ?" তিনি নিম্নলিখিত চারিটী গাথা দ্বারা তাঁহার অনুরোধের প্রত্যাখ্যান করিলেন :—

সাগর-অম্বরা, সাগর-কুণ্ডলা পৃথিবীর আধিপত্য
চাহিনা ক আমি, শুন, সয্য তুমি, বলিলাম এই সত্য।
লভিতে ইহায় ত্যজিতে হইবে ধ্যানরূপ মহাধন;
নিন্দা নিরন্তর করিবে আমার শুনি বহু সাধুজন।

ধিক্ সেই যশে, ধিক্ সেই ধনে, লভিতে যাহায়, হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক্ সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান;
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ,
তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে; অধর্ম্মাচরণে যদি
হয় যে জনার সেই অভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ, হিংসা দ্বেষ ত্যজি, শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব রাজার, দেখ ভাবি, কিবা ছার,
ধন মান আমি চাইনা পাইতে; ফিরিব না গৃহে আর।

এই উত্তর শুনিয়া অমাত্য রাজাকে জানাইলেন। 'না আসিলে কি করিব?' ইহা ভাবিয়া রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু শক্র আবার নিশীথকালে আসিয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, লোমশকাশ্যপকে আনাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন না কেন?" "লোক পাঠাইয়াছিলাম, তিনি আসিলেন না।" "মহারাজ, আপনার কন্যা চন্দ্রবতী কুমারীকে অলঙ্কার পরাইয়া সয্যের সঙ্গে প্রেরণ করুন এবং তাহাকে বলিতে আদেশ দিন যে ঋষি আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে আপনি তাঁহাকে এই কন্যা দান করিবেন।

* অমাত্যের নাম সয্য।

তিনি এই কুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়া নিশ্চিত আসিবেন।” রাজা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরদিন সচেব হাত দিয়া কন্যাকে পাঠাইলেন। সচিব রাজকন্যাকে লইয়া ঋষির আশ্রমে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিভাষণপূর্ব্বক দিব্যাঙ্গনাসদৃশী কুমারীকে দেখাইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ঋষির ইন্দ্রিয়দ্বার খুলিয়া গেল; তিনি কুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন এবং ধ্যান-বল হারাইলেন। অমাত্য তাঁহার অনুরাগের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি যদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে রাজা এই কন্যাকে আপনার পাদচারিকা করিয়া দিবেন।” লোমশকাশ্যপ কামবশে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, “সত্যই কি রাজা আমাকে এই কন্যা দান করিবেন?” “হাঁ প্রভু, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করিলে নিশ্চয় দিবেন।” “বেশ, এই কন্যা যদি পাই, তবে নিশ্চয় যজ্ঞে ব্রতী হইব।” ইহা বলিয়া ঋষি যে অবস্থায় ছিলেন,—জটাভার ইত্যাদি ধারণ করিয়াই সেই কন্যাকে লইয়া অলঙ্কৃতরথে আরোহণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলেন। ঋষি আসিতেছেন শুনিয়া রাজাও যজ্ঞবাটে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। অনন্তর ঋষি উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “আপনি যদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে আমি ইন্দ্রতুল্য হইব; যজ্ঞ শেষ হইলে আপনাকেও কন্যা সম্প্রদান করিব।” “বেশ কথা” বলিয়া ঋষি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন রাজা ঋষিকে লইয়া চন্দ্রবতীর সহিত যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। সেখানে হস্তী, অশ্ব, বৃষভাদি সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হইয়াছিল। কাশ্যপ যজ্ঞারম্ভের জন্য পশুঘাতে উদ্যত হইলেন ও পশু বধ করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া সমবেত জনসমূহ বলিতে লাগিল, “লোমশকাশ্যপ, এরূপ কার্য্য ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুপযুক্ত—আপনার পক্ষে ইহা শোভা পায় না।” তাহারা পরিদেবন করিতে করিতে এই দুইটী গাথা বলিল:—

চন্দ্র সূর্য্য বলবান্, বলবান্ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ;
বলবতী বলে অতি সমুদ্রের বেলা সর্ব্বজন।
ততোঽধিক কিন্তু বল অবলার জানিও নিশ্চয়,
যাহার প্রভাবে পড়ি কাশ্যপের এ দুর্গতি হয়।
চন্দ্রবতী কৈল ব্রতী, জনকের অভ্যুদয় তরে
নিদারুণ পশুযজ্ঞে উগ্রতপা এই মুনিবরে।

ঐ সময়ে কাশ্যপ যজ্ঞসম্পাদনার্থ মঙ্গলহস্তীর গ্রীবায় আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তাহা দেখিয়া হস্তী মরণভয়ে মহাবিরাব করিল; হস্তীর চীৎকার শুনিয়া অন্যান্য হস্তী এবং অশ্ববৃষভাদিও মরণভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, উপস্থিত সমস্ত লোকেও হাহাকার করিল। এই মহাশব্দে কাশ্যপের চিত্তে উদ্বেগ জন্মিল, তিনি নিজের জটা দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজের জটা, শ্মশ্রু কুক্ষিলোম ও বক্ষঃস্থলের লোম অবলোকন করিয়া, কি উদ্দেশ্যে সেগুলি এত দীর্ঘ হইতে দিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া বুঝিলেন, তাঁহার মত লোকের পক্ষে এরূপ পাপকার্য্য করা অতি অন্যায়। তিনি নিজের উদ্বেগ বুঝাইবার জন্য অষ্টম গাথা বলিলেন:—

পড়িয়া লোভের বশে, কাম হেতু হায় রে আমার
প্রবৃত্তি হয়েছে পাপে, পরিণাম বিষফল যার।
পেয়েছি পাপের মূল, অনুরাগে সবন্ধনে আজ
ছেদন করিয়া, মুক্তি নিশ্চয় লভিব, মহারাজ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সৌম্য, কোন ভয় নাই। তুমি যুদ্ধ কর; আমি তোমাকে চন্দ্রবতীকে দিব, রাজ্য দিব, রাশি রাশি সপ্তরত্ন দিব।" "মহারাজ, আমার এরূপ পাপে প্রয়োজন নাই।

ধিক্, শত ধিক্ কামে, . কাম অতি হেয় এ জগতে;
তপস্যা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ মানি কামসেবা হ'তে।
তাই ত্যজি কাম আমি তপস্যায় হইব নিরত;
রাখ তুমি, নরনাথ, চন্দ্রবতী, আর রাজ্য যত।

ইহা বলিয়া লোমশকাশ্যপ কৃৎস্নধ্যানপূর্ব্বক নষ্ট বিভূতি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং আকাশে পর্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনন্তর "মহারাজ, অপ্রমত্ত হউন।" এই উপদেশ দিয়া তিনি যজ্ঞবাট ধ্বংস করাইলেন, উপস্থিত সমস্ত লোককে অভয় দেওয়াইলেন, রাজার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়াই আকাশপথে নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সয্য-নামক সেই অমাত্য এবং আমি ছিলাম লোমশকাশ্যপ।]

৪৩৪—চক্রবাক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বড় লোভী ছিলেন, পাত্রচীবরাদি পাইবার লোভে আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া প্রাতঃকালেই শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিতেন, বিশাখার গৃহে বহুবিধ খাদ্যমিশ্রিত যবাগূ পান করিতেন, দিবাভাগে নানারূপ উৎকৃষ্টরসযুক্ত সুস্বাদু অন্ন ও মাংস খাইতেন, এবং তাহাতেও তৃপ্তিলাভ না করিয়া চুল্ল অনাথপিণ্ডদের, কোশলরাজের এবং অন্যান্য ধনী উপাসকের গৃহে বিচরণ করিতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই ব্যক্তির লোলুপতাসম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই এত লোভী?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এত লোভী হইলে কেন? পূর্ব্বেও তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বারাণসীর হস্তিপ্রভৃতি প্রাণীর মৃতদেহভক্ষণে তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই, তুমি সেখান হইতে গিয়া গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে শেষে হিমবন্তে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক লোভী কাক বারাণসীর হস্তিপ্রভৃতি জন্তুর মৃতদেহ ভক্ষণ করিত। কিন্তু সে তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া ভাবিল, গঙ্গাতীরে গিয়া মৎস্যের মাংস খাইব।' সে গঙ্গাতীরে গিয়া কয়েকদিন মৃত মৎস্য খাইল; তাহার পর হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ বন্য ফল খাইতে লাগিল। অবশেষে সে প্রভূত মৎস্য কচ্ছপসম্পন্ন ও পদ্মপরিশোভিত এক বৃহৎ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। সেখানে দুইটী চক্রবাক বাস করিত। তাহারা শৈবল খাইত। তাহাদিগকে দেখিয়া কাক ভাবিল, ইহারা উৎকৃষ্টবর্ণসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহারা কি খায় জিজ্ঞাসা করিয়া আমিও তাহা খাইব, তাহা হইলে আমারও বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর হইবে। অনন্তর সে চক্রবাকদিগের কাছে গিয়া শিষ্টালাপের পর একটা শাখার অগ্রে বসিয়া প্রথম গাথায় তাহাদিগের প্রশংসা কীর্ত্তন করিল:—

আবৃত কাষায় বস্ত্রে * কে তোমরা, পক্ষিগণ,
মিথুনে মিথুনে সুখে কর হেথা বিচরণ ?
বল শুনি, পক্ষিমধ্যে কোন্ পক্ষী হেন আছে
সর্ব্ববিধ সমাদর পায় মানুষের কাছে ?

ইহা শুনিয়া একটী চক্রবাক দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

মানবকুলের শত্রু তুমি কাক দুষ্ট অতি ,
সকলেই বাসে ভাল চক্রবাক জায়া-পতি।
হিংসায় বিরত, তাই প্রশংসা সর্ব্বত্র পাই ,
বিচরি এ সরোবরে সুখে , কোন ভয় নাই।

অনন্তর কাক তৃতীয় গাথা বলিল : –

কি ফল খাইতে পাও থাকি এই সরোবরে ?
কোথা হ'তে পাও মাংস তোমরা ভোজন তরে ?
কি দিব্য ভোজ্যের গুণে হইয়াছে তোমাদের
দেহে এত বল, আর এ বিকাশ সৌন্দর্য্যের।

ইহার উত্তরে চক্রবাক চতুর্থ গাথা বলিল :—

জনমে না, কাক, কোন ফল এই সরোবরে :
কোথা পাবে চক্রবাক মাংস ভোজনের তরে ?
বল্কল ছাড়ায়ে ফেলি শৈবল আমরা খাই ,
আহারের তরে কভু পাপপথে নাহি যাই।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :—

তোমরা যা খাও তাহে রুচেনা আমার মন ,
ভেবেছিনু আগে আমি, এমন হেমবরণ
লভেছ তোমরা বুঝি ভোজনের গুণে, তাই
শুধাইনু , শুনি কিন্তু এবে সে বিশ্বাস নাই।

আমি খাই মাংস, ফল, তৈল আর লবণের
রসে রসনার প্রিয় ভোজ্য যত মানুষের,—
সংগ্রাম-বিজয়ী বীর খেয়ে যাহা তৃপ্তি পায় ;
তবু তোমাদের মত বর্ণ না পাইনু, হায় !

অতঃপর কাকের বর্ণ-সম্পত্তির অভাব এবং নিজের বর্ণ-সম্পত্তির ভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য চক্রবাক শেষ গাথা গুলি বলিল :—

বঞ্চিয়া অপরে নিত্য অশুদ্ধ কর ভক্ষণ,
ছোঁ মার সুবিধা পেলে করিতে খাদ্য হরণ ,
খাও ফল, খাও মাংস, শ্মশানে মশানে চর ,
কিছুতেই তবু তুমি তৃপ্তি নাহি লাভ কর !

নিজের ভোগের তরে অধর্ম্মের পথে চরে,
সুবিধা পেলেই যেই অন্যের সম্পত্তি হরে,
নিন্দে তারে সর্ব্বজন , নিন্দিত হ'য়ে সতত,
বল বল, বর্ণ বল, সব(ই) তার হয় হত।

* চক্রবাকের বর্ণ পীত বলিয়া এখানে তাহাকে কাষায়বস্ত্রাবৃত বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মপথে চরি, করি অলমাত্র আহরণ
তৃপ্তিসহ যেই জন তাহাই করে ভক্ষণ,
বলবর্ণে শ্রেষ্ঠ সেই হইবে সন্দেহ নাই;
বর্ণের প্রকর্ষ শুধু খাদ্যগুণে নাহি পাই।

চক্রবাক এইরূপে নানাভাবে কাককে তিরস্কার করিল। কাক নিজেই ইচ্ছা করিয়া তাহাকে এই তিরস্কারের অবকাশ দিয়াছিল। এখন, "তোমার বর্ণপ্রকর্ষে আমার প্রয়োজন নাই" কা কা রবে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু সকৃদাগামিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, রাহুলমাতা ছিলেন সেই চক্রবাকী এবং আমি ছিলাম সেই চক্রবাক।]

৪৩৫—হরিদ্রারাগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন নীচচরিত্রা কুমারীকর্তৃক * প্রলুব্ধ এক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু ত্রয়োদশ নিপাতে থুল্লনারদ-জাতকে (৪৭৭) বিবৃত হইবে।]

অতীত বস্তুতে দেখা যায়, কুমারী যখন বুঝিল যে তাপসকুমারের শীলভঙ্গ হইলেই তিনি তাহার বশে আসিবেন, তখন সে স্থির করিল 'ইঁহাকে বঞ্চনা করিয়া লোকালয়ে লইয়া যাইতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যে সে বলিল "বনে রূপাদি কামভোগ্য বিষয়ের অভাব; এখানে শীল রক্ষা করিলে তাহা হইতে মহাফল পাইবার আশা নাই; পক্ষান্তরে লোকালয়ে রূপাদি সতত বিদ্যমান; সেখানে শীল রক্ষা করিতে পারিলে মহাফল-প্রাপ্তি হয়। চলুন, আমার সঙ্গে সেখানে গিয়া শীল রক্ষা করিবেন; অরণ্যে থাকিয়া লাভ কি?

সুদূর অরণ্যে থাকি শীলরক্ষা বড়ই সুকর,
গ্রামে থাকি রক্ষে শীল, প্রকৃত পুণ্যাত্মা সেই নর।"†

ইহা শুনিয়া তাপসকুমার বলিলেন, "আমার পিতা বনের মধ্যে গিয়াছেন; তিনি ফিরিলে তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইব।" ইহাতে কুমারী ভাবিল 'ইহার পিতা বর্তমান আছেন, বোধ হয়। তিনি যদি আমায় দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার বাঁকের আগা দিয়া এমন প্রহার করিবেন যে, আমি মরিয়া যাইব। অতএব আমার আগেই যাওয়া কর্তব্য।' সে তাপস-কুমারকে বলিল, "আমি আগেই রওনা হইলাম; পথে আমি সঙ্কেত রাখিয়া যাইব; আপনি তাহা দেখিয়া শেষে আসিবেন।"

কুমারী প্রস্থান করিলে ঋষিকুমার কাষ্ঠ আহরণ করিলেন না, পানার্থ জল আনয়ন করিলেন না, কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; যখন তাঁহার পিতা আশ্রমে ফিরিলেন, তখন তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পর্য্যন্ত করিলেন না। পুত্র কোন রমণীর কুহকে পড়িয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়াও ঋষি জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কাষ্ঠ আহরণ কর নাই, জল আন নাই,

* মূলে 'থুল্লকুমারী' আছে। থুল্ল=স্থূল; কিন্তু এখানে প্রাকৃত বা নীচচরিত্রা (coarse) এই অর্থ গ্রহণ করা গেল।

† তু°—বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

আহারেরও কোন ব্যবস্থা কর নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি?" তাপসকুমার বলিলেন, "বাবা, শুনিতেছি যে, অরণ্যে রক্ষিত শীল মহাফলপ্রদ নহে; মহাফল পাইতে হইলে লোকালয়ে গিয়া শীল রক্ষা করা আবশ্যক। আমি সেখানে গিয়া শীল রক্ষা করিব; আমার বন্ধু আমাকে যাইতে বলিয়া অগ্রেই যাত্রা করিয়াছেন; আমি তাঁহারই সঙ্গে যাইব। সেখানে গিয়া আমি কিরূপ লোকের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করিব, তাহা বলিয়া দিন :—

বন ত্যজি গেলে গ্রামে, কি শীল, কি চরিত্র দেখিয়া
মিশিব লোকের সঙ্গে, দিন, পিতঃ, আমায় বলিয়া। †"

ইহার উত্তরে তাপস নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

যাহার হইবে তুমি বিশ্বাস-ভাজন,
বিশ্বাসের পাত্র হ'তে যে চায় তোমায়,
শুনিতে তোমার কথা যার আকিঞ্চন,
তব অপরাধে ক্রোধ না উপজে যার, *

কায়মনোবাক্যে তব অনিষ্ট কামনা ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) করে না,
করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ, যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বন।*
ধর্ম্ম পথে চলে সদা, অথচ যাহার ধার্ম্মিক বলিয়া মনে নাই অহঙ্কার,
হেন শুদ্ধাচারী প্রাজ্ঞে সেবিবে যতনে যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বনে।
হরিদ্রাবর্ণের মত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমার
মিত্রতার উপযুক্ত; মর্কটের প্রায় তাহার চঞ্চল চিত্ত নানাদিকে ধায়।
ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট এমন লোকের সংসর্গে বিপদ্, বৎস, ঘটে মানবের।
ত্যজিবে এমন বন্ধু অতি সাবধানে, যদিও থাকিতে হয় জনহীন বনে *
ক্রুদ্ধ সর্পে, মললিপ্ত কিংবা মহাপথে বর্জ্জন করিয়া যায় লোকে দূর হতে;
হয় যদি রাজপথ বড় অসমান অন্য পথে যাঁয় রথী ফিরাইয়া যান।
দূর হ'তে সেই মত তুমি অনুক্ষণ দুর্জ্জন সংসর্গ সদা করিবে বর্জ্জন।
বেশী মিশামিশি, বৎস, মূর্খের সহিত করিলে ঘটিবে তব অশেষ অহিত।
মূর্খ আর শত্রু দুই তুল্য ভাবি মনে মূর্খের সংসর্গ ত্যাগ করিবে যতনে।
এই উপদেশ মোর, আমার বচন অপ্রমত্ত ভাবে তুমি করিবে পালন।
অসৎসংসর্গ নানা দুঃখের আগার, করিবে অসৎসঙ্গ সদা পরিহার।

পিতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া কুমার বলিলেন, "আমি লোকালয়ে গেলে ত আপনার ন্যায় পণ্ডিত পাইব না। অতএব সেখানে যাইতে ভয় হইতেছে। আমি এখানেই আপনার সন্নিধানে থাকিব।" অনন্তর ঋষি তাঁহাকে আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিখাইলেন। ইহাতে কুমার অবিলম্বে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং পিতা পুত্র উভয়েই ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই তাপসকুমার, এই কুমারী ছিল সেই কুমারী এবং আমি ছিলাম সেই সুপণ্ডিত পিতা।]

† এই গাথাগুলি অরণ্য-জাতকেও (৩৪৮) আছে।

৪৩৬—সমুদ্গ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে অনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। "তুমি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ কি না.' শাস্তা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ, তুমি রমণীলাভের জন্য ব্যগ্র কেন? রমণীরা পাপাসক্তা ও অকৃতজ্ঞা। পূর্ব্বে একটা দৈত্য কোন রমণীকে গিলিয়া নিজের কুক্ষির মধ্যে রাখিয়া বিচরণ করিত, তথাপি সে উহার চরিত্র রক্ষা করিতে ও উহাকে একমাত্র পুরুষে আসক্ত রাখিতে পারে নাই। সে যাহা না পারিয়াছ, তুমি তাহা পারিবে কেন?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া বন্য ফলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পর্ণশালার অনতিদূরে একটা দানব * থাকিত। সে মধ্যে মধ্যে মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত; কিন্তু বনের যে অংশে মানুষ যাতায়াত করিত, সেখানে অবস্থিত থাকিয়া মানুষ ধরিয়াও খাইত।

তৎকালে কাশীরাজ্যের এক পরমসুন্দরী কুলকন্যা কোন প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিত। সে একদিন মাতাপিতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যন্তগ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইয়া দানব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনুচরেরা, যাহার হাতে যে অস্ত্র শস্ত্র ছিল, সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করিল। দানব তখন যানারূঢ়া পরম-সুন্দরী সেই কুলকন্যাকে দেখিতে পাইল রূপমুগ্ধ হইয়া তাহাকে গুহায় লইয়া গেল ও বিবাহ করিল। সে তদবধি ঘৃত, তণ্ডুল, মৎস্য, মাংস এবং মধুর ফলাদি আহরণ করিয়া ভার্য্যার পোষণ করিত, তাহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়া সাজাইত, পাছে তাহার চরিত্র কলুষিত হয় এই আশঙ্কায় তাহাকে একটা করণ্ডকের মধ্যে রাখিত এবং কোথাও যাইবার কালে করণ্ডকটী গিলিয়া নিজের উদরের মধ্যে পূরিত। সে একদিন স্নানের জন্য এক সরোবরে গিয়া করণ্ডকটী উদ্গিরণ করিল, তাহা হইতে রমণীকে বাহির করিয়া তাহার শরীরে গন্ধানুলেপন করিল, তাহাকে অলঙ্কার পরাইল এবং 'কিছু কালের জন্য গায়ে বাতাস লাগাও' বলিয়া তাহাকে করণ্ডকের সমীপে রাখিয়া নিজে স্নানের ঘাটে অবতরণ করিল। তাহার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই, এজন্য সে একটু দূরে গিয়া স্নান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বায়ুর পুত্র কটিদেশে খড়্গ ধারণ করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। সে ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় পটু ছিল। রমণী তাহাকে দেখিয়া হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিল। বায়ুপুত্র তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইল; রমণী তাহাকে করণ্ডকের মধ্যে ফেলিয়া, দানব আসিতেছে কি না, দেখিতে লাগিল, তাহাকে আসিতে দেখিয়া, সে নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে দেখাইয়া করণ্ডক খুলিল, ভিতরে গিয়া ঐন্দ্রজালিকের উপর শুইয়া পড়িল এবং তাহাকে নিজের পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিল। দানব আসিয়া করণ্ডকটা পরীক্ষা করিল না; সে ভাবিল, কেবল আমার স্ত্রীই ইহার ভিতরে রহিয়াছে। সে উহা গিলিয়া নিজের গুহাভিমুখে চলিল এবং যাইতে যাইতে ভাবিল, 'তাপসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা করি নাই, আজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল।

---

* মূলে 'দানব রক্খসো' এই পদ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দানব ও রাক্ষস এক নহে।

বোধিসত্ত্ব তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহার কুক্ষিমধ্যে দুই ব্যক্তি রহিয়াছে। তিনি তাহার সহিত আলাপ করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :—

কোথা হতে তোমরা আসিলে তিন জন? স্বাগত! হেথায় কর আসন গ্রহণ।
বল, শুনি, কুশল ত তোমা সবাকার? বহুদিন পরে দেখা হইল এবার।

ইহা শুনিয়া দানব ভাবিল, 'আমি ত এই তাপসের নিকট একাই আসিয়াছি। অথচ ইনি তিন জনের কথা বলিতেছেন! ইনি বলেন কি? ইনি কি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া এরূপ বলিতেছেন, কিংবা উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছেন?' সে তাপসের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

এসেছি একাকী আজ আপনার কাছে, দ্বিতীয় আমার সঙ্গে নাহি কেহ আছে।
তবু জিজ্ঞাসিলা, মুনিবর, কি কারণ, "কোথা হতে তোমরা আসিলে তিনজন?"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই ইহার কারণ শুনিতে চাও?" দানব বলিল, "হাঁ, ভদন্ত।" "তবে শুন।

তুমি, তব ভার্য্যা, যারে পেটিকা ভিতরে পুরিয়া কুক্ষিতে সদা রাখ রক্ষাতরে,
তৃতীয় বায়ুর পুত্র ভার্য্যাসঙ্গে তব কুক্ষি মধ্যে করিতেছে মদন-উৎসব।"

ইহা শুনিয়া দানব ভাবিল, 'ইন্দ্রজালিকেরা বহু মায়া জানে। ইহার হাতে যদি খড়্গ থাকে, তবে ত আমার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়াও পলায়ন করিতে পারে।' সে এই ভয়ে যত শীঘ্র পারিল, করণ্ডকটী উদ্‌গিরণ করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল।

শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

কাঁপিয়া অসির ভয়ে দানব তখন কুক্ষি হতে করণ্ড করিল উদ্‌গিরণ।
খুলি দেখে মালা গলে বনিতা তাহার বায়ুনন্দনের সনে করিছে বিহার।

অনন্তর করণ্ডকটী যেমন খোলা হইল, অমনি বায়ুপুত্র মন্ত্রজপ করিয়া খড়্গহস্তে আকাশে উল্লম্ফন করিল। তদ্দর্শনে দানব মহাসত্ত্বের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্তুতিসূচক শেষ গাথাগুলি বলিল :—

উগ্রতপা তুমি, স্পষ্ট করিলা দর্শন নারীবশে নরের কি হয়েছে পতন।
প্রাণের সমান যারে রক্ষিল যতনে, সেই দুষ্টা করে কেলি অপরের সনে।
সেবেন তাপসগণ অগ্নিরে যেমন, দিবারাত্রি সেবিতাম ইহারে তেমন।
সেই চরে ত্যজি ধর্ম্ম অধর্ম্মের পথে! বন্ধুত্ব কর্ত্তব্য নহে প্রমদার সাথে।
শরীরের মধ্যে এরে রক্ষিয়া যতনে ভাবিতাম ভজিবে না অন্য কোন জনে;
সে মোহ গিয়াছে ভাঙ্গি; দুষ্টা, অসংযতা পর পুরুষের সনে এবে কেলিরতা!
চরিতেছে ত্যজি ধর্ম্ম অধর্ম্মের পথে! বন্ধুত্ব কর্ত্তব্য নহে প্রমদার সাথে।
যত সাবধানে কেন করি না রক্ষণ, বহু ছল জানে নারী, বিশ্বাস কখন
চরিত্রে তাহার আর করা নাহি যায়। নরকের পথে নারী প্রপাতের প্রায়।
রমণীসংসর্গ ত্যজি যে জন বিচরে, বীতশোক হ'য়ে সেই সুখলাভ করে।
রমণীসংসর্গ ত্যজি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান— ইহাই বিজ্ঞের পক্ষে মঙ্গলনিদান।
এই সুখ তাহাদের প্রার্থনীয় অতি। রমণীসংসর্গে ঘটে অশেষ দুর্গতি।

ইহা বলিয়া দানব মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়িয়া নিবেদন করিল, "ভদন্ত, আজ আপনার কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। এই পাপিষ্ঠার চক্রান্তে মায়াবীর হাতে এখনই প্রাণ হারাইতেছিলাম।" সে এইরূপে মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিল, মহাসত্ত্বও তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি এই রমণীকে কোন রূপ দণ্ড দিও না, তুমি শীলসম্পন্ন হও।" ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। দানব বলিল, "আমি নিজের উদরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াও যখন ইহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আর কে পারিবে?" সে ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই দিব্যচক্ষুঃ তপস্বী।]

☞ আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও দেখা যায়, একটা দৈত্য কোন রমণীকে পেটিকার অভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিত এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইত। তথাপি সে তাহার চরিত্র রক্ষা করিতে পারে নাই।

৪৩৭—পূতিমাংস-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ইন্দ্রিয়সংযম-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে বহু ভিক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে শাস্তা স্থবির আনন্দের দ্বারা অসংযত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া নিজে অলঙ্কৃত পল্যঙ্কর মধ্যে আসীন হইলেন এবং ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাহারা ভিক্ষু হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে রূপাদি আপাতপ্রীতিকর ইন্দ্রিয়-বিষয়ের বশীভূত হইয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ এইরূপ আসক্তির কালেই যদি তাহাদের মৃত্যু ঘটে, তবে তাহারা নরকাদি অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা রূপাদি আপাতপ্রীতিকর ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত হইও না। যাহাদের মন রূপাদির চিন্তাতেই মগ্ন, তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবেও মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য রূপাদি অবলোকন করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু নষ্ট করা বরং ভাল।" শাস্তা এ সম্বন্ধে আরও সবিস্তর উপদেশ দিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন:—"তোমাদের পক্ষে রূপ অবলোকন করিবার কাল আছে, অবলোকন না করিবার কালও আছে। যখন অবলোকন করিবে, তখন প্রীতির চক্ষে দেখিবে না, অপ্রীতির চক্ষে দেখিবে; তাহা হইলেই তোমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। তোমাদের কর্ত্তব্য পথ কি কি বলিতেছি শুন:—চারিটী স্মৃত্যুপস্থান *, অষ্টাঙ্গিক আর্য্য মার্গ, এবং নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম। † এই গুলি তোমাদের পথ—তোমাদের বিচরণ ভূমি। যদি তোমরা এ গুলি অতিক্রম না কর, তাহা হইলে মার তোমাদের উপর কখনও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি কামবশে রূপাদি প্রীতির চক্ষে দর্শন কর, তাহা হইলে পূতিমাংসনামক শৃগালের ন্যায় তোমরা স্ব স্ব বিচরণ ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে হিমালয়ের বনমধ্যস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় বহু শত বন্য ছাগ বাস করিত। তাহাদের বাসস্থানের অবিদূরে আর একটা গুহায় পূতিমাংস নামক এক শৃগাল ও বেণীনাম্নী তাহার ভার্য্যা থাকিত। একদিন পূতিমাংস ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিবার কালে ঐ ছাগ গুলাকে দেখিয়া ভাবিল, 'কোন উপায়ে ইহাদের মাংস খাইতে হইবে।' অনন্তর

---

* "চত্তারো সতিপট্ঠান" অর্থাৎ গভীর ধ্যান—কায়ানুপস্সনা, বেদনানুপস্সনা, চিত্তানুপস্সনা ধম্মানুপস্সনা, অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে সকল অশুচি আছে তাহাদের চিন্তা, বেদনায় (sensations) যে পাপ জন্মে তাহার চিন্তা, চিত্তের অস্থায়িত্বচিন্তা এবং সত্ত্বার চিন্তা।

† মার্গচতুষ্টয়, ফলচতুষ্টয় ও নির্ব্বাণ, এই নয়টী।

সে কৌশলবলে এক একটা ছাগ মারিতে আরম্ভ করিল। শৃগাল ও শৃগালী, উভয়েই ছাগ মাংস খাইয়া সবল ও স্থূলদেহ হইল। এদিকে ক্রমে ক্রমে ছাগকুলের ক্ষয় হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে মেড়মাতা নাম্নী এক ছাগী বেশ বুদ্ধিমতী ছিল। শৃগাল উপায়কুশল হইয়াও তাহাকে মারিতে পারিল না। অনন্তর একদিন সে ভার্য্যার সহিত মন্ত্রণা করিল, 'ভদ্রে, ছাগকুল প্রায় লয় পাইয়াছে। ঐ ছাগীটাকে কোন উপায়ে খাওয়া আবশ্যক। আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। তুমি একবার গিয়া উহার সঙ্গে সই পাতাও। তাহার পর যখন বিশ্বাস জন্মিবে, তখন আমি মরিয়াছি এই ভাণ করিয়া একদিন শুইয়া থাকিব। তুমি উহার কাছে গিয়া বলিবে, 'সই, আমার স্বামী মরিয়াছেন, আমি অনাথা হইয়াছি, তুই ছাড়া আমার আর কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব নাই। চল্, দুই জনে মিলিয়া কান্নাকাটি করিয়া তাঁহার সৎকার করি গিয়া।' এইরূপ বলিয়া উহাকে লইয়া আসিবে; আমি তখন লাফ দিয়া গলা কামড়াইয়া উহাকে মারিব।" শৃগালী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "বেশ উপায় স্থির করিয়াছ।" সে ছাগীর সঙ্গে সই পাতাইল, ক্রমে তাহার বিশ্বাসভাজন হইল এবং একদিন ঐরূপ বলিল। তাহা শুনিয়া ছাগী বলিল, "সই, তোর স্বামী আমার সমস্ত জ্ঞাতিজন খাইয়াছে; আমার ভয় হইতেছে; আমি যাইতে পারিব না।" "কোন ভয় নাই, সই। যে মরিয়াছে, সে কি করিবে?" "তোর স্বামী বড় নিষ্ঠুর; সেই জন্য ভয় পাই।" ছাগী এরূপ বলিলেও শৃগালী তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাতে ছাগী ভাবিল, 'তবে বুঝি প্রকৃতই মরিয়াছে।' কাজেই সে শৃগালীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল; কিন্তু যাইতে যাইতে ভাবিল, 'কে জানে, কি ঘটিবে?' এই আশঙ্কায় সে শৃগালীকে অগ্রে রাখিয়া শৃগাল কোথায় আছে জানিবার জন্য ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতে লাগিল। শৃগাল তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'ছাগী বুঝি আসিল।' সে মাথা তুলিয়া চক্ষু দুইটা উল্টাইয়া তাকাইল। ছাগী তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া বুঝিল যে, পাপাত্মা তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া মারিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। সে তখনই ফিরিয়া পলায়ন করিল। শৃগালী জিজ্ঞাসিল, "পলাইলি কেন, সই?" ছাগী নিম্নলিখিত গাথায় পলায়নের কারণ বলিল:—

> পূতিমাংস যেমন ক'রে এ দিকে তাকাল
> বল্‌তে কি, সই, মোটেই তাহা লাগেনি মোর ভাল।
> প্রাণ বাঁচাতে পলাইলাম আমি সে কারণ,
> এমন সখার কাছে, বল, থাকে কোন্ জন।

ইহা বলিয়া ছাগী নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। শৃগালী তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং স্বামীর নিকটে গিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। শৃগাল তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> ক্ষেপী যেনী পতির কাছে সখীর গুণ গায়,
> এসে ছাগী গেল ফিরে, (এখন) করছে হায় হায়।

ইহার উত্তরে শৃগালী তৃতীয় গাথা বলিল:—

> ক্ষেপী আমি, না ক্ষেপা তুমি, ভাবি দেখ মনে,
> তোমার মত বোকারামটী নাই ত্রিভুবনে।
> মড়ার মত থাকবে পড়ে, এই ত কথা ছিল।
> অসময়ে তাকাইতে বুদ্ধি কেবা দিল?

জানেন পণ্ডিতগণ, কালাকালে উন্মেলন করিতে নয়ন।
হইবে অকালদর্শী, পূতিমাংস শিবাবৎ, দুঃখের ভাজন।

এইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

অনন্তর বেণী পূতিমাংসকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'স্বামিন্, চিন্তা করিও না; আমি কোন না কোন উপায়ে তাহাকে আবার আনিতেছি। এবার আসিলে সাবধানে ধরিবে; আর যেন ভুল না হয়।" সে ছাগীর নিকট গিয়া বলিল, "সই, তুই কেবল আমাদের বাড়ীর কাছে গিয়াছিলি; কিন্তু তাহাতেই আমাদের বড় উপকার হইয়াছে। তুই উপস্থিত হইবামাত্র আমার স্বামীর জ্ঞান হইয়াছে, তিনি এখন বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। চল্, তাঁহার সঙ্গে গিয়া দুটা মিষ্টালাপ করিবি।

আগের মত ভালবাসা, সইলো, আবার চাই,
পূর্ণ পাত্র লয়ে আয়, চল্ সেথানে যাই।
দেখবি সেথায়, সোয়ামী আমার, উঠেছে বাচিয়া;
বল্‌বি দুটো মিষ্টি কথা, সয়ারে তুই গিয়া।

ছাগী ভাবিল, 'এই পাপিষ্ঠা আমাকে বঞ্চনা করিতে চায়। স্পষ্টতঃ শত্রুতা করাও ভাল হইবে না, ইহাকে কৌশলে বঞ্চনা করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে ষষ্ঠ গাথা বলিল:—

সুখে থাক্ তুই, সইলো আমার, পূর্ণ পাত্র দিব;
সঙ্গে লয়ে চাকর বাকর, এখনি আসিব।
তুই আগে যা, গিয়া যোগাড় কর্‌গে তাদের তরে
ভাল ভাল খাবার জিনিস্, আছে যা তোর ঘরে।

শৃগালী তখন ছাগীকে তাহার অনুচরদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল:—

চাকর বাকর, সই, কেমন তোর, কি কি নাম ধরে,
খাবার যোগাড় যাদের তরে করবো গিয়া ঘরে?

ছাগী বলিল:—

"চারটা কুকুর চাকর আমার, শুন্‌বি তাদের নাম?
মালিক আর চতুরাক্ষ (যায়) যমালয়ে ধাম,
পিঙ্গিক, যার কটা রংটা দেখলে লাগে ভয়,
জম্বুক, যে কার্ত্তিকেয়ের সাথে সদা রয়।
এরাই আমায় রক্ষা করে, এদের খাবার তরে
করগে যোগাড়, সাধ্যি যা তোর, গিয়ে এখন ঘরে।

ইহাদের এক একটার সঙ্গে আবার পাঁচ শ কুকুর থাকে। তবেই আমার সঙ্গে দুই হাজার কুকুর যাইবে। যদি তারা খাবার না পায় তাহা হইলে তোকে ও তোর স্বামীকে খাইয়া ফেলিবে।" ইহা শুনিয়া শৃগালীর এত ভয় হইল যে, সে ভাবিল, 'ছাগীর আর সেখানে গিয়া কাজ নাই, যাহাতে সে না যায়, কোন না কোন উপায়ে তাহাই করিতে হইবে।' সে বলিল,

ঘর ছেড়ে তুই গেলে লো, সই, এই ভয় আমার,
কি জানি কোন্ দুষ্ট এসে লুঠ্‌বে তোর ভাণ্ডার।
তাই বলি, সই, থাক্ এখানে, গিয়ে কাজ নাই,
আমি গিয়ে সয়ারে তোর আনন্দ জানাই।

ইহা বলিয়া শৃগালী মরণভয়ে এক ছুটে স্বামীর নিকট ফিরিয়া গেল এবং তাহাকে লইয়া সে অঞ্চল হইতে পলায়ন করিল। অতঃপর তাহারা আর সে মুখো হইতে পারে নাই।

[সমবধান তখন আমি ঐ অরণ্যের একটা বৃহৎ বনস্পতিতে দেবতারূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

৪৩৮—তিত্তির-জাতক।

[শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থিতিকালে, দেবদত্ত তাঁহার বধার্থ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে, এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অহো, দেবদত্ত কি নির্লজ্জ ও অনার্য্য, সে অজাতশত্রুর সহিত মিলিয়া এবংবিধ উত্তম গুণধর সম্যক্-সম্বুদ্ধকে বিনষ্ট করিবার জন্য তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিল, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এখন কিন্তু সে আমার মনে ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে না। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে এক সুবিখ্যাত আচার্য্য পঞ্চশত মাণবককে শিক্ষা দিতেন। তিনি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এখানে থাকিলে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটে, ছাত্রদিগেরও প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয় না। অতএব হিমালয়ে গিয়া বনে বাস করিব ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব।' তিনি ছাত্রদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন, তাহাদিগের দ্বারা তিল, তণ্ডুল, তৈল, বস্ত্রাদি আনাইলেন এবং বনে গিয়া রাজপথের অনতিদূরে এক স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ছাত্রেরাও নিজ নিজ পর্ণশালা প্রস্তুত করিল। তাহাদের জ্ঞাতিবন্ধুরা তণ্ডুলাদি পাঠাইত। একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য বনে আসিয়া অধ্যাপনা করিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া রাজ্যবাসী অন্যান্য লোকেও তাঁহার জন্য তণ্ডুলাদি লইয়া যাইত; যাহারা ঐ বনকান্তারে উপস্থিত হইত, তাহারাও বহু দ্রব্য দিত; এক ব্যক্তি আচার্য্যকে দুগ্ধপানার্থ একটা সবৎসা ধেনু দান করিয়াছিল।

তাঁহার পর্ণশালার নিকটে দুইটী শাবক লইয়া একটা গোধা থাকিত; এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। একটা তিত্তিরও সেখানে নিয়ত নিবদ্ধভাবে বাস করিত এবং আচার্য্য যখন শিষ্যদিগকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন, তখন তাহা শুনিত। এইরূপে ক্রমে সে বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইল।

কালক্রমে, শিষ্যদিগের শিক্ষাপরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই, আচার্য্যের মৃত্যু ঘটিল। শিষ্যেরা তাঁহার শবদাহ করিল, শ্মশানে একটা বালুকাস্তূপ প্রস্তুত করিয়া বহুবিধ পুষ্পের দ্বারা সেখানে পূজা করিল এবং আচার্য্যের শোকে রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল। তিত্তির তাহাদের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, "আমাদের শিক্ষাসমাপ্তির পূর্ব্বেই আচার্য্য মারা গিয়াছেন, সেই জন্য কান্দিতেছি।" "যদি তাহাই হইয়া থাকে, তথাপি তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, এখন হইতে আমিই তোমাদিগকে বেদ শিখাইব।" "তুমি বেদ জানিলে কিরূপে?" আচার্য্য যখন তোমাদিগকে পাঠ দিতেন, তখন আমি তাহা শুনিতাম। এইরূপে আমি বেদ তিনখানি আয়ত্ত করিয়াছি।" "আপনি যাহা আয়ত্ত করিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দিন।" "তবে শুন।" ইহা বলিয়া তিত্তির তাহাদের নিকট বেদের দুরূহ অংশগুলি

এমন সহজে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন গিরিশৃঙ্গ হইতে নদী অবতরণ করিতেছে। ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া শিষ্যেরা ঐ সময় হইতে তিত্তির পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। তিত্তির পণ্ডিতও সুবিখ্যাত আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে পাঠ দিতে প্রবৃত্ত হইল। শিষ্যেরা তাহার জন্য সুবর্ণ পঞ্জর প্রস্তুত করিল এবং উহার উপর একটা চন্দ্রাতপ ঝুলাইয়া রাখিল; তাহারা তাহাকে সুবর্ণপাত্রে মধু মিশ্রিত লাজা খাইতে দিত, নানা বর্ণের পুষ্পদ্বারা তাহার পূজা করিত। ফলতঃ তাহারা নানা প্রকারে এই তিত্তিরের প্রতি সম্মান দেখাইত। তিত্তির পণ্ডিত বনমধ্যে পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমারকে বেদ শিক্ষা দিতেছে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে এই সংবাদ প্রচারিত হইল।

অনন্তর জম্বুদ্বীপে একটা মহোৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। লোকে এই সমারোহ দেখিবার জন্য ছুটিল। উৎসবক্ষেত্রটী বহুজনসমাকীর্ণ গিরিশিখরস্থিত সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিত্তির পণ্ডিতের যে সকল ছাত্র ছিল, তাহাদের মাতা পিতা স্ব স্ব পুত্রদিগকে উৎসব দেখিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। ছাত্রেরা তিত্তিরের অনুমতি লইল এবং তিত্তিরের তত্ত্বাবধান ও আশ্রমরক্ষার ভার গোধার উপর দিয়া স্ব স্ব নগরে চলিয়া গেল।

এক দুঃস্থ * দুষ্ট তপস্বী নানা দেশ বিচরণপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইল। গোধা তাহার অভ্যর্থনা করিল এবং 'অমুক যায়গায় চাউল আছে, অমুক যায়গায় তৈল লবণ ইত্যাদি আছে, ভাত রান্ধিয়া খাউন' বলিয়া নিজের আহারের চেষ্টায় গেল। তপস্বী পূর্ব্বাহ্নে অন্নপাক করিয়া গোধার শাবক দুইটা মারিল এবং তাহাদের মাংসে সূপ প্রস্তুত করিয়া খাইল, মধ্যাহ্নে তিত্তির পণ্ডিতকে ও বাছুরটাকে মারিয়া উদরসাৎ করিল, অপরাহ্নে গাভীটা ফিরিয়াছে দেখিয়া তাহাকেও মারিল এবং মাংস খাইয়া গাছতলায় শুইয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় গোধা ফিরিয়া শাবকদুইটীকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে লাগিল। বৃক্ষদেবতা দেখিতে পাইলেন, গোধা শাবক দুইটীর অদর্শনে কাঁপিতেছে। তিনি দিব্যানুভাব-বলে তরুস্কন্ধস্থ কোটরে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গোধে, কাঁপিয়া লাভ নাই; এই পাপাত্মা তোমার শাবক দুইটী, তিত্তির, বৎস ও ধেনু, সকলকে বধ করিয়াছে, গ্রীবাদেশে দংশন করিয়া ইহার প্রাণান্ত কর।" গোধার সহিত এইরূপে আলাপ করিবার কালে বৃক্ষদেবতা নিম্ন লিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

অন্ন খাওয়াইলে যারে, সেই দুরাচার নিরীহ সন্তান দুটী খেয়েছে তোমার।
জীবনান্ত কর এর দংশিয়া গ্রীবায়, প্রাণ লয়ে ঘরে যেন নাহি ফিরে যায়।

অনন্তর গোধা দুইটী গাথা বলিল :—

ধাত্রীর শাটকবৎ সর্ব্বাঙ্গ ইহার মল লিপ্ত, হেন কোন অঙ্গ পাওয়া ভার, †
যেখানে দশন মোর অশুচি না হয়ে পাঠাইতে পারে এরে যমের আলয়ে।

অকৃতজ্ঞ অবসর খোঁজে অনুক্ষণ, উপকারকের ক্ষতি করিবে কখন।
সসাগরা বসুন্ধরা দিয়াও তাহায় তুষিতে কস্মিন্‌কালে পারা নাহি যায়।

ইহা বলিয়া গোধা ভাবিল, 'এ জাগিলে আমাকেও খাইবে।' এজন্য সে নিজের প্রাণরক্ষার্থ

* 'নিগ্গন্তিকো'। পাঠান্তর 'নিক্কারুণিকো—নিষ্ঠুর। কেহ কেহ 'নিগণ্ঠো'—নির্গ্রন্থ এই পাঠও অনুমোদন করেন।

† আজীবক প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর প্রব্রাজকেরা অতি অপরিষ্কৃত দেহে থাকিত। এই গাথায় তাহাদের সেই কদভ্যাসের দিকে কটাক্ষ আছে। মস্করিগোশালিপুত্র আজীবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আজীবকদিগের সহিত জৈন ও বুদ্ধদিগের বিষম শত্রুতা ছিল। আজীবক সন্ন্যাসীরা নগ্নদেহে থাকিতেন।

পলায়ন করিল। পূর্ব্বে যে সিংহের ও ব্যাঘ্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা তিত্তিরেরও বন্ধু ছিল। কখন তাহারা তিত্তিরের সঙ্গে দেখা করিত; কখনও বা তিত্তির গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া আসিত। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন সিংহ ব্যাঘ্রকে বলিল, "ভাই, অনেক দিন তিত্তিরের সঙ্গে দেখা হয় নাই; আজ বোধ হয় সাত আট দিনের কম হইবে না। তুমি গিয়া তাহার সংবাদ লইয়া আইস।" ব্যাঘ্র ইহাতে সম্মত হইল এবং যখন গোধা পলায়ন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে উক্ত স্থানে গিয়া দেখিল যে, দুরাচার তাপস নিদ্রা যাইতেছে; আর তাহার জটার ভিতর তিত্তির পণ্ডিতের পালক এবং ধেনু ও বৎসের অস্থিগুলি রহিয়াছে। ব্যাঘ্ররাজ এই সমস্ত দেখিল; সুবর্ণ পঞ্জরে তিত্তিরকেও দেখিতে পাইল না; কাজেই সে ভাবিল, সেই পাপিষ্ঠই বোধ হয় ইহাদিগকে বধ করিয়াছে। সে তাহাকে পদাঘাতে জাগাইল, পাপিষ্ঠ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া মহা ভীত হইল। ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসিল, "তুমি ইহাদিগকে মারিয়া খাইয়াছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি মারিও নাই, খাইও নাই।" 'পাপাচার, তুই না মারিলে আর কে মারিবে বল্? সত্য কথা বল্, নইলে তোর প্রাণ বাঁচিবে না " সে মরণভয়ে ভীত হইয়া বলিল, 'গোধার ছানা দুইটা, বাছুরটা ও গরুটা মারিয়া খাইয়াছি বটে, কিন্তু তিত্তিরকে মারি নাই।" সে বার বার এইরূপ বলিলেও ব্যাঘ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না, সে জিজ্ঞাসিল, "তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্?" "আমি প্রভু, কলিঙ্গদেশে বণিক্‌দিগের পণ্যভার বহন করিতাম; তাহার পর এই এই কাজ করিয়া এখানে আসিয়াছি " সে এইরূপে নিজের সমস্ত কৃতকর্ম্মের বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বলিল, 'পাপিষ্ঠ তুই তিত্তিরকে না মারিলে আর কে মারিবে? চল্, তোকে মৃগরাজ সিংহের নিকট লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র লোকটাকে আগে আগে রাখিয়া ও ভয় দেখাইতে দেখাইতে লইয়া গেল। ব্যাঘ্ররাজ লোকটাকে লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সিংহ নিম্ন লিখিত গাথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—

কি হেতু, সুবাহু, তুমি* এত ত্বরান্বিত আসিতেছ হেথা এই যুবক-সহিত?
ত্বরার কারণ তুমি ত্বরা করি বল, শুনিতে আমার তাহা বড় কুতূহল।

ইহার উত্তরে ব্যাঘ্র পঞ্চম গাথা বলিল:—

পরম পণ্ডিত সখা তিত্তির তোমার— বুঝি বা নিধন আজ হইয়াছে তাঁর।
শুনি এই পুরুষের জীবন-কাহিনী, তিত্তির যে আছে সুখে, নাহি মনে মানি।

তখন সিংহ ষষ্ঠ গাথা বলিল:—

জীবন-কাহিনী এর বল কি শুনিলে?
কিরূপ দিয়াছে এই আত্ম-পরিচয়?
কি কি কার্য্য হেতু এর সিদ্ধান্ত করিলে,
তিত্তিরে করিল বধ এই দুরাশয়?

সিংহের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাঘ্র শেষের তিনটী গাথা বলিল:—

ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
বণিকের পণ্য ভাণ্ড; নিজেই আবার
সাজিয়া বণিক্ গেল দেশ দেশান্তরে
দুর্গম বঙ্কুর পথে, চলিতে যাহাতে
বেত্রের সাহায্য বিনা নাহি পারে কেহ।

* ব্যাঘ্রদেহের পুরোবর্ত্তী অর্দ্ধ অতি সুগঠিত বলিয়া ব্যাঘ্রকে সুবাহু বলা হইয়াছে। বর্ণারোহ-জাতকেও (৩৬১) ব্যাঘ্রের এই নাম দেখ। য

মিশিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ড-যুদ্ধ দর্শকসমাজে ?
আবার ব্যাধের সঙ্গে হইয়া মিলিত
ধরিল বনের পশু বাগুরা বিস্তারি।

কত বা করিব এর কুকার্য্য বর্ণন।
ধরিল জীবিকা-হেতু ফাঁদ পাতি পাখী ;
কয়ালের কাজ করি, ধান্যাদি মাপিয়া
করিল অর্জ্জন কিছু, শেষে দ্যূতে হারি
খোয়াইল যাহা ছিল বুদ্ধির বিপাকে।
সংযম কাহাকে বলে কভু না জানিল।
ঘাতক হইয়া পুনঃ, দণ্ডপ্রাপ্ত যারা
রাজাজ্ঞায়, হস্তপদ ছেদি তাহাদের
কুণ্ডকের ধূমদানে অর্দ্ধরাত্রি কালে
রোধিল রক্তের স্রোত ক্ষতস্থান হ'তে।
আজীবক হ'ল শেষে, প্রব্রজ্যার কালে
উষ্ণ পিণ্ডে হ'ল দগ্ধ হস্ত পাপাত্মার।*

এই ত শুনেছি, ভাই, কাহিনী ইহার।
বিচারি, এ সব এক সঙ্গে মিলাইয়া,
জটান্তরে দেখি সেই লোমপিণ্ড আর,
মনে হয়, পাইটারে মেরেছে পামর,
মেরেছে যে তিত্তিরেরে, তাহাও নিশ্চয়।

সিংহ ঐ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তিত্তির পণ্ডিতকে মারিয়াছ কি ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু।" প্রকৃত উত্তর দিল বলিয়া সিংহ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ব্যাঘ্র বলিল, "এই পাপাত্মার প্রাণ নাশ করাই কর্ত্তব্য।" সে তাহাকে দন্তদ্বারা দংশন করিল এবং একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিল। এ দিকে ছাত্রেরা ফিরিয়া আসিল এবং তিত্তির পণ্ডিতকে দেখিতে না পাইয়া পরিদেবন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই জটাধর তাপস, কৃশাগৌতমী ছিলেন সেই গোধা, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্ররাজ, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, কাশ্যপ ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই তিত্তির পণ্ডিত।

---

* টীকাকার বলেন যে আজীবকেরা প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর যখন প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইত, তখন তাহাদের হাতে উষ্ণ অন্নপিণ্ড দিবার প্রথা ছিল।

নির্ঘণ্ট।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অকনিষ্ঠ ভবন	২৭৬
অগতি-চতুষ্টয়	১৩৪
অগ্নি (একাদশ)	২৩৪, ২৬৮
অগ্রালবচৈত্য	৪৯
অগ্রোদক	২৪৬
অচিরবতী (নদী)	৮২
অচেলক	১৪৩
অজাতশত্রু	৭৩, ১২৬, ৩০৪
অজ্ঞাত দিক্	১৩৭
অঞ্জন বন	১৫৫, ১৫৮
অটক	১৮৫
অধিকরণী (নেহান)	১৬৪
অধ্যারূঢ় বৃক্ষ	২২৭
অনবতপ্ত হ্রদ	১৫০
অনভিধ্যা	১৯৫
অনাথপিণ্ডদ	১১, ৭১, ৭৭, ১১৬, ১৪৯, ২৪৭
অনিরুদ্ধ	২৮০, ২৮১
অনুমোদন	৬৯
অনুতীরচারী	১৯১
অনুশিষ্য	২৬৪
অন্তরীক্ষ	১২৮
অপচয় (রাত্রা)	২৫৮
অপরচেতন	১৭২
অপায়	১৪৮
অবন্তী	২১৯, ২৬৪
অববাদিকা	১
অববারক	১৫
অবিষহশ্রেষ্ঠিজাতক	৭৭
অবীচি	২৭
অভিজ্ঞানশকুন্তল	৩৭
অম্বষ্ঠ	২৩৫
অরঞ্জর (পর্ব্বত)	২৩৪
অরণ্যকুটিকা	২১
অর্পণ	৩
অর্দ্ধমাষরাজ	২৫৫
অলন্দী	১০৯
অশ্বক	২
অশ্বপুর	২৬২
অষ্টবিধ উন্মত্ত	১৪১
অষ্টলোকধর্ম্ম	৩৭
অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ	৩০১
অষ্টাদশ শিল্প	৬৯
অসংখ্যেয়	২৫৮
অস্থিতক্	১৯৬
অহহ	২০৫
আগন্তুক	১৭১
আগন্তুক বত্ত	২৭৪
আচার্য্য	৮৩
আজীবক	৩০৫, ৩০৭
আটবী	৪৯
আনন্দ	৫, ৮, ১৫, ১৬৮ ইত্যাদি
আবহ	১৪৮
আবাসিক বত্ত	২৭৪
আভাস্বর ব্রহ্মলোক	২০৫
আমক শ্মশান	২৪১
আয়ুর	১৯৩
আরব্যনৈশোপাখ্যান	১৬২, ৩০১
আরামিক	২০৭
আলেক্জাণ্ডার	৫৯
আশঙ্কা কুমারী	১৪৫
আশাবতী (লতা)	১৪৫
ইন্দ্রপ্রস্থ	২২৮
Epictetus	৩৬
ইরিয়াপথ	৭০
ঈর্য্যাপথ	৭০, ২৩০
ঈশান	২০৯
ঈষপ্	১৭, ১৩১, ১৫৩
উজ্জয়িনী	২১৯
উচ্ছেদবাদী	১৪৩
উৎকৃষ্ট প্রধান	১৩৮
উৎক্ষেপণ	২৭৬
উৎপলবর্ণা	২, ১০০, ১৫২ ইত্যাদি
উত্তরপঞ্চাল	৪৯
উদকশব্দক	৪৫
উদয়কুমার	২৫৩
উদয়ন	৯৩, ১০০, ২১৯
উদীচ্য ব্রাহ্মণ	১৩৬
উদ্দ (উগ্র)	৩৩
উদ্দেশ	৮০
উদ্ধার (উধার)	৪২

উদ্‌বিড়াল ৩৩, ১৯১
উপচর (রাজা) ২৫৮
উপট্‌ঠান (উপস্থান) ১৪৯
উপধান ১০৬
উপনন্দ ১৯০
উপাধ্যায় ৮৩
উপোসথ ৩৩
উশ্মার ৮
উর্ব্বরী ৯৬
একতল (পাদুকা) ৫০
একরাজ ৯
এড়ুগজ ১৩০
এণিনদী ২০৩
এরকবন ৫৬
ঋদ্ধি ২৫৮
ঋদ্ধিপাদ ২৫৮
কজঙ্গল ১৩২
কণবের ৩৭
কণ্টককশা ২৬
কথাসরিৎসাগর ৪৬, ১৭৭, ১৯২, ২৩১
কপিল ২৫৯
কপিশীর্ষ ১৫
করটক ৯০
করীষ ১৬৮
কর্ষ ২৬৬
'কর্ম্মকর ১০৯
কলাবু ২৫
কলিঙ্গ ২, ৩০৬
কল্প ৮৩
কল্পকুমার ৮৫, ২০৬
কল্যাণ (রাজা) ২৫৮
কাকবতী ৫৩
কাম্পিল্য ৪৯, ২১৭
কায়ানুপস্‌সনা ৩০১
কার্ত্তিকেয় ৩০৩
কালকর্ণী ১৪৯
কাল দেবল ২৬৪
কালবাত ১৪৮
কালবাহু ৬০
কালিদাস ২১৯
কাশী ১৫১
কাশীকোশল ২০
কাশ্যপ ২৯২
King Cophetus ১৫
কুক্কু ১৮২
কুটীকার শিক্ষাপদ ৪৯, ২০১
কুণ্টনি ৮০
কুণ্ডলকুমার ২৫
কুজোত্তরা ১০০
কুমার ব্রহ্মচারী ৫৭
কুম্ভবতী ২৬৪
কুম্ভাণ্ড ৮৮
কুরণ্ডক ১৪৭
কুরুবাজ্য ২২৮
কুলোপগ ২০০
কুল্মাষ ২৩১
কূটশাল্মলি ২২৬
কেবুক (নদী) ৫৬
কেশব ৮৫
কৃৎস্ন ৯
কৃশ বৎস ২৬৪
কৃশাগৌতমী ৩০৭
কোকনদ প্রাসাদ ৯৩
কোকালিক ৬২, ৬৮
কোটিসংস্তর ১১
কোরকলম্ব ২৫৯
কোল ১৪
কোশলরাজ ৮, ২৮
কৌশাম্বী ২১৯, ২৭৬
কোশম্বকুথঙ্ক ২১৬
ক্রোম ৩১
ক্ষান্তি-জাতক ২৫
ক্ষুদ্রকপাঠ ২১০
ক্ষুরচক্র ১২২
ক্ষেমা ১০০
খঙ্কবত্ত ২৭৪
খাদ্য ১৩
খুল্লদর্দ্দর ১০
গঙ্গমাল ২৫৬
গজকুম্ভ ৮৩
গণ্ডিকা ২৬
গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক ১৫
গম্ভীরচারী ১৯১
গান্ধার ২১৬
গিরিব্রজ ২৭২
গীতা ৯৮
গৃধ্রকূট ২৭৪, ৩০৪
Gay ১৭৭
গোদাবরী ২
গোপানসী ১৮২, ২২৫
ঘোষিত ১০০
চক্রবাল ৯৬

চতুরাঙ্ক ৩০৩
চতুর্ম্মহারাজিক ১১৯
চতুর্ব্বিধ উপায় ২৬৭
চত্তার সতিপট্‌ঠান ৩০১
চন্দ্রবতী ২৯৩, ২৯৪
চন্দ্রাদেবী ১০৩, ১০৮
চর (রাজা) ২৫৮
চরিয়পিটক ৩৬
চর্ম্মশাটক ৫১
চার্ল্‌স্ (পঞ্চম) ১০৩
চিঞ্চা মাণবিকা ১৭০
চিত্তানুপস্‌সনা ৩০১
চিত্রলতাবন ১৪৫
চেদি ২৫৮
চৈতন্যচরিতামৃত ২০৯
চোরঘাতক ২৬
চোলমণ্ডল ২
ছত্র ৬৯
ছত্রমঙ্গল ৪৩২
ছন্দক ১৯০
ছন্ন ১১১
ছবি ২৬
ছোলঙ্গ ১৮৩
জড়ভরত ১২৬
জনক ১৯৫
জবশকুন ১৬
জরদ্গব ১৫৫
জম্বুদ্বীপ ৫৬, ৩০৫
জাতক :—
অননুশোচনীয় ৫৭
অবার্য্য ১৩৪
অয়ঃকূট ৮৭
অরণ্য ৮৮
অগ্নিসেন ২০১
অস্থান ২৬৯
অষ্টশব্দ ২৪৩
অহিতুণ্ডিক ১১৭
আদীপ্ত ২৬৭
আম্রচোর ৮১
আশঙ্কা ১৪৪
ইন্দ্রিয় ২৬৩
উরগ ৯৬
একরাজ ৮
কহ্লার ৫৩
কপবের ৩৭
কন্দরী ৭৯
কণি ২০৩
জাতক :—
কপোত ১৩১
কাক ১৮০
কাকবতী ৪৫
কাত্যায়নী ২৪০
কারণ্ডিক ১০১
কালবাহু ৫৯
কাশ্যপমান্দ্য ২৩
কুক্কু ১৮২
কুক্কুট ১৫৩
কুটীদূষক ৪৪
কুণ্টণি ৮০
কুম্ভকার ২১৪
কুল্মাষপিণ্ড ২৩১
কেশব ৮৪
কোকালিক ৬২
কোটিশাল্মলি ২২৬
কৌশাম্বী ২৭৩
ক্ষান্তিবাদী ২৫
খদোতপ্রাণক ১১৭
খরপুত্র ১৫৮
খুল্লকলিঙ্গ ১
খুল্লধনুর্গ্রহ ১২৮
খুল্লধর্ম্মপাল ১০৫
খুল্লশুক ২৮০
গঙ্গমাল ২৫২
গজকুম্ভ ৮৩
গান্ধার ১০৭
গুম্মিক ১১৯
গৃধ্র (১) ১৮৯
" (২) ২৭৪
গোধা (১) ৫২
" (২) ৩৪
ঘট ১০০
চক্রবাক ২৯৫
চর্ম্মশাটক ৫১
চেদি ২৫৮
জবশকুন ১৬
জম্বুক ৬৮
জাগ্রৎ ২২৯
তিত্তির (১) ৪০
" (২) ৩০৪
তুণ্ডিল ১৬৫
তুষ ৭৩
ত্বকসার ১২১
দদ্দভ ৪৭
দদ্দর ১০

জাতক :—
দরীমুখ ১৩৯
দর্ভপুষ্প ১৯০
দশার্ণ ১৯২
দীধিতিকোসল ১২৪
দৃঢ়ধর্ম্ম ২১৯
দেবতাপ্রশ্ন ৯০
দ্বীপী ২৭
ধর্ম্মধ্বজ ১৫৪
ধূমকারী ২২৮
ধোনশাখ ৯৩
ধ্বজবিহেঠ ১৭৩
নন্দিকমৃগ ১৫৫
পদকুশলমাণব ২৮৪
পরন্তপ ২৩৬
পলাশ (১) ১৫
" (২) ১২২
পিচুমন্দ ২১
পীঠ ৭১
পুতিমাংস ৩০১
বকব্রহ্মা ২০৪
বর্দ্ধকি ১৭৯
বর্ণারোহ ১১৪
বানর ৭৯
বাবেরু ৭৫
বিঘাস ১৭৮
বিষহ্য ৭৭
বিসপুষ্প ১৭৬
বৃহচ্ছত্র ৬৯
ব্রহ্মদত্ত ৪৯
মণিকুণ্ডল ৯১
মদীয়ক ১৭১
মনোজ্ঞ ১৮৪
মহাকপি ২১১
মহাশুক ২৭৮
মহাশ্বারোহ ৫
মাংস ৩১
মিত্রবিন্দ ১২২
মূষিক ১২৬
মৃগপোতক ১২৫
মৃগালোপ ১৪৮
মৃতভোজন ৩৬
মেরু ১৪২
রথলট্ঠি ৩১
রাজাববাদ ৩৬
লটুকা ১০৩
লোমশকাশ্যপ ২৯২
লোহকুম্ভী ২৮
শক্তুভস্ত্রা ১৯৫
শবক ১৮
শশ ৭৩
শারিক ১২০
শীলমীমাংসা (১) ১১
" (২) ৩০
" (৩) ১১৫
শ্বেতকেতু ১৩৬
শ্রী-কালকর্ণী ১৪৯
সন্ধিভেদ ৮৯
সমুদ্গ ৫৯৯
সহ্য ১৯
সুজাত ৯১
সুজাতা ১৩
সুতনু ১৮৩
সুত্যাগ ৪২
সুবর্ণকর্কট ১১৮
সুবর্ণমৃগ ১০৮
সুমঙ্গল ২৫০
সুলসা ২৪৭
সুশ্রোণি ১১১
সুসীম ৫২৩
সূচী ১৩৫
সোমদত্ত ২২২
হরিত্রারাগ ২৯৭
হারিত ২৮২
স্ত্রী ১১৬
জাতকমালা ১৭, ২৫, ৩৬, ৭৭, ২১১, ২৩১
জাতকান্তর :—
অকৃতজ্ঞ ১১৬
অরণ্য ২৯৮
অশ্বক ৯৬
অসিতাভূ ৪২
ইন্দ্রিয় ১৪৪
উদ্দালক ৬৯, ১৩৩
উন্মার্গ ৯০, ১৬২, ১৯৫
একরাজ ৯০
কচ্ছপ ৩২
কণবের ১৩১, ২৪৮
কপোত ১৩১, ১৮০
কর্কট ১৩৯
কাক ৫০৪
কাকবতী ৯১১
কামনির্ব্বিণ্ণ ১৪২
কুক্কু ৫৪৯

জাতকান্তর
কুণাল ৫৬, ৭৯
কুণ ৫৭
কুহক ৭৯
খণ্ডহাল ১৬৮
খদিরাঙ্গার ৭৭
খরাদিয়া ১৮৬
খুল্লনন্দিক ১৪, ১৫ ১০৬
খুল্লনারদকাশ্যপ ৮৮, ২৯৭
খুল্লবোধি ৫৭
খুল্লহংস ১৬৮
গুণ ৫
গুথিল ২৩৩
তদারিক ৬২
তিরীটবচ্ছ ৮
তিলমুষ্টি ১০, ৫০
তৈলপাত্র ১০৭
জিগাষাত্ত ৪০
ত্রিশকুন ৬৬, ১৮২
ন্যগ্রোধমৃগ ২৬ ১০১
পানীয় ৩ ১১, ২১৪
পুটভক্ত ৪৪, ৩৪
প্রজ্ঞা ১২২
নালরেন্দ্র ৭৯
বিড়াল ৫০
বিনীলক ৩৮
বিরোচন ৬৮
বিষষ্ণুর ১৯৪
বীরক ৬৮
শৃগাল ২১১
শুক ২৩২
মণিকণ্ঠ ৪৯, ২০১
মণিচোর ৩৭
মহাকৃষ্ণ ৮৭, ১৭৪
মহাস্বিত্রবিন্দ ১২২
মহাশীলবান্ ৮, ৯১
মহিলামুখ ১৮৪
মাতঙ্গ ২২০
মৃগ ২২০
মুদুলক্ষণা ২৮০
লক্ষণ ৩৮
লোল ১৩১
শচির ১৮০
রোহক ৫০
শিশুমার ৭৯
শ্যাম ১৮১
জাতকান্তর
শ্যালক ১১৭
শ্রেয়ঃ ৮, ৯১, ১০০
সর্ব্বদংষ্ট্র ৫৯
সুধাভোজন ১০২
সুংসু ১০
জেতবন ১, ১১ ইত্যাদি
Jeremiah ২৪৪
জ্যোতিঃপালকুমার ২৩৪
তণ্ডক ১৪
তন্ত্রাখ্যায়িকা ৮১, ১৯২
তিক্তরাজ ২২৬
তিনির (বৃক্ষ, পুষ্প) ১১৩
তিলকথনং (ত্রিলক্ষণ) ১৫০
তীর্থনাবিক ১৩৪
তীর্থিক ৪৭, ৭৫
ত্রিবিধ বস্ত্র ২৭১
ত্রিবিধ ব্রহ্মচর্য্য ২০৯
দদ্দরপুর ২৬২
দণ্ডকী ২৬০
দন্তপুর ২, ২১৫
দমনক ৮
দর্দ্দর ৮ ১০.
দশ অসদ্ধর্ম্ম (কাকের) ৭৬
দশ কুশলধর্ম্ম ১৯৫
দশার্ণ ১৯৪
দাদ্দিস্তান ১০, ২৬২
দিব্যাবদান ১২২
দিশাকাক ৭৬, ১৫৪
দীপক তিত্তির ৫১, ২০৪
দীপঙ্কর ১৪১
দীপান্বিতা অমাবস্যা ১৪৯
দীধিতি ২৭৭
দীর্ঘায়ুঃ কুমার ১২৫
দুন্দুবস্ত ৪৪
দুর্ম্মুখ ২১৭
দূতক ১২২
দৃঢ়ধর্ম্মা ২২০
দেব ১৫১
দেবদত্ত ১৭ ২০৩, ২৫৮ ইত্যাদি
দৈবলব্ধ রক্ষা ২৩
দ্বাদীতি পদ্মকবস্ত্র ২৭৪
ধন্বাপেন ৮, ৯
ধনঞ্জয় ৫৯, ২২৮
ধনপাল ১৩৮
ধর্ম্মপণ্ডিতা ২৬

ধর্ম্মপদ ৪৬, ১১৭, ১২৪, ১৪২, ১৬৭, ২১০
ধম্মানুপস্‌সনা ৩০১
ধাতু ২১৪
ধান্তবণিক্ ১১৮
ধুতাঙ্গ ২৭৪
ধৃতরাষ্ট্র ১৪৯
ধ্রুবফল ১৮
নগ্‌গজি ২১৬
নটকুবের ৫৬
নন্দন ১২২
নন্দমূলগুহা ১৪০, ২৫০
নন্দিসেন ২
নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম ২৭০, ৩১১
নলোপাখ্যান ৮০
নহুত ১০৮
নাগদ্বীপ ১১৩
নারদ ৮৬, ২৬৪, ২৬৫
নালাগিরি ৪১
নিগম ২
নিদানকথা ১৪১
নিপুণতা ২৬৬
নিবাসন ৫১
নিমি ২১৬
নিরব্বুদ ২০৫
নিগ্রন্থ ১
নীবার ৮৫
নীলকণ্ঠ ২১৪
নেরু ১৪২
নৌসজ্যাটি ২১২
পঞ্চকল্যাণ ধর্ম্ম ২০১
পঞ্চকামগুণ ১১৯
পঞ্চতন্ত্র ৪৬, ৮০, ৯০, ১০৪, ১১৪, ১৩১, ১৭৩, ২০৪
পঞ্চ ধননাশক ১৭৩
পঞ্চম চার্লস ১১৩
পঞ্চশিখ ১৩০
পঞ্চাগ্নি ৪৭
পঞ্চাঙ্গে ভূমিষ্ঠ ২৬৭
পঞ্চাল ৪৯, ২১৭
পটাচারা ১
পরিনির্ব্বাণমঞ্চ ১৪
পরিবেণ ২১
পরিষ্কার ২৬৭
পর্ব্বত (ঋষি) ২৬৪
পর্য্যঙ্কবন্ধ ৯
পল্লী সমিতি ৫
পশুঘাত যজ্ঞ ২৯৩
পশ্চাচ্ছ্রমণ ৩৬, ৫৭
পশ্চাদ্‌ভাব ১৭২
পাংশু চীবর ১৯০
পাংশুপিশাচ ৮৮
পাটলগ্রাম ২৮৮
পাণ্ডুকম্বলশিলাসন ৩৪, ৭৭
পিঙ্গলা ৬১
পিঙ্গিক ৯৪, ৩০৩
পিচুমন্দ ২১
পিণ্ডচারিক বস্ত্র ২৭৪
পিলিন্দিক বৎস ২০৭
Perey's Reliques ১৫
পুণ্যলক্ষণা ২৪৭
পুত্রক (রাজা) ১৯২
পুরন্দর, পুরিন্দদ ৭৩
পুজনী ৮১
পূর্ব্বারাম ১৭৮
পৈশুন্য, পৈশুন্যশিক্ষাপদ ৮৯
পোতলি ২
পোষধ (রাজা) ২৫৮
প্রজক (বাজা) ২৬৪
প্রজ্ঞাপারমিতা ১৬২, ১৯৫
প্রতিসন্ধি ২৮৫
প্রদ্যোত ২১৯
প্রপাত ১০৫
প্রবহ ১৪৮
প্রশ্নপ্রতিপ্রশ্ন ৮৩
প্রসেনজিৎ ২২৯
প্রসেবক ৭
প্রাজন (পাচন) ১৬২
প্রাবরণ ৫১
প্রিয়দর্শিকা ২১৯
প্রোষ্ঠপাদ ৫৯
ফলক ১১৫, ১৩৯
বকব্রহ্মা ৮৭, ২০৪, ২০৬
বকরাক্ষস ১৮৯
বঙ্ক (রাজা) ১০০
Batavia ১৮৩
বস্ত্র ২৭৪
বস্ত্রপটিবস্ত্র ৮৩
বৎসরাজ ২১৯
বদর ১৪
বদরিকারাম ৪০
বল্লিভ্রত ১৩৮
বরকল্যাণ (রাজা) ২৫৮

বর মান্ধাতা ২৫৮
বর রোজ ২৫৮
বস্ত্রশিল্প (বারাণসীর) ৭
বাগ্‌বিজ্ঞপ্তি ৫৫
বালকলোণকার ২৭৮
বাসবদত্তা ২১৯
বাহ্লিক ২৪৬
Beggar Maid ১৫
বিঘস ১৭৮
বিজ্ঞপ্তি ৪৯
বিদর্শন (বিদস্‌সনা) ১০৯
বিদুর পণ্ডিত ২২৮
বিদেহ ২১৬
বিদ্যাধর ২৫৯
বিনয়ধর ২৭৬
বিনয়পিটক ১৮, ২৭৪, ২৮০
বিনিশ্চয়ামাত্য ৫৩
বিবক্তছন্দ ১ ৯
বিমানবস্তু ২৩৩
বিম্বিসার ৭৩, ২০৭
বিরুট স্তূপ ১৫৩
বিরূধ ১৪৯
বিরূপাক্ষ ১ ৯
বিলোপ ৫
বিশাখা ৭১, ২৯৫
বিহার (ত্রিবিধ) ১৯৬
বিহেঠ ১ ৩
বৃহৎফল ২০৫
বেদনানুপস্সনা ৩০১
বেণুবন ৭৩
বেরঞ্জকণ্ড ২৮০
বৈরম্ভ ১৪৮, ২৭৪
বৈশালী ১
বৈশ্রবণ ১৪৯, ২৮৫
বোধি (রাজকুমার) ৯৩
ব্রহ্মদত্ত ৮১
ব্রহ্মদেশ ১১২
ব্রহ্মা সহাম্পতি ২০৪
ব্রহ্মোত্তর ১২১
ব্রাহ্মণবাচন ১০৫, ১৯২
ব্যাবিলন ৭৫
ভক্কা ১৩
ভদ্রবতী ২১৯
ভদ্দিক ১০০
ভবরুদ্র ৯৬, ২১৫
ভরত (রাজা) ২৩৭
ভদ্রা (বস্তা) ১৯৫
ভাবপ্রকাশ ১৩
ভাস ২১৯
ভূগুকচ্ছ ১১২
ভেলকলাবন ৯৩
ভৈষজ্যসঞ্চয়শিক্ষাপদ ২০৭
ভোজ্য ১৩
মদীয়ক ১৭৩
মধ্যদেশ ৬৯, ১৯৪
মনু ১৮, ৮৩
মন্ত্র ১৮
মরণস্মৃতি ১২৫
মল্লিকা ১০, ২৮, ২৯
মহন্তরক ১৩৯
মহাকাশ্যপ ৪৪
মহাগোবিন্দসূত্র ২৬৭
মহাদর্দ্দর ১০
মহাধন কুমার ২৬৯
মহানদী ২
মহাপার্শ্ব ১৮৬
মহাপ্রজাপতী ১০৮
মহাবংশ ২৮
মহাবস্তু ২৭৪
মহাবর্গ ২৩, ১২৪, ২০৭, ২৭৬
মহাভারত ২, ৬১, ৬২, ৮১, ১৮৯, ১১৬, ২৮০
মহাসম্মত ২৪৮
মাতলি ১৪০
মাতুলুঙ্গ ১৮৩
মান্ধাতা ২৫৮
মারিষ ৬৯
মালিক ৩০৩
মার্দ্দিব মহারাজ ১৯৩
মিথিলা ২১৬
মিথ্যাদৃষ্টি ১০৮, ১৭৪
মূষকপুত্র ১২৪
মূষিকা (দাসী) ১২৭
মৃগমায়া ১৮৬
মৃচ্ছকটিক ২৬, ৩৭
মেঘদূত ১৩২
মেণ্ডেশ্বর ২৩৪
মেরু ১৪২
মৈত্রীপারমিতা ১৯৬
মৌদ্‌গল্যায়ন ২১, ১৭৮
যবকুমার ১২৬
যুধিষ্ঠির ২২৮

যোনিসোমনসিকার ৮৩
Rabelais ১৭৭
রত্নাবলী ২১৯
রমণক ১২৫
রহস্য ৮৩
রাজগৃহ ২২, ১৩৯
রাধ ৫৯
রাহুল ৪০, ১০০
রাহুলজননী ৫৯, ৭৯
রোজ ২৫৮
রৌরব ২৬৭
লক্ষণত্রয় ২৫৭
LaFontaine ১৯২
লটুকিক, লটুকা ১০৩
লম্বচূড়ক ২৬৪
লিচ্ছবি ১
লোলা ১
শক্র ৩৫, ৮২
শতপত্র (জাতক, পক্ষী) ১৭
শতোদকা (নদী) ২৬৪
শবক ১৮
শরভঙ্গ ২৬৪, ২৬৫
শারিক (শালিক) ১২০
শালিন্দী ১৬৮
শালীশ্বর ২৬৪
শাল্মলিদ্রুহ ৫৫
শাশ্বতবাদী ১৪৩
শিবিরাজ্য ২৬৬
শিশুমার গিরি ৯৩
শুচিপরিবার ২৫২
শুভকৃৎস্ন ২৩৫
শৃঙ্গিল বিহঙ্গ ৪৬
শৈক্ষ্য ১৫, ১৯৬
শ্যামা ৩৮, ৩৯
শ্যামাক ৮৫
শ্যামাবতী ১০০
শ্রাবকপারমিতা ১৯৯
শ্রাবস্তী ১, ৩১ ইত্যাদি
শ্রামণ্যফলসূত্র ২৫৮
শ্রী ১৫০
শ্রীশয়ন ১৫২
শ্রীহর্ষ ২১৯
ষড়্‌বর্গীয় ১৮, ৮৯
Shakespeare ২৫৫
সংক্রম (সাঁকো) ২১৩
সংবহ ১৫৮
সংসার ২১৫, ২৫৬
সংস্কার ৯৩, ৯৬
সট্‌ঠিহায়ন ১ ৩
সত্তবত্তপদ ৭৮
সত্যক, সত্যা ১
সদাব্রত ১২২
সনাতন গোস্বামী ২০৯
সভাগট্‌ ঠান ২৩৭
সমুদ্রবিজয়া ২৬৭
সম্মিতভাষিণী ৫৭
সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ ২৮, ২৯
সর্ব্বপরিষ্কারদান ৩৩
সর্ব্বারাবজ্ঞান ২৩৬
সময় ৬৯
সহ্য ২০, ২৯৩
সাংখ্যসূত্র ৬২
সাকেত ১৪৫
সাঁচী ২১৪
সারিপুত্র ১, ৩ ইত্যাদি
সিংহপুর ২৬২
সুজা ৮৭, ২৭৯
সুজাতা ১৩
সুজাম্পতি ৮৭
সুপত্র ২৭৪
সুপর্ণ ৫৫, ১১১
সুবন্ধু ২১৯
সুবর্ণপ্রতিমা ৫৭
সুবর্ণভূমি ১১২
সুলসা ২৪৭
সুশ্রোণি ১১১
সূত্রবিভঙ্গ ১৮, ৪৯
সূত্রান্তিক ২৭৬
সেখ ১৫
সৌবীর ২৬৭
সৌরাষ্ট্র ২৬৪
স্থূলা (থুল্লা) ৬৮, ২৯৭
স্মৃত্যুপস্থান ৩০১
স্বর্গ (গন্ধর্ব্ব) ১১২
স্বস্তিবতী ২৫৮
হস্তিনাপুর ২৬২
হিতোপদেশ ৯০, ১৫৫
Hiouen Thsang ১৩৯